

# স্বপ্নের বাজার

সমরেশ মজুমদার



[www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

সকলেরকে যে কয়েকটি বাড়ি আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত তার মধ্যে একটি আদিনাথ মল্লিকের বাড়ি। বিখ্যাত শিল্পপতি আদিনাথ মল্লিকের বৃষ্টি এবং অথের যুগলমিলন হয়েছে বাড়িটির নির্মাণে। গেট থেকে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত ছোট ছোট নুড়ি-পাথর দিয়ে তৈরী চলার পথটি বাড়িটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। শুধু তাই নয়, বাড়ির চারপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সুন্দর ফুলের বাগান। ব্যবসায়িক নৃত্রে আদিনাথবাবুকে মাঝে-মাঝেই বাইরে যেতে হয়। অনেক টাকা খরচ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিচিত্রবর্ণের ফুলের চারা কিনে এনে মনের মতো করে বাগানটি সাজিয়েছেন। অবসর সময়ে এই বাগানটিই আদিনাথবাবুর একমাত্র সঙ্গী বলা যায়।

সেদিন কাকডোরেই দেখা গেল একটা সাদা অ্যামবাসাডার গাড়ি মল্লিক বাড়ির গেট পেরিয়ে সোজা গাড়ি-বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামলেন অধ্যাপক বাসুদেব রায়। দরজা খোলাই ছিল, কারণ মালি খুব ভোরে ওঠে। এটি তার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের অন্যতম। সামনেই বিরাট ড্রইংরুম। আধুনিক এবং সৌখিন আসবাবপুত্রে ঘরটি সুন্দর করে সাজানো। [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

অধ্যাপক রায় ঘরটি পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাবেন, হঠাৎ ওপর থেকে একটা গম্ভীর অথচ মোলায়েম কণ্ঠ ভেসে এল, 'গুড মর্নিং।'

শব্দটিকে অনুসরণ করে ওপরদিকে তাকাতেই দেখা গেল সিঁড়ির ওপরের শেষ খাপে নাঁড়িয়ে আছেন এ বাড়ির মালিক আদিনাথ মল্লিক। মধ্যযাটের মানুষটি এখনও টানটান, সুদর্শন। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। মুখে হাসি।

আসলে খুব ভোরে ওঠাই আদিনাথবাবুর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। গত দশ বছর ধরে মর্নিংওয়াক তাঁর নিত্যকর্মের অন্যতম। আর এ ব্যাপারে তাঁর একমাত্র সঙ্গী অধ্যাপক রায়। সেদিন মর্নিংওয়াকে না যাওয়াতে অধ্যাপক রায় খানিকটা চিন্তিত মনেই আদিনাথের বাড়িতে এসে উপস্থিত। কোনরকম ভনিতা না করেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল আজ, শরীর খারাপ নাকি?'

আদিনাথও সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, 'না না শরীর ঠিকই আছে। আসলে আজ আর ভাল লাগল না বলে গেলাম না।'

অধ্যাপক রায় কিছু মনে মনে বন্ধুর এই মন্তব্যকে ঠিক মনে নিতে পারলেন না। কিছুটা শক্তিতচিন্তে বললেন, 'কাজটা কি ঠিক করলে মল্লিক? এতে তো শরীরে আলস্য এসে বাসা বাঁধে। পৌনে ছ'টা পর্যন্ত পৌঁছালে না দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হল।'

আদিনাথ নিচে নেমে এসে মুচকি হেসে বললেন, 'এত অল্পেই অধৈর্য হলে কি চলে প্রফেসর! শরীর বলে কথা! আর এটা নিশ্চয়ই ডুমি মানবে যে, তিনশ টোষটিটি ডোর দু'মাইল যে শরীর হাঁটে তাকে একটা ডোর বিল্ডাম দিলে পৃথিবী গোন্নায় যাবে না। আসলে কাল রাতে ঘুম আসছিল না।'

অধ্যাপক রায় জানতেন যে প্রতিরাতে শোবার আগে ওশুখ খাওয়া আদিনাথের অভ্যাস।

তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল রাতে ওষুধ খাওনি?'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'সে কি! ওষুধ খাব না? তুমি তো জান প্রফেসর, আমার প্রত্যেকটা দিন এখন বুটিনে বাঁধা। নিয়মমতো ঠিক ভোর চারটের উঠেছি। কিছু শূন্যেই একটা অক্লান্ত চিন্তা মাথার মধ্যে খেলে গেল—আমি যদি ঘুমের মধ্যেই মরে যেতুম তাহলে মনিংওয়াকে যেত কে?' বলেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। এরপর প্রফেসরের ডানকাঁধে একটা হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এক কাপ চা হবে নাকি?'

প্রফেসর বললেন, 'নো। বাড়ি কিরে জান করে পূজা করব, তারপর—'

আদিনাথ বললেন, 'ও হ্যাঁ! একমুদ্রা তুলে গেছি। তোমার তো আবার—'

প্রফেসর কি ভেবে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার মল্লিক, সকাল তো অনেকক্ষণ হয়েছে, তোমার ছেলে-মেয়ে-বউমাকে দেখাঙ্কি না কোন?'

আদিনাথ এতটুকু বিধা না করে বললেন, 'মনে হচ্ছে ওদের এখনও ভোর হয় নি।'

প্রফেসর বাঁ হাতের কব্জিটা ঘুরিয়ে হাতঘড়িটা দেখে নিলেন। ড্রয়িংবুম পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে যাবেন—কি মনে হলে ঘুরে দাঁড়ালেন—একবারে অর্ধাক করে দিয়ে আদিনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অতঃপর তুমি কি সিদ্ধান্ত নিলে?'

প্রশ্নটা আদিনাথকে অর্ধাক করলেও বিস্মিত করেনি। তাই তিনি খুব স্বাভাবিক ভাবেই পাশটা প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে মনিংওয়াকে বাই নি কেন শুধু এই উত্তরটা জানতে তুমি আসনি?'

একটু লজ্জা পেলেন মনে মনে প্রফেসর রায়। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করেই বললেন, 'আমার কি জানবার অধিকার নেই আদিনাথ?'

আদিনাথও প্রফেসর রায়কে অভয় দিয়ে বললেন, 'অবশ্যই, অবশ্যই আছে।'

এরপর প্রফেসর রায়ের কণ্ঠে বানিকটা অভিমানের সুব শোনা গেল, 'একটা কথা কি জান আদিনাথ, আমি একজন রিটার্ডেড মেম্বর অব ফেলোশিপ আর তুমি বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। আমাদের মধ্যে অনেক তফাৎ। কিন্তু তবু প্রত্যেকটা ভোর পাশাপাশি একপাশটা হাঁটার সুবাসে নিশ্চয় আমরা এইটুকু জানার অধিকার আছে। অবশ্য দিনের বাকি তেইশটা ঘণ্টা তুমি কি কর আমি জানি না।'

আদিনাথও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমি চাই না সেই সময়টার আমাকে তুমি জান। না, আমি এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, রিয়েলি ডিফিকাল্ট। তা তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়?'

প্রফেসর রায় সামান্য মাথা নেড়ে বললেন, 'তা মাঝে মাঝে হয় বৈকি। আচ্ছা আজ তাহলে আসি আদিনাথ। আশা করছি কাল ভোরে দেখা হবে।'

আদিনাথ হাত তুলে চলে যাবার সন্মত দিলেন।

প্রফেসর রায় এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসেন, গাড়িটা বেরিয়ে যায়।

আদিনাথ আপনমনে সামনের দিকে কয়েক পা হাঁটেন। হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে একটা ফুলগাছ ভেঙ্গেমুড়ে পড়ে আছে। তার উপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেজাজ হারিয়ে ফেললেন, চিকিৎকার করে ডাকলেন, 'মালি!'

ঠিক সেই সময়ে মালি বাগানের অন্যপ্রান্তে গাছে জল দিচ্ছিল। মালিকের চিংকায় কানে যেতেই সবকিছু কেলে একেবারে হতভম্ব হয়ে এসে উপস্থিত হল, 'কী সাব!'

'ফুলগাছটার এই অবস্থা কে করেছে?'

মালি তখন ভয়ে কাঁপছে, 'কী!'

আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'গাছটা কে ভেঙ্গেছে?'

মালি মাথা নীচু করে বলল, 'কী, কাল রাত য়ে...'

আদিনাথের কণ্ঠস্বর আবার তীক্ষ্ণ হয়, 'কে গাড়ি চালাচ্ছিল? কোন ড্রাইভার?'

মালি বলল, 'ড্রাইভার নেইি থা, বড়াবা...'

দারোগামনে মুখে বড়াবাবুর নামটা শুনাই আদিনাথ কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন, আর কোন কথা না বলে ফুলগাছটাকে আবার সোজা করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু যার কোমরটাই ভেঙ্গে গেছে তাকে দাঁড় করানো কি এত সোজা? দু-একবার চেষ্টার পর ব্যর্থ হয়ে তিনি গাছটাকে সোজাওর উপড়ে একপাশ ফেলে দিলেন। রাগ বা অভিমান কিছুই প্রকাশ না করলেও সেই মুহূর্তে মনের মধ্যে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করলেন। কিছুক্ষণ একমনে গেটের দিকে তাকিয়ে কি ভাবলেন বোঝা গেল না, আস্তে আস্তে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

বাইরে থেকে মানুষটিকে অত্যন্ত রাশভারী বা দার্জিক প্রকৃতির মনে হলেও বাস্তবে কিছু সম্পূর্ণ বিপরীত। বয়সের ছাপ মুখে বানিকটা প্রকাশ পেলেও এখনও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট প্রাচ্যাপ্তা লক্ষ্য করা যায়। আসলে এই বয়সে প্রতিটি মানুষের যেটি সর্বচেয়ে প্রয়োজন, অর্থাৎ স্ত্রী-সামিধ, তা থেকে তিনি বিদ্রিক্ত। কিন্তু কাজেকর্মে বা কথাবার্তায় তিনি কোনদিনই কাউকে তা বুঝতে সেননি। এটি তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ বলা যায়। আর একটা ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর—তা হ'ল সময়ানুবর্তিতা। সময়ের অপব্যয় তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। এই কথাটা তিনি বারবার তাঁর পুত্রদের বলতেন। কোন কারণ ছাড়া তারাও সবসময়ে পিতার এই ইচ্ছাকে মেনে চলবার চেষ্টা করত। এখনও পর্যন্ত মল্লিক বাড়ির প্রতিটি কাজ ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলে। এর অন্যথা হবার উপায় নেই।

সকালবেলায় মেজাজটা একটু বিচলিত হলেও আদিনাথ নিয়মমাফিক রান সেরে পিঠাকের পোশাক পরে এখন আবার স্বাভাবিক। আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে এডিটরদের মতো তিনি ব্রেকফাস্টের জন্য ডাইনিংরুমে এসে প্রবেশ করলেন। সেখানে পোশাক পরে বাবুর্চি দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখে সোমাম করল। সুন্দর সাজানো টেবিলের একপ্রান্তে তিনি বসতেই কনিষ্ঠ পুত্র অরুণাভ এবং পুত্রবধূ নীলা হুত এগিয়ে এল। দুজনেই একসঙ্গে বলল, 'গুড মর্নিং!'

সঙ্গে সঙ্গে আদিনাথও বললেন, 'গুড মর্নিং!'

আদিনাথবাবুর ঠিক পাশেই বসল অরুণাভ। বানিকটা তকাত্তে নীলা। বাবুর্চি খাবার এগিয়ে দিচ্ছিল। সাধারণত এই সময়টাই ব্যবসায়িক হোক বা পারিবারিক হোক সমস্ত কথাবার্তা ও আলোচনা হয় পিতা-পুত্রদের মধ্যে। এ নিয়ম বহুদিন ধরে চলে আসছে মল্লিক বাড়িতে।

অরুণাভ খাবার মুখে দিতে দিতে আদিনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার শরীর ভাল আছে তো বাবা?'

আদিনাথের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হুঁ। তা আজ হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?'

অরুণাভ সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে প্রশ্ন করল, 'আজ সকাল এগারোটার সিটিং-এ কি

আপনি থাকবেন ?'

আদিনাথ মাথা নিচু করেই বললেন, 'ইচ্ছে থাকলেও হয়ত থাকা সম্ভব হবে না। কারণ আজই সি. এম.-এর কাছে একটা এ্যাপার্টমেন্ট করেছি। সেটা জানতে পারব সকাল দশটায়। তাই আমার ইচ্ছে এ ব্যাপারটা তোমারা দুজনেই দেখ।'

অরুণাভ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা হঠাৎ সি. এম. কেন ?'  
আদিনাথ একইভাবে বললেন, 'কেন সেটা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, কারণ শিক্ষামন্ত্রী চাইছেন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি।'

অরুণাভ বলল, 'তাহলে আপনি ওঁকে বলুন, এন আর আইদের যে সুবিধে দেওয়া হচ্ছে তা আমরা কেন পাব না ? ইনফ্যান্ট এই মুহূর্তে হি সুড় গিভ আস সিমিলার সাপোর্ট হোয়াট হি হ্যাঁজ স্টোরড ফর এন আর আইজ। আমরাও অনেক ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন করছি হাজারটা প্রবেশম থাকা সত্ত্বেও।'

নীলা এতক্ষণ উসখুস করছিল। যদিও প্রতিদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে পিতাপুত্রের এই ধরনের আলোচনা শুনতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ কি মনে হল, ওঁদের কথার মাঝে বলা বসল, 'বাবা, আপনি কিন্তু এখনও মুখে কিছুই তোলেন নি। এবার শুরু করুন।'

আদিনাথ কোন কথা না বলে শূন্য চেয়ারটার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, 'না।'

অরুণাভ নীলার দিকে তাকাল। নীলাও অস্বস্তিতে সিঁড়ির দিকে তাকাল। দেয়ালঘড়িটা সমান ভালে টিক টিক শব্দ করে যাচ্ছে।

আদিনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে নীলা বলল, 'ও—মানে—এখনই এসে পড়বে।'  
আদিনাথও কোনদিকে না তাকিয়ে বললেন, 'আসুক।'

এবার নীলা মনে আরেকটু সাহস এনে বলল, 'আসলে কাল রাতে—'  
সঙ্গে সঙ্গে আদিনাথ প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'আই ডেন্ট ওয়াট এনি এক্সপ্লানেশান।'

নীলা অসহায় চোখে অরুণাভের দিকে তাকাল। অরুণাভকেও ঠিক সেই মুহূর্তে কিছুটা গভীর মনে হল।

তবে বেশিক্ষণ এভাবে থাকতে হল না। একসময়ে আদিনাথই অরুণাভকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'অরু, আমি ভাবছি, তুমি এখন থেকে প্রোডাকশনের বদলে এক্সপোর্ট দেখাশোনা করবে। তোমার বয়স কম... ও ব্যাপারে বেশী পরিশ্রম করতে হয়...।'

অরুণাভ কিছু-কিছু করে বলল, 'কিছু বাবা, সাদা ভো এক্সপোর্ট ভাল বোঝে।'  
আদিনাথ প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'কেউ কোন বিষয় ভাল বুঝলে অন্য বিষয় বুঝতে নিশ্চয়ই অক্ষম নয়। তাছাড়া একনাগাড়ে কাজ করলে লোকের একঘেয়েমি আসবে। অবশ্য আমি এখনও ভাবছি—আই উইল লেট ইউ নো।' হঠাৎ নীলার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,

'হ্যাঁ বউমা, লেডিস স্টাডিজ গ্রুপের খবর কি ?'

নীলা একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, বাবা। এবার আমরা বিদেশ থেকে একজন থেকোস্টম্যাট এক্সপোর্টকে এখানে এনে একটা কমার্শিয়ালের ব্যবস্থা করছি, এখানকার পেশেন্টদের যাতে উপকার হয়। কয়েকজনের চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে চাইছি আমরা। খুব এক্সপেনসিভ, কিন্তু মানবতার কথা ভাবলে—'

ঠিক সেই সময়ে সিঁড়িতে জুজের শব্দ শোনা গেল। বড় ছেলে অমিতাভ ডাইনিংরুমে

প্রবেশ করল। চেয়ারে বসার আগে আদিনাথকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এক্সট্রিমলি সরি; বাবা। আমার একটু দেবী হয়ে গেল।'

আদিনাথ কোন কথা না বলে দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন। আটাটা বেজে আট মিনিট। অমিতাভও নিজের হাতঘড়িটা দেখে একটু মুচকি হেসে শূন্য চেয়ারটায় বসল।

আদিনাথ অমিতাভকে লক্ষ্য করে বললেন, 'অমিত, আমি আশা করি এ বাড়ির প্রতিটি মেম্বার ঠিক আটাটা ব্রেকফাস্ট টেবিলে আসবে। অবশ্য অসুস্থ বা বাইরে গেলে ঝালাদা কথা।'

অমিতাভ মাথা নিচু করেই উত্তর দিল, 'জানি।'  
'আর এটাও জেনে রাখ, কেউ কোন ব্যাপারে জেনেশুনে অন্যা্য করুক আমি সেটা পছন্দ করি না।' আদিনাথকে একটু উত্তেজিত মনে হল।

আদিনাথের বক্তব্যকে মেনে নিয়েই অমিতাভ বলল, 'আমি তো সেইজন্যই আপনাকে সরি বলেছি।'  
হঠাৎ আদিনাথের ভেত্রে পড়া ফুলগাছটার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন, 'একটা কথা কি জান, কুইনস ইংলিশ-এর ওই একটা শব্দ আমাদের নানান ব্যাপারে খুব সুবিধা করে দেয়। কিন্তু সেটাও খুব বিনীতভাবে বলতে হয়। ইভন ইউ নেভার হ্যাভ দ্য কন্ট্রিসি টু উইশ আদার মেম্বারস অব দি ফ্যামিলি এ্যাট দ্য ব্রেকফাস্ট টেবল। মাঝরাতে ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি চালিয়ে ব্যাংকের ফুলের গাছকে চাকার তলায় গিবেছ, এখন গাছটার কাছে গিয়ে সরি বললে সে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফুল ফোটাবে ?'

কিছুটা শুনাই অমিতাভ সোজা হয়ে বসল। কিছুটা উদ্দেশ্যহীনভাবে বলল, 'আমি ঝাল রাতে—'

আদিনাথ হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, 'আমি কখনও তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাইনি, তোমারা এখন বড় হয়েছ—কিন্তু আমরা আশা করব আমরা যারা এ বাড়িতে থাকি তারা এ বাড়ির নিয়মগুলো মেনে চলবে।'

অমিতাভ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্ত্রী নীলা তাকে ইসারা করতে আর কথা বাড়াল না।

এইসময়ে বাবুচি কর্ডলেস টেলিফোনটা নিয়ে এসে দাঁড়াল।

আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ?'  
বাবুচি নিচু গলায় বলল, 'মেমসাৰ।'

বাবুচির মুখে মেমসাৰের নামটা শুনাই আদিনাথের মুখ থেকে এতক্ষণের ফুটে ওঠা বিরক্তি সরে গেল।

রিসিভারটা হাতে নিয়ে হুসি হুসি মুখে বললেন, 'গুড মর্নি মাম। কেমন আছ ?'  
অনুগ্রহে একটা চমকবোর সাজনো ফ্র্যাটের বেডরুমে লাল পাজমা আর শার্ট পরে শয়ে

আছে গৌরী—আদিনাথের একমাত্র কন্যা। বী হাতে টেলিফোন। তখনও চোখেমুখে ঘুমের আসেজ। শয়ে থাকা অবস্থাতেই কথা বলল, 'গুড মর্নিং। আমি ভালই আছি—তুমি ?'

আদিনাথ অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দিলেন, 'ওয়েল, ঠিকই আছি। ধুম থেকে কখন উঠলে ?'

এবার গৌরী শরীরটাকে টেনে শব্দল। ডানহাতে কোনটাকে নিয়ে আবদারী গলায় বলল,

ওঃ বাবা, তুমি এখন ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে আর আমি শূন্যে থাকব। কাল সারাদিন খুব খাটনি গেছে, আজও হবে—এই তো এবার উঠে একসারসাইজ করব, স্নান করব, তারপর—।  
অন্যপ্রাণ থেকে আদিনাথ মেয়েকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'ডায়েরিটিং করবে না কিছু'।

সৌরী আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ওঃ নে। কিন্তু আমি আবার মোটা হয়ে যাবি। যাক গে, একটা কথা বলে রাখি, আমার শো-এর ডেট ফিক্সড হয়ে গেলে তোমাকে জানাব।'  
আদিনাথ উত্তরে জানালেন, 'নিশ্চয়ই। এনি টাবেল?' এনি প্রবলেম?'  
'নট এ্যাট অল। শূন্যে খুশী হবে, বোম্বের মডেলেরা আমার সঙ্গে খুব কো-অপারেট করছে। সবাইকে আনতে পারলে কলকাতা চমকে যাবে!'—বলে ফোনের মধ্যেই হাসতে লাগল সৌরী।

আদিনাথের মুখেও হাসির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা গেল। হাসি-হাসি মুখেই বললেন, 'খুব ভাল। টাকাপয়সার প্রয়োজন হলে কিছু কোনরকম হেজিটেড করো না।'

সৌরী বলল, 'ধ্যাত্ত ইউ বাবা। আটকে গেলে তোমাকে তো বলতেই হবে। ও. কে. বাই!'  
'বাই!'—রিসিভারটা বাতুরি হাতে দিয়ে দিলেন।

অমিতাভ লম্বা করল যে, যতক্ষণ আদিনাথ টেলিফোনে কথা বলছিলেন, খুবই খুশী দেখাচ্ছিল। দেখে মনেই হচ্ছিল না যে কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে একটা সাধারণ ব্যাপার নিয়ে গভীর আলোচনা করছিলেন তিনি।

হঠাৎ অমিতাভ একটু গভীর হয়ে গেল। আদিনাথের দিকে একটু তির্যকভাবে তাকিয়ে বলল, 'আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বাবা। আপনি কেন সৌরীকে এতটা প্রশংসা দেন? এ হিঙ্ক ডাস্ট টোয়েন্টি-সিক্স'। এ বাড়িতে প্রচুর জয়গা থাকে। সবেও শী ইজ লিভিং এ্যালেন। হোয়াই? মুক্তি হিসেবে সে বলেছে কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে রোজ শহরে যাওয়া-আসা করা যায় না। কিন্তু কেন? আমি করছি না? আর সবাই যাচ্ছে না?

অমিতাভের বক্তব্যকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়ে আদিনাথ পাঁচটা প্রঞ্জ করলেন, 'এই প্রশ্নটা এতদিন পরে তোমার মনে এল? তুমি তো ওর দাদা, ওকেই তো জিজ্ঞাসা করতে পারতে?'  
অমিতাভের মুখে রাগের চিহ্ন ফুটে উঠল। সে সামান্য উত্তেজিত হয়ে বললো, 'শী ইজ এ্যারেগেণ্ট! ওর সঙ্গে কথা বলা যায় না।'

অন্তঃপর আর কোন তর্কের মধ্যে না গিয়ে আদিনাথ বললেন, 'তার মানে নিজের বোনের সঙ্গে ভুলি রিলেশন তৈরি করতে পার নি!'

অমিতাভও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'এটা কিন্তু আমার একার কথা নয়। অরুণকে জিজ্ঞাসা করুন, ওরও একই এক্সপেরিয়েন্স!'

আদিনাথের অভিযোগের সুর শোনা গেল, 'সৌরী এ বাড়ির মেয়ে হওয়া সবেও কেন সে আমারই অন্য ফ্ল্যাটে আছে তার ব্যাখ্যা তোমরা যদি না জান, আমি কোন মন্তব্য করব না।'

অমিতাভ আর নিজেকে হির রাখতে পারল না। সেই মুহূর্তে বলে উঠল, 'আপনি আমার সমালোচনা করেন, চোখের আড়ালে ও কি করছে তা জানেন?'

আদিনাথ একটু গভীর হইলেন, তারপর গভীর গলায় বললেন, 'তোমার যদি মনে হয় চোখের সামনে আছে বলে আমি তোমার সমালোচনা করছি, ওয়েল, চোখের আড়ালে চলে

যেতে পার হচ্ছে। চয়েক ইজ ইওরস'।

অমিতাভ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আমি কিছু তা বলতে চাইনি বাবা।'

নীলা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে পিতাপুত্রের বক্তব্য শুনছিল। সে ব্যতীত পারল আলোচনার মূল সুরটা ক্রমশ তিস্ততার দিকে যাচ্ছে। তাই প্রসঙ্গটাকে পাশে দেবার জন্য সেই মুহূর্তে আদিনাথকে অনুরোধ করল, 'আর নয় বাবা, এবার শুরূ করুন।'

আদিনাথ কোন কথা না বলে হাত বাড়িয়ে অরুণ জলের গ্লাস তুলে পুরোটো খেয়ে নিয়ে উঠে যাচ্ছে। ন্যাাপকিনে স্ট্রীট মুছলেন। দেয়াল বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'অনেক দেবী হয়ে গেছে—বাই...' বলে গভীর পা ফেলে ওপরে চলে গেলেন।

ওরা তিনজন তাঁর গতিপথের দিকে একদুটো তাকিয়ে রইল।

এই প্রথম অরুণাভ খাবার মুখে দিল।

নীলা অমিতাভকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এটা তুমি কি করলে?'

কিছুই হয়নি এরকম একটা ভাব দেখিয়ে অমিতাভ বলল, 'আই হ্যাভ ডান নাথিং। মা মারা গিয়েছেন কুড়ি বছর হয়ে গেল না?'

অরুণাভ একটু অবাক হয়ে গিয়ে বলল, 'হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

অমিতাভ বলল, 'কুড়ি বছর ধরে কোনা মহিলার সঙ্গ না পেয়ে এই উল্লেখ একেবারে মরুভূমি হয়ে গেছেন। এখন কথায় কথায় মূলের খড় উড়ছে!'

স্ট্রেট থেকে খাবার তুলে অমিতাভ মুখে দিল। অরুণাভ একদুটো দাদার দিকে তাকিয়ে থাকে।

## ২ ২

আদিনাথের ব্রেকফাস্ট না খেয়ে এইভাবে মৃতগতিতে ওপরে উঠে যাওয়াটাকে অমিতাভ যতই হালকাভাবে নিক না কেন, নীলার অবচেতন মনের গভীরে সেটা আঘাত করেছে বলে মনে হলে। ঘটনাতক মধ্যে একটা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখতে পেল নীলা। স্বামীর মূবের দিকে খানিকক্ষণ বিম্ব দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। রাগও হইল। তার এই রাগোন্মিত্তিকে সে কিছুতেই মন থেকে মনে নিতে পারছিল না। ভেতর থেকে একটা তাঁর প্রতিবাদের স্বকলিক বেরিয়ে আসতে চাইল। নীলা কোনমতে সামলে নিল নিজেকে। আলোচনার গভীরতা যতই তির্যক হোক না কেন, আদিনাথকে কিছু কোনদিন এতটা উত্তেজিত হতে দেখা যায় নি। নীলার চিন্তার কারণ সেইখানেই। মনটাকে কিছুতেই স্বাভাবিক করতে পারছিল না। হঠাৎ তাঁর সৌরীর কথা মনে পড়ল। নীলা লম্বা করছে যে, এ বাড়িতে সৌরীর একটা নিজস্ব বাসস্থান আছে, বিশেষ করে আদিনাথের কাছে তার গুরুত্ব অনেকখানি। মা-হারা মেয়েটির দিকে তাকালে তাঁর সমস্ত রাগ-অভিমান এক মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায়। তাই এইরকম মুহূর্তে সৌরীর উপস্থিতির প্রয়োজন আছে মনে করে নীলা আন্তে আন্তে ওপরে উঠে গেল। রিসিভারটা তুলে ডায়াল করল সে।

দক্ষিণ কলকাতার নিজস্ব ফ্ল্যাটে সৌরী, তখন হালকা মিউজিক চালিয়ে নিয়মমাফিক ব্যায়াম করছিল। যে কাজের সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে সেখানে শরীরের গঠনের উপকারিতা যথেষ্ট—এটা সৌরী খুব ভাল করেই জানে। ওর শরীরে খাটো পোশাক। পাছে

কোন কারণে ব্যাঘাত ঘটে তাই দরজাটা ভেঙার্নো ছিল। হঠাৎ টেলিফোনটা বেড়ে উঠল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা ঠেলে কাজের লোক ঘরে প্রবেশ করল। তার হাতে একটা ট্রে। ট্রের ওপর গ্লাসে ঠাণ্ডা দুধ আর একটা তোয়ালে। কাজের লোককে ঘুরে ঢুকতে দেখে গৌরী ব্যায়াম ধামিয়ে এগিয়ে এসে তোয়ালেটা ভুলে নিয়ে চেয়ারে বসল। কপালে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। তোয়ালেটা মুখে চাপা দিয়েই বলল, 'দ্যাখ তো কে!'।

কাজের লোকটি রিসিভার তোলে। মিউজিকের আওয়াজটা একটু কমিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বলে, 'কে?'

অন্য প্রান্ত থেকে নামটা কানে যেতেই রিসিভারটা গৌরীর হাতে দিয়ে বলল, 'ভাবী!' হঠাৎ এই সময়ে বৌদি ফোন আসতে গৌরী একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেও রিসিভারটা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার! সাতসকালে?'

নীলাও অত্যন্ত শান্ত গলায় বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। ইচ্ছে হল। কেমন আছ?' গৌরী একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'কমপন, any problem?' নীলা বলল, 'ঠিক problem নয়। হঠাৎ এইমাত্র তোমার দামার সঙ্গে বাবার একটু— যেমন হয় আর কি, উনি আজ ব্রেসফাস্ট না খেয়ে চলে গেলেন।'

গৌরী ব্যাপারটাকে কোনরকম গুরুত্ব না দিয়েই বলল, 'দ্যাখো বৌদি, এটা সম্পূর্ণ তোমাদের ব্যাপার। তাছাড়া একজন ঘাট বছরের মানুষ যদি খাবারের ওপর রাগ করে, তাহলে এত দূর থেকে আমি কিছুই করতে পারি না।'

নীলা কিছু এত সহজে গৌরীর বক্তব্যকে মেনে নিতে পারল না। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'আমি বলি কি, তুমি কদিন এখানে এসে থাক না!'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে জানাল, 'অসম্ভব। আর এটাও জেনে রাখ, ওই সন্টলেস থেকে সাউথ ক্যান্টিনে করতে হলে আমি মরে যাব। তাছাড়া তোমার স্বামী দেবতাটিকে তোমারই উচিত বোঝানো। এ ব্যাপারে আমার নাক গলায়মোটা বোম্বুই উচিত হবে না, তাই না?'

গৌরীর শেষের কথাটা নীলা মেনে নিতে পারল না। একটু গভীর হয়ে বলল, 'কাউকে লাগাম পরানোর অভ্যেস আমার নেই গৌরী। আসলে তোমার বাবার মেজাজটা আজ ভাল নেই দেখে তোমাকে ফোন করলাম। আসা না-আসটা অবশ্যই তোমার ব্যাপার।'

একটু শব্দ করে হেসে গৌরী নীলাকে আশ্বস্ত করল, 'ঠিক আছে। পরলে আজ একবার তোমাদের ওখানে যাব। তবে এখন কাউকে বলার দরকার নেই। বাই!'

রিসিভারটা কাজের লোকটির হাতে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইল গৌরী। সমস্ত মুখ ঘামজলে ভেজাভেজি। কাজের লোক দুধের গ্লাসটা এগিয়ে দিল।

।।।।

আদিনাথের দিনের প্রতিটি কাজই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে চলে। এখন ঘড়িতে বেলা দশটা। অনাদিন এইসময় তিনি বেড়িয়ে যেতেন। আজ একটু দেরী হয়ে গেছে বুঝতে পেয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কর্মসিটি স্যুট পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, শেষবারের মতো নিজেকে আয়নায় ভাল করে দেখে নিয়ে বেরোতে যাবেন—এমন সময় টেলিফোনটা বেড়ে উঠল। আদিনাথবাণ্ডু কিণ্ডিং বিরক্ত হলেও রিসিভারটা তুললেন, 'ইয়েস, মল্লিক স্পিকিং!'

ওদিক থেকে একটা গভীর অথচ মোলায়েম স্বর ভেসে এল, 'গুড মর্নিং, আমি রাজীব চাওলা কথা বলছি!'

আদিনাথের চোখদুটো একটু কঁপে উঠল। রিসিভারটা শব্দ করে ধরে বেশ জোরের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাউ ডু ইউ নো মাই পারসোনাল টেলিফোন নাম্বার!'

চাওলা কোনরকম উত্তেজিত না হয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মল্লিক সাহেব, আপনার কাছে এত সহজ প্রশ্ন শুনব ভাবিনি!'

আদিনাথের কণ্ঠস্বর আরো কঠিন হল, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট?'

চাওলা আরেকটু নরম হয়ে বলল, 'আপনার আজকের প্রোগ্রামটা তো চেঞ্জ করতে হবে আজ আর সি. এম.-এর কাছে আপনি যাবেন না।'

আদিনাথবাণ্ডু বললেন, 'হোয়াট? আমি কার কাছে যাব তা আমিই ঠিক করব—তাই না?' চাওলার গলায় অনুরোধের সুর শোনা গেল, 'এটা আমার রিকোর্ডেস্ট, মল্লিক সাহেব। আপনি নিজে না গেলে আজই গভর্নমেন্ট আমাকে বাইপাসের পাশের জমিটা দেবে। ইনফ্যান্ট্রি একটা জাপানী কোম্পানি আমাকে মদত করছে।'

আদিনাথ একটু বিচলিত না হয়ে বললেন, 'দ্যাটস ই ওর অবলেম, চাওলা। তুমি খুব ভাল ক্রিকেট ই জান, আজ পর্যন্ত ব্যবসার ব্যাপারে আমি কারো হুমকি বরদাস্ত করিনি— ভবিষ্যতেও করব না।'

চাওলা এবার একটু জোরের সঙ্গে বলল, 'মল্লিক সাহেব, তাহলে তো আমাকে কুড়ি বছর আগে ফিরে যেতে হবে। ইতিমধ্যে ডক্টর সোম-এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। হি ওয়াজ দেয়ার, দি ডে ই ওর ওয়াইফ ডায়েড!'

আদিনাথ চিৎকার করে বললেন, 'হোয়াট?'

ও প্রান্ত থেকে আর কোন শব্দ শোনা গেল না। দুবার হ্যালো হ্যালো বলে রিসিভার নামিয়ে রাখেন আদিনাথ মল্লিক। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে এসে খবরের কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। কাগজটা দেখতে দেখতে হঠাৎ গোল দাগ দেখা গেল। গোল দাগ দেখা গেল না—পড়তে লাগলেন :

আপনার জীবনের মূল্য অনেক।

দায়িত্ব সহকারে এবং গোপনে

আপনার জীবনবীমা করে দেব।

কৃশানু দত্ত

২৮ কাঁকড়াগাছি লেন

কলিকাতা।

।।।।

কৃশানু দত্ত মধ্যবিস্তৃত পরিবারের ছেলে। থাকার মধ্যে আছেন মা। লেখাপড়া বেশীদূর এগোয়নি। কোনরকমে বি.এ. পাশ করে চাকরি-বাকরির অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু পায়নি। অবশেষে চাকরির আশা ছেড়ে দিয়ে তারই নিকট প্রতিবেশী গৌরাদ্দাকে অনুরোধ করত তিনিই একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কাজটা আর কিছুই নয়—দালালি, অর্থাৎ

এল. আই. সি.-র এজেন্সি। তারই সুবাদে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। অভাবের সংসার। ভাড়াটা অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু তাও প্রতি মাসে দেওয়া সত্ত্বেও নয়। দরজার ওপরে একটা সাইনবোর্ড লাগিয়েছে। তাতে লেখা আছেঃ 'বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান'।

অনুষ্ঠানের কোন ব্রুটি নেই অথচ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ছটা মাস কেটে গেছে কিন্তু কেস জোগাড় করতে পারছে না। যার জন্যে গৌরানন্দার সঙ্গে দেখা করারও আর মুখ নেই। এই ধরনের কাজে এজেন্টরা তিকমতো কাজ না করতে পারলে তাদের যারা নিয়োগ করে তাদেরও যথেষ্ট চিন্তার মধ্যে পড়তে হয়। তাই কৃশানুর ব্যাপারে গৌরানন্দার মাথাব্যথা যথেষ্ট। বেশ কিছুদিন হল কৃশানুর সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ না হওয়ায় সেদিন খুব সকালেই কৃশানুর বাড়ি গিয়ে হাজির গৌরানন্দা। গতকাল কৃশানুর বাড়ি ফিরতে একটা রাত হয়েছে, তিন-চারবার কড়া নাড়ার পর কৃশানুর ঘুমটা ভাল। একরকম ঘুমতোথৈই উঠে এসে দরজাটা খুলতেই অবাক হয়ে গেল গৌরানন্দাকে দেখে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার গৌরানন্দা? আপনি হঠাৎ এত সকালে?'

গৌরানন্দা বলল, 'কথা আছে। ভেতরে চল।'

'আসুন! আসুন!'

ঘরে এসে একটা চেয়ার গৌরানন্দার সামনে রেখে বলল, 'বসুন।'

'তোমায় নিয়ে তো খুব সমস্যায় পড়েছি!'

'কেন?'

'কেন? তুমি কি ভেবেছ বল তো?'

'মানে?'

গৌরানন্দা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি আমার কাছে এসেছিলে একটা চাকরির জন্য, কি ঠিক তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি তোমাকে বলেছিলাম, কাজ কিছা ঐ চাকরি-বাকরি ওসব কিছুই আমার হাতে নেই—কি ঠিক তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কৃশানু মাথা নাড়ল।'

গৌরানন্দা বলল, 'তুমি তখন বলেছিলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দিন, না হলে আমি ---, কি সব যেন বলেছিলে আমার মনে নেই। কি, ঠিক বলছি তো?'

কৃশানু কোন কথা না বলে মাথা নাড়ল।

'সেইসময় আমার যতটুকু ক্ষমতা ছিল সেইরকমই একটা কাজ তোমাকে দিলাম। তুমি তখন খুব আনন্দিত এবং উৎফুল্ল হয়ে প্রায় গড় হয়ে আমার পায়ের পড়ে কি যেন সব বলেছিলে, কি ঠিক তো? এখন কথা হচ্ছে—সেই কাজটা তো যেতে বদেছে!'

কৃশানু বেশ ভয় পেয়ে বলল—'কিন্তু গৌরানন্দা, বিশ্বাস করুন আমি তো স্টেশন কোন ব্রুটি কবছি না। গতকালও আমার বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়েছে কেস খুঁজতে খুঁজতে। আপনি মাকে জিজ্ঞেস করুন।'

'ও হ্যাঁ, আপনার মাকে এর মধ্যে কেন? শেষ ছ'মাসে কটা কেস তুমি দিয়েছ? তোমাকে একটা এজেন্সি দেওয়া হয়েছিল, কি ঠিক তো? তোমায় যে কোটা দেওয়া হয়েছিল সেটা কি আমি ভর্তি করব? কিছুক্ষণ কৃশানুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এ্যাস্টেটা

দাও।' পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়।

'কিন্তু বিশ্বাস করুন গৌরানন্দা, আমি যার কাছেই যাচ্ছি সেই বলছে তার ইনসিওরেন্স আছে!'

'বাঃ! ফার্স্ট ক্লাস! তাই তো কেন তুমি কেস পাছ না কেন, কি জানি ভাই, এসব কাজে এত সহজে হাল ছাড়লে তো চলবে না। তাহলে হাজার হাজার এজেন্ট করে বাচ্ছে কি করে? অফটার পাওয়ার আগে তো বলেছিলে, জান লড়িয়ে দেবে। তা এখন কোথায় গেল তোমার সেই লড়াঝু মনোভাব? প্রবলেমটা হচ্ছে তোমার ওপর আমার একটা ঐ ইয়ে—মানে তোমাকে দেখলেই একটা ঐ—!'

কৃশানু কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে থাকে।

সিগারেটে একটা মুদু টান দিয়ে গৌরানন্দা বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'শোন, তোমাকে তোমার কোটার কেস দিতেই হবে। এজেন্সি রাখতে গেলে এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। আর তা যদি না পার, তাহলে এ লাইন ছেড়ে দাও। অশ্চর্য, আমি বুঝতে পারছি না লোকের একটা ইনসিওরেন্স থাকলে আর একটা করবে না এটা তোমার মাথায় কি করে এল!'

কৃশানু হতাশ হয়ে বলল, 'কিন্তু আমার চেনা-জানার তো কেউ করতেই চাইছে না। গৌরানন্দা বোঝাতে চেষ্টা করল, 'যারা নতুন চাকরি পাচ্ছে, নতুন কোন ব্যবসা শুরু করেছে—এছাড়া আজকাল তো সিনেমা লাইনেও কত নতুন ছেলে-মেয়েরা কাজ করছে, টেকনিশিয়ানরা আছে তাদের কাছে তোমাকে যেতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে সেভিঙ্গের মূলটা কি? কেউ কি নিজে থেকে এসে তোমাকে কেস দেবে?'

কৃশানু বলে, 'নতুন চাকরি করা পায় তাই তো জানি না!'

সিগারেটের শেষ অংশটুকু এ্যাস্টেটের মধ্যে গুঁজে দিয়ে গৌরানন্দা চৌঁচিয়ে উঠল, 'রাবিশ! হবে না, হবে না। তোমায় দিয়ে কিছু হবে না। এতক্ষণ বুঝাই তোমার সঙ্গে বকবক করলাম, এই সময়টা অন্য কোথাও দিনে আখের আমার লাভ হত! কৃশানু সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে গৌরানন্দা দুটো হাত চেপে ধরে বলল, 'আপনি এতটা হতাশ আমাকে করবেন না, গৌরানন্দা। আপনি বিশ্বাস করুন, স্টোর কোনরকম ব্রুটি আমি করছি না। আমাকে আরও কটা দিন সময় দিন প্লিজ।'

কথাটা গৌরানন্দার ভাল লাগল। খানিকক্ষণ কৃশানুর মুখের দিকে তাকিয়ে একসময় বলল, 'বেশ, আমি তোমাকে পনেরো দিন সময় দিলাম। মনে রেখ, ঐ সময়ের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকার কেস অথবা বারোটা লাইফ দিতে না পারলে তোমার এজেন্সি আমি বাঁচতে পারব না। আমার দায় পড়েই একজন ডেভেলপমেন্ট অফিসার হয়ে একটা এজেন্টের বাড়িতে এসে এসব কথা মনে করিয়ে দিতে! নেহাৎ তুমি আমার পাড়ার ছেলে আর তোমাকে আমার ঐ ইয়ে— ঠিক আছে এখন চলি!'

কৃশানুও বেশ কিছুটা পথ গৌরানন্দাকে এগিয়ে দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

এমন সময় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কৃশানুর বাড়ির দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত। বৃদ্ধের হাতে লাঠি। হঠাৎ সাইনবোর্ডটার ওপর ভদ্রলোকের চোখ পড়ল। বিভ্রিভি করে মুহূর্তা নেড়ে হাতের লাঠিটা দিয়ে সেই সাইনবোর্ডটার টোকা দিতে থাকেন। কৃশানুকে দেখেই রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি?'

কৃশানু নির্ভয়ে বলল, 'আজ্ঞে, ওটা সাইনবোর্ড।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক মুখটাকে বিকৃত করে বললেন, 'সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি! ইয়ার্কি মারবার জাগণা পাওনি? ভাড়া দেবার ক্ষমতা সেই, আবার সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে! খোল—খোল ওটা।' এই বলে হাতের লাঠিটা দিয়ে পুনরায় সাইনবোর্ডটার ঠুকতে লাগলেন।

কৃশানুও একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আরে করছেন কি? খবরদার হাত দেবেন না?' বৃদ্ধও ততোধিক রেগে গিয়ে কৃশানুর চোখের সামনে হাত নেড়ে বললেন, 'কি? আমাকে খবরদার বলা হচ্ছে? ডাকো তোমার মাকে। এ বাড়ি ভাড়া দিয়েছিলাম গৃহস্থকে, ব্যবসা করবার জন্য নয়!'

কৃশানু ভদ্রলোককে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'তাতে কি হয়েছে? লোকো নেমস্ট্রেট লাগায়, আমি সাইনবোর্ড লাগিয়েছি!'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি কোন কথা শুনতে চাই না! যে গরু দুধ দেয় তার চাঁট লোকো সহ্য করে—ডাক তোমার মাকে!'

ভদ্রলোক অত্যন্ত রেগে গেছেন দেখে কৃশানু আর তর্কের মধ্যে গেল না, নরম গলায় বলল, 'আমি কথা দিচ্ছি এ মাসের মধ্যে আপনাকে সব ভাড়া মিটিয়ে দেব।'

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কত নম্বর?'

কৃশানু কথাটার অর্থ বুঝতে না পেয়ে বলল, 'মানে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এর আগে আরো পাঁচবার তুমি একই কথা বলেছ। তুমি জেনে রাখ, আমি মামলা-ফামলা করব না। প্রয়োজনে পাড়ার স্কাবকে টাকা ধরিয়ে দেব—আর তাতেও কাজ না হলে পাটি অফিস করতে বলব, তখন বুঝবে ঠেলা।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং কৃশানুর মধ্যে এতক্ষণ যে তর্ক-বিতর্ক চলছিল তার আওয়াজটা নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির কানে পৌঁছেছে। কাগজ হাঙাই দরজার ওপাশে একজন বিধবা প্রৌঢ়াকে উঁকি দিতে দেখা গেল। তিনি এতটুকু সময় নষ্ট না করে কৃশানুকে বললেন, 'ওঁকে বল এসব কিছুই করতে হবে না, যেমন করে হোক এ মাসের মধ্যে ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

এতক্ষণে বৃদ্ধ ভদ্রলোক আশ্বস্ত হলেন। আশ্বাসবাণী পেয়ে তিনি একগাল হেসে মহিলার উদ্দেশে বললেন, 'বাঃ, মালশ্বী যখন বললেন তখন আমার আর কিছুই বলার নেই।' আর একবার সাইনবোর্ডটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু এই সাইনবোর্ডটা—'

কৃশানু বলল, 'থাক না; ওটা মেসোমশাই।'

ভদ্রলোক কিছু না ভেবেই রাজী হলেন, 'বেশ তবে থাক। একটা মাস তো। দেখি।'

গৌরদার বন্ধগণেরা যে কৃশানুর মায়ের কানে গেছে সেটা সহজেই জানা গেল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক চলে যেতে কৃশানু ঘরে ঢুকতেই তার মা কৃশানুর কাছে জানতে চাইলেন, 'হঠাৎ এত সকালে গৌরদাবাবু কেন এসেছিলেন?'

কৃশানু খুব সহজভাবেই তার মাকে বলল, 'গৌরদাদা বলতে এসেছিলেন আর পনেরো দিনের মধ্যে কোটা অনুযায়ী রেস দিতে না পারলে আমার এজেন্সি চলে যাবে।'

কথাটা মার অন্তরে যে কতটা আঘাত করেছে সেটা অনুমান করতে কৃশানুর দেবী হল না।

ছেলের বিষুদে তিল তিল করে জমে ওঠা এতদিনের অভিযোগগুলো সেই মুহুর্তে বোমার মতো ফেটে বেরোল। 'ঘুমোও সারাতা জীবন ঘুমিয়ে—কটাও।' এতবড় ছেনে, দুবেলা যাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে! চোখের সামনে দেখলে বাড়িওয়ালা দরজায় দাঁড়িয়ে অপমান করে গেল, এর পরে জিনিসপত্র ধরে টান দেবে—বুঝতে পারছি এর পরেও না জানি কপালে আরও কত দুঃখ আছে! শোভে, দুঃখে, অভিমানে কৃশানুর মায়ের চোখ ছলছল করে উঠল।

মায়ের চোখে জল এবং সেইসঙ্গে বেরিয়ে কথটা তাঁর গণ্ডিতে আঘাত করল কৃশানুকে। বুকের ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ শব্দেরই এল, 'মা—'

ছেলেকে খামিয়ে দিয়ে মার অভিমান আরও স্পষ্ট হল, 'চুপ কর। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় অনীড়ার কাছে চলে যাই। জামাই-এর বাড়িতে গিয়ে থাকার যে অপমান সেও বোধহয় এর চেয়ে ভাল।'

কৃশানু তার মায়ের মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পেরে আর কোন কথা বলল না। কারণ সে খুব ভাল করেই জানে যে, মা দুঃখ-কষ্ট মান-অভিমান সবকিছু হাসিমুখে সহ্য করতে পারেন, কিন্তু গরীব ভেবে কেউ যদি তাঁকে অপমান করে তা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। সে মার কাছে এগিয়ে গিয়ে কান্নাভরা কণ্ঠে বলল, 'মা, তুমি একটু শান্ত হও। আমি কথা দিচ্ছি, দিন-পনেরোর মধ্যে যদি কিছু ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে কুলিগিরি করেও রেজিগার করব।'

মা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'বাঃ, তাতে সম্মান আরো বাড়বে! শোন, গোবিন্দ স্যাকরাকে একবার ডেকে দিস তো। ওর সঙ্গে আমার খুব দরকার।'

কৃশানু মার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে চোঁটিয়ে উঠল, 'মা!'

মার কণ্ঠে অতিরিক্ত ফুটে উঠল, 'থাক, আর চোঁটো না। তোমার মুরোদ আমার জানা আছে।' ছেলেকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন।

কৃশানু কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল। সব কথাগুলো তখনো তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। একবার উঠে জানলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু না ভেবে একটা সিগারেট ধরাল।

হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দ তার কানে এল। জানলার কাছে এসে বাইরের দিকে তাকাতে একটা দামী গাড়িকে দাঁড়াতে দেখল। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে এসে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দরজার ওপরে টাঙানো সাইনবোর্ডটা দেখে দরজার কাছে এগিয়ে এল। কৃশানুও ইতিমধ্যে দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা দাদা, এখানে কৃশানু দত্ত কে আছেন?'

কৃশানু মাথা নাড়ল, 'আমিই কৃশানু দত্ত, কিন্তু কি ব্যাপার?'

ড্রাইভার আর কোন কথা না বলে কৃশানুকে খুব ভাল করে দেখে গাড়ির কাছে ফিরে এল। কৃশানু লক্ষ্য করল ড্রাইভার গাড়ির কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে কি যেন বলল।

একটু পরেই দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক। গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে কৃশানুকে বললেন, 'আপনি কি কৃশানু দত্ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন, ভেতরে আসুন। কিছু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না! ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। হাতের কাগজটা কৃশানুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই বিজ্ঞাপনটা কি আপনি দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, ওটা আমিই দিয়েছি।'

ভদ্রলোক কিছুটা বিষয় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কেন ?'

'বুধতেই পারছেন চাকরি-বাকরি না পেয়ে এই কাজে যোগ দিই। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ক্লায়েন্ট পাচ্ছিলাম না। একেবারে যে অভিজ্ঞতা নেই তা নয়, কিন্তু কি করে লোককে ইনফ্লুয়েন্স করতে হয় তা ঠিক জানি না। শেষে আর কোন উপায় না পেয়ে বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন, কাজটা যাতে হাতছাড়া না হয় তাই এ ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।'

কৃশানুর সমস্ত শরীরটায় আর একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার পরিচিত অনেক লোক রয়েছে, আমি চাইলে যারা ছুটে আসবে কাজের জন্যে। কিন্তু আজকের কাগজের এই বিজ্ঞাপনটা আমাকে ঠাইক করল।'

এতক্ষণে কৃশানু যেন একটু আশার আলো খুঁজে পেল। সামনে চেয়ারটা এগিয়ে বলল, 'আপনি এসে থেকে দাঁড়িয়েই আছেন, দয়া করে বসুন স্যার।'

একটু ইতস্তত করে অতঃপর বসলেন। কৃশানু উদ্ভ্রীত হয়ে চেয়ে আছে আদিনাথের মুখের দিকে। এইবার আদিনাথ আসল কথাটা বললেন, 'আজ্ঞা কৃশানুবাণু, বিজ্ঞাপনে যা লিখেছেন সোটা বাস্তবে করাতে পারবেন ?'

'হ্যাঁ স্যার, আমি সব বামেলা সামলাব। আর শুধু জীবন কেন, বাড়ি বা অন্যান্য কিছু যদি বাঁমা করতে চান তাও খুব স্মৃথলি করে দেব। আপনি কেবল চেক-এসই করবেন, বাকি সমস্ত দায়িত্ব আমার।' কৃশানু গদগদ গলায় বলল।

কৃশানুর দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কথাটা গোপন থাকবে তো ?'  
কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'গোপন।' পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলল, 'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'  
আপনি, আমি আর গৌরাসন্দা ছাড়া কেউ জানতে পারবে না। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

ভদ্রলোক চোখ নামিয়ে বললেন, 'গৌরাসন্দাটা কে ?'  
'আমার বস। কার জীবনবাঁমা করতে চাইছেন স্যার ?'  
ভদ্রলোক নিজেকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার।'

কৃশানু বিষ্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনার।'

'হ্যাঁ। আমি একটা পঞ্চাশ লক্ষ টাকার জীবনবাঁমা করতে চাই। ইমিডিয়েটলি।'

আনন্দে কৃশানুর মুখ দিয়ে অজান্তে বেরিয়ে এল, 'আই বাপ !' সঙ্গে সঙ্গে যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে জিজ্ঞেস করল, 'পঞ্চাশ লক্ষ !'

ভদ্রলোক বললেন, 'ইয়েস।'

'আজ্ঞে, আপনার বয়স কত আমি জানি না। অল্প বয়সে যে থ্রিমিয়াম লাগার কথা, এখন তো—'

কৃশানুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা নিয়ে আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। ওটা কোন সমস্যাই নয়।'

কৃশানু টেবিল থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে কলমটা খুলে বলল, 'আপনার নামটা—'

ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে পকেট থেকে কার্ডটা বের করে টেবিলে রাখলেন।

কৃশানু কার্ডটা নিয়ে বিড়বিড় করে পড়ল—'আদিনাথ মল্লিক'। সঙ্গে সঙ্গে সে বয়সটাও জেনে নিল।

বয়স শুনে কৃশানুর একটু সন্দেহ হল। এতক্ষণ মধ্যে মধ্যে যে উৎফুল্ল ভাবটা খেলা করছিল, হঠাৎ তা ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'স্যার, আপনার তো বয়স হয়ে গেছে। এই বয়সে এল, আই. সি. রাজি হবে কিনা জানি না। চেষ্টা করব—খুব চেষ্টা করব। ওদের ডাক্তারকে দিয়ে আপনার শরীর পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, এত মোটা থ্রিমিয়াম যিনি দিতে পারবেন তাঁর লাস্ট ইনকামট্যাক সার্টিফিকেট চাই—মানে এসব ফর্মালিটস তো মানতেই হবে।'

আদিনাথ উঠে গাঁড়লেন, 'যা করার করবেন। তবে আমার সাহায্য প্রয়োজন মনে করলে সকাল সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে ঐ নম্বরে পাবেন। আর হ্যাঁ, কোনভাবেই যেন এই খবরটা বাইরে প্রকাশ না পায়।'

কৃশানু বলল, 'সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন স্যার। মরে গেলেও পেট থেকে একটা কথাও বেরোবে না। আমি আজই ফর্ম ফিলআপ করে ফেলাছি। কিন্তু কতকগুলো ডাটা দরকার—'  
আদিনাথবাণু এসব এগিয়ে জানেন। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে কৃশানুকে দিয়ে বললেন, 'ফর্ম ফিলআপ করতে যা যা দরকার লাগে সব এতে পাবেন।'

কৃশানু কাগজটাতে চোখ বোলাতে লাগল। ইতিমধ্যে আদিনাথ গিয়ে গাড়িতে উঠেছেন। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দেবে, এমন সময় কৃশানু দ্রুত দৌড়ে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল, আদিনাথকে বলল, 'স্যার, আপনি তো মিনিট হিসেবে কারও নাম দেননি।'

জানলার কাচ তুলতে তুলতে আদিনাথ একটা কথাই বললেন, 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'। সঙ্গে সঙ্গে জানলা বন্ধ হয়ে গেল।

## ১৫

সকালবেলায় ব্রেকফাস্ট টেবিলে আদিনাথের সঙ্গে সামান্য তর্কাতর্কি হওয়ায় অমিতাভের মনটাও বেশ চিন্তাপ্রাপ্ত ছিল। বাড়িতেও থাকতে ইচ্ছে করছিল না। নিজের চেয়ারে এসে চেয়ারে মুখা নিচু করে বসে এ কথাই ভাবছিল, এমন সময় রিকফেস হাতে এক ভদ্রলোক এসে চুকলেন।

'অমিতাভকে বিষয়মানে বসে থাকতে দেখেও ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, 'গুড মর্নিং মিঃ মল্লিক।'

'অমিতাভ ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাষণ জানাল, 'গুড মর্নিং, মিঃ রহমান। আসুন আসুন। ঢাকা থেকে কবে এলেন ?'

রহমান বলল, 'গতকাল রাতের ফ্লাইট-এ। সব ঠিক আছে তো ?'

অমিতাভ বলল, 'বসুন।'

রহমান চেয়ারে বসলে, অমিতাভ বলল, 'শুনুন মিঃ রহমান, এবার কিছু আমি এল. সি. ছাড়া মাল পাঠাতে পারব না।'

'মিঃ মল্লিক, আপনার সঙ্গে আমাদের যে রিলেশন তার ওপর ডিপেন্ড করে আছি। হঠাৎ ওরকম ডিসিশন নিলে খুব বিপদে পড়ে যাব।'

'গতবার আপনি নামেরটা ডেস স্ক্রেডিট চেয়ে ঠিক পাঁচামস দেবী করেছিলেন, আশা করি কথাটা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। আর সেজন্যে কোম্পানিকে জবাবদিহি করতে হয়েছে আমাকে। আমি কিন্তু কোম্পানির একজন সামান্য ডিরেক্টর মাত্র। অতএব বুধতেই পারছেন,

এম. ডি. না চাইলে আমি কিছুই করতে পারি না। আমার হাত-পা বাঁধা।

রহমান টেবিলে রাখা ব্রিফকেসটার ওপর হাত রেখে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'এ আপনি কি বলছেন মিঃ মল্লিক? আপনি বড় ছেলে, আপনার কথার একটা নাম আছে। আফটার অল ইউ উভ. বি. এম. ডি. অব দিস কোম্পানি। তাই বলছি আপনি নিচুগ্রাই পারবেন।' একটু ভেবে নিয়ে আরো বলল, 'ঠিক আছে, এবারে আর নাইনটি ডেস' চাইছি না—সিক্সটি ডেস, ইয়েস ওনলি সিক্সটি ডেস ক্রেডিট দিন প্লিজ!'

অমিতাভ বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নাড়ল, 'অসম্ভব!'

এবার রহমান একমুহুর্ত অমিতাভের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। ক্রেডিট চাইছি—কথা দিচ্ছি বাংলাদেশে পৌঁছানোমাত্র মালটা ছাড়িয়ে নেব পেমেণ্ট করে। এই উপকারটুকু করুন!'

অমিতাভ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কিন্তু ব্যাঙ্ক-এর মাধ্যমে এল. সি. পাঠাতে আপনার আপত্তিটা কিসের?'

রহমান বিনীতভাবে বলল, 'মিঃ মল্লিক, কারণটা আপনার কি অজানা? এই যে কয়েক লক্ষ টাকা আমি আমার টাকার ব্যাঙ্কে জমা রাখলাম, আমার ব্যাঙ্ক আপনার ব্যাঙ্ককে জানাল—আপনি সেটা জেনে মাল পাঠালেন, সেই মাল আমি পেতে পেতে আড়াইমাসের কম নয়। বুঝতেই পারছেন আমার অতগুলো টাকা আড়াইমাস আটকে রইল। এটা আমার ক্ষতি কিনা আপনাই বলুন। আমার অনুরোধ, আপনি আমাকে বিপদে ফেলবেন না প্লিজ। আপনি তো জানেন, আপনার ব্যাপারে আমি কখনও কথার খেলাপ করি নি। এর আগের বার টাকা পেমেণ্ট করতে দেরী হয়েছিল একটা বিশেষ কারণে।'

এরপর ঘরের চারপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে হঠাৎ নিজের ব্রিফকেসটা শব্দ করে খুলল।

সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ চোঁচিয়ে উঠল, 'শব্দ না করে ব্রিফকেস খুলতে পারেন না?'

রহমান যেন একটু আঁধকে উঠল, 'হ্যাঁ!'

অমিতাভ প্রসন্ন পালটে জিজ্ঞেস করল, 'এবারও কি হিন্দুস্থানে উঠেছেন?'

রহমান বলল, 'হ্যাঁ!'

অমিতাভ আশ্বস্ত করল রহমানকে, 'ঠিক আছে। ওখানে আজ লাগু করতে যাব, থাকবেন অবশ্যই। তখন অন্য কথা হবে।'

অমিতাভ চেয়ার ছেড়ে উঠতে না উঠতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। অমিতাভ রিসিভার তুলে মাথা নাড়তেই রহমান বেরিয়ে গেল।

অমিতাভ কথা শুনু করল, 'হ্যাঙ্গো? ও আচ্ছা, দাবুগ লাগছে। আমি ভাবতেই পারিনি আপনি ফোন করবেন। প্লিজ মিসেস চাওলা, এভাবে বলবেন না। আই উইল বি প্ল্যাড টু মিট ইউ আজ সন্ধ্যাবেলায় আমার অন্য কোথাও এ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই, আমি একদম ফ্রি—বাই!'

অন্যজনকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অমিতাভ টেলিফোনটা রেখে দিল।

একটা বড় অঙ্কের কেস পেয়েছে কৃষ্ণানু খবরটা পেয়েই গৌরাস হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এসেছে কৃষ্ণানুর বাড়িতে। গভীর মনোযোগসহকারে ব্যাডোটাটার ওপর চোখ বোলাতে লাগল।

একবারে অজ্ঞাতে এরকম অভাবনীয়া কেস হাতে আসায় কৃষ্ণানুর মনের মধ্যেও একটা আনন্দের জোয়ার খেলে যাচ্ছিল। নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না। গৌরাসর কিছু বলার আগেই কৃষ্ণানু নামটা বলে দিল, 'অদিন্দাম মল্লিক, সন্টলেকে থাকেন।'

কৃষ্ণানু এই উৎফুল্ল ভাব গৌরাসকে এতটুকু বিচলিত করল না। সে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'পাগল!'

কৃষ্ণানু কথটার মানে ঠিক বুঝতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

গৌরাস কৃষ্ণানুকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'দেখ কৃষ্ণানু, জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা কর। পাগল না হলে এরকম একটা বিজ্ঞাপন দেখে যাট বছর বয়সে কেউ পঞ্চাশ লাখ টাকার ইনসুরেন্স করতে আসবে না। আমার মনে হয় তুমি হয়তো শুনতে ভুল করেছ, ওটা পঞ্চাশ হাজার টাকার হবে।'

কৃষ্ণানু কিন্তু এক সহজে মানতে রাজী হল না। সে বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'না গৌরাসদা, আমি ঠিকই শুনছি। ওঁর পোশাক গাড়ি কথাবার্তা শুনলেই বুঝতে পারবেন উনি যথেষ্ট ধনীলোক!'

গৌরাস বলল, 'সবই বুঝলাম, কিন্তু এই বয়সে অত টাকার ইন্সুরেন্স, নমিনি ক'জন?'

কৃষ্ণানু বেশ সহজভাবেই বলল, 'ভারত সেবাশ্রম সন্থ।'

নামটা শুন্যই গৌরাস প্রথমে চমকে উঠল, তারপরে কিছু না ভেবেই হো হো করে হেসে উঠল।

কৃষ্ণানু একটু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, হাসছ কেন গৌরাসদা?'

এবার গৌরাস গভীর হয়ে বলল, 'কৃষ্ণানু, তুমি কেস দিতে পারছিলে না বলে বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে এমন একটা হাস্যকর কেস আনবে তা আমি ভাবিনি। আইনটাইনগুলোয় বেশ ভাল করে চোখ বোলাও, নইলে বিপদে পড়বে যে! শোনি, এই ভুললোক যদি সত্যি সত্যি যাট বছর বয়সে পঞ্চাশ লাখ টাকার ইন্সুরেন্স করতে চান, তাহলে তাঁকে প্রমাণ দিতে হবে যে তাঁর ফিন্যান্সিয়াল স্টেংথ আছে, মাথার গোলমাল নেই। তারপর মেডিক্যাল হবে। খুব সিনিয়র ডক্টরস, রেডিওলজিস্ট, প্যাথোলজিস্ট, কার্ডিওলজিস্ট ওঁকে পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট দেবেন তা রিডিউ করবে জোনাল মেডিক্যাল রেকর্ডার। এরপর কেন তিনি ইন্সুরেন্স করাচ্ছেন তার কারণ দেখাতে হবে। আর এইসব যদি ওপরতলাকে সন্তুষ্ট করে তাহলে তাঁরা ওঁর কেস নিতে পারেন। তবে কোনকেন্দ্রেই ভারত সেবাশ্রম বা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে নমিনি করা চলবে না। নমিনি করতে হবে একটি মানুষকে। অবশ্য তাঁকে বিশেষ লেওয়া করতে পারে মৃত্যুর পর কোথায় টাকটা দিয়ে যেতে হবে। এখন তোমার এই অদিন্দাম মল্লিক যদি এই অস্ত্রশস্ত্র বামেলায় রাজী থাকেন, তাহলে আমরা কাজ শুরু করতে পারি। কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন খোঁয়াটে লাগছে।'

'কেন?'

'উনি কেন ভারত সেবাশ্রম সন্থকে নমিনি করবেন? এটা তো খুব স্বাভাবিক, ওঁর যদি প্রচুর টাকা থাকে তাহলে সপ্রাসরি দিয়ে দিলেই তো পারতেন।'

'তাহলে এখন আমি কি করব?'

গৌরাস এক মুহুর্ত ভেবে নিয়ে বলল, 'তুমি বরং আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দাও। আমি ওঁকে রাজী করিয়ে ফেলব ঠিক মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে যেতে।'

কৃশানু এবার আদিনাথের মনের কথাটা প্রকাশ করল, 'কিন্তু উনি বলেছেন আর কারও সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবেন না।'

গৌরান্দ্র চুঁচিয়ে উঠল, 'কথা বলবেন না মানে এটা কি আমার বাড়ি? আর তোমার কি ক্ষমতা আছে এই ধরনের কেস এ্যাকসেস্ট করার? এসব ব্যাপারে সিনিয়রের ওপর তোমাকে নির্ভর করতেই হবে!'

কৃশানু ঘটনাটা বুঝতে পারল, 'সেটা আমি মানছি গৌরান্দ্র। কিন্তু আমি এটাও চাইছি না কেসটা হাতছাড়া হোক। একেবারে স্বপ্নের মতো আকাশ থেকে নেমে এসেছে আমার কাছে। ডব্রলোককে আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না।'

গৌরান্দ্র একটু হাসল, তারপর কৃশানুর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'শোন কৃশানু, এ ব্যাপারে আমার অনেক কথা আছে। বিভিন্ন চক্রিত্রের মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কেস আমার সামনে আসেনি। তাই আমার মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। তুমি ডব্রলোককে সরাসরি জিজ্ঞাসা কর ওঁর মতলবটা কি?'

কৃশানু অবাক হয়ে গেল, 'মতলব বলছেন কেন?'

গৌরান্দ্র করণটা কৃশানুকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'উনি জীবিত অবস্থায় সব প্রিমিয়ম দিয়ে টাকা পেতে চাইছেন বলে আমার মনে হয় না। হয়তো উনি পিরিয়ড শেষ হবার আগেই মারা যাওয়ার আশঙ্কা করছেন। কারণ মারা গেলে ভারত সেবাশ্রম সম্বন্ধ টাকাটা পেয়ে ওঁর খুব সুনাম করবে। তাই যদি হয়, তাহলে উনি কয়েক লক্ষ টাকার ইনভেস্টমেন্ট সাটিকিফেট কিনুন। দশ লাখ কিনলে পাঁচ বছরে বিশ। তখনও বেঁচে থাকলে আবার পাঁচ বছর। মারা গেলে পিরিয়ড শেষ হলেই যাকে দিতে চান সে টাকাটা পাবে। এর জন্যে কোন খাতালোয় পড়তে হবে না ওঁকে। আন্ডারস্ট্যান্ড? 'এরপর কৃশানুর কানের কাছে মুখ এনে নিচু স্বরে বলল, 'এতে আমাদের কমিশনটা অনেক বেশী থাকবে কৃশানু!'

কৃশানু সব শুনবে বলল, 'কিন্তু উনি যদি এতে রাজী না হন?'

গৌরান্দ্র বলল, 'সোনাল হাঁসের পেছনে ছোটা বন্ধ করতে হবে কৃশানু।'

কৃশানু মন থেকে যুক্তিটা মেনে নিতে চাইল না, 'না গৌরান্দ্র, আমি এই পাটিকে কোনমতেই হাতছাড়া করতে চাই না।'

গৌরান্দ্র একটু গভীর হয়ে বলল, 'আইনের বাইরে তুমি যেতে পার না কৃশানু। ডব্রলোককে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে বোঝাতে চেষ্টা কর।' আর কোন কথা না বলে গৌরান্দ্র বেরিয়ে গেল।

সকালবেলায় বৌদির মুখে বাবার খবরটা পাওয়ার পর থেকে গৌরীর মনটা ভীষণভাবে আপসেট হয়ে ছিল। এতখানি বরসে সঙ্গীবিহীন অবস্থায় থাকারটা যে কতটা কষ্টকর সেই মূর্ছতে গৌরী তা অনুভব করতে পারল। নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে তার বাবার কথা মনে পড়ছিল। মনটার মধ্যে একটা নিদ্রাণু অস্থিরতা দেখা দিল। ভেবে দেখল এই সময় তার বিশেষ কোন কাজ নেই। পরক্ষণেই পোশাক পাতে বেরিয়ে পড়ল। সন্টলেকের বাড়িতে গিয়ে যখন গৌরী পৌঁছল, নীলাকে দেখা গেল হস্তদস্ত হয়ে নিচে নামতে। সিঁড়িতেই দুজন মুখোমুখি হতে নীলাই প্রথমে কথা বলল, 'কি ব্যাপার! এই সময়?'

'আমি এখানে বলেছিলাম পারলে আস। হঠাৎ বাবার কথা মনে হল, চলে এলাম।'

নীলা নামতে নামতে বলল, 'তোমাকে দেখলে হিংসে হয়। যখন যা মনে হয় তাই করতে পার!'

'তুমি পার না?'

'না ভাই! আফটার অল, মল্লিক বাড়ির বউ বলে কথা!'

'এটাই তোমার প্রবলেম। নিজেকে সবসময় সেকেন্দ্রে সাধারণ বউ ভাবছ। অথচ দাদা বা বাবা কেউ কিন্তু সেকেন্দ্রে নয়। যাই হোক, তুমি কি কোথাও যাচ্ছিলে?'

'ভেবেছিলাম—তবে তুমি এসেছ আর যাওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। ড্রইনুমে গিয়ে বসা যাক।'

'হোয়াই? যেখানে যাচ্ছিলে যাও, চকুলব্ধা করতে হবে না। আচ্ছা বাবা এখনও বাড়ি ফেরেনি নিশ্চয়ই?'

'অন্যদিন এত তাড়াতাড়ি ফেরেন না অবিশ্যি, তবে আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন। তুমি যাও না, ঘরেই আছেন।'

'ফোনে বললে বাবা সকালে ব্রেকফাস্ট করেননি, কিন্তু লাগু করেছেন কি?'

'জিজ্ঞাসা করিনি। কারণ এ বাড়ির পুখুরা শনি-রবি ছাড়া বাড়িতে লাগু করে না।'

'দাদা ব্রেকফাস্ট করেছিল?'

'করেছিল।'

গৌরী তার হাতব্যাগটা খুলে দামী সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে খুব শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বউদি, এ্যাকচুয়েলি হয়েছিল কি?'

'যা হয় আর কি! বাবা যা বলেন বা করেন, তোমার দাদা কিছুতেই তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারে না।'

গৌরী একটু মুচকি হেসে বলল, 'তোমার সঙ্গে পারে?'

নীলা বিষ্ময়ে গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার কথা আবার আসছে কেন?'

'আমি দাদাকে বোঝার চেষ্টা করছি, তাই।'

'আমি যাকে এতবছর পরে বুঝতে পারছি না, আর আজ আমার কথা শুনতে তুমি কতটা বুঝবে?'

'তাহলে হঠাৎ আমাকে ফোন করলে কেন?'

'সেসময় একটু উত্তেজিত হয়েছিলাম বলে মনে হয়েছিল, একমাত্র তুমিই পার তোমার বাবা এবং দাদার মধ্যে একটা সেতু তৈরি করতে। কারণ আমি জানি তোমার বাবা তোমাকে খুবই ভালবাসেন। এই যে আজ তুমি এ বাড়ি ছেড়ে অন্য ফ্ল্যাট-এ আছ এবং সেই থাকারটা উনি ভালবাসেই এ্যালাও করেছেন। তুমি যদি এ বাড়িতে এসে থাকতে—'

'এটা কিন্তু তোমার উত্তেজিত অবস্থায় মনে হয়েছিল, এখন উত্তেজনা চলে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই আর তা মনে হচ্ছে না।'

'পুরোটা নয়। শুবু মাঝে মাঝে মনে হয়, মিঃ আদিনাথ মল্লিক সুখী হতেন যদি তুমি এ বাড়িতে এসে থাকতে। ডব্রলোক সম্পূর্ণ এক। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে তোমাদের মা চলে গেছেন। আমি আর যাই হই তোমার স্থান নিশ্চয়ই নিজে পারব না। আর সত্যিই উনি তোমাকে খুবই ভালবাসেন। ওঁর সঙ্গী দরকার। তোমার দুই দাদার পক্ষে সেটা কোনদিনই সম্ভব হবে না।'

গৌরী কিছুটা সময় ভেবে নিয়ে বলল, 'এই মুহূর্তে আমার পক্ষেও অসম্ভব। কারণ আমার যা প্রফেশন অর্থাৎ নাচের স্কুল চালানো, মডেলিং এ্যারেঞ্জমেন্ট—তা এ বাড়িতে থেকে করা সম্ভব হবে না। তুমি তো জান বৌদি, এ বাড়ির ডিসিপ্লিনের সঙ্গে সেটা কোনদিনই মানানো যাবে না। আর বাবা সেটা বুঝছেন বলছি আমার আলাপা থাকটা তিনি সেনে নিয়েছেন।'

গৌরীর কথা শুনে নীলা একটু হেসে বলল, 'তা যদি বল, তবে জেনে রাখ এ বাড়ির ডিসিপ্লিন তোমার দাদাও মানে না। খুব তাড়াতাড়ি হলেও রাত এগারোটার আগে কোনদিনই বাড়ি ফেরে না। তোমার বাবাও সেটা একরকম মেনে নিয়েছেন। তুমি বিশ্বাস কর, আমি আর পেরে উঠছি না—আই এ্যাম রিয়েলি টায়ার্ড, গৌরী!'

গৌরী শূনে বলল, 'তারপরেও তুমি মল্লিক বাড়ির বউ হয়ে থাকতে চাও?'

নীলা বলল, 'কি করতে পারি আমি? আমার একাঙ্গীত্ব দূর করতে আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে ব্যাকফ্রেড জোটাও? পাটিতে সেলে তোমার দাদার চারপাশে যেমন মেয়োলা গুণিয়ে পড়ে, আমার চারপাশেও তেমনি লোভী চকচকে চোখগুলো জড়ো হয়ে যায়। আমার কিছু ওসব একদম ভাল লাগে না—আই হেট দেম!'

'কেন?' গৌরী হেসে জিজ্ঞাসা করল।

'কারণ এই লোকগুলো তাদের জীবনের ডিচ্ করছে। তাছাড়া তোমার দাদার সঙ্গে কোথাও যেতে আজকাল আমার অসম্ভব হয়।'

গৌরী হতাশ হয়ে বলল, 'তোমাকে আজও আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না!'

নীলা বলে, 'আমি নিজেকেই বুঝতে পারি না।'

ঠিক এই মুহূর্তে হঠাৎ বেয়ারা ঘরে ঢুকে বলল, 'একজন লোক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

নীলা সঙ্গে সঙ্গে আপত্তির সূত্র বলল, 'তুমি কি জান না সাহেব এইসময় কারো সঙ্গে দেখা করেন না?'

বেয়ারা হাত নেড়ে বলল, 'আমি সেকথা বলছি, কিন্তু লোকটা বলছে খুব জরুরী।'

গৌরী কিছু না ভেবেই বলল, 'পাঠিয়ে দাও।'

নীলা বলল, 'লোকটিকে তো পাঠিয়ে দিতে বললে, বাবা কিন্তু এসময় বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করেন না!'

গৌরী বলল, 'তা তো আমি জানি, কিন্তু জরুরী শুনলে হয়তো দেখা করতেও পারেন।'

নীলা বলল, 'দাখ। তা তুমি আজ এখানে থাকছে তো?'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না না—থাকলে চলবে না।'

নীলা বলল, 'আরে একটা রাত তো! খুব কি অসুবিধে হবে?'

এমন সময় বেয়ারার সঙ্গে একটা ছেলেকে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল। ছেলোটর হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ। দেখলেই কেমন বোকা-বোকা মনে হয়।

গৌরীই প্রথমে কথা বলল, 'বসুন। হ্যাঁ, বলুন?'

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'আজ্ঞে আমার একটা জরুরী দরকার আছে।'

গৌরী বলল, 'হ্যাঁ, সেই দরকারটাই জানতে চাইছি।'

'কিন্তু দরকারটা মিঃ আদিনাথ মল্লিকের সঙ্গে।' ছেলেটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল।

গৌরী বলল, 'আমাকে বলতে পারেন।'

ছেলেটি একটু হেসে মুখটা নিচু করেই বলল, 'কিছু মনে করবেন না, এটা একান্তই ব্যক্তিগত।'

গৌরী বলল, 'ব্যক্তিগত ব্যাপারটা কি চাকরি সংক্রান্ত?'

ছেলেটি বলল, 'না, না।'

নীলা এককণ্ঠে বলল, 'আপনি তাহলে কাল সকাল সাড়ে আটটায় আসুন, দেখা হবে।'

ছেলেটি বলল, 'তাহলে তো আমার খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। বিশ্বাস করুন, আজই ঊর্দ সঙ্গে কথা বলা দরকার। ব্যাপারটা খুবই জরুরী। উনি আমাকে খুব ভালভাবেই চেনেন। আজই সকালে আমার সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে। আমার নাম কৃশনু দত্ত।'

গৌরী আর একবার খুব ভাল করে কৃশনুকে দেখে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, বসুন।' তারপর নীলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বৌদি, তুমি তাহলে ঘুরে এস।'

নীলা প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলল, 'নাঃ, আজ আর যেতে ইচ্ছে করছে না। চল, ওপরে চল।'

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে নীলা বলল, 'কি ব্যাপার বল তো গৌরী, আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না এরকম একটা লোকের সঙ্গে বাবার কি দরকার থাকতে পারে?'

গৌরী শূনে বলল, 'তুমি কি বাবাকে সব ব্যাপারে বুঝতে পার?'

নীলা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে গৌরীর মুখের দিকে।

গৌরী হেসে বলল, 'চল।'

সাধারণতঃ এই সময়ে আদিনাথ বাড়ি ফেরেন না, কিন্তু সেদিন নানান কারণে আদিনাথের মনটা ঠিক ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে নিজের ঘরে আরাংকেকদারায় শূয়ে একটা বই পড়ছিলেন। ঠিক সেইসময় গৌরী ঘরে ঢুকে আন্তে করে ডাকল, 'বাবা!'

আদিনাথ মুখের ওপর থেকে বইটা সরিয়ে তাকাতেই গৌরীকে দেখতে পেলেন। উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'কি রে, কখন এলি?'

গৌরী হাসল, 'এইমাত্র। কিন্তু তুমি এই সময়ে বাড়িতে?'

আদিনাথ একটু রসিকতার সূত্রে মেয়েকে বললেন, 'এখন বাড়িতে না থাকলে কি পোতার দেখা পেতাম!'

গৌরী বলল, 'তুমি কিন্তু আমার প্রসন্নটা এড়িয়ে যাচ্ছ বাবা। আগে বল তো শরীর ঠিক আছে তো?'

আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ রে মা, ভালই আছি। নো প্রবলেম। কিন্তু হঠাৎ তুই এলি যে?'

এবার গৌরীও উল্টে প্রশ্ন করল, 'আজ্ঞা বাবা, তুমি আজকাল এত আন্তে রেগে যাচ্ছ কেন?'

'কি রকম?'

'আজ সকালে ব্রেকফাস্ট খাওনি—এই ব্যসে খাওয়ার ওপর রাগ করা তো শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।'

'খবরটা কে দিল রে? নিশ্চয়ই নীলা?'

'লাগ করছে?'

'ওঃ, ইয়েস! বুঝলি, অনেককাল বাদে একটু বেহিসেবী খাবার খেলাম। গাড়িতে যেতে

যেতে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা পাঞ্জাবী ধাবার দোকান। ওসব জায়গায় আজকাল তো যাওয়াই হয় না। ইচ্ছে হতে টুক করে টুক পড়লাম। রাস্তাটা কিন্তু দারুণ লাগল।

গৌরী বোঝাতে চেষ্টা করল, 'তোমার কিছু মনে রাখা উচিত যে এখন বয়স হয়েছে।

লোভ একটু সংবরণ করা উচিত নয় কি?'

আদিনাথ একটু গভীর হয়ে বললেন, 'হুম, বয়স! তা তো কম হল না। আজকাল সবকিছু যেন কেমন উন্টোপাটা হয়ে যাচ্ছে! বেহিসাবী হওয়া বৃদ্ধদের উচিত নয়, এমন কি অভিমান শব্দটির ওপরেও তাদের কোন অধিকার নেই।'

বাবার কথাগুলো গৌরীকে ভাবিয়ে তুলল। তার মনে হল, বাবা যেন একটা চরম আঘাত পেয়েছেন। একই সংসারে থেকেও তিনি যেন সকলের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত। গৌরীও এভাবে খুব হাল্কাভাবে নিতে পারল না। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সে জোর দিয়ে বলল, 'তোমার উচিত দাদার সঙ্গে বসে খোলাখুলি একটা আলোচনা করা।'

আদিনাথ বললেন, 'ঠিকই বলেছিস। এবার মনে হচ্ছে বলার সময় হয়েছে। তা তুই কি আজ এখানে থাকছিস?'

গৌরী বলল, 'আজ আমি অবশ্য সম্পূর্ণ ফ্রি।'

আদিনাথ বললেন, 'তাহলে আজ থেকে যা।'

হঠাৎ কৃশানুর কথাটা গৌরীর মনে পড়ে গেল, সে বলে উঠল, 'ওহো, তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি! তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে, নিচে বসে আছে।'

আদিনাথ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এইসময় আবার কে এল দেখা করতে?'

গৌরী আরেকটু স্পষ্ট করে বলল, 'তোমার সঙ্গে প্রয়োজনটা নাকি খুব জরুরী! আজই দেখা করা দরকার!'

আদিনাথ বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, 'তাহলেও তুই ওকে বলে দে আমি এখন দেখা করতে পারব না। আজ হিম টু কাম টুমরো মর্নিং!'

গৌরী আদিনাথকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'বৌদি অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে দেখা করবেই। নামটাও বলল, কৃশানু।'

কৃশানু নামটা কানে যেতেই আদিনাথ একটু যেন ধমকে গেলেন।

গৌরী আরেকটু পরিষ্কার করে বলল, 'আজই সকালে নাকি তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে। আর এতটুকু ঝিগা না করে আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু হোয়াই হি ইক্. হোয়ার?'

গৌরীও ততোধিক অস্বাভাবিক হয়ে বলল, 'সেটা তো তুমি জান। ওরকম লেভেলের ছেলের সঙ্গে তোমার হেঁগাযোগ ইওয়াটাকেই আমার কেমন করে লাগছে!'

আদিনাথ বললেন, 'বিশ্বয়কর কেন?'

গৌরী বলল, 'কারণ হেলোটিকে দেখলেই চাকরি-খোঁজা বেকার বলে মনে হয়।'

আদিনাথ বললেন, 'ঠিক আছে, তুই বোস। আমি এখনই ওকে বিদায় করে দিয়ে আসছি।'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তার মানে তুমি ওকে ইমপরট্যান্স দিচ্ছ।'

আদিনাথ বোঝালেন, 'পৃথিবীতে এমন লোকের সংখ্যাই বেশী যাদের চোখে অসুস্থ দিয়ে না দেখিয়ে দিলে কিছুতেই দেখতে পায় না।'

কথাটা গৌরীর মনে ধরতেই সে বলল, 'তাহলে তুমি সেটা দাদার ক্ষেত্রে করছ না কেন?'

আদিনাথ দুঃখ করে বললেন, 'একটা কথা কি গৌরী, কেউ যদি নিজে থেকে অস্বাভাবিক থাকতে চায়, তাহলে কোন কিছু করেই তাকে চক্ষুস্মান করা যাবে না। অমিতাভের জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। ওর বুদ্ধি ছিল, গুণও আছে অনেক, কিন্তু কেন জানি না বেশ ব্যততে পারছি ও ক্রমশ ভুলপথে হাঁটতে শুরু করেছে। অবনান্ডার মধ্যে এখনও তেমন ম্যাট্রিওরিটি আসেনি।

ভোর মা মারা যাওয়ার পর আমি আশা করেছিলাম, সবাই উপযুক্ত হয়ে আমার পাশে দাঁড়াবে। এখন মনে হচ্ছে দাঁড়িয়েছে ঠিকই, তবে যে যার মত।'

গৌরীর একটু সন্দেহ হল, সেও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি তাহলে আমাদেরও ইনক্লুড করছ?'

আদিনাথ গৌরীর দিকে একপলক তাকিয়ে নিজে বললেন, 'যদি বলি, হ্যাঁ?'

গৌরী একটু মুচকি হাসল। ভেবে দেখল আলোচনাটার এখানেই ইতি টানা ভাল। তাই প্রসঙ্গ পাশ্চ হঠাৎ বলে উঠল, 'তোমার কিছু দেবী হয়ে যাচ্ছে বাবা, ভত্রলোক অনেককণ নিচে বসে আছেন।'

'ও হো!' বলে মেয়ের মাথায় আলতো হাত ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলেন আদিনাথ।

নিচের ঘরে ঢুকে আদিনাথ দেখলেন কৃশানু চুপটি করে বসে আছে। গভীর কষ্টে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাই?'

আদিনাথ ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন করবেন, এটা কৃশানুর আদৌ জানা ছিল না। তাই প্রথমটায় একটু অস্বাভাবিক হলেও, অন্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে—'

কৃশানুকে মাঝপথে থামিয়ে আদিনাথ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে এসেছেন কেন?'

কৃশানু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আজ্ঞে, খুব আরজেন্ট একটা দরকার ছিল।'

'আমি আপনাকে বলিনি সকালে ফোন করতে? কথার অব্যাহা হওয়া আমি একদম পছন্দ করি না—এটা জেনে রাখবেন। যদি কিছু দরকার থাকে কাল সকালে ফোনে বলবেন।'

কৃশানু ঘাবড়ে গেল, 'আজ্ঞে, ওটা করা যাবে না।'

'কোনটা?'

কৃশানু একবার চারদিকটা ভাল করে লক্ষ্য করে বলল, 'যে জন্যে আপনি গিয়েছিলেন। ভেবে দেখলাম একটাই পথ আছে কিন্তু সেটা খুব বামেলার ব্যাপার। মানে, ব্যাপারটা আর গোপন থাকবে না। তাই তো বাধ্য হয়ে আসতে হল।'

আদিনাথ বললেন, 'আমি আপনাকে যা করতে বলেছি ঠিক সেইভাবে করার দায়িত্ব আপনার। নিজের আখের গোছাতে চাইলে কোন পথে হাঁটতে হবে তা আপনিই ঠিক করবেন। এবং অবশ্যই সেটা আমার শর্ত ঠিক রেখে। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমার কথাটা।'

কৃশানু বলল, 'মনে হচ্ছে এখন আপনি খুব ব্যস্ত। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার—কখন সময় হবে বলুন?'

আদিনাথ কিছুক্ষণ সময় করতে পারি। ঠিক আছে, আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।

বিজ্ঞাপন দিয়েছেন অস্বাভাবিকভাবে এখনও শেষেন নি?'

এরপরেও বেশ কিছুটা সময় কৃশানুকে ইতস্তত করতে দেখে আদিনাথ বিরক্তব্যেধ করলেন

কৃশানুও প্রথমে একটু কিছু-কিছু করলেও সরাসরি বলেই ফেলল, 'এটা যদি পণ্ডাশ লক্ষ টাকার ইনসিওরেন্স না হত—'

অদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে কৃশানুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। আপনার যা কিছু বলার কাল সকালে ওই নাথার আমাকে ফোন করবেন—এখন যেতে পারেন।'  
কৃশানু আর কথা না বাড়িয়ে আন্তে আন্তে বেরিয়ে যায়।

॥ ৬ ॥

বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্য গৌরী তাঁর ঘরে গেলে নীলা অতঃপর নিজের ঘরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। হাতে কোন কাজ না থাকায় বাটে শুয়ে বিশ্রাম সিদ্ধিল, এমন সময় অমিতাভ দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। আলমারিটা খুলে ব্রিফকেস থেকে বেশ কয়েক বাউল টাকা লকারে রেখে দিয়ে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্ময় প্রকাশ করে বলল, 'কি ব্যাপার, তুমি এসময় শুয়ে আছো যে?'

নীলা এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে স্বামীর কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করছিল। কিছুটা সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত টাকা তুমি ব্যাঙ্ক থেকে ভুলে আনলে বলল, 'ব্যাঙ্ক থেকে!' সঙ্গে সঙ্গেই নীলাকে

বুঝতে না দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'বোঝ না কেন, কখন কি দরকারে পড়ে যায়!'

নীলা প্রতিবাদের সূত্রে বলল, 'প্রতিবারেই দেখি টাকা আনছ এবং কদিনের মধ্যেই সেটা শেষ করে ফেলছ!'

অমিতাভ মুচকি হেসে বলল, 'টাকা তো খরচের জন্যেই—ওসব কথা ছাড়, আমি এখন একবার বেরুব।'

'এলে কেন?'

কথাটা অমিতাভকে একটা খোঁচা দিল। একটু আগতভাবেই বলল, 'এত কৈফিয়ৎ দিতে আমার ভাল লাগে না, নীলা।' তারপরে প্রসঙ্গ পাশ্টে বলল, 'ও হ্যাঁ, নিচে গৌরীর গাড়ি দেখলাম, ও কখন এসেছে?'

'অনেকক্ষণ।'

'নিশ্চয়ই বাবার ঘরে?'

নীলা একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'সম্ভবত হুসে। কারণ বাবা তো এতক্ষণ নিচেই ছিলেন!'  
অমিতাভ বসিকতা করে বলল, 'সে কি, মিস্টার মল্লিকের তো এমন রুটিন কোনদিন ছিল না?'

নীলা বলল, 'একটি ছেলে এসেছিল। মনে হয় ইনসিওরেন্স এজেন্ট। তার জন্যেই হয়তো—'

অমিতাভ অবিধাসের ভঙ্গিতে বলল, 'দূর, বাবার সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট অফিসই দেখাশুনা করে!'

নীলা বলল, 'তা তো জানি না—পণ্ডাশ লক্ষ টাকার কথা শুনলাম।'

এবার অমিতাভ বেশ অবাক হয়ে গেল। ওর রূপালে কতকগুলো চিত্তার রেখা ফুটে উঠল। নীলার কাছে এসে বলল, 'অত টাকা বাবা ইনসিওরেন্স করছেন, আর ইউ সিওর?'

নীলা বলল, 'তাই তো কোন এল।'

সন্দেহটা ক্রমশ অমিতাভের মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল। 'এই বয়সে বাবা ইনসিওরেন্স করছেন, কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আচ্ছা নীলা, লোকটার নাম কি জান?'

নীলা ভেবে নিয়ে বলল, 'কৃশানু দত্ত। কথা শুনে মনে হল কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।'  
অমিতাভ বলল, 'কিসের বিজ্ঞাপন?'

নীলা কোনরকম গুণ্ডুহ না দিয়ে বলল, 'তা তো জানি না। তবে হঠাৎ কানে এল ডব্রলোককে ডেকে বাবা বললেন, বিজ্ঞাপন দিয়েছেন অথচ কাজ কিছুই জানেন না। আমার মনে হচ্ছে, ইনসিওরেন্স করা নিয়ে নিশ্চয়ই কোন খামেলায় পড়েছেন ডব্রলোক।'

অমিতাভ মাথাটা নিচু করে কি ভাবল। তারপর ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করে হঠাৎ বেরোবার জন্য বাড়া।

নীলা কিছুদিন ধরেই মনে হির করেছিল যে ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বামীকে কিছু বলা দরকার। সুযোগটা কিছুতেই আসছিল না, আজ এই মুহুর্তে তা হাতের কাছে পেয়ে যেতেই মনটাকে শক্ত করল। হঠাৎ স্বামীকে বেরোতে দেখেই পেছন থেকে ডাকল, 'শোন, তোমার সঙ্গে আমার জবুরী কথা আছে!'

অমিতাভ বৃথতে না পেরে বলল, 'কি ব্যাপারে?'

নীলা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'তোমার আমার সম্পর্কের ব্যাপারে।'

অমিতাভ কথাটিকে অত্যন্ত হালকাভাবে নিয়ে বলল, 'ওঃ, সারাটা জীবন তো পড়ে আছে এ নিয়ে কথা বলার!'

নীলা টিংকার করে বলল, 'নো। এখন থেকে তুমি অফিস আওয়ারের পর যেখানে যাবে আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই। তুমি জেনে রাখ, আমি আর বাড়িতে বসে থাকতে রাজী নই।'

অমিতাভ খ্রীর বস্ত্যকে সমর্থন জানিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই। আমিও সেটাই চাই। একশ'বার যাবে। তাতে আমারই সৌর্য বাজবে। কিছু ডালিং, একটা সমস্যা তো দেখা দিচ্ছে—আমার অফিস আওয়ার তো কোন বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থাকে না। অনেক সময় সেটা মাঝরাতে গিয়ে দাঁড়ায়। আর সেটা তো তোমার অজানা নাই!'

নীলাকে আর একটাও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অমিতাভ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে ড্রইংরুমের সোফায় গিয়ে বসে বেয়ারাকে ডেকে বলল, 'বাবা যে কটা খবরের কাগজ পড়েন এখনই নিয়ে এস।'

হাতের কাছে যে-কটা কাগজ পেল বেয়ারা সেগুলো নিয়ে এসে অমিতাভের সামনে রাখল। অমিতাভ একটার পর একটা পাতা গুন্টতে লাগল, কিছু কোনটিতেই বিজ্ঞাপনটা না দেখতে পেয়ে বেয়ারাকে ডেকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আনন্দবাজারটা দেখছি না কেন?'

বেয়ারা চটপট বলল, 'ঐ কাগজটা আজ বড় সাহেব নিয়ে বেরিয়েছেন।'  
এতক্ষণ নীলার অনুমানের ইঙ্গিতটা অমিতাভর কাছে স্পষ্ট হল। মনে মনে হির করল, কাগজটা একবার দেখা দরকার।

কৃশানুকে একরকম জোর করে বের করে দিয়ে অদিনাথ ঘরে গিয়ে দেখলেন গৌরী কাপে চা ঢালছে। টেবিলের ওপরে প্লেটে কিছু খাবার প্রস্তুত। অদিনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখেই গৌরী

বলে উঠল, 'বাবা, খাবার তৈরী—থেকে শুরু কর।'

মেয়ের কাণ্ড দেখে আদিনাথ অবাক হয়ে বলেন, 'না না, অত খেতে পারব না। একটু আগে এন্টাসিডিং খেয়েছি।'

এবার গৌরী একটু ধমকের সুরে বলল, 'তুমি তো বেশ বাবা, রাগ করে বাড়িতে কিছু না খেয়ে বাইরে পাঞ্জাবী খাদ্য খাওয়া হয়েছে। আচ্ছা তুমি কবে বড় হবে বল তো?'

গৌরীর কথায় আদিনাথ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'মাঝে মাঝে তোর মধ্যে তোর মাকে দেখতে পাই আমি।'

গৌরী বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাই নাকি? তুমি দেখতে পাও?'

আদিনাথ গম্ভীর হয়ে বলে ওঠেন, 'অবশ্য পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। মায়ের কিছু ধাত তো মেয়ে পায়ই।' অতঃপর মেয়ের হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে বলেন, 'অনেকদিন পরে এইসময় তোর সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি।'

গৌরী প্রসঙ্গ পাশ্চৈ আদিনাথকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বাবা, তোমার সঙ্গে চাওলা আঙ্কলের দেখা হয়?'

চাওলা আঙ্কলের নামটা শুনে আদিনাথ একটু চমকে ওঠেন। গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, 'তা হঠাৎ তার কথা কেন?'

গৌরী হেসে বলল, 'না, এমনি। এ বাড়িতে এলেই ওর কথা মনে আসে। তোমার আঙুরে যখন কাজ করা তখন তো দুবেলা আসত। খুব মজার লোক ছিল কিছু। এখন তো শুনছি তোমার কর্মপিটিটার হয়ে গেছে, তাই না?'

আদিনাথ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, সে এখন আমাকে ছাপিয়ে যেতে চায়।'

গৌরী বলল, 'তাহলে ভদ্রলোকের এলেম আছে বল। ববি এবার মিসেস চাওলার কাছ থেকে দশ হাজার টাকার ডোনেশন আনছে।'

আদিনাথ গৌরীর মুখের ওপর একটা কঠিন দৃষ্টি ফেলে বললেন, 'ববি?'

গৌরী বলল, 'আরে, আমার বন্ধু প্রিয়বন্দাকে তো তুমি নিশ্চয়ই চেনো—ওর স্বামী। আমার বিভিন্ন কাজে খুব স্বেচ্ছা করে। ওর সঙ্গে আমার মিসেস চাওলার একটা বিরকম যোগাযোগ আছে। চাওলা আঙ্কলের সঙ্গে ভদ্রমহিলার বয়সের অনেক পার্থক্য, আমার জে ওকে আন্টি বলা উচিত কিছু আলাপই হয়নি কখনও।'

আদিনাথ সব শুনে বললেন, 'ববিকে বলে দিও ওখান থেকে ডোনেশন না আনতে। গৌরী প্রশ্ন করল, 'কেন?'

আদিনাথ এবার গৌরীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'একটা কথা মনে রাখিস গৌরী, মিঃ চাওলা এখন আমার কর্মপিটিটার। আমাদের উভয়ের মধ্যে এখন একটা সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আর একটা কথা, আমাকে যে অপমানিত করে তার কাছে অস্তুত তুমি হাত পাতেব না—এটুকু আশা করতে পারি। তাই বলছি, সেরকম হলে আমি যা দেব তার ওপর আরও দশ হাজার বাড়িয়ে দিলাম।'

আদিনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মনটা একেবারেই ভেঙ্গে গেছে কৃশানু'। ভদ্রলোকের ইনসিওরেলের ব্যাপারে যে অসুবিধেটা দেখা দিয়েছে, একদিনে কিছুতেই তার সমাধানের সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না। আসলে জীবনবীমা করাতে গেলে যে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে

হয়, সেই অভিজ্ঞতাটা এখনও অর্জন করতে পারে নি কৃশানু। ফলে একদিকে যেমন সিনিয়র হিসেবে গৌরার উপদেশ মানতে সে বাধ্য, অন্যদিকে আবার হঠাৎ আসা এরকম একটা অভাবনীম্য কেস হাতছাড়া করতেও মন চাইছে না। এর ওপরে আবার মাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কথাটাও আছে। এতগুলো সমস্যা তার মাথার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের মতো বহতে লাগল। আরও দু-একটা জায়গায় তার খাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মন চাইল না, সোফা বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

বাড়িতে ঢুকে যেন একটু হাঁক ছেড়ে বাঁচল কৃশানু। চেয়ারে বসে কিছুকণ বিশ্রাম নিয়ে ব্যাগ থেকে দামী কোম্পানীর একটা ইনভেস্টমেন্ট ফর্ম খেঁচ করে একমনে দেখছিল, এমন সময় একটা গাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে অমিতাভকে মেয়ে আসতে দেখে কৃশানুও উঠে এসে বলল, 'আসুন, আসুন।'

অমিতাভ প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কৃশানু দত্ত?'

কৃশানু নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি। আপনি ঘরে এসে বসুন দয়া করে।' অমিতাভ চেয়ারে বসলে কৃশানু অত্যন্ত বিনীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এখন বলুন, কি দরকার?'

অমিতাভ কোনরকম ডুম্বিকা না করেই বলল, 'আজ কাগজে আপনার বিজ্ঞাপনটা খুব ইন্টারেস্টিং।'

কৃশানু বলল, 'কি করব বলুন, কাজ জানি অথচ ক্লারেন্ট পাই না! শেষে মরীয়া হয়ে বিজ্ঞাপনটা দিয়ে ফেললাম। আপনার ভাল লেগেছে?'

'নিশ্চয়ই। খুব সাহসী এ্যাপ্রোচ।'

'ধন্যবাদ। বলুন কি করতে পারি?'

'আমি লাইফ ইনসিওরেন্স করতে চাই।'

'নো প্রবলেম। তা কত টাকার করবেন?'

'কত টাকা পর্যন্ত করানো যায়, তা তো আমার জানা নেই।'

কৃশানু যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'দেখুন, ইনসিওরেলের ব্যাপারে কতকগুলো অফিসিয়াল নিয়ম মেনে চলতে হয়। আপনি চাইলেই যে কোম্পানী রাজী হবে এমন কথা নেই। ধবুন আপনি এক কোটি টাকা চাইলেন, কোম্পানী দেখবে আগামী পনের বছরে এক কোটি টাকার যা প্রিমিয়াম তা দেবার মতো আর্থিক সঙ্গতি আপনার আছে কিনা। আপনার স্ট্যাটাস জানতে চাইবে; আপনার বা বয়স ভাতে শরীর নিয়ে প্রবলেম হবে না ঠিকই, কিন্তু এত টাকার ইনসিওর করার পেছনে অন্য কোন মতলব আছে কিনা তা কোম্পানী খতিয়ে দেখবে।'

অমিতাভ বলল, 'ব্যপারে বাপ! এ যে দেখছি একদম গোয়েন্দাগিরি! না মশাই, অত টাকার পাট্টা আমি নই। টাকা কোথায় যে প্রিমিয়াম দেব! আপনি তো এ লাইনে আছেন, আজ পর্যন্ত কড়কে কি অত টাকার ইনসিওরেন্স করতে দেখেছেন?'

'না, এক কোটি দেখিনি তবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ইনসিওরেন্স করতে এসেছিলেন এক ভদ্রলোক।'

'বিলিওনিয়ার নাকি?'

'মনে হয় খুব বড়লোক। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওঁর কেসটা হবে না।'

‘কেন?’

‘ভদ্রলোকের বয়স ষাটের ওপর। ওঁকে ইনসিওরেন্সের হেলথবোর্ড পরীক্ষা করবেন। কিন্তু ওঁর একটা শর্ত আছে, এ খবর যেন কাকপক্ষীও টের না পায়।’

‘তাজব ব্যাপার! কিন্তু কাউকে জানাতে চাইছেন না কেন?’

‘তা তো জানি না!’

‘নিশ্চয়ই নমিনি যাকে করছেন তার নাম জানলে ছেলেমেয়ে গোলমাল করতে পারে।

টাকাপয়সা খুঁই খরাপ জিনিস তো!’

কৃশানু মাথা নাড়ল, ‘দুঃ, তা নয়! আসলে উনি নমিনি করতে চাইছেন ভারত সেবাশ্রমকে। অথচ নিয়ম হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে নমিনি করতে হবে—সেখানেও আটকে যাক্ষেন।’

অমিতাভ বলল, ‘তাহলে তো খুব মুন্সিল, এত বড় কেসটা আপনার হাতছাড়া হয়ে যচ্ছে!’

‘আর বলবেন না, ফাঁটা কপাল হলে এরকমই হয়। বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্লায়েন্ট পেয়েও হয়তো পস্তাতে হবে। এত বড় একজন ক্লায়েন্ট...’

‘হয়তো বলছেন কেন, এখনও সূত্রোগ আছে নাকি?’

‘আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমি ওঁকে বলেছি অন্য কোন বড় কোম্পানীতে টাকাটা ইনভেস্ট করতে। পাঁচ বছরে টাকা আবার। রাজী হলে সূত্রের মুখ দেখতে পাব একটু।’

অমিতাভ বলল, ‘কেসটা হলে আপনি কিরকম কমিশন পৈতেন?’

কৃশানু চোখ বন্ধ করে একটু ভেবে নিয়ে বলল, ‘তা প্রচুর!’

‘ঠিক আছে, যা পাবেন তার ওপর আরো দশ হাজার আমি আপনাকে দেব।’ অমিতাভ নিচু স্বরে বলল।

কৃশানু অবাক হয়ে বলল, ‘আমি কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আপনি দিতে যাবেন কেন?’

‘কেন দিতে চাই সেই কথাটাই তো আপনাকে বলছি। শুনুন, এ ভদ্রলোকের ইনসিওরেন্স যদি করাতে না পারেন, তবে ওঁকে দিয়ে যেমন করে হোক ইনভেস্ট করাতে হবে আপনাকে।’ অমিতাভ স্থির দৃষ্টিতে ভাঙ্গাল।

অমিতাভর কথাগুলো আদেশের মতো শোনাল। কৃশানুর একটু সন্দেহ হল। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, ‘কিন্তু তাতে আপনার কি লাভ? আপনি আসছেন কোথেকে?’

এতক্ষণে অমিতাভ নিজের পরিচয় দিল, ‘শুনলে অবাক হবেন কৃশানুবাবু, আদিনাথ মল্লিক আমার বাবা। আমার নাম অমিতাভ মল্লিক।’

কৃশানুর চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, ‘এ কথা আপনি আগে বলেন নি কেন?’

‘বললে কি করতেন?’

‘তাহলে এত কথা আপনাকে বলতাম না।’

‘কেন? বাবা নিষেধ করেছিলেন?’

‘সে কথা তো একটু আগেই আপনাকে বলেছি, উনি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চান। যদি জানতে পারেন আমি আপনাকে বলে ফেলেছি—উঃ!’

অমিতাভ মনে মনে এই সূত্রোগটাই বুজছিল। এবার প্রসঙ্গ পাশ্চৈ বলল, ‘এ বাড়িটা কি

আপনাদের?’

কৃশানুর চমক ভাঙল, ‘এঁয়া? না, ভাড়া বাড়ি।’

‘আচ্ছা আপনি কখনো নিজের বাড়ির স্বপ্ন দেখেন না?’

এবার কৃশানু রেগে বলল, ‘আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছেন?’

অমিতাভ কৃশানুর কাঁধে হাত রেখে বলল, ‘রসিকতা আমি মোটেই করছি না কৃশানু মন্ত।

আমার কথা শুনে চললে আপনার আত্মের লাভই হবে। শুধু বাড়ি কেন, আরো অনেক

কিছুই হাতের কাছে এসে যাবে।’

কৃশানু বলল, ‘কি করে তা সম্ভব?’

অমিতাভ বলল, ‘বাবাকে দিয়ে ফর্মগুলো সই করিয়ে নিয়ে এলে জানতে পারবেন।’

‘আমি কিন্তু কোন অন্যান্য করতে পারব না।’

অমিতাভ একটু মুচকি হেসে বলল, ‘আচ্ছা মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের নাম শুনেছেন তো?’

তিনি কি কোনদিন অন্যান্য করেছিলেন? একবার শুধু উপায় না দেখে ব্যাধ হয়ে তাঁকে বলতে

হয়েছিল—অস্থখামা হত ইতি গজ, ব্যাস, আপনাকেও ঐটুকু করলেই চলেবে।’

কৃশানু এতদিন ইনসিওরেন্স করছে কিন্তু কখনও এ ধরণের লোকের সম্মুখীন হতে হয়নি

তাকে। তাই সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে রহস্য বলে মনে হচ্ছে। মনে মনে একটু ভয় পেয়ে

বলল, ‘দেখুন, আমার সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে, মাথায় কিছুই ঢুকছে না।’

অমিতাভ ওকে আশ্বস্ত করল, ‘মন দিয়ে শুনুন। আদিনাথ মল্লিকের অভ্যেস পকেটে

পেন না রাখার ...’

‘তাতে কি হয়েছে?’ কৃশানু অবাক হল।

‘সব সময় অন্যের কাছ থেকে কলম নিয়ে কাগজপত্র সই করেন। আপনাকে আমি এই

দুটো কলম দিচ্ছি। একটা দিয়ে ওঁর কথামতো ফর্ম ফিল আপ করবেন। আর সই করবার

সময় মনে করে অন্য কলমটা দেবেন। কলম দুটো ভাল করে চিনে রাখুন।’

কৃশানু কলম দুটো হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। বিশেষ কিছু তাৎপর্য বুঝতে না পেরে

বলল, ‘অন্য কলমের থেকে এ দুটোর তফাৎ তো বোঝা যাচ্ছে না।’

‘না, বোঝা যাবে না। কারণ কলম দুটো মোস্ট অর্ডিনারী।’

‘তাহলে?’

‘ঢেক এবং ফর্ম জমা দেবার আগে জানতে পারবেন। যাই হোক, আপনার সঙ্গে কিছু

আমার আবার দেখা হবে।’

কৃশানু দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, ‘আবার?’

‘নিশ্চয়ই।’

অমিতাভ পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে কৃশানুকে দিয়ে বলল, ‘এটা রাখুন।

প্রয়োজন হলে ফোন করবেন। একটা কথা মনে রাখবেন কৃশানুবাবু, আপনি কিন্তু একটা

বাড়ির মালিক হতে চলেছেন।’

‘আপনার কথাবার্তা কিরকম যেন রহস্য উপন্যাসের মত বোধ হচ্ছে!’ কৃশানু ভেবে

পাচ্ছিল না সে কি করবে।

অমিতাভ মনে মনে খুশী হল। বুঝতে পারল একটু বুদ্ধি খাটলেই একে হাত করা যাবে।

তাই কথা বলতে বলতে পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে কৃশানুর সামনে টেবিলে

রেখে বলল, 'এটা রাখুন। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার সঙ্গে আমার একত্বকণ যেসব কথা হল তা যেন কেউ জানতে না পারে।'

'ওকথা তো আপনার লাবাও বয়সিছিলেন।'

'কিন্তু দুটোর মধ্যে একটু তফাৎ আছে। সেটা আমাকে বলেছেন বলে আপনি একটা বাড়ির মালিক হতে যাচ্ছেন। কিন্তু একথটা জানাজানি হলে আপনার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যেতে পারে। কথাটা ভেবে দেখবেন আশা করি।' অমিতাভ হাসল। তারপর কৃশানুকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কৃশানুও হতভম্বের মতো অমিতাভের চলে যাওয়ার দৃশ্যটা দেখল।

বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে গৌরীর সময়টা যে কীভাবে কেটে গেল সে নিজেই বুঝতে পারল না। একসময় আর অপেক্ষা না করে বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নীলার ঘরে ঢুকে দেখল নীলা খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

এমন অসময়ে নীলাকে শুয়ে থাকতে দেখে গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'কী হল বৌদি, শুয়ে আছে যে?'

আসলে বেশ কিছুদিন থেকেই অমিতাভের ব্যবহারটা নীলার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিল। শুয়ে শুয়ে সে তার ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করছিল। হঠাৎ গৌরীর গলার শব্দ পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল। কোন কথাই বলতে পারল না।

গৌরী বলল, 'দাদা এসেছিল শুনলাম!'

'হ্যাঁ।'

'তুমি তো দাদার সঙ্গে বেবুতে পারতে। মিছিমিছি বাড়িতে বসে থাকা হচ্ছ!'

নীলা আলোচনাটাকে হালকা করার জন্য একটু হেসে বলল, 'না না, বোর হবো কেন? আর এতদিন বাদে তুমি এলে ...'

গৌরী বিরক্তি প্রকাশ করল, 'তুমি আর সাজানো কথা বলো না তো! ভরসন্ধ্যাবেলায় তুমি বিছানায় শুয়ে আছ, সত্যি কথাটা বলা তো! নিশ্চয়ই দাদার সঙ্গে বগড়া হয়েছে?'

নীলা বলল, 'সব কথা তোমাকে আমি বলতে পারব না গৌরী, আমার আত্মমর্যাদা লাগে। তুমি আমাকে আর প্রশ্ন করো না প্লিজ।'  
গৌরী শূনে বলল, 'এইজন্যেই মনে হয়, বিয়ে না করে বেশ ভালই আছি। একবার ভেবে দেখ তো, একটা লোক কাঁধের ওপর বসে নিঃশ্বাস ফেলবে আর সেটা সারাটা জীবন ইচ্ছের বিরুদ্ধে সহ্য করতে হবে, অসম্ভব—তুমি পার বৌদি।'

নীলা প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলল, 'কিন্তু লোকটা তোমার দাদা, গৌরী!'  
গৌরীও সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিল কথাটা, 'তাতে কি হয়েছে? তুমি জেনে রাখ, ওসব সেন্টিমেন্ট আমার নেই। আমি মেয়ে বলে বাবা আমাকে মা মারা যাবার পর কাশিঘাৎ-এর কুলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ছুটিতে এলে পরসময় বাবাই আমাকে আগলে রাখত। তোমার স্বামী দেবতাটী কখনোই এই বেনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করেনি। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে, এ বাড়িতে ভাইফোঁটা হয়নি।'

নীলা একমুহূর্ত দেরী না করে বলল, 'তুমি ফোঁটা দিতে চাইলে ওরা কি রিয়াজ করত?'  
গৌরী অবাক হয়ে গেল বউদির কথা শুনে। মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কথা

শুনে সত্যি অবাক লাগছে। তুমি এত কিছুই পরেও দাদাকে সাপোর্ট কর। আমার এখনও বেশ মনে আছে, মা মারা যাওয়ার পর দাদা বলেছিল—'বাঁচা গেল, এখন থেকে আর কেউ খবরদারি করতে আসবে না। এটা শোনার পরও—

'আমি শুনছি তখন তোমার দাদার ব্যস দশ আর তোমার পাঁচ।' নীলা বলল।

'ঠিক। কিন্তু ঐ কথাগুলো আজও আমি ভুলতে পারি নি।' মাথা নাড়ল গৌরী।

নীলা একটু খেমে বলল, 'তোমার মাকে মনে আছে গৌরী?'

মার কথা শুনে গৌরী মুখ ফেরায়, তার দুচোখে জল টলমল করে। টোট দুটা কেঁপে ওঠে। কোন কথাই বলতে পারে না।

অন্তঃপর নীলাই আবার বলল, 'আমার শূনে অবাক লেগেছে, এত অল্প বয়সে ওঁর হাট এ্যাটাক হল কি করে? উনি কি প্রায়ই অসুখে ভুগতেন?'

'না।' মাথা নাড়ল গৌরী।

'তাহলে অসুখটা হল কেন?'

গৌরী উল্টে প্রশ্ন করল, 'দাদা কি বলে?'

'ও নাকি কিছুই জানে না।'

'এই একটা কথা একশ'ভাগ সত্যি। যাক গে, এখন ওসব কথা বাদ দাও। তোমার সঙ্গে বগড়া হল কেন?'

'আচ্ছা, বগড়া হয়েছে বলে তোমার মনে হচ্ছে কেন?'

'দেব বউদি, তুমি আপত্তি থাকে বলো না, কিন্তু কথা এড়িয়ে যেও না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নীলা বলল, 'আমি তোমার দাদার সঙ্গে সমঝোতা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও একটা অজুহাত তৈরী করে এড়িয়ে গেল।'

'এই জনোই আমার প্রিয়বন্দা এক ভাল লাগে।'

'প্রিয়বন্দা? মানে তোমার সেই বন্ধু যে নিয়মিত টিভি সিরিয়াল ও সিনেমাতে অভিনয় করে?'

গৌরী বেশ গর্বের সঙ্গে বলে, 'হ্যাঁ, অপারাইজিং। ববি ওর স্বামী। অথচ শুনলে অবাক হয়ে যাবে, ববি আমাকে প্রেম নিবেদন করে। আমি জানি যে কোন সুন্দরী মেয়েকেই ববি একইভাবে এ্যাপ্রোচ করে আর প্রিয়বন্দা সেটা জানে।'

নীলা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'জানে?'

গৌরী বলে, 'কিন্তু এতই চালাক যে জেনেও না জানার ভান করে। এমনকি আমার সঙ্গে বন্ধুত্বও রেখেছে। আসলে কি জান বউদি, স্বামীর সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক চলে যাওয়ার পর ও একরকম নিরাসক্ত হয়ে গেছে। বেশীর ভাগ মেয়ের মত পেছন পেছন ব্যাকব্যাক করে ছোট্টে নি। আমার তো মনে হয় ঠিকই করেছে। কিন্তু তুমি যেটা করছ তাতে খামোকা অশান্তি ডেকে আনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে যত দিন যাবে, ডিপ্রেশনে ভুগবে।'

নীলা বলল, 'কিন্তু আমি যদি তোমার দাদার সঙ্গে পাল্লা দিই, তাহলে সেটা এ বাড়ির বড়সাহেব কি সহ্য করতে পারবেন? ছেলেকে যেটা বলতে পারছেন না বউমার ক্ষেত্রে কি তাই হবে?'

'তুমি যেটা ভাল মনে করবে সেটাই করবে বউদি। তবে দাদার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মানে এই নয় তুমিও নোংরামি শুরু করবে। আর শোন, মানুষ কিন্তু ইচ্ছে করলেও নোংরামি করতে

পারে না। তার বৃষ্টি সংস্কার ভক্তভাবোধ তাকে নিশ্চয়ই বাধা দেয়।

নীলা প্রথ্ন করল, 'তোমার দাদাকে তাহলে এসব বাধা দেয় নি কেন?'

'হয়তো মমিক বাড়ির রক্ত কথা বলছে!'

নীলা চমকে পড়ে, 'রক্ত মানে?'

গৌরী বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'নিশ্চয়ই। আমাকেই তো দেখতে পাচ্ছে, আমার কি কথা ছিল ফ্যাশন আর প্ল্যামারের জগতে পদু খাওয়ার?'

নীলা বলল, 'কিন্তু তুমি তো ভ্রামার ডিগনিটি হারাওনি—হারিয়েছ?'

গৌরী মাথা নিচু করে বলল, 'তা তো জানি না।'

নীলা আরও বলল, 'আর একটা কথা কি জান, তোমার বাবাকে দেখে মনেই হয় না ওঁর মধ্যে তোমার দাদার ভালোমেশগুণো কখনও ছিল। ওঁর মত ডিসিপ্লিন্ড মানুষের রক্ত তোমার দাদার শরীরে কোন কাজই করেনি।'

এবারেও গৌরী জানি না বলে এড়িয়ে গেল।

নীলা বলল, 'ঠিক আছে, কথাগুলো বলে একদিকে তুমি আমার উপকারই করলে গৌরী। আমাকে পুরো ব্যাপারটা নতুন করে ভাবতে হবে।'

ওদের কথা বলার মাঝেই হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। নীলা উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো!'

অনাদিক থেকে যা কথা হল সেটা শুনে এবার রিসিভারটা গৌরীর দিকে এগিয়ে দিল। এ বাড়িতে তাকে এসময় কে ফোন করতে পারে ভেবে পেল না গৌরী। মনে মনে একটু বিরক্ত হয়ে অনিচ্ছাসহেও রিসিভারটা তুলে বলল, 'হ্যালো, কে? বিবি? কিন্তু এ বাড়ির টেলিফোন নাম্বার তোমাকে কে দিল? শোন, একটা কথা তোমাকে স্পষ্টই জানিয়ে রাখি, আই ডেন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিস্টার্বড হোমেন আই অ্যান হোয়ার—ইয়েস, আমি আমার বাড়ির লোকের সঙ্গে থাকতে চাই, এ্যান্ড আই ট্রিট ইউ পিপুল অউটসাইডার। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গৌরী রিসিভারটা রেখে দিল।

নীলা একটা কথা না বলে পারল না, 'আমি বুঝতে পারি না গৌরী, তুমি একজন নিবাহিত লোককে প্রশ্ন দাও কেন?'

গৌরী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নীলার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলল, 'জানি না। বিশ্বাস কর, আই ডেন্ট নো!'

॥ ৭ ॥

কৃশানুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে অমিতাভ একটু হালকা হতে চাইল। ইদানীং এরকম মুহুর্তে যা করে আজও তাই করল। একটা টেলিফোন করে সোজা মিসেস চাওলার বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। সুন্দর সাজানো ড্রইংরুমের একপাশে রাখা দামী সোফটায় পাশাপাশি বসে অমিতাভ এবং মিসেস চাওলা। দামী অত্যাধুনিক আসবাবপত্র সাজানো ঘরখানি অত্যন্ত বুদ্ধিমানতার পরিচয় দিচ্ছে।

অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, চাওলা আঙ্কল কখন আসছেন?'

অমিতাভর মুখে 'আঙ্কল' শব্দটা শুনে মিসেস চাওলা প্রতিবাদ করে উঠল, 'ও, ডেন্ট কল হিম চাওলা আঙ্কল! ওই ডাক শুনলে মনে হয় আমি খুব বৃড়ি হয়ে গেছি!'

অমিতাভ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'আরে না না। আপনার সঙ্গে তো ওনার বছরের অনেক ডিফারেন্স। আসলে কি জানেন, ছেলেবেলায় ওঁকে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে দেখতাম। তখন তো ওই নামেই ডাকতাম আমরা। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেল। উনি নিজেকে বিজনেস স্টার্ট করলেন, আমাদের সঙ্গে গ্যাপ ক্রমশ বেড়ে গেল, দেখাশোনাও খুব কম হ— প্র্যাকটিক্যালি এখন তো সম্পর্ক নেই বললেই চলে সে অর্থে।'

মিসেস চাওলা মুচকি হেসে বলল, 'এখন প্রতিযোগী, তাই তো?'

অমিতাভ হেসে উত্তর দিল, 'ঠিকই, ব্যাপারটা তাই।'

মিসেস চাওলা বলল, 'হ্যাঁ আমি শুনিয়ে একসময় উনি আপনার বাবার এমপ্লয় ছিলেন, খুব কমকিডেন্সে ছিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে যখন বিলেতে প্রথম আলাপ হল তখন প্রতিষ্ঠিত বিজনেসম্যান। টাকা ছাড়া আর কিছুই জানেন না। টাকা পেলে আপনজনকেও ভুলতে এতটুকু দিখা করেন না। এই দেখুন না, এখন আমার কথা একদম ভুলে গেছেন।'

অমিতাভ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,

মিসেস চাওলা বলল, 'ওই জাপানী ডেলিগেটরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওঁর কোনদিকে তাকাবার সময় নেই। এই তো একটা আগে ফোন করে জানালেন, একটা বিশেষ কাজে উনি আটকে গেছেন, আমি যে আপনাকে কম্প্যানি বিই।' বলে হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগল।

কথাটা শোনামর পর অমিতাভর চোখেমুখে বেশ ব্যাঙটরতা ইচ্ছা ফুটে উঠল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যে এখনো আসছি তা উনি জানেন?'

মিসেস চাওলা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বলল, 'নিশ্চয়ই। আমি আজ পর্যন্ত কোন কাজ লুকিয়ে করিনি। তারপর লুকিয়ে কোন কাজ করাকে আমি কাপুবুভতা মনে করি।'

অমিতাভর কৌতুহল বেড়ে গেল। সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, একথা শুনে চাওলা আঙ্কল অবাক হননি?'

মিসেস চাওলা হেসে উত্তর দিল, 'তা একটু হয়েছিল বৈকি। কিন্তু আপনাকে বাল্যকাল থেকে দেখেছেন বলে হয়তো ভেবেছেন স্ত্রী নিরাপদ। আসলে কি জানেন, ছেলেদের মধ্যে একটা শিশু বাস করে। কোন কিছু চাওয়ার সময় হ্যাংলা হতে আটকায় না। আর পাওয়া হয়ে গেলে ভাবে পেয়েই গেছি—তখন আর বিশেষ গুরুত্ব নেয় না। কিছু কি মনে করলেন?'

অমিতাভ বলল, 'না না, মনে করার কি আছে। তবে আমি বিশ্বাস করি না চাওলা আঙ্কল আপনাকে গুরুত্ব দেয় না।'

মিসেস চাওলা অবাক হয়ে বলল, 'মাই গড, আমি ওঁর চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট হয়েও ওঁকে রবি বলে ডাকি। অতএব আপনিও ওঁকে রবি বলেই ডাকবেন আর আমাকে শুবু প্রিয়া।'

মিসেস চাওলার যুক্তিটা মেনে নিয়ে অমিতাভ বলল, 'ঠিক আছে, আজ হঠাৎ আপনার কোন পেয়ে আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—শুবু অবাক নয়, সেই সঙ্গে ...'

'কি সেই সঙ্গে?'

'না, থাক!'

মিসেস চাওলা প্রসন্ন পাণ্টে বলল, 'দেখুন মিস: মদিক, আপনার সঙ্গে আমার এর আগে মাত্র দুবার দেখা হয়েছে। একবার ক্যালিফোর্নিয়ায় আসে আর একবার বাজোরিয়াদে পাটিতে, আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই। আমি নিজেরই জানি না কেন এত ইন্টারেস্টেড হলাম।'

অমিতাভর মুখে 'আঙ্কল' শব্দটা শুনে মিসেস চাওলা প্রতিবাদ করে উঠল, 'ও, ডেন্ট কল হিম চাওলা আঙ্কল! ওই ডাক শুনলে মনে হয় আমি খুব বৃড়ি হয়ে গেছি!'

রবি টোঙ্গ মি এ্যাঝাউট ইউ—আর তখনই মনে মনে ঠিক করলাম বেশ জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল যোরলাম।

অমিতাভ বলল, 'আই এ্যাম অনারড'।

মিসেস চাওলা অমিতাভর কাছে একটু সরে এসে বলল, 'আমার একটা অতুত গুণ আছে, জানেন কি? মল্লিক? যে আমার সংস্পর্শে আসে তারই কপাল খুলে যায়। এই তো কিছুদিন আগে রনিতকে বললাম একটা ঘোড়া কিনতে। ও এতটুকু হেজিটেড না করে কিনল। আবার হয়ে যাবেন শুনলে যে ঘোড়াটা এখনও আনবিটুন। আচ্ছা, আপনাকে রেসকোর্সে কখনও দেখিনি তো?'

অমিতাভ কিছু-কিছু করে বলল, 'গিয়েছি মাঝে মাঝে।'

মিসেস চাওলা উৎসাহ দিয়ে বলল, 'নেকস্ট বুধবার চলে আসুন। মহারানী গোঙ্গ কাপে আমার ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। আমি সিওর ও উইন করবে।' হঠাৎ হাতঘড়িটা দেখে উত্তেজনার বশেই বলে উঠল, 'ও অমিত, ইটস হাইটাইম! শূধু কথাই বলে যাচ্ছি—বেয়ারা, ড্রিকস! আচ্ছ আমি তোমাকে খুব পুরনো স্ক্চ খাওয়াবো।' অমিতাভর কিছু বলার আগেই বেয়ারা একটা বোতল এবং দুটো গ্লাস এনে টেবিলের ওপর রেখে নিঃশব্দে চলে গেল। দ্রুত আপনি থেকে তুমিতে নেমে গেল মিসেস চাওলা।

রাতের গভীরতা একটু একটু করে বাড়তে থাকে। অমিতাভর এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসাটাকে নীলা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। বিছানায় শুয়ে সেই কথাই ভাবছিল। চোখে মুখে রাগ এবং অভিমান দুটোই ফুটে উঠেছে। সম্ভব হলে এখনই এই মুহূর্তে এর একটা বিহিত করতে চায়। কিছুতেই স্থির থাকতে পারছে না। একসময়ে বেয়ারা সমস্ত আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে গেল। সমস্ত বাড়িটা একমুহূর্তে অন্ধকার ঢেকে গেল।

অন্যদিকে মিসেস চাওলার সংস্পর্শে এসে অমিতাভকে দেখে লোহার উপায় নেই যে তার বাড়ি আছে, স্ত্রী আছে—মিসেস চাওলার অনুগ্রহে তার হাতে স্কচের গ্লাস। অমিতাভকে কোন কথা বলতে না দেখে একসময় মিসেস চাওলা প্রস্থ করল, 'কি অমিত, হঠাৎ চুপ হয়ে গেলে যে! আমার কাছে এসে বোর হচ্ছে না নিন্চয়ই!' অমিতাভকে তখন নেশায় পেয়েছে, সে নেশার ঘোরেই বলল, 'না, না। আমার রিয়েলি খুব ভাল লাগছে।'

মিসেস চাওলা বলল, 'একটা কথা তোমায় বলা হয়নি, বাইপাস-এর ধারে যে খালি জমিটা রয়েছে—ঐ জমিটাতে একটা ক্যাষ্টির করার জন্য রবি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ এখন শুনছি তোমারাও নাকি জমিটার ব্যাপারে খুবই ইন্টারেস্টেড!'

অমিতাভ বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'ওসব বাবা দেখেন।'

আদিনাথ মল্লিকের প্রশংসা করে মিসেস চাওলা বলল, 'তোমার বাবা কিছু এখনও বেশ একাটাতা। যদিও আমি ঠিক কখনও দেখিনি কিছু এটা জানি যে রবি ঠিক যথেষ্ট রেসপেক্ট করে। আর সেইজন্যই সে খুব ওরড।'

'ওরড? কেন?'

'সত্যি কথা বলতে আমি কিছুই জানি না। শুনছি রবি ঐ জমিটা পেতে চায়। জাপানীজদের ও একরকম কথাও দিয়েছে। এখন মুন্সি হ হচ্ছে, সরকার যদি ঐ জমিটা নিঃ

আদিনাথকে অর্থাৎ তোমার বাবাকে দিয়ে দেয়—তাহলে বুঝতেই পারছ, রবি মাইট বি ইন ট্রাল।'

'কিছু কেন?'

মিসেস চাওলা আসল রহস্যটা প্রকাশ করল, 'ঐ জমির ওপর নির্ভর করে ইতিমধ্যে অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছে বেচার। এখন যদি—'

আর কিছু বলার আগেই অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা চাওলা আচ্ছল, ওঃ ভেরি সরি, রবি একচুয়েলি কি চান?'

মিসেস চাওলা অমিতাভর হাতটা ধরে বলল, 'রবি কি চায় জানি না, কিন্তু আমি চাই তুমি ইনটারফিয়ার কর।'

অমিতাভ হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'মুখে বললেও কাজটা কিছু অত সহজ নয়। কারণ আদিনাথ মল্লিক ইজ এ ষ্টং ম্যান।'

মিসেস চাওলা অমিতাভকে উৎসাহিত করে বলল, 'তুমিই বা কম কিসের?'

কথাটা শোনার পর অমিতাভ মিসেস চাওলার মুখে দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের করে মুখে দিয়ে বলল, 'খুবই চিন্তার ব্যাপার। দেখি কি করা যায়। কিছু—'

মিসেস চাওলা লাইটার জ্বলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'নো কিছু। উই মাস্ট কিপ রবি ইন গুড হিউমার। এ্যাভ দ্যাট প্রট অব বাইপাস উইল বি আওয়ার্ড গুড বেট।'

অমিতাভ আর অপেক্ষা না করে বলল, 'ও. কে. মিসেস চাওলা। এখন চলি, আবার দেখা হবে।'

মল্লিক বাড়ির সমস্ত আলোগুলো অনেক আগেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। শূধুমাত্র নীলার ঘরে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। নীলা চুপটি করে যাঁটে শুয়ে আছে। চোখে ঘুম নেই। এমন সময় বাইরে একটা গাড়ি এসে থামল। একটা মহিলার স্থায়মূর্তি দেখা যায়। গাড়ি থেকে নামে অমিতাভ। শরীর ঠিক নেই, পা টলছে। কোনরকমে বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। একটা গানের সু শোনা যায়। স্থায়মূর্তি গানটা শোনে। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। অমিতাভর চিনতে ভুল হল না, দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই নীলা উঠে বসল। রাগে সমস্ত শরীর তখন তার জ্বলছে। কঠিন প্রহরটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'অভিসার শেষ হল?'

অমিতাভ পোশাক খুলতে খুলতে বলল, 'অভিসার। হ্যাঁ, তা বলতে পার। আচ্ছ তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে থাক কেন বল তো? যাও, 'হুয়ে পড়ো।'

রাগে নীলার হুদুটো কঁকুকে ওঠে। অমিতাভ সেটা লক্ষ্য করে এগিয়ে এসে হুদুটো ধরে বলে, 'এ দুটোকে সোজা কর, স্ট্রেট!'

নীলা টান দিয়ে অমিতাভর হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, 'বাঃ, চমৎকার!'

অমিতাভ এবার নিজেকে সংযত করে বলল, 'আরে, রাগ করছ কেন? কি চাই বল? তুমি যা চাও তাই দেব। আচ্ছ তুমি যে খবর আমাকে দিয়েছ তার জন্যে সব কিছু দিতে রাজী আছি। ইয়েস ডার্লিং, আনন্দবাজারে একটা এ্যাড দেখে বুড়ে ছুটেছিল ইনসিওরেন্সের দালাল কশানু দত্তর বাড়িতে। পল্লভা লাখ টাকার ইনসিওরেন্স করাতে চায়। আর নমিনি

কে জান ? শুনলে অবাধ হয়ে যাবে, ভারত সেবাশ্রম ! চিঠিৎ কেস ! কিছু এটাও জেনে রাখ, অমিতাভ মল্লিককে চিঠি করবে এমন কেউ এখনও জন্মায়নি ।

নীলা আর সহ্য করতে না পেরে ঠেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি কি চুপ করবে ?'

নীলার চিংকারে অমিতাভের সমিৎ ফিরে আসে । কাছে এসে বলে, 'ইয়াস, চুপ করব— আর ক'টা দিন সতিই চুপ করে থাকব । দ্যাট স্টুপিড কশানু উইল বি ইন মাই সূজ । এভরিথিং ইজ ভিসিআসড, এভরিথিং ইজ এ্যারেনজড—দেইন দি হোল এয়ালড উইল বি ইন মাই পকেট !'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলার সময় অমিতাভের শরীর টলছিল । দরজাটির কাছে আসতেই হঠাৎ লক্ষ্য করল বাইরে একটা ছায়ামূর্তি চলে যাচ্ছে । ঘরের আলোটা দরজার ফাঁক দিয়ে যতটা; গেছে ততটাই অমিতাভের চিত্তে এতকাল অসুবিধা হল না রাতের পোশাক পরা এ ছায়ামূর্তি নিজের বোন গৌরী ছাড়া আর কেউ নয় ।

একটু অবাধ হলেও কোন কথা না বলে নিজের বিছানায় এসে বসল ।

॥ ৮ ॥

প্রতিদিনের অভ্যাসমতো ভোরবেলা আদিনাথ মল্লিক মর্নিং ওয়াকে খেয়িয়ে গেলেন । গৌরীর শরীরে তখন রাতের পোশাক । বেশ কয়েক ধাপ নেমে আসে নিঃশব্দে বাবার পেছন পেছন, কিছু কোন কথা বলল না—তারপর ধীরপায়ে ওপরে উঠে যায় :

হঠাৎ বিজ্ঞাপনের কথাটা মনে হতেই কেমন সন্দেহ হল । আন্তে আন্তে বাবার ঘরে গিয়ে ঢুক দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আলোটা জ্বলে । চারদিক ভাল করে খুঁজতে থাকে । টেবিলের ড্রয়ার টেনে দেখে । কিন্তু না পেয়ে একটু হতশ হয়ে শেষে ব্রিককেস খুলে ফেলে । একটা আনানবাজার ভাঁজ করা অবস্থায় দেখে সেটাকে বের করে খুঁজতে লাগল । হঠাৎ একটা জায়গায় লাল গোলা দাগ পেওয়া বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়ে । এমন সময় দরজায় টোকা পড়তেই গৌরী তাড়াহাড়ি কাগজটা ভাঁজ করে ঠিক জায়গায় রাখতেই নীলা ঘরে ঢুকল । গৌরীকে দেখেই নীলা প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপার, তুমি এসময়ে এ ঘরে ?'

'ওই একই প্রশ্ন তো আমারও !'

'আসলে, তোমায় ঢুকতে দেখলাম, তাই—'

গৌরী প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেলেও মুহূর্তমধ্যে সেটা কাটিয়ে বেশ সহজভাবেই বলল, 'কি জান সৌদি, এই ঘরটার আমার ছেলোবেলার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে । সেইসময় কিছু এঘরে আসার জন্যে কাউকে জবাবদিহি করতে হত না ।' দেওয়ালে টাঙানো মায়ের ফটোটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই ভদ্রমহিলা এই ঘরে মারা যান । এখানে এলেই সেই দৃশ্যটা আমার মনে আসে, খুব ব্যাপসা তবু আসে । তখন একটা অদ্ভুত গন্ধ এ ঘরের বাতাসে ভাসত ।'

নীলা একটা কথাই শুধু বলল, 'ও !'

গৌরী প্রসঙ্গ পাফেট জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বুঝি রোজই এত ভোরে ওঠ ?'

নীলা মাথা নেড়ে বলল, 'না, না । তুমি কি এখন চা খাবে ?'

গৌরী মনে মনে ভাবছিল এই সময় একটু চা হলে মন্দ হত না । তাই কোনরকম সিধা না করেই বলল, 'খাব !'

নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে গৌরী আবার ডাকল, 'আচ্ছা বৌদি !'

নীলা ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি, ডাকলে কেন ? মনে হচ্ছে কিছু বলবে ?'

'দাদা কি উঠেছে ? এ বাড়িতে এলাম, অথচ ওঁর সঙ্গে দেখা হলে না !'

'কাল অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে ।'

'এ্যাত হি ওয়াজ ড্রাক ! আমি আজও বুঝে উঠতে পারছি না, এত বড় অনায়ায়ে তুমি কি করে মুখ বুজে সহ্য করছ ?'

নীলা গৌরীর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'একটা কথা জেনে রাখ, আমি কিছু করলে এখনই খবরের কাগজে তা নিউজ হবে । এ বাড়ির মেয়ে হয়ে তা ট্যারেট করতে পারবে তো ? আর এটা ঠিক, আদিনাথ মল্লিকের বাড়ির কেছা কাগজে বের করার লোকের কিছু অভাব নেই ।' হঠাৎ কি মনে হল, নীলা মুচকি হেসে বলল, 'বুঝলে গৌরী, এখন সব কিছু আনন্ডার দি টেবল মিটমাট করার যুগ । ভাবছি আমাদেরও তাই করতে হবে । থাক ওসব কথা, তুমি কি চলে যাবে এখন ?'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হাঁ, ভাই, আমরা কে এখনই বেবুতে হবে । আর শুধু তাই নয়, বাবা ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না । ব্রেকফাস্টের টেবিলে তুমি বাবাকে বসো, আমি পরে কোন করব । তুমি বরং আমার ঘরে চা দিয়ে যেতে বল ।'

আঁর এক মুহূর্ত অসুখ না করে নীলাকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । গৌরীর এইভাবে তবু বেরিয়ে যাওয়াটা নীলাকে অবাধ করল । একবার ঘরের চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে সেও ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আদিনাথ মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে আসেন । বাড়িতে ঢোকান আগে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন গৌরীর গাড়িটা নেই । দরজার সামনেই মালি দাঁড়িয়ে ছিল, আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'মেমসাহেবের গাড়িটা দেখছি না কেন ?'

মালি মাথা নিচু করে বলল, 'উনি চলে গেছেন, সাহেব ।'

একটা অশপট স্বর আদিনাথের মুখ দিয়ে অজান্তে বেরিয়ে এল, 'চলে গেছেন !' আর কোন কথা না বলে গম্ভীর মুখে ভেতরে ঢুক গেলেন ।

আনন্দবাজার-এর বিজ্ঞাপনটা থেকে কশানু দস্তর টিকানাটা নিয়ে গৌরী গাড়ি নিয়ে সোজা কশানু দস্তর বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামায় । গেটের সামনে তখন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ব্রাশ করছিলেন । হঠাৎ এইসময় গাড়ি আসতে দেখে থুতু ফেলে মনে মনে হিবেব করলেন, 'তিন নম্বর গাড়ি !'

গৌরী কাছে এসে বলল, 'মাফ করবেন, দয়া করে কশানু দস্তর বাড়িটা—'

'আরে, আসুন আসুন । ছোকরার কপালটা দেখছি খুলে গেল !'

গৌরী বুঝতে না পেরে বলল, 'তার মানে ?'

'কাল থেকে আপনারাটা নিয়ে তিন-তিনটে গাড়ি এল । আপনি নিশ্চয়ই এ কাগজের বিজ্ঞাপনটা দেখে এসেছেন ?'

'ঠিকই ধরেছেন ।'

'তা মা, এত অল্প বয়সে জীবনবীমা করার ইচ্ছে হল কেন ?'

হঠাৎ গৌরী দাঁড়িয়ে পড়ল । ভদ্রলোকের দিকে জরিক জিজ্ঞেস করল, 'কেফিয়ং না দিলে আপনি কি কশানু দস্তর বাড়ি দেখাবেন না ?'

ভদ্রলোক লম্বা পেয়ে বললেন, 'হি হি হি ! বুড়ো হয়েছি, কৌতূহল হল। বয়সটা বুঝি কাঁচা মনে হল, তাই। আসলে অভিজ্ঞতার দোহেঁচি বাঙালী ভবিষ্যতের কথা ভাবতে তখনই যখন তার প্রদীপের তেল শুকিয়ে যায়। এক্ষেত্রে একটু তফাৎ লাগল। ওই বাড়ি—মনে হচ্ছে ঘোঁরা এখনও ঘুমচ্ছে, চলুন ডেকে দিচ্ছি। আমি ওদের বাড়িওয়ালা।'

গৌরী ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।' ভদ্রলোক চলে গেলে গৌরী এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ে। তিনবারের পর দরজাটা খোলে কুশানু। সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে মনে হল। এত সকালে একজন সুন্দরীকে দেখে হকচকিয়ে যায়। কোনমতে বলে, 'কাকে চাই ?'

'মিঃ কুশানু দত্ত ?'  
'আমিই কুশানু দত্ত। দয়া করে ভেতরে আসুন। আপনি বসুন, আমি আসছি।'

গৌরী ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে চারদিক দেখতে লাগল। একটু পরে ফ্রেশ হয়ে ঘরে ঢুকলো কুশানু। পরনে পাজামা-পঞ্জাবি। উল্টোদিকে আর একটা চেয়ারে বসে খুব সহজভাবে বলল, 'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি ?'

এবার গৌরী কথা বলল, 'আশা করি আমাকে চিনতে পেয়েছেন।'  
এবার ভাল করে মুখের দিকে তাকাল কুশানু। মনে পড়ে যেতেই সে চমকে উঠল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি হঠাৎ এখানে ?'

'আমি কে তা জানেন ?'  
'না। তবে গতকাল আপনাকে আদিনাথ মল্লিকের বাড়িতে দেখেছি।'

'ঠিকই। আমি তাঁর মেয়ে। আমি এখানে এসেছি আপনাকে একটা ছোট অনুরোধ করতে।'

'বলুন।'  
'আমার বাবা আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেটা যেন ঠিকমত করেন।'

কুশানু এবারও অবাধ হয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আমাকে উনি কি দায়িত্ব দিয়েছেন তা কি আপনি জানেন ?'

গৌরী হাত নেড়ে জানাল, 'না, সেটা আমার জানা নেই। কিন্তু আমি চাই ওঁর ইচ্ছে যেন অর্পণ না থাকে। কোন কারণে এ ব্যাপারে উনি মানসিক কষ্ট পান আমি চাই না।'

কুশানু বলল, 'আপনি জানেন যে উনি আমাকে একটা কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, অথচ এটা জানেন না যে সেই কাজের দায়িত্বটা কি ?'

গৌরী একটু লম্বিত হয়ে বলল, 'ঘবে কিছুটা অনুমান করতে পারি ...'  
কুশানু একটা কথাই শুধু বলল, 'ও।'

গৌরী এবার আসল রহস্যটা বোঝাতে চেষ্টা করল, 'আপনি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তাই দেখে উনি আপনার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে আপনি বেশ অসুবিধের মধ্যে পড়ছেন। আর সেইজন্যই ও বাড়িতে গিয়েছিলেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে, তাই তো ?'

'ঠিক তাই।'  
'কাজটা হোক আর না হোক, বাবা কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করেছিলেন।'

'তা আমি কি অবিশ্বাসের কাজ করেছি ?'

'সেটা আমি বলব না, নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন।'

'কিছু মনে করবেন না, আমি কিছু আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এবার গৌরী একটু অবাধ হয়ে বলল, 'আচ্ছা কুশানুবাবু, বাবা কি ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন ?'

'কোন ব্যাপারটা ?'  
'আপনি কিছুদিন আগে ইনসিওরেন্সের এজেন্ট হিসেবে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, তা দিয়েছিলাম ...'

গৌরী একটু মুচকি হেসে কুশানুকে মনে করিয়ে দিল, 'আচ্ছা কুশানুবাবু, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, ঐ বিজ্ঞাপনে একটা শব্দ ছিল—“গোপনে”।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে।'

'তাহলে গতকাল যে দাদা আপনার কাছে এসেছিল, তা কি আপনি বাবাকে জানিয়েছিলেন ? সেটা কিন্তু আপনার কর্তব্য ছিল।'

'কিন্তু উনি তো আমাকে সকালে ফোন করতে বলেছেন। আমি একটু পরেই ফোন করব।'  
'তখন কি দাদার কথাটা বলবেন ?'

কুশানু এবার কোন কথা বলল না, চুপ করে থাকল।

গৌরী রেগে গেল, 'কি, চুপ করে আছেন কেন ? উত্তর দিন !'

কুশানু গৌরীর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করল, 'আপনার দাদা যে গতকাল এখানে এসেছিলেন, তা আপনি জানলেন কি করে ?'

গৌরী বলল, 'আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। একটা কথা কি জানেন, অহংকার মানুষকে নিজের অজান্তে দুর্বল করে দেয়। ধরে নিন, দাদার মুখ থেকেই যে করে হোক ওর এখানে আসার খবরটা পয়েছি।'

কথাটা বলেই গৌরী একবার আড়চোখে কুশানুর মুখের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক করতে বলল, 'কি কুশানুবাবু, খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন মনে হচ্ছে ?'

কুশানু বলল, 'তার মানে অমিত্যভাবা মু নিজেই কথাটা গোপন রাখেননি !'  
'বুঝতে পারছি এক্ষেত্রে আপনি বিপদে পড়তে যাবেন, তাই না ?'

কুশানু আর স্থির থাকতে না পেরে বলল, 'আচ্ছা, আপনি কি চান বলুন তো ?'  
'কিছুই না। শুধু একটা কথা জানতে চাই, এই যে আমি আপনার কাছে এসেছি, এটা নিশ্চয়ই আপনি বাবাকে বলবেন—কি, তাই না ?'

'বলা হো উচিত।'

'অথচ দাদার কথা কিন্তু এখনও বলেননি। অবশ্য সময় এখনও যায়নি। একটু পরে ফোনে জানাবেন বলেছেন এবং সেইসঙ্গে আমার কথাটাও, তাই তো ? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে দাদার কথাটা আপনি বলতে পারছেন না বিশেষ কয়েকটা কারণে। আপনার কি মনে হয় ?'

কুশানুর মুখ দিয়ে এবারও কোন কথা বেরুলো না।

গৌরী কুশানুকে আশ্বস্ত করল, 'আমি কিন্তু আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই। তাই চুপ করে থাকলে চলবে না।' একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল, 'ঠিক আছে, এসব আমার

'কিন্তু আপনাকে আমি জানাব কি করে? এসব তো মিঃ মল্লিক ছাড়া কাউকে জানানোর কথা নয়!'

'ঠিকই। ধরুন আজ ভোরে বাবা যখন মনিংওয়াকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আপনি ফোন করেছিলেন—'

'কিন্তু সেটা তো মিথ্যা বলা হবে।'

গৌরী বলল, 'সত্য বড় সঙ্গীহীন কুশানুবাবু, মিথ্যের সঙ্গী অনেক। একটা চাপা দিতে আর একটা—'

কুশানুকে একটা উত্তেজিত দেখাল, 'দেখন, এসব আমি পারব না। তার চেয়ে যা ঘটেছে তা আমি আপনার বাবাকে জানিয়ে দেব।'

গৌরী শান্তভাবে বলল, 'সেটা তো খুবই ভাল কথা। তবে ওই কাজটার আশা আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ বিশ্বাসঘাতককে কেউ পছন্দ করে না।'

কুশানু রেগে গিয়ে বলল, 'কি যা-তা বলছেন? আমি বিশ্বাসঘাতক নই। আপনার দাদা নিজের পরিচয় না দিয়ে, কথার চালে ব্যাপারটা জেনে নিয়ে—। দেখুন আমি গরীব হতে পারি, সামান্য ইনসিওরেন্স এজেন্ট যে নাকি ক্লয়েন্ট পাশ না—কিন্তু আমায় কেউ অসৎ বলতে পারবে না।'

'তাহলে হঠাৎ লোভী হয়ে পড়লেন কেন?'

কুশানু বোঝাতে চেষ্টা করল, 'অপনার বাবা ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। আপনার দাদা যখন সব জেনে গেলেন তখন আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য এসব ভেবে আর কোন লাভ নেই। ওঁর ইনসিওরেন্স করানো যাবে না।'

'কেন?'

'আইরের জটিলতা, ওঁর নিজেকে আড়াল করার ইচ্ছে। অতএব বুঝতেই পারছেন, কাজটা খুব সহজ নয়।'

গৌরী বুঝেও না বোঝার ভান করে খুব সহজ প্রশ্টা করল, 'আচ্ছা কুশানুবাবু, গত রাতে এই তথ্যটা জানতেন না?'

'জানতাম বৈকি।'

'তাই যদি হবে, তাহলে গতকাল রাতে দাদাকে দেখে অত উৎসাহিত মনে হল কেন?'

কুশানু বলল, 'তা তো জানি না; তবে আমি একটা বিকল্প প্রস্তাব আপনার বাবাকে দেব বলে ঠিক করেছি। সেটা জেনে—'

কুশানুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে গৌরী বলল, 'কি সেটা?'

'ইনভেস্টমেন্ট। পাঁচ বছরের জন্যে।'

হঠাৎ গৌরী হেসে ফেলে বলল, 'বাবা ভারত সোভারামকে নমিনি করতে চেয়েছিলেন? হ্যাঁ।'

এতক্ষণে গৌরী মনে মনে স্থির করল কুশানুবাবুকে হাতে রাখা দরকার। কোনমতেই ওঁকে রাখলে চলবে না। যে সমস্যাটির মধ্যে উনি পড়েছেন সেটার সঙ্গে তার বাবার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে। সেকথা চিন্তা করে খুব সহজভাবেই বলল, 'শুনুন কুশানুবাবু, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। তাই আমার বা দাদার ব্যাপার এখনই থাকতে জানানোর দরকার নেই। যদি

আপনার এই প্রস্তাবে বাবা রাজী হন, তাহলে দাদাকে খুব সাবধানে ট্যাকল করতে হবে— আপনার একার পক্ষে সম্ভব না হলে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কারণ একটা কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি, বাবার কোন ক্ষতি হোক তা আমি চাই না।'

গৌরীর কথাগুলো কুশানুকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিল। সেইসঙ্গে মনের মধ্যে সন্দেহও দেখা দিল। আর সেই সন্দেহটা চেপে না রেখে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আপনার বাবার ক্ষতি উনি করবেন কেন? ওঁরও তো বাবা।'

কুশানুর যুক্তিটা খেলোমানুষী ভেবে গৌরী হেসে ফেলল। তারপর ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে কুশানুর হাতে দিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি মহাভারত পড়েননি। যাই হোক, কার্ডটা হইল। নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর সব দেওয়া আছে। প্রয়োজন মনে করলে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।'

কুশানু কার্ডটা ভাল করে লক্ষ্য করে হঠাৎ বলে উঠল, 'একি, এটা তো আদিনাথ মল্লিকের বাড়ির ঠিকানা নয়।'

গৌরী বলল, 'না, আমি আলাদা ফায়্ট-এ থাকি। আচ্ছা, আমি যে আজ আপনার কাছে এলাম তা দাদার কাছে চাপে পড়ে বলে দেবেন না তো?'

'না।'

'আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা খুব মুশ্কিলের ব্যাপার। তবু—। আচ্ছা চলি, বাই—।' গৌরী আর একমুহূর্ত না অপেক্ষা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্রেকফাস্ট সেরে আদিনাথ বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন—প্যান্ট সাট পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, এমন সময় দরজায় শব্দ হতেই আদিনাথ না থাকিয়ে বললেন, 'কাম ইন!'

অমিতাভ ঢুকল কিন্তু কোন কথা বলল না।

আদিনাথ চিবুনিটা রেখে পিছন ফিরে থাকিয়ে অমিতাভকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'

অমিতাভ প্রাণ করল, 'আপনি কি বেরুচ্ছেন বাবা?'

'হ্যাঁ। কোন দরকার আছে?'

'আজ ছুটির দিন, তাই ভালোম ...'

আদিনাথবাবু হেলোকে মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি তো জান, আমাদের যা কিছু কথাবার্তা সব ব্রেকফাস্ট টেবিলেই হয়। তোমার কোন কিছু বলার থাকলে ব্রেকফাস্ট টেবিলেই বলতে পারবে।'

অমিতাভও সরাসরি প্রশ্ন করল, 'তখন সবার সামনে যা বলিনি তা কি এখন বলতে পারব না?'

আদিনাথ হেলের মুখের দিকে থাকিয়ে বললেন, 'অবশ্যই পার।'

অমিতাভ সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'আমার মনে হয়, চাওলা আকলের সঙ্গে আমাদের কোনরকম সংঘাতে যাওয়াটা বোধহয় উচিত হবে না।'

হেলের মন্তব্যে একটু অবাক হয়ে আদিনাথ বললেন, 'চাওলায় সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হয়েছে নাকি?'

অমিতাভ 'বল, 'না, যোগাযোগ হয়নি। আসলে আমরা একই ব্যবসা করি। আর গত কুড়ি বছরে উনি আমাদের কোন ভাবে বিরক্ত করেননি। শুধু তাই নয়, একসময় তিনি আপনার কাছে কাজ শিখতেন, সেই সম্মান কিন্তু এখনও দিয়ে যাচ্ছেন। আমার তো ধারণা, আমাদের অনেক নিজস্ব খবর উনি জানেন।'

আদিনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কি রকম?'

অমিতাভ প্রথমটা কোন কথা বলতে পারল না। ক্রমশ মনকে শান্ত করে বলল, 'আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, সেসময় উনি আপনার ডান হাত ছিলেন। আমরা তখন ছোট। আর এটা তো ঠিক, ব্যবসা করতে গেলে অনেক কিছুই গোপন রাখতে হয়। কলে সেটা ওঁর জানারই কথা।' [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

আদিনাথ একটু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বলতে চাইছ?'

'আমার একটা কথাই বলার আছে, বাইপাস-এর জমিটা কি আমাদের সত্যিই খুব প্রয়োজন?'

'হ্যাঁ, প্রয়োজন।' আদিনাথের গলার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গম্ভীর মনে হল।

বাবাকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখে অমিতাভ বোঝাতে চেষ্টা করল, 'কিন্তু বাবা, আমরা আবার নতুন করে প্রোডাকসন-এ যাচ্ছি কেন? সরকার যতই প্রমিষ্ট করুক না কেন, প্রোডাকসন মানেই হাজারটা বামেল। আর যখন এখনই নিজেদের প্রোডাকসন-এর বাইরে বাজার থেকে মাল আমরা অনেক সস্তায় পাচ্ছি, তখন নতুন করে এসটাট্রিশপমেন্টে বাড়ানোর কি দরকার? আপনি একটু ভেবে দেখুন।'

আদিনাথ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভাবা আমার অনেক আগেই হয়েছে। আচ্ছা তুমি কি মনে কর, বাজার থেকে যে মাল পাচ্ছ তা সবসময় একশ'ভাগ নিশ্চিত? কম্পিউটারে বাজলে সেই যোগান ঠিক থাকবে বলে আশা কর? একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, নিজের প্রোডাকসন থাকলে যেমন একটু প্রবলেম থাকে, কিন্তু সেইসঙ্গে প্রফিটও থাকে ভাল।' একটু থেমে আবার বললেন, 'আমি কিবল অন্য দিকটা চিন্তা করছিলুম। কিছুদিন ধরেই ভাবছিলুম তোমাকে কথাটা বলা উচিত ...'

অমিতাভও যাথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'বলুন।'

আদিনাথ বললেন, 'আসলে অর্বুণের ওপর প্রোডাকসন-এর দায়িত্ব দিয়ে আমি পুরোটা খুশী নই। তাছাড়া ওর এক্সপোর্ট-এর ব্যাপারটাও জানা দরকার। তাই ভাবছি এখন থেকে প্রোডাকসনটা তুমি দেখ।'

'আমি?'

'হ্যাঁ। ভিৎটা শক্ত না করলে দেওয়াল উঠবে কি করে?'

অনিচ্ছাস্বপ্নেও অমিতাভ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনি চাইলে প্রোডাকসন দেখতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

এবার আদিনাথ হেসে বললেন, 'গুড। আমি চাই তুমি প্রোডাকসন-এ আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর। ইমপোর্টাররা যেন মুগ্ধ হয়। আর হ্যাঁ, বউমা সারাদিন বাড়িতে একা থাকে, এটা তো ঠিক নয়।'

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'একা থাকবে কেন? ওদের সমাজসেবা সংগঠনের হয়ে কাজকর্ম করে—'

আদিনাথ খুশী হয়ে বললেন, 'বাঃ, খুব ভাল কাজ সেটা। কিন্তু তাতে কি ব্যস্তিগত সমস্যার সমাধান হয়? অবশ্য সমস্যা থাকলে তোমারই জানার কথা।'

অমিতাভের সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর কথাটা মনে হল। তাই সোজাসৃষ্টি বলল, 'সমস্যা আপনার মেয়েকে নিয়ে। আপনি কি জানেন, গতকাল সে এবাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে গেছে?'

আদিনাথ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'না। কিন্তু তুমি কি দেখা করার কথা ভেবেছিলে? অমিতাভ বলল, 'আমি ব্যস্ত ছিলাম। অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছি। কিন্তু তাই বলে কি আজ সকালেও অপেক্ষা করতে পারত না? অন্তত যাওয়ার আগেও আমাকে একবার ডাকতে পারত!'

গৌরীর এইভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা আদিনাথের ভাল লাগেনি, তাই ছেলের অভিমানের সমর্থন বললেন, 'আমি কিছুই খবরতে পারছি না। সে চলে যাবে জানতাম কিন্তু আমাকে না বলে যাবে—অন্তত মনিংওয়াক থেকে ফেরা পর্বত অপেক্ষা করতে পারত! শুধু তাই নয়, এখান থেকে সে তার ট্র্যাট-এও যায়নি, কারণ অনেককণ ধরে কোন একনাগাড়ে বেজে গেল।'

অমিতাভ বলল, 'তাহলে বুঝুন, ও কিরকম স্বেচ্ছাচার করছে!'

অমিতাভের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বেজে উঠল। আদিনাথ কাছেই ছিলেন, রিসিভার তুলে বললেন, 'হ্যালো। কে? ও আপনি? আমি এখন বেঙ্গল ক্লাব-এ যাচ্ছি। আপনি এখানে চলে আসুন। হ্যাঁ, আধঘণ্টার মধ্যে। ঠিক আছে—বলে রিসিভার রেখে দিলেন।' [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

অমিতাভও যাবার জন্যে প্রস্তুত হলে আদিনাথ ডাকলেন, 'একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। শোন, আমি চাই না তুমি রবি চাওলা বা তাঁর লোকজনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখ। সে যখন আমার কাছে কাজ করত তখন তোমরা তাকে আঙ্কল বলে ডাকতে—সেটা খুব স্বাভাবিক। বাট নাউ আমি ট্রিট হিম এ্যাজ মাই এনিমি, আন্ডারস্ট্যান্ড? আদিনাথের এই কথার উত্তরে অমিতাভ কোন কথা বলতে পারল না। কিছুকণ অপেক্ষা করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।'

টেলিফোনে কথামতো নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই কৃশানু বেঙ্গল ক্লাব-এর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাতে একটা কাইল। বোকার মত এমিক গুদিক তাকাতো লাগল। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। ঠিক সেইসময় একটা ট্যাক্সি এসে থামল।

আদিনাথকে ট্যাক্সিতে বসে থাকতে দেখে কৃশানু বেশ অবাক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ফেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, আপনি ট্যাক্সিতে এলেন যে?'

আদিনাথ দরজাটা খুলে বললেন, 'উঠে আসুন।'

কোন কথা না বলে কৃশানু ট্যাক্সিতে উঠে আদিনাথের পাশে বসে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ট্যাক্সি ছাড়ার আগেই আদিনাথ ড্রাইভারকে বলে দিলেন প্রথমে গড়িয়াহাট যেতে। এখান থেকে বাইপাস হয়ে আবার এখানেই ফিরে আসতে। কারণ এই ধরনের অলোগনার একমাত্র নিরাপদ স্থান হল পাবলিক ট্যাক্সি। আর যাই হোক, নিজের ড্রাইভার সামনে বসে থাকবে না গাড়ি বেশ কিছুটা পথ যাবার পর আদিনাথ কৃশানুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন

www.banglabookpdf.blogspot.com

বল, তোমার অসুবিধেটা কি ?

কৃশানু বলল, 'আমি অনেক খোঁজ নিয়েছি। এটা নিশ্চিত যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ইনসিওরেন্স করতে গেলে আপুনি ব্যাপারটা কিছুতেই গোপন রাখতে পারবেন না।'

'কোন ভাবেই নয় ?'

'না।'

আদিনাথ ব্যাপারটা ডিটেলস জানতে চান। তাই একসময় ড্রাইভারকে গাড়ি একটা রাস্তার ধারে পার্ক করতে বলে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'আপনি একটু নেমে চা খেয়ে আসুন।'

ড্রাইভার চলে গেলে আদিনাথ বললেন, 'কিছু অসুবিধেটা কোথায় ?'

কৃশানু আসল ব্যাপারটা বলার চেষ্টা করল, 'আপনাকে একটা মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে বসতে হবে। কলকাতার এক্সপার্ট ডাক্তার আপনার শরীর সম্পর্কে ভাল সার্টিফিকেট দিলেও বোর্ড যা ডিসিশন নেবে তাই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। তার ওপর নমিনি করতে হবে একজন কোন মানুষকে, ভারত সেবাশ্রম জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে করতে পারবেন না। অতএব বুঝতেই পারছেন, এত কিছু করা মানেই ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। আপনি কি রাজী আছেন ?'

আদিনাথ অতঃপর বললেন, 'তাহলে হচ্ছে না !'

কৃশানু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'এটা কিছু আমার অক্ষমতা নয়, আপনি যদি আমাকে চাঁদের মাটি এনে দিতে বলেন আমি চেষ্টা করতে পারি কিছু গোপনে পারব কি ?'

কৃশানুর কথায় খুশী হয়ে আদিনাথ বললেন, 'তাহলে নতুন প্রস্তাবটা কি শুনি ?'

কৃশানুর মুখে একটা সুস্থ হাসির চিহ্ন ফুটে উঠল। ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে বলল, 'পঞ্চাশ লাখ টাকার ইনসিওরেন্স করতে আপুনি বছরে যা প্রিমিয়াম দিতেন তা বি. সি. এল. ক্যাম্বিক কোম্পানীতে ইনভেস্ট করুন পাঁচ বছরের জন্যে, টাকা মার যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।'

আদিনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'তারপর ?'

'পাঁচ বছর বাদে হচ্ছে করলে ডাবল টাকার রি-ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন। এতে কোন ঝামেলা থাকছে না। কেউ জানতেও পারবে না। আর ইনসিওরেন্সের জন্যে যত প্রিমিয়াম দিচ্ছেন তার ওপর ওয়ান ফোর্থ বরচ হবে।'

প্রস্তাবটা সুবিধেজনক ভেবে আদিনাথ বললেন, 'এ আইডিয়াটা খারাপ না বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা সমস্যা রয়েছে, তা হচ্ছে আমি মারা গেলেই নমিনি সঙ্গে সঙ্গে তো টাকাটা পোছে না ! নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে তো ?'

'হ্যাঁ, তা করতে হবে।'

'কিছু আপুনি তো বলছেন, ব্যাপারটা কেউ জানতে পারবে না, এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব কিভাবে ?'

কৃশানু বলল, 'ঠিক আছে। আপুনি কত টাকা ইনভেস্ট করতে চান বলুন ?'

'ধরুন দশ লাখ !'

কৃশানু অবাধ হয়ে বলল, 'দশ লক্ষ ?'

'হ্যাঁ, দশ লাখ !'

কৃশানু একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'সেক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে দশটা প্রপোজাল দেব।' আদিনাথ রাজী হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আপুনি কাগজপত্র তৈরী করুন। আমি আগামীকাল আপনাকে চেক পাঠিয়ে দেব।'

কৃশানু বলল, 'কিন্তু আপনাকে তো ফর্মগুলোতে সই করতে হবে ?'

'আপুনি তাহলে একটা কাজ করুন, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমাকে ফোন করবেন। সম্ভব হলে আজই যেতে পারবেন তো ?'

'কোন অসুবিধে নেই।' আদিনাথের কথায় খুশী হয়ে হঠাৎ কৃশানু বলল, 'একটা অনুরোধ করব ?'

'কি, বলুন ?'

'এখন থেকে আপুনি আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করলে খুশী হব।'

আদিনাথ হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা, এই ব্যাপারটা তুমি ছাড়া আর কে জানে ?'

'গোরাধনা—'

'মানে তোমার বসু ?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে কি আমার নাম বলেছে ?'

'না।'

আদিনাথ খুশী হয়ে বললেন, 'ভেরি গুড। আচ্ছা কৃশানু, আমার ইনসিওরেন্স করালে তো তুমি কমিশন পেতে, এটা করলে কি কিছু পাবে ?'

কৃশাণ মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ স্যার, পাব।'

হঠাৎ আদিনাথের কেমন যেন কৌতূহল হল, জিজ্ঞেস কবলেন, 'আচ্ছা, তুমি কদরু পড়াশুনা করছে ?'

কৃশানু মাথা নিচু করে বলল, 'আমি ইকনমিস্ট নিয়ে বি. এ. পাশ করছি।'

'চাকরি পাও নি ?'

'না স্যার !'

'চাকরি করতে চাও ?'

'পেলে খুব ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পার।'

ড্রাইভার গাড়ির কাছে এগিয়ে আসে।

বাড়ির কাছে কৃশানু আসতেই বাড়িওয়ালা ডেকে বলল, 'ওহে, সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন !'

কৃশানু অবাধ হয়ে গিয়ে বলল, 'কোন ভদ্রলোক ?'

বাড়িওয়ালা হাত নেড়ে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'আরে কাল রাতে যিনি এসেছিলেন, সেই যে মেজাজী ভদ্রলোকটা !'

'কিছু বলছেন উনি ?'

'তেমন কিছু বলেন নি, তবে তোমার খোঁজ করছিলেন। বললাম একজন সুন্দরী মহিলা

এসেছিলেন ইনসিওরেন্স করতে, তার সঙ্গে কথা বলেই তুমি বেরিয়ে গেছ।

‘একথা তাঁকে বলেছেন?’

‘হ্যাঁ, কেন অন্যান্য হচ্ছে না কি? অবশ্য উনি একবার জিজ্ঞেস করলেন সেই মহিলার সঙ্গে গাড়ি ছিল কিনা?’

‘তা আপনি কি তাও বলে দিয়েছেন?’

‘যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব দেখিয়ে বাড়িওয়ালা বলল, ‘না বলার কি আছে, ছিল যখন তখন বলব না? আরে বোঝ না কেন, যত গাড়িওয়ালা লোক আসে ততই তো ভোমার দাম বাড়বে। উনি অবশ্য গাড়ির নম্বার জানতে চাইলেন—আমি তো নম্বার দেখিনি, তাই বলতে পারলাম না।’

এতকণ কুশানু দুর্দিয়ে কথা বলছিল, আর স্থির থাকতে না পেরে চোখ বন্ধ করে মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে নিঃশব্দে বলল, ‘এখন কি হবে?’

॥ ৯ ॥

মিঃ চাওলা তাঁর ড্রইংরুমে একজন প্রবীণ কর্মচারীর সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। আলোচনাটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে হল। কারণ একসময় মিঃ চাওলা অবাধ হয়ে বললেন, ‘কি বললেন? আমাদের পাঠানো মাল আমেরিকানরা রিজেক্ট করেছে? সাবস্ট্যান্ডার্ড?’

কর্মচারীটি কিছু-কিছু করে বলল, ‘হ্যাঁ, স্যার। আজই ফ্যান্স পেলাম। আর পেয়েই ছুটে এসেছি আপনাকে জানাতে।’

মিঃ চাওলা উত্তেজিত হয়ে বললেন, ‘ইমপসিবল! কুড়ি লক্ষ টাকা এইভাবে জলে চলে যেতে আমি কিছুতেই দিতে পারি না। আচ্ছা এ্যাসাইনমেন্ট যখন এক্সপোর্ট করা হয়েছিল তখন কাইন্যাল চেকিং কে করেছিল?’

কর্মচারীটি বলল, ‘যারা করে তারা তো স্যাম্পেল সারভে করে, এরকম ঘটনা তো আগে কখনও ঘটে নি।’

এবার কর্মচারীর নাম ধরে মিঃ চাওলা বললেন, ‘দেখুন মিঃ হালদার, এটা কেবলমাত্র কুড়ি লক্ষ টাকার ব্যাপার নয়, এ আমার গুডউইল নিয়ে—ওঃ! আচ্ছা কি কারণ দেখিয়েছে?’

মিঃ হালদার বলল, ‘জিয়ার সাবস্ট্যান্ডার্ড, সেলাই ঠিক নেই।’

‘তা আপনার এক্সপ্যানেশন কি?’

‘আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা এটা স্যাব্যোটাজ হ্যাঁড়া আর কিছুই নয়। আর যে বা যারা করেছে তারা আমাদের ফ্যাক্টরিতেই কাজ করে।’

এবারে মিঃ চাওলা আর স্থির থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে বললেন, ‘আই ওয়াট দেয়ার নেমস্!’

মিঃ হালদার মাথা নিচু করে বলল, ‘আমি চেষ্টা করছি স্যার।’

মিঃ চাওলা আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমাদের জায়গায় ওরা কি মল্লিক লেদারসকে অর্ডারটা এর মধ্যেই দিয়ে দিয়েছে?’

মিঃ হালদার অবাধ হয়ে বলল, ‘মল্লিক লেদারস!’

‘হ্যাঁ, ওরাও অর্ডারটা পেতে চেয়েছিল।’

‘তাঁহলে কি স্যার, ওরাই—’

মিঃ চাওলা একটু ভেবে বললেন, ‘আমি বুঝতে পারছি না। আর আমার পক্ষে বিশ্বাস করা খুবই কষ্টের যে মিস্টার আদিনাথ মল্লিক এতটা নিচে নামতে পারেন। কিন্তু—’

এবার মিঃ হালদার বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, ‘কিন্তু স্যার, ব্যবসার ব্যাপারে কোন কিছুই কি নিশ্চিত করে বলা যায়?’

মিঃ চাওলা বললেন, ‘হ্যাঁ যায়। কিছু এখিক মানুষকে মানতেই হয়। বাট আই উইল নট পেময়ার দি কালপ্রিট! কে করেছে এটা আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।’

মিঃ হালদার হঠাৎ বলল, ‘একটা কথা স্যার, এই অর্ডারটার জন্য আমরা বাইরে থেকে কিছু একসপোর্ট করবার নিয়োগিলাম, হুজতে তাদের মধ্যে কেউ—’

মিঃ চাওলা কথাটাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, ‘একজন সাধারণ কর্মচারীর অত সাহস হবে না। ঠিক আছে আপনি এখন যেতে পারেন।’

মিঃ হালদার চলে যেতে মিঃ চাওলা একটা সিগারেট ধরালেন। আর ঠিক সেই সময় মিসেস চাওলা ঘরে ঢুকলেন।

মিঃ চাওলাকে ঘরের মধ্যে এভাবে উত্তেজিত অবস্থায় দেখে মিসেস চাওলা বললেন, ‘এ কি, তুমি এখনও তৈরী হও নি?’

হঠাৎ মিসেস চাওলাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মিঃ চাওলা চমকে ফিরে ডাকিয়ে বললেন, ‘এ্যা—না ডার্লিং, তুমি আজ একাই যাও স্লিজ।’

‘কিন্তু কি হয়েছে তোমার?’

‘যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।’

‘তার মানে?’

‘শুনলে অবাধ হয়ে যাবে, আমার কুড়ি লক্ষ টাকার লেদার গুডস আমেরিকানরা রিজেক্ট করেছে, কারণ সেগুলোর মান নাকি অত্যন্ত খারাপ।’

‘সে কি!’

‘তোমার চেয়ে আমি বেশী অবাধ হয়েছি।’

‘কিন্তু এরকম তো আগে কখনও হয়নি।’

মিঃ চাওলা একটু খেমে বললেন, ‘আগে হয়নি, কিন্তু এখন হল। আর এতে অবাধ হবার কি আছে ডার্লিং, যেখানে টাকা দিয়ে মানুষের আত্মা কেনা যায় সেখানে লোভ তো খুবই সাধারণ ব্যাপার।’

মিসেস চাওলা গভীর হয়ে বললেন, ‘কে কিনেছে?’

মিঃ চাওলা সন্দেহবশত বললেন, ‘আদিনাথ মল্লিক হ্যাঁড়া আর কারও ইনটারেস্ট থাকতে পারে না। কিন্তু স্টিল, বিশ্বাস করতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।’

‘কিন্তু তাতে ওঁর স্বার্থ কি?’

মিঃ চাওলা আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ‘অর্ডারটা উনি এককণ খেয়ে গেছেন। নট আই উইল টিচ হিম এ গুড লেসন্স।’

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস চাওলা চিৎকার করে বললেন, ‘নো!’

মিঃ চাওলা অবাধ হয়ে বললেন, ‘নো! কিন্তু কেন?’

মিসেস চাওলা শান্ত হয়ে বললেন, ‘অমিত্যভ মল্লিকের সঙ্গে আমার ডিল এখনও শেষ হয়নি।’

মিঃ চাওলা হঠাৎ সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ওঃ গড্! তুমি জান না ডার্লিং, অমিতাভর কোন ডায়ের নেই ওর বাবার ওপর। আদিনাথ একটা ডিস্ট্রিক্টর। অমিতাভকে দিয়ে কোন কাজ হবে না এ ব্যাপারে।'

মিসেস চাওলা বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'কিন্তু অমিতাভ ওঁর বড় ছেলে। এক্ষেত্রে জেনে রাখ, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা উচিত। তাতে তোমার ওপর কোন ছায়া পড়বে না।'

'কি ভাবে?'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও ডার্লিং।'

এত সহজে কাজটা করা সম্ভব নয় মনে মনে ভেবে মিঃ চাওলা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। একসময়ে থমকে দাঁড়িয়ে মিসেস চাওলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে খুব সাবধানে ওই ছোকরাকে হ্যাডেল করতে হবে।'

মিসেস চাওলা একটু মুচকি হেসে বললেন, 'আমার ওপর তোমার আস্থা মনে হচ্ছে কমে যাচ্ছে!'

মিঃ চাওলা বললেন, 'না, না। অমিতাভ শুনেনি খুব নামকরা ওয়্যামানাইজার হয়ে উঠেছে!'

এতক্ষণে মিসেস চাওলার মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন, 'ওঃ ডার্লিং! সুন্দর মুখ দেখলেই গলে যাওয়ার ব্যয় আমার নেই।'

মিঃ চাওলা আশ্বস্ত হলন, 'বেশ। তবে একটা কথা, এর পরে কিছু আমি ওর সঙ্গে মিট করব। না, কারণটা হল, প্রয়োজনে পেশটিকে একই সঙ্গে দু'রকম গুণ্ডা দেওয়া দরকার। বাইপাসের জমিটা একটা ইস্যু ছিল কিন্তু এই স্যাবোটাজ যদি আদিনাথ মন্ত্রিক করে থাকে তাহলে আমি তাকে কখনই ক্ষমা করব না।'

হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিতেই মিসেস চাওলা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে ফোন করছ?'

মিঃ চাওলা আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কাকে আবার? শিখণ্ডীকে?'

মিসেস চাওলা অবাক হয়ে বললেন, 'শিখণ্ডী?'

মিঃ চাওলা মহাভারতের একটা বিশেষ চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার মনে নেই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এই শিখণ্ডীকে সামনে রাখায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেননি ভীষ্ম! এক্ষেত্রে আমার শিখণ্ডী একজন ডাক্তার। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে লোকটা শিখণ্ডীর ভূমিকায় চলে গিয়েছিল। মিঃ আদিনাথ মন্ত্রিক যুদ্ধ শুরু করার আগে এটা কল্পনা করেনি।

আর কোন কথা না বলে ডায়াল বোরাত্তেই অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পেতেই মিঃ চাওলা বললেন, 'হ্যালো উইল, আমি রবি চাওলা কথা বলছি! মনে পড়েছে?'

॥ ১০ ॥

সাধারণত দিনের বেলাতেই গৌরী তার মডেলদের প্র্যাকটিস করায়। সেদিনও একটা বড় হলঘরে গৌরী তার মডেলদের নিয়ে প্র্যাকটিস করছিল। গৌরীপাচেক সুন্দরী মেয়ে কিভাবে হেঁটে অঙ্গের পোশাক দেখাবে দর্শকদের, সেটাই গৌরীর ওদের দেখিয়ে দিচ্ছিল। গৌরী তাদের হাঁটা দেখতে দেখতে বলছিল, 'মনে রেখো, যখন তোমারা শাড়ি এলিভিট করছ ইউ মাস্ট বি এ্যালাট-দর্শকদের শাড়ির কাজগুলো দেখাতে হবে। আর ফাইন্যাল স্টেপ দেওয়ার পর

ময়ূরের পেশমের মত আঁচল তুলে ধরবে কয়েক সেকেন্ড। তোমারা যে মুছ এমন হাসি তোমাদের মুখে থাকবে। কিন্তু খোয়াল রাখবে, হাসিমুখ মাত্র দু সেকেন্ড থাকবে। তারপরেই ফিরে যাওয়ার জন্যে মুডমেন্ট শুরু করবে। আর এই ফিরে যাওয়াটা খুবই ইম্পোর্ট্যান্ট। কারণ শাড়ির পেশমের দিকটা যখন তোমারা দর্শকদের দেখাচ্ছে। স্টেপিং হবে খুব হোট হোট। তোমাদের হিপে মুডমেন্ট থাকবে কিন্তু ভাবখানা দেখাবে যেন পৃথিবীর সবাই সবসময় তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

এরপর একটু থেমে ওদের মধ্যে একজনকে ডেকে গৌরী শুরু করতে বলল এবং সেইসঙ্গে টেপেরেকর্ডারটা অন করে দিল।

মেয়েটি যখন হাঁটা শুরু করল দেখা গেল ওর স্টেপিং একটু ব্রুত পড়ছিল। ফলে তার শরীর স্যুইচ করছিল।

গৌরীর চোখে পড়তেই চোঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ নো! ওভাবে নয়। মনে রেখো তুমি স্মার্ট এলিভিট করছ না-তোমারা শরীরে দারুণ কাজ করা শাড়ি, যে শাড়ি পরে সাধারণত বুচিশীলা মহিলারা। অতএব তোমার হাঁটার ডিগনিটি থাকবে।'

তারপর গৌরীর নির্দেশে জুলাই নামে লম্বা মিটিং মেয়েটি হাঁটা শুরু করল। ওর স্টেপিং দেখে গৌরী হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করল। এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিল গৌরী। এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল দারুণ সুন্দরী এবং প্রচুর মেকআপ-করা এক মহিলা।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হতেই গৌরী পিছন ফিরে তাকিয়ে চিনতে পেরেই আনন্দে টিংকার করে উঠল, 'হাই! প্রিয়বন্দা, হোয়াট এ সারপ্রাইজ! এমন অসময়ে?'

প্রিয়বন্দা একটু অবাক হয়ে বলল, 'আমি জানিতাম না তোমার কাছে আসতে হলে আগে থেকে ইনফর্ম করতে হবে। রিয়েলি আই এ্যাম সরি! আচ্ছা আমি কোন ডিসটার্ব করলাম না তো?'

গৌরী প্রিয়বন্দাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আরে না না! আমাদের কাজ আজকের মত এখানেই শেষ।' এরপর প্রিয়বন্দাকে দেখিয়ে মেয়েদের জিজ্ঞেস করল, 'তোমারা ঐকে চেনো? আমার বন্ধু প্রিয়বন্দা।'

মেয়েরা একসঙ্গে 'হাই হাই' করে চোঁচিয়ে উঠল। প্রিয়বন্দাও প্রত্যুত্তর দিতে ভুলল না। গৌরী প্রিয়বন্দার পরিচয় দিয়ে বলল, 'তোমারা নিশ্চয়ই জান যে প্রিয়বন্দা এখনকার সবচেয়ে প্রতিভাময়ী ফিশা এবং টি. ভি. অ্যাকট্রেস। তোমারা নিশ্চয়ই ওকে টি. ভি.-র স্ক্রীনে দেখে থাকবে।'

সঙ্গে সঙ্গে জুলাই নামে মেয়েটিও দুহাত নেড়ে বলল, 'আই অ্যাম সরি, আই ডোন্ট লাইক বেঙ্গলী সিরিয়ালস্। দে আর ভেরি পুওরলি মেড। আই হোপ ইউ উইল নট মাইন্ড।'

এ ধরনের মন্তব্য শুনবে প্রিয়বন্দা আশা করেনি। তাই কথাটা কানে যেতেই একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

গৌরী প্রিয়বন্দার মুখের ভাবটা লক্ষ্য করে জুলাইকে বলল, 'নো জুলাই, এটা তুমি কি বলছ? এক থেকে একশ'কে তুমি কখনই এক ক্যাটাগরিতে ফেলতে পার না! ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে! ঠিক আছে, তোমাদের সঙ্গে তাহলে ওই কথাই রইল-আই নো ইউ অল আর সিরিয়াস, বাট আরও বেশী এফট দিতে হবে।'

মেয়েরা একইসঙ্গে সৌরীকে বিদায় জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ প্রিয়বন্দা কোন কথাই বলে নি। মেয়েরা চলে যেতে এবার জুলাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ইচ্ছে করছিল ঠাস করে গালে একটা চড় বসিয়ে দিই! একটু বেশী ফাজিল হয়ে গেছে!'

সৌরী চমকে উঠে বলল, 'কাকে রে?'

প্রিয়বন্দা বলল, 'কাকে আবার! মেয়েটার ন্যাকামিটা শুনলে না? বলে জুলাই-এর গলা নকল করে আর একবার মস্তব্যটা রিপিট করল, 'শুনে হাড়পিপ্তি জ্বলে যায়! আরে বাবা, ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে বললে ওই গলায় আর শব্দ বের হত না!'

সৌরী প্রিয়বন্দার মানসিক অবস্থাতা বুঝতে পেরে ওর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'রাগ করছ কেন? কারও যদি মনে হয় বাংলা সিরিয়াল সাবস্টিটিউট, তাহলে উচিত তার ধারণা বদলে নেবার জরুরি আরও ভাল সিরিয়াল তৈরী করা!'

সৌরীর যুক্তিতে প্রিয়বন্দা বৃন্দী হয়ে বলল, 'আর সেইজন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি।'

সৌরী যেন ভয় পেয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে বলল, 'মাই গড! আমি তো ভাই ওসব থেকে দশ হাত দূরে!'

প্রিয়বন্দা হ্যাঁ হ্যাঁ করে হেসে বলল, 'ঠিক আছে, দশ হাত না এক ইঞ্চি সেটা পরে বোঝা যাবে। এখন চল তো তোমার ঘরে, অনেক কথা আছে।'

সৌরী বলল, 'তুমি কতক্ষণ সময় নিয়ে এসেছ বল তো?'

প্রিয়বন্দা হাতঘড়িটা দেখে বলল, 'আধঘণ্টা। আধঘণ্টা বাদে গাড়ি আসবে।'

সৌরী প্রশ্ন করল, 'কে, সবি?'

হঠাৎ থেকে মুখটা বেকিয়ে প্রিয়বন্দা চোঁকিয়ে উঠল, 'ও হ্যাঁ, দিলে তো সফেটোর ব্যারেটা বাজিয়ে। আরে না না, সুজ্ঞান সন্তিদার, এখনকার সবচেয়ে সাকসেসফুল ডিরেক্টর।'

সৌরী আর কোন কথা না বলে প্রিয়বন্দাকে নিয়ে তার ঘরের দিকে চলে গেল।

মিঃ চাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বাবার সঙ্গে গভীর আলোচনা হওয়ায় স্বভাবতই অমিত্যভর মেজাজটা স্বাভাবিক ছিল না। নিজের চোখের এসে ওই কথাই ভাবছিল। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। এমন সময় আদিনাথ মন্ডিরের ছোট ছেলে অরুণাভ চোখের চুকে দাশর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ডেকেছ?'

অমিত্যভ গভীর মুখ করে বলল, 'হ্যাঁ, বসো।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অমিত্যভ বলল, 'আজ্ঞা অরুণ, এঞ্জলোটা তো আমি দেখছি, অথচ তুমি আমাকে না জিজ্ঞেস করেই মুখাজীকে বলেছ বাংলাদেশের পাটিকে জানিয়ে দিতে এল. সি. না পাঠালে আমার এঞ্জলোটা করণ না। আর কারণটা কি জানতে পারি?'

অরুণাভ বলল, 'তুমি তখন অফিসে ছিলে না দাদা, তাই তোমাকে জানানোর কোন উপায় ছিল না।'

অমিত্যভ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিন্তু এটা এমন কি ইমপর্ট্যান্ট ব্যাপার যে করেক ঘণ্টা অপেক্ষা করা যেত না?'

অরুণাভ ঠাড়া মাথায় ব্যাপারটা বলল, 'আসলে বাবা বললেন তখনই তোমার

ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দিতে। উনি নাকি জেনেছেন যে মিঃ রহমান আমাদের অফিসে এসেছেন। তাও আমি বাবাকে একবার বলেছিলাম যে তুমি নিশ্চয়ই ডব্লুডব্লুকে জানিয়ে দিয়েছ আমাদের পলিসির কথা—তা সত্ত্বেও উনি ইনসিস্ট করলেন।'

অমিত্যভ এবারে মুখে একটা শব্দ করে বলল, 'তার মানে আমাকে কি বুঝতে হবে যে আমার ওপর ওঁর আস্থা নেই?'

এতক্ষণ অরুণাভ বসেই কথা বলছিল, এবার দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'দাদা, তুমি কি আমার ওপর রাগ করছ? আমি কিন্তু বাবার হুকুমত কাজ করেছি। আর তুমিই বা ব্যাপারটাকে ওভাবে নিচ্ছে কেন? এটা তো ঠিক যে ব্যবসার ব্যাপারে বাবার কথাই শেষ কথা!'

অমিত্যভ কোনরকম আপত্তি না জানিয়ে বলল, 'ঠিকই। কিন্তু যে কাজটা দেখাশুনা করছে তাকেও তো কিছুটা স্বাধীনতা দিতে হইবে। আমি কখনই চাইব না কোম্পানীর ক্ষতি হোক—তোমাদের কি সেরকম কিছু মনে হচ্ছে?'

অরুণাভ হেসে বলল, 'না না, তা মোটেই নয়। তুমি একদম ভুল বুঝছ!'

অমিত্যভ প্রসন্ন পাশ্বে বলল, 'বাবা এখন কোথায়? শুনলাম বেরিয়ে গেছেন। আগে তবু বাবার যাওয়ার জায়গাগুলো জানা ছিল, কদিন থেকে—' একটু থেকে অরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা কথা আমি পরিস্কার জানিয়ে রাখছি অরুণ, আমার ওপর এই স্পায়িং আমি কিছু কিছুতেই উল্লাসিত করব না।'

অরুণাভ বোঝাতে চেষ্টা করল, 'তুমি কিন্তু আবার ভুল করছ। তোমার ওপর কেউ স্পায়িং করছে না।'

অমিত্যভ যথেষ্ট জোর দিয়ে বলল, 'করছে। তুমি করছ কিনা এখনও জানি না, তবে বাবা কিংবা সৌরী যে চুপ করে বসে নেই তার প্রমাণ আমি ইতিমধ্যেই পেয়েছি।'

অরুণাভ এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তাই যদি মনে হয় তাহলে নিজেই জিজ্ঞাসা কর হঠাৎ ওরা তোমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে কেন?'

অমিত্যভ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার অরুণ! তুই হঠাৎ আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছিন!'

অরুণাভ আবার স্বাভাবিক হয়ে বলল, 'শোন দাদা, আমি কিছুই বলতে চাইনি। তুমিই ইনসিস্ট করছ আমাকে কথা বলতে। তুমি একটু শান্ত হয়ে ভেবে দেখ, সব কিছু সহজ লাগবে।'

অমিত্যভ বলল, 'সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি রহমানকে যে কথা দিয়েছি এল. সি. ছাড়াই মাল পাঠাব। ওকে কোন ক্রেডিট দেওয়া হবে না, ঢাকায় যাওয়ায় ও মাল ছাড়িয়ে নেবে। আফটার অল ও আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ব্যবসা করছে, সেই জন্যেই—' একটু চিন্তা করে আবার বলল, 'ঠিক আছে, পরের বার থেকে তুমি তো এঞ্জলোটা দেখবে, তুমি তখন যা করার করে।'

অরুণাভ দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'আমি এ ব্যাপারে এখনই কোন মন্তব্য করব না। আজ্ঞা আমি যাচ্ছি।'

অরুণাভ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমিত্যভর চোখমুখ পাথরের মত হয়ে গেল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

অনেকদিন পরে বন্ধুকে কাছে পেয়ে সৌরী কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। বার বার প্রিয়বন্ধার দিকে তাকাচ্ছে আর অবাक হয়ে যাচ্ছে। সে প্রিয়বন্ধাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমাকে কিন্তু আজ দারুণ দেখাচ্ছে!'

প্রিয়বন্দা বলল, 'আচ্ছা সৌরী, আমি আর তুমি যদি কিছু টাকা রোজগার করি তাহলে তোমার কি আগশি আছে?'

'সে কি! টাকা পেতে কার আগশি থাকবে?'

'দেন লেটস স্টাট এ পার্টনারশিপ বিজনেস!'

'কি রকম?'

'ধর আমরা যদি কোন টি. ভি. সিরিয়াল চালাই!'

'টি. ভি. সিরিয়াল?'

সৌরীকে একটু নার্ভাস হতে দেখে প্রিয়বন্দা বোঝাল, 'আরে ঘাবড়াবার কিছু নেই। তোমাকে কিছুই করতে হবে না—সুজন দস্তিদার ডাইরেক্ট করবে, আমি ভাল লোক দিয়ে প্রোডাকশন দেখব।'

সৌরী অবাक হয়ে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু এতে তো শুনছি প্রচুর ঝামেলা!'

প্রিয়বন্দা দুহাত দিয়ে সৌরীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আরে তুমি জান না, সুজন থাকলে কোন ঝামেলাই হবে না। মোটামুটি হিসেব করে দেখা গেছে প্রতিটি এপিসোডের প্রোডাকশন কস্ট এ্যাভারজেজ প্রায় দুই লাখ। স্পন্সর থেকে পাব চার লাখ। তাহলে ধরে নাও পার এপিসোড ২ x ৫২ মানে এক কোটি চার লক্ষ নিট লাভ। তোমার বাহাম আমার বাহাম। তবে একটা ব্যাপারে হির হতে হবে যে আমি তুমি ছাড়া আর কারও সঙ্গে পার্টনারশিপে যাব না!'

সৌরী এবার জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু হোয়াট এ্যাভাউট ববি?'

প্রশ্নটা শুনই প্রিয়বন্দা হেসে ফেলে বলল, 'আমি জানতাম তুমি ওই নামটা না বলে পারবে না!'

সৌরী বলল, 'বাবা, ববি তোমার স্বামী আর আমি নাম করলেই দেখ!'

প্রিয়বন্দা বলল, 'ঠিক আছে, তোমার কাজ মানছি। কিন্তু ববিকে এর মধ্যে আমি চাই না। তাছাড়া ওর টাকা কোথায়? আমি ভেবে দেখছি কোনভাবেই ও আমাদের সাহায্য করতে পারবে না। যা বলছি শোন, একটা দারুণ সিরিয়াল আছে ফ্রিফ্রি টি এপিসোড-এর, ন্যাশনাল নেটওয়ার্কে। যিনি সিরিয়ালটা পেয়েছিলেন তিনি হঠাৎ মারা গিয়েছেন—ঠাঁর স্ত্রী ওটা আনঅফিসিয়ালি বিক্রী করে দিচ্ছেন, পাঁচ লাখ চাইছেন, বুঝলে জলের দাম!'

সৌরী অবাक হয়ে বলল, 'কি বলছ, পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে সিরিয়ালটা কিনতে হবে?'

প্রিয়বন্দা বোঝাল, 'আরে এতে অবাक হবার কিছু নেই। কারণ টেটাল প্রোডাকশন-এর কাছে টাকাটা নাথিং। আমাদের প্রথমে গোটাপাঁচেক এপিসোড তৈরী করা নিয়ে নামতে হবে। তা ধর তেরো লাখের মত—আমার বিশ্বাস তুমি চেষ্টা করলে এই টাকাটার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

কথাটা শোনামাত্র সৌরী বসে পড়ে বলল, 'তুমি কি ফ্লেপেজ? এত টাকা আমি কোথায় পাব?'

প্রিয়বন্দা আবার কয়ে বলল, 'ও সৌরী, প্লিজ!'

সৌরীও তার সমস্যার কথাটা বলল, 'সত্যি বলছি! দেখছ না আমার শো-এর এ্যারেঞ্জ করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বিজ্ঞাপন ঠিকঠাক না পেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে!'

প্রিয়বন্দা এবার অন্যভাবে বলল, 'কি বলছ! রাজার স্নেহের মুখে একথা মানায়? তোমার বাবার কাছে বললেই টাকাটা পেয়ে যাবে একথা সবাই জানে!'

সৌরী বিরক্ত হয়ে বলল, 'না, বাবাকে আমি কখনই টাকার কথা বলতে পারব না। শুনলে অবাक হয়ে যাবে, আমার নিজের জন্যে আজ পর্যন্ত আমি কখনও ওঁর কাছে টাকা চাইনি। উনি নিজে থেকে যা দেবার দিয়েছেন।'

প্রিয়বন্দা তবুও নাছোড়বান্দা। বলল, 'শুধু এবারটার জন্যে চাও, প্লিজ! আমরা ওঁকে দুবছরে ডাবল ফেরৎ দেব।'

সৌরী দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'সরি, বাবা আমার সঙ্গে ব্যবসা করবেন না।'

প্রিয়বন্দা এত সহজে হাল না ছেড়ে বলল, 'সৌরী, তুমি বিশ্বাস কর—এরকম সুযোগ আমি আর কখনও পাব না। ন্যাশনাল নেটওয়ার্কে বোকের শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করব, এ আমি ভাবতেই পারছি না। আমার বহুদিনের স্বপ্ন পূর্ণ হবে। আর তুমি তো নিজমুখে শুনলে তোমার মডেল বলল বাংলা সিরিয়াল দ্যাখে না। ও আমাকে চিনতেই পারেনি। আমি এবার হিন্দীতে কাজ করতে চাই। আমার কোন উপায় নেই ভাই, ওই টাকা জোগাড় করার। তাই একাঙ্ক অনুরোধ, তুমি আমার কথাটা একটু ভাবো, প্লিজ!'

সৌরী অবাक হয়ে তাকিয়ে থাকে প্রিয়বন্দার মুখের দিকে। কি ভেবে মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি ভেবে দেখি। তবে তোমাকে পরিষ্কার জানিয়ে রাখি, আমি কিছু প্রমিজ করছি না প্রিয়বন্দা!'

প্রিয়বন্দা আনন্দে সৌরীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি জানতাম চেষ্টা করলে তুমি নিশ্চয়ই পারবে আমাকে সাহায্য করতে, প্রকৃত বন্ধু একেই বলে। তবে একটা কথা—বলে সৌরীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এই কথাগুলো কিছু ববিকে বলো না, প্লিজ!'

সৌরী জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

প্রিয়বন্দা বলল, 'তাহলে ও ক্ষেপে যাবে। আমি ওর হাত থেকে বেরিয়ে যাব এই ভয়ে বাধা দেবে। আসলে কি জান, যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তাকে কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। ঠিক আছে আমি তাহলে এখন আসি, পরে যোগাযোগ করব।'

সৌরী বিদায় জানিয়ে বলল, 'ও কে, বাই!'

একটা জবুরী ব্যাপার নিয়ে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত সমাজসেবা সংগঠনের মহিলারা। মোটামুটি সকলেই হাল্দির হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে। একটু বেশী দৃষ্টিকটু লাগছিল মিসেস মিত্তিরকে, কারণ বয়স অনুযায়ী ওঁর মেকআপ স্বাভাবিক-এর চেয়ে উগ্র হয়েছিল। আলোচনার শুরুতেই উনি নীলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু গতকাল খুব এক্সপেঞ্জ করেছিলাম নীলা, বুঝতে পারছি না কথা দিয়েও তুমি এলে না কেন? জানি না ওই মিটিং-এর চেয়ে আর- জবুরী কাজ তোমার ছিল কিনা—'

মিসেস সিনহা পাশে থেকে বললেন, 'হয়ত অমিত্যভর সঙ্গে বেরিয়েছিল কোন পাটিতে! মিসেস দত্ত বলেছেন—'কিন্তু অমিত্যভর শুনছি আজকাল পাটিতে একাই ঘোরেন!'

সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস মিস্ত্রির টিটনির কাটকট। পুস্কু জ্বাটটাকে আমি এইজন্য কখনও বন্দনাস্ত করত প্যারলাম না। যতই দুখকাল খাওয়াও না কেন হোবল মারবেই। সেই শুনে মিসেস সিনহা আবার বললেন, 'আহা, নীলার কি তোমার আমার বয়স, এখনও কত সাধ-আয়ুদ্য থাকি!'

মিসেস মিস্ত্রির প্রসঙ্গটা একটু ঘুরিয়ে বললেন, 'সেটা বন্ধ করতে কে বললে? এটা তো ঠিক, আমরা একটা পবিত্র কাজে নিজস্বদের উৎসর্গ করছি—এত মেলামেয়ে থ্যালোসেমিয়াতে ভুগছে, এরকম মুহুর্তে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের মুখে হাসি ফোটাতেই আমাদের জীবনের ব্রত। অর্থাৎ সংগঠনের একজন কর্মী হয়ে নীলা কি করল—না, স্বামী পাঠাতে নিয়ে গেল না বলে গোসা করে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল! এটা কি উচিত হয়েছে?'

নীলা একপ্রকার ওঁদের মন্তব্যগুলো শুনছিল আর মিটিমিটি হাসছিল। মিসেস মিস্ত্রির শেষ মন্তব্যটা শুনে আর চুপ করে রইল না, উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনারা কিছু নিজেরাই যা ইচ্ছে অনুমান করে যাচ্ছেন—'

একটু থামতেই মিসেস দত্ত হঠাৎ বললেন, 'আহা, ওর কথা শোনা যাক। আমাদের ধারণা সত্যি নাও হতে পারে।'

নীলা হাসিমুখেই বলল, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত সামান্য। আমার স্বশ্রমশাহী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলাম একটু সুস্থ হলে পৌঁছে যাব—শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠল না।' হঠাৎ মিসেস মিস্ত্রিরের গলার সুর পালটে গেল, 'এখন কেমন আছেন মিঃ মল্লিক?'

নীলা বলল, 'একটু ভাল।'

মিসেস মিস্ত্রির বললেন, 'তুমি কি শুনছে, বিদেশ থেকে যে ডাক্তারের আসার কথা ছিল তিনি আসতে পারছেন না। ইনফ্যান্ট আমি ইতিমধ্যে ডক্টর রোনাল্ড-এর সঙ্গে ফোন-এ কথা বলেছি। উনি একটা জ্বরী কাজে আটকে গিয়েছেন।'

নীলার চোখে-মুখে একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে এখন উপায়?'

মিসেস সিনহা বলল, 'আমরা ঠিক করেছি বোম্বের একজন স্টার, যেমন ধর, অমিত্যভ বচ্চন অথবা মিত্র চক্রবর্তীকে এনে পেশেন্টদের কাছে নিয়ে যাব। ওরা ফিল্ম স্টার দেখে খুব খুশী হবে। মন ভাল থাকলে রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি বাড়বে।'

মিসেস সিনহার যুক্তিতে খুশী হতে না পেরে নীলা বলল, 'তা তো বৃথলাম, কিন্তু সেটা তো কয়েক মিনিটের জন্যে, এতে কাজের কাজ কি হবে?'

মিসেস দত্ত মাথা নেড়ে বললেন, 'আঃ, এই মেয়েটা এত কম বোঝে! আরে ওরা এলে যে পার্াবলিসিটি হবে সেটার মূল্য কত তা জান? লোকের জানবে আমরা একটা কাজের কাজ করছি—আর তাতে টাকা পয়সার জন্যে লোকের কাছে এ্যাপ্রোচ করা সহজ হয়ে যাবে।'

কথাটা শেষ হতেই মিসেস মিস্ত্রির উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিন্তু নীলা একটা কথা, ওদের কলকাতা-বোম্বের যাওয়া-আসার প্রমোশন টিকিট, হোটেলের খরচ—আমি ধরে নিচ্ছি ওঁরা কোন পয়সা নেবেন না, ভবু হাজার কুড়ির মত খরচ আছে। আমি মনে করছি, ফাঁদ থেকে এখনই টাকটা না খরচ করে আমরাই বরং ডোপেট কর—তুমি অমিত্যভকে একবার বলবে?'

নীলা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, 'সরি, ওকে আমি টাকার কথা কখনই বলতে পারব না।'

মিসেস দত্ত বললেন, 'দরকার নেই। তুমি বরং মিঃ মল্লিককে বল। আমার ধারণা এরকম ভাল কাজে উনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন। আর তুমি তো বলেছিলে, উনি নাকি প্রায়ই খোঁজখবর নেন!'

নীলা ভেবে বলল, 'তা নেন। কিছু—'

মিসেস সিনহা বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'হে মাধবী, এত বিধা কেন? আরে তুমি তো টাকটা নিজের জন্যে চাইছ না—আর সেরকম হলে না হয় ফিল্ম স্টার এলে আমরা মিঃ মল্লিককে ওঁর সঙ্গে পরিচয় করে দেব, কাগজে ছবি বেরায়ে—'

এবার নীলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি আমার নিজস্ব টাকা থেকে পাঁচ হাজার দেব। আপনারাও এ একই এ্যামালিউটি দিলে সমস্যাটা আর থাকবে না। কি, কোন আপত্তি আছে?'

সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে নীলা বলল, 'আমি তাহলে এখন উঠি, শরীরটা একদম ভাল নেই।'

কৃশানু তার ঘরে বসে ফিলআপ করা ফর্মটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাছিল, এমন সময় অমিত্যভ মল্লিক এসে হাজির। হঠাৎ এই সময় অমিত্যভকে দেখে কৃশানু নার্ভাস হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আরে আপনি! আসুন, বসুন।'

অমিত্যভ ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার তেনে এনে বসে বলল, 'আচ্ছা, আপনার কাছে কাল গাড়ি নিয়ে যে মহিলাটি এসেছিল তার নাম কি?'

'কেন বলুন তো?'

'আমি প্রশ্ন করছি, আপনি উত্তর দেবেন!'

কৃশানু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, আপনার যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য হব কেন? এটা বেশ বাড়বাড়ি হচ্ছে না?'

অমিত্যভও মেজাজ দেখিয়ে বলল, 'না, হচ্ছে না। কারণ যদি সে আমাদের পরিবারের কেউ হয়, তাহলে উত্তর দিতে কিছু আপনি বাধ্য! আপনি ভুলে যাবেন না, আমার কাছ থেকে আপনি টাকা নিয়েছেন।'

কৃশানু আর কোন কথা বলতে পারল না। অমিত্যভর মুখের দিকে তাকিয়ে টেঁটা কামড়াতে লাগল।

অমিত্যভ কৃশানুর মনের ভাবটা বুঝতে পেরে বলল, 'গৌরী মল্লিক আপনার কাছে এসেছিল, তাই তো?'

'উত্তরটা তো আপনার ভালই জানা আছে।'

'চলাকি করার চেষ্টা করবেন না। ওটা কিছু আপনি ভাল পারবেন না।'

কৃশানু অতঃপর স্বীকার করে বলল, 'হ্যাঁ, উনি এসেছিলেন। আপনি যেমন নিজে থেকে আমার কাছে এসেছেন, উনিও তাই করেছেন—এতে আমার কোন হাত নেই।'

'তা না হয় মানলাম, কিন্তু বাবার ইনসিওরেন্স করার খবরটা ও পেল কি করে?'

'আমি কি করে জানব? নিজের বোনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।'

হঠাৎ এ ধরনের মন্তব্যে অমিত্যভ কৃশানুকে সাবধান করে বলল, 'আপনি ওই ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।'

‘আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?’  
‘অবশ্যই। বাবা যদি জানতে পারেন আপনি আমার সঙ্গে কথামত কাজ করবেন বলে এ্যাডভান্স নিয়েছেন, তাহলে—’

কৃশানু এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, ‘আপনার টাকা আমি এখনই ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছি। অমিতাভ মুচকি হেসে বলল, ‘টাকা ফেরৎ দিলেও নেওয়াটা আপনি তো অস্বীকার করতে পারবেন না, বরং তাতে নিয়েছিলেন যে সেটা ইম্পট প্রমাণিত হয়ে যাবে। যাক গে, ছেড়ে দিন এসব কথা, কাজ কন্দুর এগোল?’

‘এগিয়েছে।’  
‘গুড! গৌরীকে নিশ্চয়ই বলেছেন আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এবং ঠিক কি প্রস্তাব দিয়েছি—কি, বলেছেন তো?’  
কৃশানু হেসে বলল, ‘আপনি আমার কাছে এসেছেন সেটা এখানে আসার আগেই উনি জানতেন।’

অমিতাভ চমকে উঠে বলল, ‘তাই নাকি।’ মনে মনে কি যেন ভাবতে লাগল। তার চোখের সামনে নীলার মুখটা ভেসে ওঠে, চোখ দুটো কাঁপতে থাকে।  
এবার কৃশানু অমিতাভকে আশস্ত করল, ‘আপনার প্রস্তাবের কথা ঠিক আমি বলিনি। অমিতাভ স্বস্তি পেয়ে বলল, ‘তাহলে কি বলেছেন?’  
‘এমনি খবর নিতে এসেছিলেন—’

‘আচ্ছা গৌরী কি চাইছে?’  
‘আসলে আপনার বাবার যেন কোন ক্ষতি না হয় এমন কাজ করতে বলেছেন।’  
‘বাবা?’  
‘কৃশানু?’

অমিতাভ একটু থেমে প্রসঙ্গ পাটে বলল, ‘যাক গে, এটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। আমি বোঝাপড়া করে নেব। এখন বলুন কি অবস্থা?’  
কৃশানু বলল, ‘ইনসিওরেন্স আপনার বাবার ইচ্ছানুযায়ী করানো যাবে না বলে উনি ভাবছেন কোন ভাল কোম্পানিতে টাকাটা ইনভেস্ট করবেন।’

‘তারপর?’  
‘তারপর পাঁচ বছরে টাকাটা ডবল হয়ে যাবে।’  
‘নমিনি থাকছে?’  
‘হ্যাঁ।’  
‘কে?’  
‘এখনও কিছু বলেনি। বোধহয় ভারত সেবাশ্রমকেই টাকাটা দিবেন।’  
‘কত টাকা?’  
‘দশ লক্ষ।’

অমিতাভ কৃশানুকে দৃষ্টি গলায় বলল, ‘এ্যামাউন্টটা ঠিক বলে বাড়াবার চেষ্টা করুন। কৃশানু বোঝাবার চেষ্টা করল, ‘দেখুন টাকাটা ওঁর, উনি যা ভাল মনে করবেন—’  
অমিতাভ বলল, ‘আপনি একবার বলে দেবেন না—। আর হ্যাঁ, ইনসিওরেন্স-এর ফর্ম-এর ব্যাপারে যা যা করতে বলেছিলাম এবারও কিছু তাই করবেন। সেই কলম দুটো আছে তো?’

কৃশানু বলল, ‘হ্যাঁ। কিন্তু কলম দুটোর রহস্য এখনও বুঝতে পারছি না।’  
‘সময় হলে বুঝিয়ে দেব। কোন কলম দিয়ে সেই করাবেন মনে আছে তো?’  
কৃশানু মাথা নেড়ে বলে, ‘হ্যাঁ।’  
অমিতাভ এবার পকিট থেকে পার্স বের করে পাঁচশো টাকা টেবিলে রেখে বলল, ‘কিন্তু ভাই, দশ লক্ষ টাকার কলমের মতো বাড়ি হয় না কারো! তবে কলকাতার আশেপাশে ছোট্ট ফ্ল্যাট খুঁজতে শুরু করুন, সেটা এই ভাড়া বাড়ি থেকে বেটার হবে নিশ্চয়ই। আর কাজটা হয়ে গেলেই আমাকে এই নাশ্বারে ফোন করবেন। ফোনে কিছু আপনার নাম বলবেন না, শুধু টাইটেল বললেই হবে।’

অমিতাভকে দরজার দিকে এগোতে দেখে কৃশানু ডেকে বলল, ‘কিন্তু মনে করবেন না, টাকাটা নিয়ে যান।’  
অমিতাভ জোর দিয়ে বলল, ‘না, ওটা আপনাকে নিতে হবে। একটা কথা মনে রাখবেন, একপশলা বৃষ্টিতে মাটি ভেঙ্গে না ভাল করে। গাছ বড় করতে হলে রোজ জল দিতে হয়। আপনি আগে নিজে বাঁচুন, তারপর তো আমার বাবার নাম করবেন।’  
‘যানিকটা এগিয়ে গিয়ে শিখন ফিরে বলল, ‘বিশ্বাসঘাতকদের কিছু ভগবানও সাহায্য করে না।’ বলে আর একমুহূর্ত দাঁড়াল না।

॥ ১১ ॥

মহিলা সমাজসেবা সংগঠনের জরুরী আলোচনা সভা শেষে নীলা গাড়িতে ফিরছিল। আকাশেমি অন্ধ ফাইন আটস-এর সামনে হঠাৎ একজনকে দেখে সে গাড়ি থামাতে বলল। ছেলোটর পরনে ছিল জিনস, চেকসার্ট আর কাঁধে একটা কোলা ব্যাগ। নীলা গাড়ি থেকে নেমে ছেলোটর কাছে চলে এল, ‘কেমন আছ, কাগুন?’

কাগুনও অঝব হয়ে গেল নীলাকে দেখে। বলল, ‘আরে কি আশ্চর্য! তুমি?’  
‘এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমার কি কোন একজিবিশন চলাছে এখানে?’  
‘আরে না না, একটা জরুরী কাজে এসেছিলাম। তারপর বল, কেমন আছ?’  
নীলা খুশী খুশী মুখে বলল, ‘ভাল। তুমি?’  
‘এই চলে যাচ্ছে। ওঃ অনেকদিন বাদে তোমাকে দেখলাম। আমি যখন ফ্রান্সে ছিলাম তখনই তোমার বিয়ের খবর পেয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ের পর তুমি দেখতে আরও সুন্দর হয়েছ।’

নীলা ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, ‘শুনে ভাল লাগল।’  
কাগুন আবার জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি ভেতরে যাচ্ছিলে?’  
‘না, না। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ তোমার চেহারাটা খুব চেনা-চেনা লাগতে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। এখন তো তুমি খুব নামী শিল্পী, খুব ভাল লাগে ভাবতে।’  
‘কি বলছ তুমি, কিছুই আঁকা হয়নি এ পর্যন্ত! আমার কথা বোদ্ধা দাও তো। তুমি কি করছ বল? আচ্ছা কবিতা লেখা কি ছেড়ে দিয়েছ? আর বিশেষ যোগ্যতা পড়ে না কেন?’  
নীলা কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, ‘রাস্তায় দাঁড়িয়েই গল্প করবে?’  
‘ও হ্যাঁ, কিন্তু নীলা আজ যে খুব জরুরী একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার! তোমার টেলিফোন নাশ্বারটা দেবে?’

নীলা বলল, 'খুব ভাল হয় যদি তোমার নাথারটা আমাকে পাও।'  
 কাশন আর কোন কথা না বলে হিপককেট থেকে কার্ড বের করে এগিয়ে দেয়।  
 নীলা কার্ডটা দেখতে দেখতে বলে, 'বিয়ে করছে?'  
 'হ্যাঁ করে হেসে কাশন বলল, 'পাগল। ছবি একে যে পেট ভরে তা এখনও কোন মেয়ের বাবা বিশ্বাস করে না। পারলে একদিন এসো। খুব ভাল লাগবে। আজ চল—' কাশন ভেতরে চলে গেল।

নীলা ঠিকানাটা দ্যাখে। বি ডি তিনশ একুশ, সেন্টলেক। ড্রাইভারকে বলল, 'সেন্টলেকের বি ডি রু-এ চল।'

আদিনাথের নির্দেশমত কশানু ঠিক সময়ে আদিনাথবাবুর বাড়িতে এসেছে। হলঘরে বসে অপেক্ষা করছে। বেশ কিছুক্ষণ বাদে আদিনাথ ঘরে ঢুকতেই কশানু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নমস্কার স্যার।'

কশানুকে ইশারায় বসতে বলে নিজেও তাঁর চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসেছ?'  
 'হ্যাঁ স্যার। সব তৈরী। হঠাৎ এ বাড়িতে আসতে বললেন?'  
 আদিনাথ গম্ভীর মুখে বললেন, 'আজ বাড়িটা ফাঁকা, ডাবলাম কথা বলতে অনুবিধে হবে না। কিন্তু আমি অনাবশ্যক কৌতূহল পছন্দ করি না। আমি তোমাকে আসতে বলেছি, তুমি এসেছ—ব্যাস।'

কশানু আর কথা না বাড়িয়ে ব্যাগ থেকে ফর্মগুলো বের করে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এখানে আপনি সই করবেন।'

'কলমটা?'  
 কশানু হুত কলমটা এগিয়ে দেয়।  
 আদিনাথের হঠাৎ সন্দেহ হতে জিজ্ঞেস করলেন 'পাঁচটা ফর্ম কেন?'  
 কশানু বলল, 'ঢাকাটা আমি পাঁচ ভাগে ভাগ করে দিয়েছি।'  
 আদিনাথ পাঁচটা ফর্মে সই করে কলমটা কশানুকে দিতে কশানু সেটা ব্যাগে রেখে দিয়ে ফর্মগুলো ভাল করে দেখতে লাগল।  
 একটা জায়গায় এসে কশানুর চোখ থেমে গেল। আদিনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা নমিনি তো ভারত সেবাপ্রমই থাকবে?'

'হ্যাঁ।'  
 'আসলে ওটা আমি লিখিনি। যদি আপনি নিজের হাতে লিখে দেন!'  
 আদিনাথ আবার কলমটা চাইতে কশানু দ্বিতীয় কলমটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে—'  
 আর একটা কলম দেখে আদিনাথ হেসে বললেন, 'তুমি একসঙ্গে এতগুলো কলম দিয়ে লেখ হে। এটা তো বেশ নামী কলম বলে মনে হচ্ছে। কোথা থেকে কিনলে?'  
 হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্নে কশানু একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'না স্যার, একজন প্রজেন্ট করেছে।'  
 আদিনাথ মুখে একটা গম্ভীর শব্দ করে বললেন, 'আমি হচ্ছে করলে পরে নমিনি চেষ্টা করতে পারি নিশ্চয়ই?'

'তা পারবেন। কিন্তু চেষ্টা করার কি প্রয়োজন হবে?'

'তুমি এটা কবে জমা দেবে?'  
 'আজ যদি চেক দেন, তাহলে কালকেই—'  
 কি মনে হল, আদিনাথ কিছু না লিখে বললেন, 'তাহলে নমিনির জায়গাটা এখন ব্র্যান্ড থাক। কাল জমা দেবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'কিছু কোথায়?'  
 আদিনাথ একটু ভেবে বললেন, 'নাঃ থাক। সকাল সাড়ে নটায়ে তুমি এখানেই এসো। তখনই চেকটা নিয়ে যেও। একটা কথা কশানু, আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছি—কিন্তু কেউ আমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করলে আমি তাকে কমা করি না।'  
 হঠাৎ বাড়ির সামনে গাড়ির হর্ন বেজে উঠল।

আদিনাথ ঘড়িটা দেখে বললেন, 'এখন তুমি যেতে পার, কশানু।'  
 কশানু ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায়। দরজার মুখে প্রফেসর রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মুখোমুখি দেখা হলেও কোন কথা হয় না।

প্রফেসর রায় ঘরে ঢুকে আদিনাথকে দেখেই বলে ওঠেন, 'গুড মর্নিং, মল্লিক।'  
 আদিনাথও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 'গুড মর্নিং, এমসো এমসো।'  
 'তুমি আমাকে বাড়িতে আসতে বলার পর ডাবছিলাম তোমার ব্যবসা কি বন্ধ হতে বসেছে?'

আদিনাথ হেসে বললেন, 'হঠাৎ তুমি এরকম ভাবতে গেলেনই বা কেন। একটা কথা কি জান, আকাশে শ্বেন উড়তে শুরু করলে পাইলট মাঝে মাঝে ককপিট থেকে বেরিয়ে এসে প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে গল্প করে যায়, দ্যাখনি?'  
 প্রফেসর রায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন, 'তাই বল। আমি তো চিন্তায় পড়েছিলাম, কি জানি শরীর খারাপ হল কিনা।'

আদিনাথ সোফায় বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি যাবে বল? চা না কফি?'  
 রায় মাথা নেড়ে বললেন, 'নাথিং। মেয়ে কোথায়? গৌরীকে অনেকদিন দেখিনি।'  
 'নেই।'

'নেই মানে? আজ মর্নিংওয়াচ করার সময় যে বললে সে এসেছে?'  
 আদিনাথ মাথা নিচু করেই বললেন, 'আরে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম সে চলে গেছে।' উঠে এসে রায়ের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'আমার কি মনে হয় যেন রায়, আমি বোধহয় আর এদের কাছ থেকে কখনই শান্তি পাব না। আমি জানি ছেলেমেয়ের কাছ থেকে কিছু আশা করা অন্যায্য, ডুল—এতে দুঃখ ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। তবু গৌরীটাকে আমার একটু অন্যরকম মনে—হত। ও যা চেয়েই করতে দিয়েছি। বড় ছেলে তাই নিয়ে আজকাল খুব কথা শোনায়। অথচ গৌরীই বারবার বুঝিয়ে দেয় তার ইচ্ছামত সে আমার অবধা হবে।'

রায়ও আদিনাথের মনের কষ্ট কিছুটা অনুভব করতে পেরে বললেন, 'আদিনাথ, আমি বিয়ে-থা করিনি ঠিকই, কিন্তু তোমার সমস্যা বুঝতে পারি।'

আদিনাথ বললেন, 'দ্যাখ, টাকাপয়সার সঙ্গে বাইরের শত্রুর সংখ্যাও তো ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। ব্যবসারটা এখন প্রায় যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে কাজ শিখছিল যে লোকটা,

সে-ই এখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য তাদের ট্যাকল করতে আমার অসুবিধে হয় না। তবে ইলানীং আমার সবসময়ই রুনে হয়, আমি শব্দপুর্নীতে হাস করছি।'

'একথা মনে হচ্ছে কেন?'

'এসের চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, এরা যে কোন মূহুর্তে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। বুঝলে রায়, আঙ্কাল মাকেমাবেই মনে হয় আমি হয়তো আর কেশীদিন বাঁচব না।'

রায় হো হো করে হেসে বললেন, 'মাই গড! তুমি বেশ বাড়াবাড়ি রকমের ভাবনা ভাবছ। আফটার অল ওরা জানে তুমি ওদের জন্যে কি স্যাকরিফাইস করছে—এটা তো ঠিক, যে ব্যসে তোমার স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন সেই ব্যসে অনেক বাড়াবাড়ি আবার বিয়ে করে—'

আদিনাথ বললেন, 'আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যুর কথা বলিনি—'

'তার মানে?'

'আমি যে কোনদিন খুব হয়ে যেতে পারি, রায়!'

'কোন ঘটনা থেকে তোমার মনে এই সন্দেহ এসেছে আদিনাথ?'

'ঘটনা নয়, এসেছে অনুভূতি থেকে। আমার সিঙ্গু সেল খুব প্রবল—বাই দি বাই, তোমাকে ডেকেছি অন্য কারণে, আমি কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি—'

'ভেরি গুড!'

'আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

একটু চিন্তা করে রায় বললেন, 'দেখ আদিনাথ, কুড়ি বছর ধরে যে তোমার দেখা পায়নি, এতদিন পরে সে নিজেও দেখা করতে ইচ্ছুক কিনা—আমার মনে হয় সেটা আগে জানা দরকার। কুড়ি বছর আগে হয়তো তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী সে চলতে রাজী ছিল, কিন্তু সময় মানুষকে বদলাতে সাহায্য করে। এটা ভাবছ না কেন, সে-ও তো বদলে যেতে পারে!'

'কেন, তোমাকে সে কিছু বলবে?'

'কি বিষয়ে?'

'এই আমার ব্যাপারে?'

রায় বললেন, 'সে সুযোগ পেল কোথায়? এখন সে আগরতলার কোন একটা কুলে পড়ায়। দুটো ছুটির সময় এখানে আসে, তখন কথা হয়—অবশ্য সে-কথা অন্য কাউকে নিয়ে নয়।'

আদিনাথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে জিজ্ঞাসা করেছিলে কেন কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি?'

রায় খুব শান্তভাবে বললেন, 'কারণ সে আগামীকাল আগরতলার পাট চুকিয়ে দিয়ে পাকাপাকিভাবে চলে আসছে কলকাতায়। তার চাকরিজীবন শেষ হয়ে গেছে। চড়াশোক ধর্মশোক হবার পর সম্যাসী হতে পারেননি কারণ তিনি তাঁর সমস্ত পাগাচরণের প্রায়শ্চিত্ত করেননি বলে। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে প্রত্যেক মানুষের ভাবা দরকার কোন প্রায়শ্চিত্ত বা কি আছে কিনা—'

আদিনাথ অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার কি মনে হয়, আমি কোন পাপ করেছিলাম?'

রায় এবার বেশ গভীর হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। তুমি ভুলে গেছ, একটা মেয়ের মনে মনের ষীজ্বল তুমি সরে দাঁড়িয়েছিলে, তাকে কোনভাবেই পরিচায়ী করো নি, তাকে বড় হতে দাওনি।'

আদিনাথও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু কেন দিইনি তা কি তোমার অজানা প্রফেসার?'

'আমার সঙ্গে সে একমত হতে নাও পারে।'

হঠাৎ আদিনাথ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'রায়, তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু। তুমি বিশ্বাস কর, আমি সত্যি বাঁচতে চাই। চারপাশের সমস্যাগুলো আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছে, তাই ওর সঙ্গে কথা বললে—'

রায় কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বললেন, 'বুঝতে পারছি তোমার অবস্থা। বেশ, আমাকে আগে কথা বলতে দাও।'

আদিনাথ মনে জোর পেয়ে বললেন, 'যেমন করে হোক ওকে রাজী করতেই হবে তোমাকে।'

রায় বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'মুশকিল হচ্ছে, এখন ওর বয়স আটটা। অষ্টাদশী হলে একটা কথা ছিল—তাহাড়া আমার মনে হয় তোমারও এখন একটু ভাবা দরকার। কারণ তোমার ছেলেরা, মেয়ে, বউমা এই মূহুর্তে ব্যাপারটা কখনই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারবে না।'

আদিনাথ ভেবে বললেন, 'তা আমিও জানি।'

রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

রায়কে উঠে দাঁড়াতে দেখে আদিনাথ বললেন, 'তুমি কি চলে যাচ্ছ, প্রফেসার?'

হঠাৎ গলার স্বর অতুত শোনাল আদিনাথের। প্রফেসার জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার আদিনাথ, তুমি কি দুর্বল হয়ে পড়ছ?'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সামলে নিয়ে বললেন, 'দুর্বল! আমি? না না, আমি দুর্বল হব কেন? তুমি পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করতে পার, দেখবে সবাই একবাক্যে বলবে আমার মত শক্তমানের মানুষ তারা কখনও দ্ব্যর্থনি। এখন ওসব কথা বাদ দাও, তুমি শুধু একবার আমাদের দেখা করিয়ে দাও—ন্যাটস্! অল!'

রায় আর কোন কথা না বলে মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আদিনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কৃশানু সোজা সৌরীর বাড়িতে এসে পৌঁছল। দুবার বেলা টিপতেই কাজের মেয়েটি এসে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

কৃশানু বলল, 'সৌরীদেবী আসছেন?'

'আপনার নামটা?'

'কৃশানু দত্ত।'

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথেকে আসছেন?'

কৃশানু পকেট থেকে কার্ডটা বের করে বলল, 'এই কার্ডটা উনি আমাকে দিয়েছিলেন—বলুন, ইনসিওরেন্স এজেন্ট।'

মেয়েটি কি ভেবে অপেক্ষা করতে বলে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কৃশানু পকেট থেকে বুলবল বের করে মুখটা ডাল করে মুছে নিল। চিন্তনি বার করে চুলটাও আঁচড়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা আবার খুলল মেয়েটি বলল, 'আপনি ঘরে এসে বসুন।'

বেশ বড় হলঘর, আধুনিক আসবাবপত্র সাজানো। কৃশানু একটা চেয়ারে বসে চারদিক

ভাল করে দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে ভেতরের ঘরের দরজা খুলে এসে ঢুকল গৌরী। পরনে ছিল একটা লালরঙের গাউন যার কোন হাতা নেই, বুকের দুপাশ থেকে স্ট্রাপ উঠে গিয়ে ঘাড়ে গিঁট পাকিয়েছে। সাদা দুটো হাত বড্ড বেশী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গৌরীর এধরনের পোশাক দেখে কৃশানুর গলা শুকিয়ে গেল, মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

গৌরী হেসে বলল, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম! আজ কি সৌভাগ্য!'  
কৃশানু কিছু না ভেবেই বলল, 'আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা ছিল গৌরীদেবী।'  
গৌরী কিছু ওই কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, 'আমি ভাবতেই পারিনি, আপনি এত তাড়াতাড়ি এখানে আসবেন!'

কৃশানু কিছু-কিছু করে বলল, 'না, মানে এখন একটা সমস্যা—'  
গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ঠিক আছে। আমি তো বলেছি আপনাকে সাহায্য করব। আরে বলুন না! আগে বলুন কি খাবেন—ঠাণ্ডা না গরম?'  
'না না, কিছু না।'

হঠাৎ কি মনে হতে গৌরী কাজের মেয়েটির কাছে গিয়ে কিছু বলতেই মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটি বেরিয়ে যেতেই গৌরী কৃশানুর কাছে এসে বলল, 'এইটে আমার রিহাসাল রুম। কেমন লাগছে?'

'খুব ভাল।'  
'বাবা ইন্ডেস্ট্রিয়েল-এ রাজী হয়েছেন?'  
'হ্যাঁ হয়েছেন।'  
গৌরী মনে মনে খুশী হল, 'বাঃ! তাহলে আপনি মোটা কমিশন পাচ্ছেন?'  
'তা মন্দ নয়—'

'বাবা কি সঙ্গে সঙ্গে চেক দিয়েছেন?'  
'না। বলেছেন আগামীকাল দেবেন।'  
'কত?'  
'দশ লক্ষ।'

গৌরী এবার চুপি চুপি কৃশানুকে বলল, 'চেকটা পাওয়ার আগে এখানে চলে আসবেন। এখন থেকে জমা দিতে যাবেন—কথাটা মনে থাকে যেন।'  
কৃশানুকে কিছুটা অন্যমনস্ক দেখে গৌরী আবার বলল, 'কি ভাবছেন?'  
কৃশানু বলল, 'না, ঠিক আছে।'

গৌরী একটু ভেবে বলল, 'একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি, চেকটায় আমি নিজের হাতে গোলামাল করে দিতে চাই-'  
কৃশানু অর্থাৎ হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তাহলে তো চেক বাউন্স করবে!'  
'হ্যাঁ, আমি সেটাই চাই।'

'কিন্তু উনি তো বাউন্স হবার কারণ জিজ্ঞেস করবেন?'  
একটু মিষ্টি হেসে গৌরী বলল, 'সেটা আপনাকে একটু ম্যানেজ করতে হবে।'  
'কিন্তু তাতে মনে হয় না খুব অসুবিধে হবে। কারণ উনি নিশ্চয়ই নতুন চেক দেবেন।'  
গৌরী বোঝাল, 'সঙ্গে সঙ্গে দেবেন মনে হচ্ছে না। অবশ্যই চিন্তা করবেন। আর বাবা

যেয়কম টেনশনে আছেন, এই সময়ের মধ্যে কিছু একটা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।'

এবার কৃশানু একটু ভয় পেয়ে গেল, কাতর গলায় বলল, 'একটা কথা বলব?'  
গৌরী নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'সেখান, এসব করলে আমার খাটুনিই সার হবে। তার চেয়ে নমিনি হিসেবে যদি আপনার নাম মিস্টার মল্লিক লিখে দেন, তাহলে কি ভাল হয় না?'  
গৌরী ব্যাপারটাকে অসম্ভব ভেবে বলল, 'কাজটা অত সহজ মনে করবেন না। আর বাবা আমাকে নমিনি করবেনই বা কেন?'

কৃশানু একটু ভেবে বলল, 'একটা চেষ্টা তো করা যেতে পারে।'  
গৌরী বলল, 'মনে হয় না খুব সুবিধে হবে। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, আপনার সমস্যাটা কি?'  
কৃশানু চুপি চুপি বলল, 'অমিতাভবাবু চাইছেন নমিনি হিসেবে তাঁর নাম দিতে!'  
গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'দাদা তো চাইতেই পারে, কিন্তু বাবা কি রাজী হবেন?'

কৃশানু এবার গলার স্বর আরেকটু নমিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে উনি আমাকে দিয়ে ফর্ম কিছু কারচুপি করাতে চান।'  
কৃশানুর কথায় গৌরী উৎসাহ পেয়ে বলল, 'ও, তাই বলুন! তা আপনি কি চিন্তা করছেন?'  
একটা কথা কি জানেন, জীবনে আমি কখনও জালিয়াতি করিনি—কিন্তু উনি আমাকে এমন ফাঁদে ফেলেছেন—কি যে করি—'

'কি রকম?'  
'কিন্তু উনি আগে উনি জোর করে আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তখন তো বুঝিনি এর রহস্যটা। এখন সেই টাকার কথা বলে আমার গুণ চাপ দিচ্ছেন। আমি ভাবছি আপনার বাবাকে সব কথা বলে দেব—'

গৌরী সোফায় বসে শুনছিল। কৃশানুর শেষের কথায় ব্যস্ত হয়ে উঠে এসে বলল, 'না, কখনও না। ফর্ম আপনি নিজের হাতে ফিলআপ করেছেন—কি, তাই তো?'  
কৃশানু বলল, 'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা এখন বলুন তো, দাদা আপনাকে কি করতে বলেছে?'  
কৃশানু রহস্যটা খুলে বলল, 'উনি দুটো কলম দিয়ে বলেছিলেন একটায় আপনার বাবাকে দিয়ে সই করাতে, অন্যটায় ফর্ম লিখতে।'  
শুনে গৌরীর মুখটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বুশীতে বলল, 'আচ্ছা!'  
কৃশানু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা গৌরীদেবী, আপনি কি জানেন, আপনার বাবা কখনই সঙ্গে কলম রাখেন না?'

গৌরী বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে রাখি, এ যুদ্ধে কিছু আমি জিততে চাই।'  
কৃশানুকে আবার চিন্তিত মনে হল, 'যুদ্ধ বলছেন কেন?'  
গৌরী বলল, 'হ্যাঁ যুদ্ধ। দাদার সঙ্গে আমার। আমাকে সাহায্য করবেন না?'

কৃশানু বলল, 'সেটা যদি না চাইতাম, তাহলে আপনার দাদার কথাটা কেন বললাম আপনাকে?'

গৌরী আনন্দে কৃশানুর হাত দুটো চেপে ধরে বলল, 'থ্যাঙ্কু, থ্যাঙ্কু !'  
 পাশের ঘর থেকে ঠিক তখনই বেতনুর্মের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল ববি।  
 গৌরীকে ওই অবস্থায় দেখে রাগে দাঁতে দাঁত চেপে কাছে এসে চৌঁচিয়ে বলল, 'ইউ, ইউ  
 বিচ, আমাকে ভেতরে বসিয়ে রেখে বাইরের ঘরে প্রেম করা হচ্ছে ! প্রেম !'  
 গৌরীও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলল, 'শাট আপ ! আমার ফ্ল্যাটে এসে আমার ওপর  
 চোখ রাঙাবে না বলে দিচ্ছি। মানে রেখে, আমি তোমার বিয়ে করা বউ নই !'  
 আর কোন কথা না বলে ববি ছুটে এসে কৃশানুকে সোফা থেকে টেনে দাঁড় করিয়ে বলে,  
 'ইউ সোয়াইন, গেট আউট ফ্রম হিয়ার ! এখনই বেরিয়ে যান।'  
 কৃশানুও উপায় না দেখে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চায়। কিন্তু ক্ষিপ্ত  
 ববি তখনই হাঁটু দিয়ে ওর পেটে আঘাত করতেই কৃশানু ছিটকে গিয়ে সোফার ওপর পড়ল।  
 গৌরীও তখন ছুটে গিয়ে ববিকে বাধা দেয়। হাত ধরে টেনে অনুরোধ করল, 'ও ববি, স্লিজ,  
 তুমি বিশ্বাস কর—ও আমার সঙ্গে প্রেম করছে না। ও একজন অর্ডিনারী ইনসিওরেন্স এজেন্ট,  
 তুমি কি করে ডাবলে অফিস ওর সঙ্গে প্রেম করতে যাব ?'  
 ববি তখনও রাগে ফুঁসছিল। চিৎকার করে বলল, 'ইনসিওরেন্স এজেন্ট ? তাহলে ওর  
 এখানে কি দরকার ? টেল মি, ও এখানে এসেছে কেন !'  
 গৌরী কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল, 'তার মানে, সব কথা তোমাকে বলতে হবে নাকি ?'  
 'হ্যাঁ হবে। বিকল্প আই লাভ ইউ।'  
 গৌরী হেঁট বৈকিয়ে বলল, 'না। তুমি জেনে রাখ, গৌরী মস্ট্রিক কারও স্নেহ নয়। আমার  
 ব্যাপারে তুমি কখনও নাক গলাবে না, তাহলে এখানে আসা তোমাকে বন্ধ করতে হবে।'  
 ববি তখনই এগিয়ে গিয়ে গৌরীর কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, 'কি বললে ?'  
 গৌরী একটানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ডোন'ট টাচ মি, আই হেট ইউ !'  
 এতে আরও বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে গৌরীর চুলের মুঠি ধরে টান দিয়ে বলল, 'কি বললে,  
 ইউ হেট মি ? তুমি আমাকে ভিচ করতে চাইছ ?'  
 চুলে প্রচণ্ড চাপ পড়ায় গৌরী চিৎকার করে উঠলেও ববি তখনও চৌঁচাতে লাগল, 'এখনও  
 বল, ইউ হেট মি !'  
 গৌরীও এতটুকু ভয় না পেয়ে সমানভাৱে চৌঁচাতে লাগল, 'আগে কখনও করিনি ঠিকই,  
 কিন্তু তুমি আমার এ্যাবসেন্স—এ মডেল মেয়েদের সঙ্গে ফ্লাট কর আমি জানি। তবুও কিছু  
 বলিনি—কিন্তু আর না, আই উইল নট এ্যালাও ইউ !'  
 কথাটা শোনামাত্র ববি ওই অবস্থায় এক ধাক্কা মারতে গৌরীর মাথাটা দেওয়ালে ঠুক  
 গেল। মুখ দিয়ে একটা কবুণ আঁতামাভা বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।  
 ববি ওই দৃশ্য দেখে একটু ভয় পেয়ে গেল। একটু এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে গৌরীকে  
 দেখল। কোন কথা না বলে চুপি চুপি উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।  
 কৃশানু এতক্ষণ পেটে হাত রেখে সোফায় বসেছিল। হঠাৎ দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেয়ে  
 কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে গৌরীর কাছে গিয়ে ডাকল, 'গৌরী দেবী, গৌরী দেবী !'  
 কোন উত্তর না পেয়ে কৃশানু বেশ ভয় পেয়ে গেল। নিজের যত্নপর কথা ভুলে গিয়ে  
 ঘর থেকে বেরিয়ে যায়—তাড়াতাড়িতে দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেল।  
 সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় কাক্সের মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মেয়েটি একটা বড়

প্যাকেট হাতে ওপরে উঠছিল, দুজনের চোখাচোখি হল কিন্তু কোন কথা হল না। দরজা বন্ধ  
 করে মেয়েটি মিঠি হেসে ওপরে উঠে গেল। বাইরে এসে কৃশানুর একটু ভয় হল। মেয়েটি  
 যদি গিয়ে দেখে গৌরী মারা গেছে। কি করবে ভেবে পায় না। পকেট থেকে বুয়াল বের  
 করে মুখ মুছতে মুছতে হঠাৎ তার খোয়াল হল হাতে ব্যাগটা নেই। ওপরে উঠবে কি উঠবে  
 না ভাবতে লাগল। তারপর কি মনে হল, ওপরে উঠে গিয়ে প্রথমে দরজায় কানটা রেখে  
 ঘরের ভেতরের পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করল। কিছুই বুঝতে না পেরে বেলটা টিপল। পর  
 পর তিনবার টিপতে দরজাটা খুলে গেল।  
 কৃশানুকে দরজার সামনে দেখে মেয়েটি বলল, 'কি ব্যাপার, আপনি ?'  
 কৃশানু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'না, মানে একটা ব্যাগ ফেলে গিয়েছিলাম সোফার ওপরেই—'  
 মেয়েটি বলল, 'বেশ তো, আসুন।'  
 কৃশানু ঘরে ঢুকে দেখল সোফার ওপর ব্যাগটা নেই। গৌরীকেও ঘরে দেখতে পেল না।  
 এদিক ওদিক দেখে বলল, 'এখানেই তো রেখেছিলাম—'  
 মেয়েটি বলল, 'আপনি বসুন।'  
 মেয়েটি বলল যেহেতু কৃশানু সোফাটার ওপর বসে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর  
 সোফার নিচেটা দেখল, গৌরী যেখানে পড়ে গিয়েছিল সে জায়গাটাও দেখল—কিন্তু কোথাও  
 দেখতে না পেয়ে আবার সোফায় বসে ভাবতে লাগল।  
 এমন সময় বাইরের দরজায় টোকা পড়ল। কৃশানু ভয়ে একেবারে আড়ট হয়ে রইল।  
 দ্বিতীয়বার বেল বাজতে কৃশানু উঠে গিয়ে দরজাটা খুলতেই একজন মেকআপ নেওয়া  
 সুন্দরীকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই ?'  
 'আমার নাম প্রিয়ংবা, গৌরীর বন্ধু—গৌরী আছে ?'  
 'কৃশানু কিছু-কিন্তু করে বলল, 'আছে, কিছু—'  
 'ও, বুঝ বাস্তব বুধি ?'  
 'না না। আপনি আসুন।'  
 কৃশানু সরে দাঁড়াতেই প্রিয়ংবা ঘরে ঢুকে বলল, 'কিন্তু আপনাকে এর আগে কখনও  
 দেখিনি—'  
 কৃশানু চটপট বলল, 'পাবেন কি করে, আমি তো আজই প্রথম এলাম।'  
 প্রিয়ংবা বলল, 'আপনি কি গৌরীর দেখা পেয়েছেন ?'  
 কৃশানু কি করবে ভেবে না পেয়ে বলল, 'না, মানে ঠিক আছে—আমি বরং পরে আসব।'  
 প্রিয়ংবা অবাক হয়ে বলল, 'সে কি ! আপনি তো ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, তাহলে  
 কথা বলে যান। বসুন বসুন। আমাকে হয়তো আপনি চিনবেন না—'  
 কথাটা শেষ না হতেই কৃশানু বলল, 'হ্যাঁ চিনতে পেরেছি, মানে টিভিতে আপনাকে মাঝে  
 মাঝেই দেখি।'  
 'নিকরয়ি খুব খারাপ লাগে।'  
 'না না, খুব ভাল।' হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'মনে হচ্ছে ওঁর আসতে দেবী হবে। আমি  
 আজ উঠি তাহলে।'  
 কৃশানু দরজার দিকে এগোতেই পাশের দরজাটা খুলে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে  
 গৌরী। মাথায় ব্যাড্জেল, পেছনে কাক্সের মেয়েটি। চেহারা একেবারে বিস্ময়। গৌরী ইশারা

করতেই মেয়েটি ভেতরে চলে গেল। গৌরীর ওইরকম চেহারা দেখে প্রিয়ংবদা স্থির থাকতে পারল না। একটা আর্দানাদ করে তখনই গৌরীর কাছে ছুটে গেল। গৌরীকে জড়িয়ে ধরে সোশায় শূঁয়ে দিয়ে প্রিয়ংবদা পাশে বসল। কৃশানু কিছুটা দূরে চূপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছিল।

গৌরীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে প্রিয়ংবদা কৃশানুকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আচ্ছা, ও যে এতটা অসুস্থ তা আপনি জানতেন?'

কৃশানু কিছু বলার আগেই গৌরীই বলল, 'উনি জানবেন কি করে? উনি তো চলে গিয়েছিলেন!'

প্রিয়ংবদা গৌরীর কথায়/অবাক হয়ে বলল, 'সে কি! উনিই তো আমাকে দরজা খুলে দিলেন!'

এবার কৃশানু বলল, 'ঠিকই। আমি চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু সঙ্গে ব্যাগটা না থাকায় মনে হল এখানে ফেলে গিয়েছি—তাই ফিরে এসেছিলাম।'

প্রিয়ংবদা আর কোন কথা না বলে গৌরীকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে তোমার, গৌরী?'

'দেখতেই তো পারছ, মার খেয়েছি!'

'সে কি! কে মারল?'

'নামটা আর না-ই বা করলাম, তোমার শুনতে ভাল লাগবে না।'

প্রিয়ংবদার সন্দেহ হতে গৌরীর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কে, ববি? কিছু কেন?'

গৌরী নিস্তেজ গলায় বলল, 'কিছুই না, ঘরে ঢুকে ওর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখে খেপে গিয়ে—বুঝলে প্রিয়ংবদা, আমি মরে যেতে পারতাম।'

প্রিয়ংবদা চোখ বড় বড় করে বলল, 'তার মানে? এত সাহস কি করে হল যে তোমার গায়ে হাত তোলে? স্কাউন্ডেল!'

গৌরী আন্তে আন্তে একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'বুঝলে প্রিয়ংবদা, এবার সময় হয়ে গেছে—তোমার আপত্তি নেই তো?'

প্রিয়ংবদা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কি ব্যাপারে?'

গৌরী বলল, 'এবার আমি অল আউট যেতে চাই। গৌরী মন্দিরের গায়ে হাত দিয়ে ববি নিস্তার পাবে না। আমি ওকে চড়াভ শিখা দেব।'

'কিছু কি ভাবে?'

গৌরীকে চূপ করে থাকতে দেখে প্রিয়ংবদাই আবার বলল, 'তুমি কি পুলিশের কাউকে বলবে?'

গৌরী ভেবে বলল, 'সেরকমই হচ্ছে আছে।'

প্রিয়ংবদা বলল, 'যা হচ্ছে কর, আমার কোন আপত্তি নেই।'

'ঠিক তো?'

'কি আশ্চর্য, বলছি তো হ্যাঁ! তুমি জেনে রাখ, লোকটার ওপর আর কোন দুর্বলতা আমার নেই। আমি স্পষ্টই বসে দিমেছি তুমি তোমার মত থাকো, আমার ব্যাপারে নাক গলাবে না। কিছু গৌরী, আমি তোমাকে কখনও কিছু বলিনি, ববিকে বিয়ে করে আমি জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলাম, তুমিও—!'

এবার গৌরী কৃশানুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসব শুনে আপনি কি ভাবছেন?'

হঠাৎ গৌরীর প্রশ্নে থতমত খেয়ে কৃশানু বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারাই না!'

'যেমন?'

'যে ভদ্রলোক ওই কাণ্ড করলেন তাঁকে আমি আপনার—'

গৌরী ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বলল, 'প্রেমিক ভেবেছিলেন না স্বামী?'

কৃশানু হেসে বলল, 'আপনি যে বিবাহিতা নন তা বোঝা যায়।'

গৌরী বলল, 'আজকাল ওই ধরনের বোকাবুন্ডি সম্ভব নয়। তারপর?'

'এখন জানলাম ভদ্রলোক ঠুঁইই স্বামী। অথচ উনি আপনার গায়ে হাত তুললেন—এদিকে শুনছি আপনারা বন্ধু—'

প্রিয়ংবদা হঠাৎ বলল, 'থাক, আপনাকে এত ভাবতে হবে না। কিছু আপনি কি করছিলেন? একটা লোক আপনার সামনে গৌরীর গায়ে হাত তুলল আর আপনি সিনেমা দেখার মত সেটা চেয়ে চেয়ে দেখলেন? হিঃ!'

গৌরীই ওর কথার জবাব দিল, 'উনি কি করবেন? তার আগেই ববি ওকে মেরেছিল, উনি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়েছিলেন!'

'তাতে কি হয়েছে? পড়ে গেলেও বাধা দেবার কি শক্তি ছিল না?'

এতক্ষণে কৃশানুর খেয়াল হতে বলল, 'আচ্ছা, এই সোফটার ওপর আমার ব্যাগটা রেখেছিলাম—'

গৌরী ব্যস্ত হয়ে বলল, 'নেই?'

'না। নিচেও পড়ে যায়নি।'

গৌরী এবার কাজের মেয়েটিকে ডেকে বলল, 'হাঁরে সন্ধ্যা, এখানে কোন ব্যাগ পড়ে ছিল?'

মেয়েটি বলল, 'না তো! আমি ফিরে এসে দেখিনি।'

কৃশানু কিছু-কিছু করে বলল, 'আমি এখানেই রেখেছিলাম। তাড়াহুড়োয় নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম!'

গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাগে কি ছিল?'

'আপনার বাবার ফর্মগুলো আর কিছু টাকা—'

এবার প্রিয়ংবদা চূপ করে থাকতে পারল না, 'আশ্চর্য! একটা ব্যাগ তো নিজে থেকে উধাও হয়ে যেতে পারে না! আচ্ছা, ববি কখন গেল?'

কৃশানু একটু থেমে বলল, 'উনি অজ্ঞান হবার পর-পরই চলে গিয়েছিলেন।'

গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আপনি বেরিয়ে যাওয়ার পর ববি কি আবার ফিরে এসেছিল?'

'না। কারণ ফিরে এলে আমার সঙ্গে দেখা হত নিশ্চয়ই।'

গৌরীর একটু সন্দেহ হল, 'তাহলে কি চলে যাবার সময় ও ব্যাগটা তুলে নিয়ে গিয়েছে?'

প্রিয়ংবদারও একইরকম সন্দেহ হওয়াতে কৃশানুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'ওর চলে যাওয়ার সময় আপনি দ্যাখেন নি?'

কৃশানু বলল, 'না। আমার পেটে তখন খুব যন্ত্রণা ছিল—'

গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'কিছু কিছু টাকা আর ইনভেস্টমেন্ট—এর ফর্ম নিয়ে ও কি করবে?'

ইনভেস্টমেন্ট—এর কথা উঠতেই প্রিয়ংবদা বলল, 'ইনভেস্টমেন্ট কেন? তুমি কি কোথাও ইনভেস্ট করছ?'

গৌরী মাথা নেড়ে বলল, 'না না, আমি নই। কিন্তু কৃশানুবাবু, আমি চাই না ফর্মগুলো  
বকির হাতে যাক !'

কৃশানু বলল, 'কিন্তু ওগুলো তো ওঁর কোন প্রয়োজনে লাগবে না। ওই ফর্ম দিয়ে উনি  
কি করবেন? আমাকে আবার নতুন ফর্ম আনতে হবে। কিন্তু আমার ব্যাগটা আর কিছু  
ঢাকা—'

গৌরীর কথার মধ্যে এবার একটু ঝাঁজ ফুটে উঠল, 'আপনি এখন ঢাকা আর ব্যাগের  
কথা ভাবছেন? আশ্চর্য, ফর্মগুলো হাতে পেলে ববি অনেক খবর জেনে যাবে এটা বুঝতে  
পারছেন না? যান, এখনই ববির সঙ্গে দেখা করে ব্যাগের খবর নিন !'

'কিন্তু উনি আমাকে পাগলা দেবেন কেন?'  
গৌরী সাহস দেখিয়ে বলল, 'দেবেন। আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করব কথা  
নিছক। আচ্ছা প্রিয়া, ও কখন বাড়িতে থাকে?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'দুপুরে। ওই সময় ভদকা খেতে খেতে টিভি দ্যাখে। তারপর সম্ভবে  
পর্বত ঘুমায়।'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি ওই সময় ওর বাড়িতে চলে যাবেন। কথা  
না শুনলে চাপ দিয়ে আদায় করে দেবেন।'

কৃশানু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কি চাপ দেব?'  
'বলবেন ও যে আমাকে মেরেছিল তার সাক্ষী আপনি।'

'কিন্তু তাতে কি উনি ভয় পাবেন বলে মনে হয়?'  
গৌরী একটু গলায় জোর দিয়ে বলল, 'পাবেন। কারণ ও জানে, ওই মার খেয়ে আমি  
মারা যেতে পারি।'

'কিন্তু কি আশ্চর্য, আপনি তো মারা যাননি!'  
গৌরী একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ, আপনাকে যা বলছি শুনুন। আমি অজ্ঞান হয়ে  
গিয়েছিলাম, সেটা তো ববি দেখে গেছে। আর এর মধ্যে প্রিয়ংবদা বাড়িতে গিয়ে বলবে আমার  
জীবনের কোন চাপ নেই—ফলে বুঝতেই পারবেন, ও নার্ভাস হবে নিশ্চয়ই।'

কৃশানু তবুও বলল, 'কিন্তু ওর মত রাগী লোক—'  
গৌরী বোঝালো, 'শুনুন, যারা চটজলটা মাথা গরম করে তারা খুব হুত নার্ভাস হয়।  
যাই হোক, প্রিয়া, তুমি স্লিজ এখনই বাড়ি ফিরে যাও।'

প্রিয়ংবদা একটু চিন্তা করে বলল, 'কিন্তু তাহলে তো ও জানতে পারবে আমি এখানে  
এসেছিলাম!'

গৌরী বলল, 'হ্যাঁ, আমি তো সেটাই চাই। আর এসে সব শুনলে তুমি ওকে সাবধান করতে  
ফিরে গেছ।'

হঠাৎ প্রিয়ংবদা ঘড়ি দেখল, 'তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর, আমার কোন আপত্তি নেই।  
কিন্তু গৌরী আমাকে এখন চলে যেতে হচ্ছে—জরুরী এ্যাপার্টমেন্ট আছে।'

প্রিয়ংবদা ঘর থেকে থেকে বেরিয়ে যেতেই গৌরী কৃশানুকে ডেকে সোফায় বসতে বলল।  
কৃশানু ব্যাপারটা না বুঝে সোফায় বসতে গৌরী হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলেন  
আমার বাছনিকে? টি ভি স্টার—'

কৃশানু মৃদু হেসে বলল, 'ভালই।'  
'কেমন ভাল? আমার চেয়েও?'  
'আপনারা দু'জনে দু'বকম। আচ্ছা আপনার শরীর এখন কেমন মনে হচ্ছে?'  
গৌরী মনে মনে খুশী হয়। কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে  
বলল, 'যাক, প্রভট্টা শেষ পর্যন্ত করলেন। এখন বেশ ভালই লাগছে।'  
কৃশানু একটু খেমে বলল, 'কিন্তু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'  
গৌরী মাথা নেড়ে বলল, 'স্বচ্ছন্দে।'  
'আচ্ছা বাছবীর স্বামীকে আপনি ভালবাসেন কি করে?'  
'ববিকে আমি ভালবাসি একথা আপনাকে কে বলল?'  
'মেখে তাই মনে হল। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলে আমায় দেখে উনি রেগে যেতেন না।'  
কৃশানুর ধারণা যে ঠিক নয় সেটা প্রমাণ করার জন্য গৌরী বলল, 'কৃশানুবাবু, কোন  
কোন পুরুষ মেয়েদের বন্ধুত্ব পেলে ভাবে একটা সম্পত্তি পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের  
অহঙ্কার তাদের অঙ্ক করে দেয়। আসলে নিজের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে ববি আমার  
ওপর ঝুঁকেছিল। ওকে দিয়ে আমার কিছু কাজ হয় বলে আমিও আপত্তি করিনি। এটা তো  
ঠিক, আমার মনে যদি কোন দুর্বলতা থাকত তাহলে প্রিয়ংবদার সঙ্গে নিশ্চয়ই সম্পর্ক ভাল  
হত না। আসলে এখন আমার সকলেই অঙ্ক কবে চলি। ববি সেই অঙ্ক আজ ভুল করে  
বসল। এর মশুরল ওকে কিন্তু একদিন দিতে হবে। তবে বাবা যে দশ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট  
করছেন এই খবরটা ও জেনে গেলে আপনার ক্ষতি হবে।'  
এবার কৃশানু জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, ববির ঠিকানা কি?'  
গৌরী বলল, 'আটব্রিশ মে কুইন্স রোড। তিনতলায়।'  
কৃশানুকে দরজার দিকে এগোতে দেখে গৌরী ডেকে বলল, 'আমি কি আপনার ওপর  
ভরসা করতে পারি, কৃশানুবাবু?'  
কথাটা কানে যেতেই কৃশানু থমকে দাঁড়িয়ে গৌরীর চোখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে  
রইল, কোন কথা বলতে পারল না।  
গৌরীই আবার মনে করিয়ে দিল, 'বাবা চেকটা দিলে আমার কাছে অবশ্যই নিয়ে  
আসবেন।'  
কৃশানু অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বেরিয়ে যায়।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস থেকে বেরিয়ে নীলা গাড়ি নিয়ে সপ্টলেক-এর একটা  
বাড়ির সামনে এসে থামল। ব্যাগ থেকে কাগজটা বের করে নশ্বরটা মিলিয়ে নিয়ে কলিংবেলটা  
টিপল। দু'বার বেল টিপতে দরজা খুলে দাঁড়াল এক বৃদ্ধ কাজের লোক।  
হঠাৎ এই সময় একজন সুন্দরী মহিলাকে দেখে কাজের লোকটি বলল, 'বাবু তো বাড়িতে  
নেই।'  
নীলা হেসে বলল, 'হ্যাঁ জানি—আসলে আমি একটু আগেই চলে এসেছি।'  
বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'তাহলে আপনি কি ভেতরে এসে বসবেন?'  
'না হলে তো আমাকে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আপনার বাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত।  
আপনি বরং একটু চেয়ার এনে দিন, আমি এখানেই বসি।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

বৃদ্ধ লোকটি অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে বলল, 'আরে না না, তা কখনও হয় ! আপনি ভেতরে এসে বসুন !'

এবার নীলা ভেতরে ঢুকে বলল, 'আচ্ছা, আপনি তো আমাকে চেনেন না—তবু একজন অচেনা লোককে ভেতরে ঢোকাচ্ছেন, আপনার সাহস তো খুব !'

বৃদ্ধ লোকটি হাত কচলে কলল, 'সারা জীবন তো ভয়ে ভয়ে থাকলাম মা, এখন শেষ বয়সে এসেও যদি সাহস না পাই তাহলে কি চিতায় ওঠার পর সাহসী হব ?'

বৃদ্ধ লোকটির কথায় নীলা হো হো করে হেসে বলল, 'আপনি তো চমৎকার কথা বলেন ! আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই !' ভেতরে চলে গেল লোকটি।

নীলা ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখতে লাগল। এমনিতে ঘরটি সুন্দর সাজানো, কিন্তু অবাধ হয়ে গেল কাপনের ছবির কোন নমুনা দেখতে না পেয়ে।

একটু পরে বৃদ্ধ লোকটি জল এনে দিলে দু'টুকু খেয়ে নীলা জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, আপনার বাবু কোন ঘরে ছবি আঁকেন ?'

'ছবি তো এখানে আঁকেন না।'

নীলা অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে ? তাহলে ওঁর স্টুডিওটা কোথায় ?'

'এখান থেকে দশ মিনিটের রাস্তা। ওখানে বাবু একটা স্ট্রাট নিয়েছেন। সকালে খেয়ে চলে যান, বিকেলে আসেন। সেখানে বসেই ছবি আঁকেন।'

নীলার কৌতূহল হতে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে আর কেউ থাকেন ?'

'না না, বাকি সময় স্ট্রাটে চাবি দেওয়া থাকে।'

নীলা আফসোস করে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ওর আঁকা ছবি দেখতে পাব এখানে।'

বৃদ্ধ লোকটি মাথা নেড়ে বলল, 'ওখানে কাউকে নিয়ে যান না বাবু। আমাকেই যেতে নিষেধ করেছেন। খুব জরুরী দরকার হলে কোন করি।' মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনি কি বাবুর ছবির ভক্ত ?'

'না না, তেমন কিছু না। আসলে আমরা একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি। এককথায় বন্ধু বলতে পারেন। অনেকদিন পরে যোগাযোগ হল, তাই—'

বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'কিন্তু আমি জানতাম বাবুর কোন মেয়ে-বন্ধু নেই।'

'সে কি ! এখানে তাহলে কেউ আসে না ?'

'আসে, তবে ছেলেরা। কোন মেয়েকে আসতে দেখি নি এ পর্যন্ত। আর বাবুর আত্মীয়স্বজন বেশীরভাগ থাকেন শোভাবাজারে।'

নীলা একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তাহলে মনে হচ্ছে আপনার দাদাবাবু একা থাকতেই ভালবাসেন। ঠিক আছে, আমি আজ চলি, হ্যাঁ ?'

বৃদ্ধ লোকটি অনুরোধ করল, 'আর একটু বসুন। বাবু হয়তো এখনই এসে পড়বেন।'

নীলা হাতের ঘড়িটা দেখে বলল, 'কিন্তু আজ আর সময় হবে না।'

'তাহলে বাবুকে কি নাম বলব ?'

নীলা ভাবতে বলল, 'নাম ? নাম বলার দরকার নেই। বন্ধু এসেছিল বললেই উনি বুঝতে পারবেন।'

ব অপেক্ষা না করে নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টেলিফোন পাওয়ারমাত্র অমিতাভ গাড়ি নিয়ে সেন্ট্রালস্টোরের সেই নির্জনতম প্রান্তে এসে পৌঁছল। একই সময় উল্টোদিকে কিছুটা দূরে দোঁড়ানো একটা গাড়ি থেকে শ্রীশ শঙ্করশেখর এক ভব্রলোক নেমে এলেন। অমিতাভ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। মাঝপথে দুজনের দেখা হয়।

অমিতাভ চিনতে পেরেই বলল, 'গুড আফটারনুন আঙ্কল !'

মিঃ চাওলা হেসে বলল, 'ইয়েস, গুড আফটারনুন। তারপর কেমন আছ অমিতাভ ?' 'ও-কে। মোটামুটি চলে যাচ্ছে।'

মিঃ চাওলা অমিতাভর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমার চোখ দুটো কিছু একইরকম আছে, অমিতা। আমার বেশ মনে আছে, যখন ছোট্ট ছিলে আমি তোমার চোখ দেখে প্রায়ই বলতাম—এই চোখ যার সে খুব ইন্টেলিজেন্ট হবে। সে সব কবেকার কথা !'

মিঃ চাওলার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই অমিতাভ বলল, 'আপনার কোন পেয়ে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

মিঃ চাওলা বলল, 'ওঃ ইয়েস, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি। কিন্তু মুশকিল হল এখন তোমার সঙ্গে কোন পাবলিক প্লেসে অথবা বাড়িতে দেখা করলে খবরটা কখনই চাপা থাকবে না। তোমার বাবা দি গ্রেট আদিনাথ মল্লিক সেটা জানতে পারলে তোমার অশান্তি হবে, কি ঠিক তো ?'

অমিতাভ মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা খুবই সত্যি।'

মিঃ চাওলা আরও বলল, 'কি জান অমিতা, আমি তোমাকে ছেলেবেলায় খুব স্নেহ করতাম। শুনলাম আমার স্ত্রীও তোমাকে পছন্দ করেন। যাই হোক, বিফোর উই স্টার্ট এনিথিং উই মাস্ট টক। এরকম একটা জায়গা ঠিক করলাম কারণ আমার মনে হয় এখানে তোমার আমার পরিচিত মানুষেরা আসবে না।'

পকেট থেকে দামী সিগারেট বের করে অমিতাভকে অফার করল। অমিতাভ সিগারেটটা নিলে মিঃ চাওলাই লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে, সেখবর কি মিঃ মল্লিক জানেন ?'

'বোধহয় না, তবে—'

'তবে কি ?'

'উনি যে আপনাকে শত্রু ভাবেন সেটা আমাকে জানিয়েছেন।'

মিঃ চাওলা হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, 'স্ট্রেঞ্জ ! ওঁর কাছ থেকে সরে এসে নিজে বিজনেস স্টার্ট করার পর আজ পর্যন্ত আমি কোন সংঘাতে যাই নি। উনি কিছু বার বার আমার ব্যবসাকে ডিসটার্ব করেছে। ওরেল, তুমি কি ওঁকে বোঝাতে পেরেছ ?'

'আমি এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি, আঙ্কল।'

মিঃ চাওলা শুনে খুশী হয়ে বলল, 'খুব ভাল। ও হ্যাঁ, শুনলাম তুমি নাকি এখন থেকে শ্রোডাকশন দেখাবে ? তাহলে তো আরও ভাল !'

অমিতাভ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত তাড়াতাড়ি কি করে খবর পেয়ে গেলেন ?'

'পেলাম—আচ্ছা অমিতা, তুমি কি জান ইউ. এস. এ.-র লিগবি এ্যান্ড জোস কোম্পানি আমার তিরিশ লাখ টাকার মাল রিজেন্ট করেছে সব-স্ট্যাডার্ড বলে ?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

‘তোমরা কি ওই অর্ডারটা পেয়ে যাছ?’  
‘অমিতাভ স্বাভাবিকভাবেই বলল, ‘ব্যবসায় এটা তো হতেই পারে!’  
‘মিঃ চাওলা স্বীকার করল, ‘হ্যাঁ পারে। কিন্তু তোমার মাল রিজেক্ট করার ব্যবস্থা করে আমি যদি সেই জায়গায় ঢুকে পড়ি?’  
এবার অমিতাভর সোখ দুটো কঁপে উঠল, ‘কি বলতে চাইছেন আপনি?’  
‘মিঃ চাওলাও গম্ভীর হয়ে বলল, ‘গো এ্যান্ড আন্স মিঃ মল্লিক, টাকা খাইয়ে প্রোডাকশন সেলেলেই তিনি এই সালোটাজটা করেছিলেন কিনা? হোয়াই ডোন্ট ইউ টেল হিম যে এই বয়সে টাকার পেছনে কানাগলিতে না ঘুরে এখন বিশ্বাস নিন না!’  
‘অমিতাভ প্রতিবাদ করল, ‘আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি না আদ্রল!’  
‘খুবই স্বাভাবিক!’  
‘কারণ বাবা চিরকাল সোভাপথে হাঁটতে ভালবাসেন বলেই আমার বিশ্বাস!’  
‘তার মানে আদর্শবাদী বলছ?’  
‘অবশ্যই!’  
হঠাৎ মিঃ চাওলা অমিতাভর কোমল জায়গায় আঘাত করল, ‘তাহলে তোমার মায়ের মৃত্যুর সময় সেই আদর্শ কোথায় ছিল?’  
‘অমিতাভ অবাক হয়ে বলল, ‘তার মানে?’  
‘মিঃ চাওলা কিছু বলার আগেই মিসেস চাওলা গাড়ি থেকে নেমে এসে অমিতাভর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘হাই অমিত!’  
‘অমিতাভও উত্তর দিল, ‘হাই!’  
‘মিসেস চাওলা এবার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘একি! তুমি বললে দু’মিনিটের মধ্যে কথা বলে ফিরে আসবে?’  
‘মিঃ চাওলা মুগ্ধ প্রকাশ করল, ‘সরি ডার্লিং! আসলে অনেকদিন পরে দেখা হল তো, তাই-’  
‘মিসেস চাওলা করুণ সুরে জানাল, ‘ওর কি অবস্থা হয়েছে দেখছ অমিত? রাগে ঘুরেন ওশু খেয়েও ঘুমোতে পারছেন না! আমি যত বলি অমিত আমাকে কথা দিয়েছে, বইপাসের জমিটার জন্যে কনট্রেক্ট করবে না, তত-’  
‘মিঃ চাওলাও জিজ্ঞেস করল, ‘আর ইউ সিওর, অমিত?’  
‘হ্যাঁ, আই উইল ট্রাই।’ একটি ভেবে বলল, ‘কিছু আদ্রল-’  
হঠাৎ মিসেস চাওলা মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করে হেসে বলল, ‘ও অমিত! আই টোগেট ইউ টু কল হিম রবি!’  
‘মিসেস চাওলার ওইরকম অদ্ভুত হাসিতে অমিতাভ ও মিঃ চাওলা অবাক হয়ে তাকাল।  
স্ট্রীর মুক্তিকে সমর্থন জানিয়ে মিঃ চাওলা অমিতাভকে বলল, ‘ন্যাটস রাইট! দেখ অমিত, এখন তুমি বড় হয়েছ—কোনটা করা দরকার, কোনটা দরকার নয় তা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক শিখবে। তাই আমার মনে হয় এই মুহূর্তে তোমার আসল কাজ হল মিঃ মল্লিককে ট্যাকল করা। তাই নয় কি?’  
‘অমিতাভ কিছু বলার আগেই মিসেস চাওলার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ওয়েল ডার্লিং,

www.banglabookpdf.blogspot.com

‘আমাকে এখনই একবার এয়ারপোর্টে যেতে হবে!’  
‘মিসেস চাওলা কিছু-কিছু করে বলল, ‘তো-’  
‘তুমি যেতে পার আমার সঙ্গে, তবে একটু বোর হয়ে হবে এই যা!’  
‘ওঃ নো!’ হঠাৎ অমিতাভর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি আমাকে লিফট দিতে পারবে?’  
‘অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!’  
‘মিঃ চাওলার মুখে হাসি ফুটে উঠল, ‘তাহলে তো ভালই হল। ও. কে. অমিত!’  
‘অমিতাভর সঙ্গে করমর্দন করে মিঃ চাওলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।  
হাত নেড়ে স্বামীকে বিদায় জানিয়ে মিসেস চাওলা অমিতাভর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘চলো অমিত! কিছু তোমার মুখ অত গম্ভীর কেন? তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে আমি একরকম জোর করে এখানে এসেছি!’  
‘অমিতাভর তখন ওসব কথাই কান দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না। চাওলার একটা কথা বারবারই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিছু মিসেস চাওলাকে সেটা বুঝতে না দিয়ে অনিচ্ছাসম্বন্ধে বলল, ‘না-না, ঠিক তা নয়!’  
‘বেশ, তাহলে চল!’  
‘কয়েক পা এগোনোর পরেই হঠাৎ মিসেস চাওলাকে খেমে যেতে দেখে অমিতাভ অবাক হয়ে ওর মূখের দিকে তাকাতেই মিসেস চাওলা বলল, ‘কি জান অমিত, রবি এমনিতে খুবই ভালমানুষ, কিন্তু অপমানিত হলে একেবারে অন্ধ হয়ে যায়।’  
‘কথাটা শুনই অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, ‘কি ব্যাপার! হঠাৎ একথা বললে কেন?’  
‘বললাম এই কারণে, ওসব স্বভাব তোমার জেনে রাখা উচিত, তাই না?’  
‘অমিতাভ কোন উত্তর না দিয়ে বলল, ‘আমি তোমাকে কোথায় নামাব বল?’  
‘সে কি! এত তাড়াতাড়ি?’  
‘কেন? তুমিই তো বললে-’  
‘আরে দুঃ! ওটা তো সব্বিকো শোনাবার জন্যে। চল, একটা লম্বা জাইভ দেওয়া যাক!’  
এবার অমিতাভ উপায় না দেখে বলল, ‘কিছু মনে করো না, আজ আমি একটু ডিস্টার্বড!’  
‘আসলে মায়ের কথাটা শোনার পর বেশ অস্বস্তি হচ্ছে।’  
‘মিসেস চাওলা বিষয়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ‘মা? মানে তোমার মা?’  
‘হ্যাঁ। কুড়ি বছর আগে মারা গিয়েছেন।’  
‘মিসেস চাওলা কোনরকম সহানুভূতি না দেখিয়ে বলল, ‘সত্যি অমিত, আমার অবাক লাগছে ভাবতে যে কুড়ি বছর আগের ঘটনাকে নিয়ে তোমার দুর্ভাবনা শুরু হল। রিয়েলি ফানি! আচ্ছা কিভাবে উনি মারা গিয়েছিলেন?’  
‘হ্যাঁ এ্যাটাকে।’  
‘তাই নাকি? তাহলে তো তোমাকে মেনে নিতেই হবে যে যেভাবেই উনি মারা যান না কেন আসল সত্যি তিনি এখন মৃত। অতএব ওই ঘটনাকে মন থেকে মুছে ফেলে চল যাওয়া যাক!’  
‘অমিতাভ আন্তে আন্তে মিসেস চাওলাকে অনুসরণ করল।’

সন্ধ্যাক থেকে বেরিয়ে নীলা সোজা বাড়ি চলে এল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকে দেখল অমিতাভ খাটে শুয়ে আছে। একটু অবাধ হয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, তুমি এসময়ে বাড়িতে ?'

অমিতাভর মুখে অল্প অল্প হাসি ফুটে উঠল। চোখ দুটো বড় করে বলল, 'তোমাকে আজ কিছু দানুগ দেখাচ্ছে নীলা !'

নীলা অবাধ হয়ে বলল, 'হঠাৎ !'

অমিতাভ উঠে বসল, 'মানে হচ্ছে একটু ঘাবড়ে গেছে। আরে তোমাকে সুন্দর লাগছে বলেই তো মনে এল কথাগুলো। এসো, এখানে এসে বসো।'

নীলা বলল, 'তোমার মতলবটা কি ?'

অমিতাভ বলল, 'এই মুহুর্তি, খুব সহজ স্বাভাবিক ইচ্ছের মধ্যে মতলব খুঁজছে কেন আবার ? আসলে কি জান, আজ অনেকদিন পরে মনে হল কিছু ভাল লাগছে না। তাই কোথাও না গিয়ে বাড়ি চলে এলাম। কিন্তু বাড়িতে তোমায় না দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একবার মিসেস মিত্রকে ফোন করলাম। উনিও বললেন অনেককণ আগের বেরিয়ে গেছে। সেই থেকে প্রতীক্ষায় বসে আছি।'

একটু আড়চোখে নীলার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বোঝার আগেই নীলাকে জড়িয়ে ধরল।

সঙ্গে সঙ্গে নীলা মুখে 'আঃ' শব্দ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

অমিতাভ এতটুকু বিরক্ত না হয়ে বলল, 'আমার ওপর খুব রাগ করে আছ, তাই না ? বাট আই লাভ ইউ, নীলা !'

নীলা সরে গিয়ে বলল, 'সদ্যবেলায় মিথো কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে না। অমিতাভ বলল, 'আচ্ছা কিভাবে প্রমাণ দেব যে কথটা সত্যি। আমার দিকে তাকাও—বল ?'

'সত্যি যা তা প্রমাণ করতে হয় না, আপনি বোঝা যায়।' নীলা নির্লিপ্ত।

অমিতাভও আবদারের সুরে বলে, 'দূর ! তাহলে সত্যি প্রমাণ করতে লোকে আদালতে যেত না, নীলা।' কাছে এসে আবার জড়িয়ে ধরে অমিতাভ ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে নীলার গলায় রেখে ফিস ফিস করে বলে, 'আমি অনেক ভুল করেছি। এবার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

নীলা কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অমিতাভ আদর করে বলে, 'কিস মি, নীলা !'

নীলা একটু ইতস্তত করে অমিতাভর গালে আলতো গাল ছুঁয়ে সরে গেল।

অমিতাভ আর একবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি এখনও আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না ?'

'জানি না।'

'তুমি বলতে আমি নাকি একরাতও ড্রিক না করে থাকতে পারি না। ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি আজ এ বাড়ির বাইরে যাচ্ছি না আর মদও খাব না।'

'আজ রাতে—'

'ওয়েল, তবে যখনই আমি ড্রিক করব তোমার সামনে ছাড়া করব না।'

'তাই নাকি ? কিন্তু সেটা কতদিন ?'

'কেন, যতদিন তুমি আমাকে ভালবাসবে।'

হঠাৎ নীলা অমিতাভর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেব। বল কি কথা ?'

'বাবার সঙ্গে কি তোমার কিছু হয়েছে ?'

যেন আকাশ থেকে পড়ল এমন ভাব দেখিয়ে বলল, 'বাবার সঙ্গে ? কই না তো ! কিন্তু কেন বল তো ?'

'কদিন থেকে দেখছি উনি কেমন গম্ভীর হয়ে আছেন। সব সময় যেন কিছু চিন্তা করছেন। তোমাদের ব্যবসায় কোন গোলমাল হয়েছে নাকি ?' নীলা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করল।

হঠাৎ অমিতাভ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'কি বলব বল, গোলমাল ঠিক না, তবে একটা বামেনলায় পড়েছেন বোঝা যাচ্ছে। আর বামেনলাটা কিছু উনিই পাকাচ্ছেন। কোন দরকার নেই তবু বাইপাসের জমিটা পাওয়ার জন্যে উনি জিদ ধরে আছেন। উনি একটা কারখানা করতে চান। আমি কিন্তু কথটা জানতে পারলাম চাওলা আঙ্কলের কাছ থেকে। যেহেতু চাওলা আঙ্কল ওই জমিটা পেতে চান তাই উনি কিছুতেই সেটা ছাড়তে রাজী হচ্ছেন না। তুমি কি বল, এটা ছেলেমানুষী জেদাজেদি না ? আর এটা ঠিক যে, চাওলা আঙ্কলের ব্যবসা এখন খুবই রমরমা। তাই আমি চাই না আর একটা পাওয়ারফুল পরিবারের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে যাক !'

নীলা চট করে ধরতে না পেয়ে বলল, 'চাওলা আঙ্কল ?'

অমিতাভ বলল, 'আরে রবি চাওলা ! একসময় উনি বাবার এমপ্লয়ি ছিলেন। এখন নিজেই একজন বিশাল ব্যবসায়ী। আর আশ্চর্য, বাবা যে কেন বুঝছেন না—যা সত্যি তাকে বুদ্ধিমানের মত মেনে নেওয়া উচিত। শূণ্য তাই না, এটা তো ঠিক যে উনি আমাদের অনেক কিছু জানেন !'

নীলা অবাধ হয়ে প্রশ্ন করল, 'অনেক কিছু মানে ?'

অমিতাভ এবার আস্তে আস্তে গিয়ে খাটে বসল। নীলাকে কাছে টেনে বলল, 'আমি বাবাকে আদর্শবাদী পুরুষ বলতেই চাওলা আঙ্কল ব্যঙ্গ করে বলল, তোমার মাথের মৃত্যুর সময় সেই আদর্শ কোথায় ছিল ? আমি জানি চাইলেও উনি কথটার ব্যাখ্যা করবেন না। আমার মনে হয়, উনি নিশ্চয়ই এমন কোন তথ্য জানেন যা আমরা জানি না—এখন বল তো, এরকম লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন মানে হয় ?'

নীলা এবার একটু চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা, তোমার মাথের মৃত্যুর সময় তোমরা কাছে ছিলে না ?'

'না। গৌরী দৌড়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল মা মরে যাচ্ছে—'

'গৌরী ?'

'হ্যাঁ, তখন ওর বয়স মাত্র ছয়। আমি তো প্রথমে বিশ্বাস করিনি। পরে চাওলা আঙ্কল আমাদের বোঝালেন।'

'কি হয়েছিল ? হাট অ্যাটাক ?'

'হ্যাঁ !'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কিছু এর সঙ্গে আদর্শের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ?'  
 'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'  
 'আমার মনে হয়, তোমাকে বিশ্রান্ত করতে ওকথা বলেছেন। কিন্তু তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করোছ কেন ? খবরটা বাবার কানে গেলে তিনি কি খুশী হবেন ?'  
 অমিতাভ বোকাতে চেষ্টা করল, 'শোন নীলা, আমি তো সংঘর্ষটা এড়াতে চাইছি। আরে এর জন্যে তোমার সাহায্য দরকার। তোমার কথা' কিছু বাবা মন দিয়ে শোনেন আমি জানি। তুমি একবার চেষ্টা করবে ?'  
 নীলা কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, 'অসলে তোমাদের ব্যবসার ব্যাপারে আমি কথা বলি তা উনি পছন্দ করবেন না।'  
 অমিতাভ ব্যাপারটাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'কিন্তু নীলা, তুমি এবাড়ির বউ—সেদিক দিয়ে তোমার অধিকার আছে। কেউ জেনেশুনে ভুলপথে চললে তাকে সেটা বলা তোমার কর্তব্য।'  
 'কেন, গৌরীকে বল না ?'  
 'গৌরী !'  
 'হ্যাঁ। তোমার বাবা ওকে ভালবাসেন।'  
 সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ প্রতিবাদ করে বলল, 'ওইটাই তো ওঁর মন্তব্যও ভুল। ওঁর মত মানুষ মেয়ের সব আদ্যার মেনে নিচ্ছে, এটা কি করে সম্ভব হল ? অথচ লেখ, অরুণ ওঁর ছোট ছেলে—মা মারা যাওয়ার সময় অরুণের বয়স খুবই কম ছিল, কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি ওঁকে উল্লি তেমন প্রশ্রয় দেন না।'  
 নীলা বলল, 'সেইজন্যেই বলছি তুমি একবার গৌরীর সঙ্গে কথা বল।'  
 অমিতাভ চিন্তা করে বলল, 'কিন্তু সে যদি আমার কথা শুনতে না চায় ?'  
 নীলা বলল, 'তাতে কি হয়েছে ? তোমার তো তাতে হারাবার কিছু থাকছে না ?'  
 অমিতাভ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। তারপর একসময় উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

১৩

গৌরীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে কৃশানু তার ব্যাগটা আনবার জন্য ববির বাড়িতে গেল। ঠিকানা-খুব পরিষ্কার থাকায় বাড়িটা খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। দরজার ওপরে নাম লেখা রয়েছে প্রিয়বন্দা মুখার্জী। ববি মুখার্জী। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কলিংবেলটা টিপল। কিছুক্ষণ পরে দরজাটা খুলতেই দেখা গেল ববি দাঁড়িয়ে। মুখে বিরস্তির চিহ্ন স্পষ্ট। বেশ রাগ-রাগ ভাব নিয়ে বলল, 'কি চাই ?'  
 কৃশানু কিছু-কিছু করে বলল, 'আমার ব্যাগটা—'  
 'ব্যাগ ? কি ব্যাগ ?'  
 'গৌরী মমিকের ট্রাট থেকে যে ব্যাগটা এনেছেন সেটা ফেরৎ দিন।'  
 ববি একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা ! তাহলে আপনিই ওখানে ছিলেন ?'  
 'হ্যাঁ।'  
 'ঠিক আছে। আপনি ভেতরে আসুন।'

কৃশানু ভেতরে ঢুকলে ববি দরজাটা বন্ধ করে দিল ;  
 ববি গভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'গৌরীর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ ?'  
 'কেন বলুন তো ?'  
 'প্রশ্নের জবাব না পেলে আমার কিছু মাথা গরম হয়ে যায়। চটপট উত্তর দিন।'  
 'দিন দুয়েক।'  
 ববি বিশ্বাস না করে বলল, 'ধ্যাৎ ! দু'দিন ? অসম্ভব !'  
 'মিথ্যে বলতে কিন্তু আমি অভ্যস্ত নই ববিবাবু। আমার ব্যাগটা দিন।'  
 ববি আবার জিজ্ঞেস করল, 'কিসের ব্যাগ ? আমি কোনো ব্যাগের খবর জানি না।'  
 'আপনি তাহলে বিপদে পড়ে যাবেন—'  
 'মানে ?'  
 'শুনুন ববিবাবু, ব্যাগ যদি ফেরৎ না দেন তাহলে কিন্তু আপনার বিপদে পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।'  
 ববি সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বেঁকিয়ে বলল, 'ববি মুখার্জীকে কেউ ভয় দেখিয়ে পার পায় না। নাউ গেট আউট !'  
 কৃশানু উপায় না দেখে বলল, 'আমি কিন্তু পুলিশকে বলে দেব যে আপনি গৌরী মমিককে খুন করেছেন। আমি সাক্ষী।'  
 এবার ববি চিৎকার করে বলল, 'হো-য়া-ট ? আপনি কি-যা-তা বলছেন ?'  
 কৃশানু অত্যন্ত শান্তভাবে বলল, 'সত্যি কথাটা আপনার চেয়ে কেউ ভাল জানে না।'  
 ববি অবাক হয়ে বলল, 'গৌরী খুন হয়েছে। কে খুন করেছে ওকে ?'  
 কৃশানু ববির দিকে আঙুল তুলে বলল, 'আপনি—আপনি খুন করেছেন, আমি দেখেছি। তবে শুনুন, ওসব ঝামেলার দরকার নেই। আমার ব্যাগটা ফেরৎ দিয়ে দিন, আমি কথা দিচ্ছি এর মধ্যে আমি আর থাকব না।'  
 ববির কিছু বলার আগেই কলিংবেলটা বেজে উঠল। ববি ভীত চোখে দরজার দিকে তাকাল। তারপর কম্পিত পায়ে গিয়ে দরজা খুলল। দরজার বাইরে প্রিয়বন্দাকে দেখে কৃশানু অবাক হয়ে গেল।  
 প্রিয়বন্দা ঘরে ঢুকতেই ববি কেমন যেন নার্ভাস হয়ে বলল, 'দেখ তো শ্রিয়া, এই লোকটা আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছে।'  
 প্রিয়বন্দা হেসে ফেলে বলল, 'ব্ল্যাকমেইল ? তোমাকে ?'  
 'হ্যাঁ, বলছে আমি নাকি গৌরীকে খুন করেছি।'  
 প্রিয়বন্দা এবার কৃশানুর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'সে কি ? কে আপনি ?'  
 কৃশানু বলল, 'আমি একজন ইমসিওরেন্স এজেন্ট। আমার সামনে এই ভদ্রলোক গৌরীদেবীকে এমনভাবে মেরেছেন—'  
 প্রিয়বন্দা চিৎকার করে বলল, 'সে কি, তুমি গৌরীকে মেরেছ ?'  
 ববি স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, মেরেছি। আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মারা যাননি, উনি নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছেন।'  
 প্রিয়বন্দা কোন কথা না বলে টেলিফোনটার কাছে ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুলল। ডায়াল করে কানে দিয়ে কিছু একটা শুনে আবার নামিয়ে রাখল।

প্রিয়বন্দার মুখে একটা দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ লক্ষ্য করা গেল।

ববির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে হল অনেক মানুষ একসঙ্গে কথা বলছে। তবে একটা গলা শুনে মনে হল পুলিশ।'

ববি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল, 'পুলিস! ইম্পলিসবল!'

সোফায় বসে মাথায় হাত দিয়ে বিভূড়ি করে বলল, 'ও খুন হতে পারেই না।'

এবার প্রিয়বন্দা কৃশানুকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটনা ঘটেছিল ওখানে?'

কৃশানু বলল, 'আমি গৌরী দেবীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। উনি হঠাৎ ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে—'

প্রিয়বন্দা চমকে উঠে ববিকে বলল, 'কি ব্যাপার? তুমি গৌরীর বেডরুমে গিয়েছিলে?'

ববি কিছু-কিছু করে বলল, 'ঠিকই, তবে বিশ্বাস করো, আজই গিয়েছিলাম।'

'কিছু-কেন?'

'জাস্ট কথা বলতে—'

প্রিয়বন্দা মাথা নাড়ল, 'নো—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। কিছু গৌরী আমার বন্ধু, সে কি করে এমন করল? অস্বাভাবিক। পৃথিবীতে দেখছি কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।'

ববি অনুরোধ করল, 'মিঃ প্রিয়া, বিলিভ মি—'

প্রিয়বন্দা কৃশানুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তারপর কি হয়েছিল কৃশানুবাবু?'

কৃশানু অভিযোগের সুরে আবার বলতে লাগল, 'আমাদের কথা বলতে দেখে উনি কেন কেঁপে গেলেন বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ এগিয়ে এসে যারাপ গালাগাল করে গৌরী দেবীকে প্রচণ্ড মারধার করে বেরিয়ে গেলেন। গৌরী দেবী নিজেকে সামলাতে না পেরে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন, আর—'

আর কিছু বলার আগেই ববি বলল, 'প্রিয়া, বিশ্বাস কর—'

প্রিয়বন্দা এক ঝটকায় সরে এসে বলল, 'হিঃ! তুমি আমাকে ওই নামে আর ডাকবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে কৃশানুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি যখন দেখলেন গৌরী মার খেয়ে পড়ে গেল তখন চিৎকার করে লোক ডাকলেন না কেন?'

কৃশানু একথার কি উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে বলল, 'আসলে বিশ্বাস করুন, এরকম যে ঘটনা ঘটেছে আমার জানা ছিল না। তাই সত্যি কথায় বলতে কি, আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। এখনও মনে হলে শরীরের মধ্যে কেমন যেন করে। ববিবাবু, আপনি দয়া করে আমার ব্যাগটা দিন—এইসব ঝামেলায় আমি আর থাকতে চাই না।'

প্রিয়বন্দাও ববির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'তুমি গৌরীকে মারলে কেন, জবাব দাও!'

ববি চোখ বড় করে বলল, 'আমি তোমার কাছে এঞ্জল্যানেশন দেব না।'

প্রিয়বন্দা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, 'তার মানে? কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতেই হবে। তুমি ভুলে যেও না, এখনও আইনের চোখে তুমি আমার স্বামী। আমার বাধবীকে তুমি কোন অধিকারে মারলে?'

ববি একটু থেমে বলল, 'ঠিক আছে, তবে শোন, গৌরীকে আমি ভালবাসি। কিছু ও কিছুতেই আমাকে অ্যাকসেস্ট করছিল না। মনের মধ্যে ক্রমশ একটা রাগ জন্মছিল। তাই অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে ও কথা বললে আমি সহ্য করতে পারতাম না। আমি স্বীকার করছি,

হিট অব মোমেন্ট—এ কাজটা করে ফেলেছি।'

প্রিয়বন্দা চিৎকার করে বলল, 'তুমি মিথ্যাবাদী। মানুষ যাকে ভালবাসে তাকে কখনও হত্যা করে না।'

ববি ভীত গলায় বলল, 'তুমি বিশ্বাস কর প্রিয়া, আমি ওকে মেরে ফেলতে চাইনি। কৃশানুকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হল। সে জোর গলায় বলল, 'দেখুন, এসব আপনাদের ব্যাপার—আমি আমার ব্যাগটা পেলে খুশী হব।'

কৃশানুর কথায় প্রিয়বন্দা আড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা কৃশানুবাবু, ব্যাগটা পেলে কি আপনি মুখ বন্ধ করে রাখবেন?'

সঙ্গে সঙ্গে কৃশানু বলল, 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আর মুখ খুললে যখন অনেক কথা বলতে হবে তখন মুখ বন্ধ রাখাই তো বুদ্ধিমানের কাজ, তাই নয় কি?'

'আচ্ছা আপনার ব্যাগে কি ছিল?'

কিছু না ভেবেই কৃশানু বলল, 'ওই যে বললাম—'

প্রিয়বন্দা হেসে ফেলে বলল, 'আপনি ভুল করছেন কৃশানুবাবু, আপনার সঙ্গে কিছু আমার এই প্রথম দেখা হল, অতএব আগে কিছুই বলেননি।'

কৃশানু লজ্জা পেয়ে বলল, 'ও হ্যাঁ। কিছু ইনভেস্টমেন্ট—এর ফর্ম আর কিছু টাকা।'

'কিশের ইনভেস্টমেন্ট? কে করছে?'

কৃশানু এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'মিঃ আদিনাথ মল্লিক।'

প্রিয়বন্দা আর এই প্রসঙ্গে না গিয়ে ববিকে বলল, 'কৃশানুবাবুর ব্যাগটা এনে দাও, ববি।'

ববি সঙ্গে সঙ্গে উঠে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

ববি চলে যেতেই প্রিয়বন্দা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেসে পড়ল। হাসতে হাসতে একসময় কৃশানুর হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'কি, খুশী তো?'

প্রিয়বন্দার এধরণের ছেলোমানুষীতে কৃশানু প্রথমটায় অস্বস্তিতে পড়লেও মনে সাহস এনে বলল, 'হ্যাঁ, কিছু উনি যখন জানবেন গৌরীদেবী মারা যাননি—'

প্রিয়বন্দা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এই দেখুন, ভবিষ্যতের কথা ভাবলে কি আপনি ব্যাগটা ফেরৎ পেতেন? আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'গৌরীকে আপনি আগে চিনতেন না?'

'না।'

'আদিনাথ মল্লিক কত টাকা ইনভেস্ট করছেন?'

'দশ লক্ষ। পাঁচ বছর বাবে কুড়ি হবে।'

প্রিয়বন্দা চমকে উঠল, 'বাবা! নমিনি কে? গৌরী?'

'এখনও ঠিক করেন নি। হঠাৎ হাতখড়টা দেখে বলল, 'একটা কোন করতে পারি?'

প্রিয়বন্দা সম্মতি জানাল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই।'

কৃশানু কোনোর কাছে গিয়ে ডায়াল করল, প্রিয়বন্দা পাশে এসে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করে।

কৃশানু কোনে বলে, 'আমি কৃশানু বলছি স্যার। আমি যদি আধঘণ্টার মধ্যে আপনার কাছে যাই অসুবিধে হবে কি? কি বললেন?...ও। তাহলে কাল সকালে?...ঠিক আছে,

ঠিক আছে। আমার কাজ সব রেডি। আপনি চেকটা কেটে রাখবেন—আচ্ছা রাখছি।  
রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।  
প্রিয়বন্দা আবার জিজ্ঞেস করল, 'ক'শানু, তুমি কিছা বা টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করতে রাজী আছ?'

ক'শানু অবাক হয়ে বলল, 'আমি!'  
'হ্যাঁ, তুমি। দাখুণ চোহার তোমার। তুমি রাজী হলে আমি সুমনকে বলতে পারি তোমাকে সুযোগ করে দিতে।'

কথটা ক'শানুর বিশ্বাসই হচ্ছিল না—'আমি, আমি মানে—'  
প্রিয়বন্দা সুযোগ বুঝে ক'শানুকে উৎসাহিত করল, 'ক'শানুবাবু, ববি যদিও এখনও আমার স্বামী কিন্তু আমি আর বেশীদিন গুর সঙ্গে থাকব না। কাজে আপনাবর বেশী এট্রাটিকটিভ মনে হয়, আমি না গৌরী?'

ক'শানু মাথা নেড়ে বলল, 'এসব নিয়ে আমি কিছুই ভাবিনি।'  
'ঠিক আছে। শুনন, আমার পাঁচ লক্ষ টাকা দরকার—'  
টাকার অঙ্কটা শোনামার ক'শানু লাকিয়ে উঠল, 'উরে কাস। অত টাকা। কোথায় পাষ?'  
প্রিয়বন্দার মুখটা একমুহুর্তে শুকিয়ে গেল। কিন্তু ক'শানুর কথটা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। আড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?'  
ক'শানুর বুঝে কিছু বলার আগেই হঠাৎ ভেতর থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। ওরা চমকে পরস্পরের দিকে তাকাল। ভীত সন্ত্রস্ত ক'শানু অসহায় হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

প্রিয়বন্দা আর না নাঁড়িয়ে দরজা ঠেলে ছুটে গেল ঘরের ভেতরে। চারপাশে তাকাল। কোথাও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে চাপা গলায় ডাকে—'ববি।' কিন্তু কোন সাড়া নেই। ভয়ে ভয়ে একটু এগোয়। তারপরেই বাথরুমের দরজায় ববির মৃতদেহ দেখতে পায়। রক্ত বের হচ্ছে। পাশে একটা রিভলবার পড়ে থাকতে দেখল। প্রিয়বন্দা এগিয়ে দেখতে যায়, ঠিক সেইসময় উল্টোদিকের দরজার আড়ালে একজোড়া জুতো চক্ষের নিম্নেবে সরে যায়। প্রিয়বন্দা ববির সামনে বসে। বর টোট্টে একটিনতে মনু হাসি ফুটে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সে।

[www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)  
হঠাৎ গুলির শব্দে ক'শানু উইংরুমে বেশ অস্থিত বোধ করছিল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না, শেষপর্যন্ত ভেতরের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই অপরিচিত একজনের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। দরজায় পর্দা থাকায় কেউ কাউকে লক্ষ্য করেনি, ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে ক'শানু উঃ বলে একপাশে ছিটকে পড়ল। অপরিচিত ছিটকে পড়ল। অপরিচিত ছিটকে পড়ল। অপরিচিত ঘর পেরিয়ে দরজা খুলে নিচে নেমে যায়। ফলে ক'শানু শূধুমাত্র তার পেছনটাই দেখতে পেয়েছে। লোকটার ডান কানে দুল ছিল। তারপর সন্ত্রস্ত গলায় ডাকে, 'প্রিয়বন্দা দেবী, মিস্টার ববি—'

কোন সাড়া না পেয়ে আরও কয়েক পা এগোতেই ববির মৃতদেহ দেখতে পেয়ে চিৎকার করে কান ছুটে যায়। হাঁটু গেড়ে বসে ববির নিস্তরঙ্গ দেহটার পাশে। পিঠে হাত দিয়ে ডাকতে যায়। কিন্তু মৃত বৃথতে পেয়ে হাত সরিয়ে নিতেই পাশে পড়ে থাকা রিভলবারটা তার নজরে পড়ে। এতক্ষণ ক'শানুর মুখে কোন কথা ছিল না, এবার আর অপেক্ষা না করে চিৎকার করে প্রিয়বন্দাকে ডাকতে লাগল।

দু-তিনবার ডাকার পর প্রিয়বন্দা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'এখনও কি বেঁচে আছে?'

ক'শানু ভয়ে ভয়ে বলল, 'ঠিক বৃথতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে—'  
'আচ্ছা রিভলবারটা কোথায়?'  
'পাশেই পড়ে আছে।'  
'ওটা নিয়ে আসুন।'  
'কিছু কেন?'

'আঃ, ক'থা বাড়াবে না। বৃথতে পারছেন না কেন, ওটা বে-আইনি জিনিস।'  
ক'শানু উপায় না দেখে রিভলবারটা তুলে নিল।

প্রিয়বন্দা চুপি চুপি বলল, 'ক'শানুবাবু, আপনি নিশ্চিত যে ববি মারা গেছে?'  
ক'শানু মৃতদেহটা আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। আচ্ছা আপনাদের এই স্ল্যাটে কি আর কেউ থাকেন?'

'আর কেউ মানে?' [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)  
ক'শানু একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'এইমাত্র একজন লোক এখান থেকে বেরিয়ে গেল।'  
প্রিয়বন্দা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, 'হুমপসিবল। এখানে আমি আর ববি ছাড়া কেউ থাকে না। তেভেরে ঢোকান আর কোন পথও নেই। আর এটা তো ঠিক, কাউকে এখানে বসিয়ে রেখে ববি নিশ্চয়ই বাইরের ঘরে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলত না। আপনি এবার রিভলবারটা নিয়ে আসুন।'

প্রিয়বন্দার মুক্তিটা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না ক'শানু। বেশ জোর দিয়ে বলল, 'কিছু বিশ্বাস করুন, আমি লোকটাকে নিজের চোখে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি।'

'তাই নাকি? আপনি দেখেছেন? আচ্ছা লোকটাকে কেমন দেখতে?'  
এবার একটু নার্ভাস হয়ে ক'শানু বলল, 'না, মানে, মুখ দেখতে পাইনি যদিও—কিন্তু একটা জিনিস দেখতে ভুল করিনি। লোকটার কানে দুল ছিল।'  
প্রিয়বন্দা হো হো করে হেসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না ক'শানুবাবু, আপনাবর এই বানানো গল্প পুলিশ কিছু বিশ্বাস করবে না বলেই আমার ধারণা।'

ক'শানু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আপনাবর কথাগুলো কিন্তু আমার অদ্ভুত লাগছে। কেন ববিবাবু আত্মহত্যা করবেন? এক হতে পারে আমাদের সঙ্গে গৌরীদেবীর খুনের কথা শুলে উনি আত্মহত্যা করছেন, কিন্তু এমন বোকা বলি তো ওঁকে মনেই হয় না। সেক্ষেত্রে উনি নিশ্চয়ই গৌরীদেবীর স্ল্যাট-এ ফোন করে বাচাই করতেন। আর সেটা করলেই উনি জেনে যেতেন যে আমরা মিথ্যে কথা বলছি। আমার কিছু মনে হচ্ছে ওঁকে খুনই করা হয়েছে এই রিভলবারটা দিয়ে।'

প্রিয়বন্দা মুখটা গম্ভীর করে বলল, 'এবং সেটা এখন আপনাবরই হাতে।'  
ক'শানু ভয়ে চমকে উঠল, 'ভার মানে?'

'মানে আর কিছুই নয়, আমি পুলিশকে ফোন করছি। তারা এসে ববির হত্যাকারীকে ধরে নিয়ে যাক। ততক্ষণ আপনি এখান থেকে এক পা-ও নড়বেন না।'  
ক'শানু সঙ্গে সঙ্গে হাতের রিভলবারটা প্রিয়বন্দার দিকে ধরতেই প্রিয়বন্দা হেসে ফেলে বলল, 'মিথ্যে চেষ্টা করছেন ক'শানুবাবু, ওতে একটাই গুলি ছিল আর সেটা কিছুক্ষণ আগেই

www.banglabookpdf.blogspot.com

ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রমাণ ওই ববির মৃতদেহ।

কৃশানু ভয়ে এবং বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, 'এসব আপনি কি বলছেন? আমি ববিকে খুন করেছি? পুলিশ লোক যখন হয়েছিল তখন আমি আপনার সঙ্গে বাইরের ঘরে হিলাম, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন কেন?'

প্রিয়বেদা কোনরকম উত্তেজিত না হয়ে বলল, 'দেখুন কৃশানুবাবু, এসব স্কেনে সাধারণত কি হয়, পুলিশ এসে যখন শুনবে স্বামী আত্মহত্যা করেছে, প্রথমেই স্ত্রীকে সম্বোধন করবে। শুধু তাই নয়, আমার আর ববির সম্পর্ক যে ভাল ছিল না এটা জানতে পুলিশকে কোন চেষ্টাই করতে হবে না। তাই ববি খুন হয়েছে এবং সেটা তৃতীয় ব্যক্তির হাতেই একথা পুলিশ জানালে আমি একটু রহিত হইতাম।'

'আশ্চর্য, কিছু সেই তৃতীয় ব্যক্তি তো এই স্ট্যাট থেকেই বেড়িয়ে গেল এইমাত্র!'

'না, আপনি স্ট্যাট হবার চেষ্টা করছেন না।'

কৃশানু এবার নার্ভাস হয়ে পড়ল। পুলিশের নাম শুনাই শরীরের মধ্যে একটা কাঁপুনি এল। আড়াআড়ি রিডভারটা ববির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে প্রিয়বেদার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, 'আপনি এমন বলছেন কেন? মানুষ তো দুজনের কথা, আমি কখনও একটা পতঙ্গকেও মারিনি। সিজ, এভাবে আমাকে বিপদে ফেলবেন না!'

প্রিয়বেদা কাঁধ ঝুকিয়ে বলল, 'এখন আর আমার কিছু করার নেই কৃশানুবাবু।'

প্রিয়বেদার এ ধরনের আচরণে কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'অজুত ব্যাপার! আপনার স্বামী ওখানে মরে পড়ে আছেন, আর আপনি—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে প্রিয়বেদা বলল, 'আমি কি? কাঁদছি না, শোকে বিগলিত হয়ে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছি না, তাই না? এ আসলে গুলোগুলো মেয়েদের ভেতর থেকে আসে বলেই করে। যাকে ভালবাসে, যে নিজের, সে চলে গেলে, সে চলে গেলে অনেক ছাত্রের থেকে কান্না আপনা-আপনি ছিটকে আসে। আর ওই লোকটা, আট বছর ধরে অনেক ছাত্রিয়েছে আমাকে। আমার আড়ালে ফুটি করেছে অন্য মেয়েদের নিয়ে। এবার বলুন তো, ওর জন্যে কি এতটুকু সহানুভূতি আমার থাকে উচিত? একটু থেমে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'গৌরীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক জানা সত্ত্বেও আমাকে বলতে হয়েছে ও আমার স্বামী।'

প্রিয়বেদা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে। কৃশানু কি করবে ভেবে না পেয়ে অসহায়ভাবে প্রিয়বেদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রিয়বেদার গলায় আবার অভিমানের সুর শোনা গেল, 'শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমার একই স্ট্যাট-এ থাকতাম কিন্তু সম্পর্কহীন হয়ে—একথা সবাই জানে। গৌরীর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই ও প্রায়ই জানতে চাইত, যেহেতু আমি ওকে ভালবাসি না, সেক্ষেত্রে গৌরীর সঙ্গে ওর গভীর প্রেমের ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে কিনা? সত্যি কথা বলতে কি, আমি স্বাধীনতা চেয়েছিলাম বলে আপত্তি করিনি। কিন্তু আজ যখন গৌরী জানবে ববি আত্মহত্যা করেছে তখন যতই মার থাকে ও আমাকেই দায়ী করবে। অথচ আমাকে বাঁচতে হবে, আমার অভিনয়ের ক্যারিয়ার কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারি না।'

কৃশানু সব শুনে বলল, 'কিন্তু এ তো আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার দোষ কোথায়? এখানে কেন জড়াচ্ছেন? উনি যদি ইনভেস্টিগেট-এর ফর্মগুলো না নিয়ে আসতেন তাহলে আমার এখানে আসার দরকারই ছিল না।'

'ও যে ফর্মগুলো এনেছিল তার প্রমাণ কি?'

কৃশানু ভেবে বলল, 'তা নেই বটে, কিন্তু গৌরীদেবী কেন মিথ্যা কথা বলবেন? প্রিয়বেদা চটপট জবাব দিল, 'দেখুন, সত্যি মিথ্যা জানি না, তবে আমি ববির স্বভাব জানি। ও যদি ফর্ম নিয়ে আসত তাহলে মুখের ওপর বলে দিত, আমি এনেছি কিছু আপনারা দেব না।'

'তাহলে?'

'কি ছিল ফর্ম?'

'গৌরীদেবীর বাবার ডিরেকশন।'

প্রিয়বেদা কিছু একটা চিন্তা করে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা কৃশানুবাবু, ওই ফর্ম কোন কারণে হারিয়ে গেলে নতুন ফর্ম-এসই করতে পারবেন না?'

কৃশানু কিছু-কিছু করে বলল, 'যার। কিন্তু—'

প্রিয়বেদা ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্যের ইঙ্গিত বুঝতে পেয়ে নরম সুরে বলল, 'ওখানে বসুন। ব্যাপারটা খুলে বলুন তো।'

'খুলে বঙ্গার তো কিছু নেই।'

প্রিয়বেদার সমস্যাটা আরও দৃঢ় হল। কিন্তু কৃশানুকে তা বুঝতে না দিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে ওই ফর্মগুলো খুব দামী। এখন হতে পারে, গৌরী ও গুলোগুলো লুকিয়ে রেখে ববির নামে দোষ চাপিয়েছে। তাই পুরো ব্যাপারটা আমাকে খুলে বললে আমি হয়ত আপনাকে সহায়্য করতে পারি। আর তা যদি না করেন তাহলে পুলিশকে ববির খুনের কথা না বলে আমার উপায় নেই।'

কৃশানুর ভয় আরও বেড়ে গেল। মনে মনে স্থির করল এই বামেলা থেকে রেহাই পেতে হলে প্রিয়বেদার যুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া রাস্তা নেই। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আচ্ছা সব কথা বললে আপনি আমাকে যেতে দেবেন?'

'ভেবে দেখব।'

'ভেবে দেখবেন? বাঃ, ভেবে যদি কিছু দেখতে না পান তাহলে আমার কি হবে?'

প্রিয়বেদা বলল, 'দেখুন কৃশানুবাবু, ওসব ভেবে এখন কোন লাভ হবে না। কারণ আপনি এই স্ট্যাট থেকে চলে গেলেও আমার অভিযোগ পোলে পুলিশ কিছু আপনাকে ঠিক খুঁজে পাবে করবে।'

প্রিয়বেদার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কলিংবেলটা বেজে উঠল।

প্রিয়বেদার মুখের চেহারাটাও পাতে গেল হঠাৎ। কৃশানুর কাছে এসে চাপা গলায় বলল, 'কে এলছে বুঝতে পারছি না, আপনি এখানে থাকুন—যে এলছে সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সাদাশু করবেন না!'

দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর-কৃশানুর কানে গেল। সে চুপি চুপি পর্দার আড়ালে এসে ফাঁক দিয়ে দেখল গৌরী দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। দরজাটা খুলতেই প্রিয়বেদাকে জিজ্ঞেস করল, 'ববি কোথায়?'

'কেন?'

'খুব দরকার আছে।'

'ও তো এখন বাড়িতে নেই। এস, ঘরে এসে বস।'

গৌরী অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'বাড়িতে নেই?'

'কি আশ্চর্য, ও বাড়িতে থাকলে আমি কেন নেই বলব?'

'আচ্ছা, কখন ফিরবে কিছু বলে গেছে?'

প্রিয়বন্দা মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমি বাড়ি ফিরে দেখি রেগেমেগে বেরিয়ে যাচ্ছে—'

'কেন, কিছু হয়েছিল?'

'আমার সঙ্গে তো কিছু হয়নি। তবে এসে দেখি তোমার ওখানে যে ভদ্রলোক, ওই যে ইনসিওরেন্সের এজেন্ট, তিনি বিবির সঙ্গে খুব চোঁচিয়ে ঝগড়া করছেন!'

'তাই নাকি? তারপর?'

'তারপরেই বঁধি বেরিয়ে গেল। আমরা কোন কথা শুনতে চাইল না।'

প্রিয়বন্দা একটু থেমে গৌরীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার এসব ঝামেলা ভাল লাগছে না, গৌরী।'

গৌরী হেসে বলল, 'তুমি অবাক করলে প্রিয়া, নৌকায় ওঠার পর জল ভাল লাগছে না বললে তো চলে না! আমি আশা করি তুমি এতক্ষণ যা যা বললে সবই সত্যি।'

প্রিয়বন্দা অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'ও না, মিথ্যা বলতে বাব কেন? কিছু তোমার জবুরী দরকারটা কি তা আমাকে বলা যায় না?'

গৌরীও এতটুকু ঝিগা না করে বলল, 'তুমি যদি বঁধি নামক একটা পুণ্যমানুষ হতে তাহলে নিশ্চয়ই বলতাম। তোমার টেলিফোনের রিসিভারটা বোধহয় নামানো আছে, ওটা ঠিক করে রেখে দিও। তারপরই আচমকা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা কশানুবাবু তাহলে কোথায় গেল?'

কশানু এতক্ষণ পর্দার আড়ালে থেকে ওদের কথা সব শুনছিল। সে সরে গেল। মুখে সামান্য স্বস্তির চিহ্ন দেখা গেল। কিছু না ভেবে সে দ্রুত বাথরুমে ঢুকে বিবির মৃতদেহটা বাথরুমের ভেতরে তৈলে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। রক্তমাখা রিভলবারটা বেসিনের জলে ডাল করে মুহুরে মুহুরে দিয়ে ঘষে ঘষে মুছল। তারপর রুমালে জড়িয়ে নিয়ে ওটাকে বিবির মৃতদেহের পাশে নামিয়ে রাখতেই দরজায় লক্ষ হল। কশানুর গলা শুকিয়ে গেল। দরজার ওপাশে প্রিয়বন্দার গলা শোনা গেল, 'কশানুবাবু?'

কশানু কাঁপা হাতে দরজাটা খুলল। বিবির মৃতদেহটা বাঁচিয়ে এক লাফে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

প্রিয়বন্দা দ্রুত সরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'একি, বাথরুমে কি করছিলেন?'

কশানু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'না, কিছু না। গৌরী কোথায়?'

'চলে গিয়েছে। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'ওই পর্দার আড়াল থেকে—'

কশানুকে থামিয়ে দিয়ে প্রিয়বন্দা বলল, 'আপনাকে কিছু আমি ভেতরেই থাকতে বলেছিলাম। আমার ধারণা বঁধি নয়, গৌরী আপনাকেই খুঁজতে এসেছিল।'

'আ-আমার খোঁজে?'

প্রিয়বন্দা কশানুকে আশ্বস্ত করল, 'আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। আমি ওকে বলিনি যে আপনি এখানে আছেন আর একটু আগে আপনিই বঁধিকে গুলি করেছেন।'

কশানু প্রতিবাদ করে উঠল, 'না, আমি গুলি করিনি।'

'তা বললে কি হবে, পুলিশ সেটা বিশ্বাস করবে না।'

'আপনার কথার কোন প্রমাণ আছে?'

প্রিয়বন্দা বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'নিশ্চয়ই। রিভলবারে আপনার হাতের ছাপ পাবে ওয়া।'

কশানুও চোঁচিয়ে বলল, 'না, পাবে না। অনেক আগেই আমি হাতের ছাপ জলে ধুয়ে ফেলেছি।'

'তাই নাকি? চমৎকার! আপনাকে আমি বোকা বলে কখনও ভাবিনি কশানুবাবু, কিন্তু আপনি যে অত্যন্ত চালাক তাও মনে করিনি। আপনি কি সিওর, ওই রিভলবারের গায়ে কোন দাগ নেই? সব ধুয়ে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ! একটা লোক রিভলবার চালিয়ে গুলি করল অথচ সেই রিভলবারে তার হাতের ছাপ নেই, পুরোটাই ধুয়ে পরিষ্কার করা—আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, পুলিশ ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নেবে?'

কশানুও সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'সেটা তো খুন করার পর আপনাকে করতে পারেন! কশানু আর কিছু বলতে পারল না, প্রিয়বন্দা এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে রেখে হঠাৎ চোখ বড় বড় করে কশানুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনুন, গৌরী বলল আপনাকে একজন ক্রিমিন্যাল।'

'আমি ক্রিমিন্যাল?'

'অবাক হচ্ছেন কেন, কশানুবাবু?'

'বাঃ, অবাক হব না! জীবনে যে একটা খুনও করল না, সে হতে সেক্ষেত্র ক্রিমিন্যাল? এবার প্রিয়বন্দা কশানুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সম্পর্কে গৌরী যা বলে গেল আপনি শুনতে পাননি?'

'না। আমি তখন ভেতরে চলে গিয়েছিলাম।'

প্রিয়বন্দা মুখে একটা শব্দ করে সোষায় গিয়ে বসল। কশানুকেও বসতে বলল। একটু থেমে বলল, 'আপনি চলে আসার পর গৌরীর সঙ্গে ওর দাদার কথা হয়েছে। গৌরী আপনার কাছে জানতে চায় অমিত্যভ মল্লিকের কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়েছেন কিনা কাছ করে দেবার জন্যে। ও খুব খোপে গিয়েছে। কশানুবাবু, আপনি জেনে রাখুন গৌরী সাধারণ মেয়ে নয়। বিবির সঙ্গে থেকে ও আড়ার ওয়াড়ের অনেককেই ভালভাবে জানে, চেনে। এখন এই অবস্থা থেকে যদি আপনি বাঁচতে চান তাহলে আমি যা বলব তাই আপনাকে শুনতে হবে। গৌরীর মুখ থেকে শুনলাম ওর বাবা একটা ইনসিওরেন্স করতে চেয়েছিলেন। খুব ভাল কথা, কিন্তু তার জন্যে আপনি কেন ওঁর ছেলের কাছে টাকা নিয়েছিলেন? কেনই বা তাঁর মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাবেন? আপনার মুখ থেকে আমি ব্যাপারটা জানতে চাই।'

একটু ভুল শুনছেন? আমি ভাব জমাবতে যাইনি, উনি নিজেই আমার কাছে এসেছিলেন।'

'কিন্তু কেন?'

'এটা তো স্বাভাবিক। কারণ ওঁরা দুজনেই মিস্টার মল্লিকের ইনসিওরেন্সের টাকার মালিক হতে চান। ছেলে তবু অপেক্ষা করতে রাজী ওর বাবার দুর্ঘটনা ঘটা পর্যন্ত কিছু গৌরীদেবী চান না হোক: এখনই জমা পড়ুক!'

'কত টাকার ইনসিওরেন্স?'

'তা পদ্মশ লক্ষ টাকা।'

শুনেই চমকে উঠল প্রিয়বন্দা, 'বলেন কি! পদ্মশ লক্ষ!'

'হ্যাঁ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওই টাকার ইনসিওরেন্স এই বয়সে করতে গেলে যে সমস্যা তার সমাধান ওঁর হাতে নেই। তাই উনি শেষপর্যন্ত ওইইরকম টাকা একটা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে রাখতে চাইছেন। কিন্তু ওঁর হেসে-মেয়ে কেউ আদৌ জানে না যে মিঃ মল্লিক মারা যাওয়ার পর ওই টাকা ওরা কেউই পাবে না।'

প্রিয়বন্দা বলল, 'ব্যাপারটা খুব গোলমালে মনে হচ্ছে। তাহলে ওই টাকা কে পাবে?'

কুশানু মাথা নেড়ে জানাল, 'সেটা বলা যাবে না।'

প্রিয়বন্দা মনে মনে ভাবল, 'এভাবে জানা যাবে না—তাই একটু আদাবার করে বলল,

'সি-জ।'

প্রিয়বন্দার মধুর বাক্যে কুশানু গলে গিয়ে বলল, 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ।'

'সে কি!'

'হতেই পারে। উনি হয়ত নিজের ছেলেমেয়েকে পছন্দ করেন না।'

প্রিয়বন্দা এবারে ধীরে ধীরে কুশানুর কাছে এগিয়ে এসে যোঝাতে লাগল, 'কুশানুবাবু, বুঝতেই পারছেন আত্মহত্যা করে বরি আমাকে বেশ বিপদে ফেলে দিয়েছে। আমার অভিনয় জীবন এতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর গৌরীকে আমি জানি, ও করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। আমি ভেবে দেখলাম আপনার সামনেও বেশ বিপদ উপস্থিত। তাই বলছি, আসুন আমরা পরস্পরকে সাহায্য করি।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, প্রিয়বন্দা দেখি।'

'খুব সোজা কথা। আচ্ছা আপনার টাকার দরকার নেই?'

কুশানু এবার জোর দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'বেশ। তাহলে এই আদিনাথ মল্লিকের কেস থেকে আমরা নিশ্চয়ই কিছু টাকা রোজগার করতে পারি।'

'কিন্তু কিভাবে?'

প্রিয়বন্দা চুপি চুপি বলল, 'আমার বুদ্ধিমত যদি চলেন তাহলে ফিফটি ফিফটি। কেমন?'

'সিদ্ধ, আরেকটু বুধিয়ে বলুন।'

'দেখুন, রাস্তা একটা বের হবেই। আপনি শধু আমাকে সাহায্য করুন।'

'কি উপায়ে?'

বরির মৃতদেহটা দেখিয়ে প্রিয়বন্দা বলল, 'এভাবে বরির মৃতদেহটা সারাজীবন তো এখানে পড়ে থাকতে পারে না—'

'তা তো বটেই। কিন্তু—'

'হ্যাঁ সেটাই বলছি। আসলে ব্যাপারটা আমি পুলিশকে জানাতে চাই না। বরির মৃতদেহটা এই ফ্ল্যাটের বাইরে অন্য কোথাও পাওয়া গেলে পুলিশ কিন্তু তখন আমাদের কাউকেই সন্দেহ করতে পারবে না। অর্থাৎ ওর শরীর যেমন করে হোক নির্ভন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলে আসতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু—'

কুশানুকে চিন্তিত দেখে প্রিয়বন্দা ওকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। একটু ভেবে নিয়ে

বলল, 'মানুষ মরে গেলে কতকণ্ণে তার শরীর পড়ে, কুশানুবাবু?'

কুশানু কিছু না ভেবেই বলল, 'আমি জানি না। কিন্তু এ খবরটা আমার মনে হয় পুলিশকে জানানো উচিত।'

'পাগলামি করবেন না। আপনি জানেন তার ফলটা কি হতে পারে?'

'কিন্তু আমি খচকে দেখেছি একটা লোককে এই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যেতে। আমি আপনাকে আবার বলছি, ওই লোকটাই খুন করেছে বরিকে।'

প্রিয়বন্দা হেসে উড়িয়ে দিল। কোন গুরুত্ব না দিয়েই বলল, 'আপনার ওই গল্পে কোন কাজে লাগবে না। এখন যেটা করতে হবে শুনুন। আর একটু রাত হলে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। মোট কথা গৌরীর বাবার পুরো টাকাটা আমাদের চাই। হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ এনে বলল, 'আচ্ছা কুশানুবাবু, আপনি কি বিবাহিত?'

কুশানু বলল, 'দুঃ, রোজগার করি না, যাওয়াব কি?'

প্রিয়বন্দা হেসে ফেলল, 'কিন্তু পঁচিশ লাখ হাতে পেলে?'

প্রিয়বন্দার রসিকতায় কুশানু অবাধ হয়ে বলল, 'আপনাকে দেখে আমার খুব আকর্ষণ লাগছে প্রিয়বন্দা দেখি। আপনার স্বামী ওখানে মরে পড়ে আছে আর আপনি এখন এসব কথা ভাবতে পারছেন?'

প্রিয়বন্দার গলায় বিকার শোনা গেল, 'কি বললেন, স্বামী? আপনি জেনে রাখুন, লোকটাকে আমি ঘেমা করতাম। ও মারা গেছে জেনে আমার আনন্দ হচ্ছে। আজ রাতে আপনি আর আমি ওর ডেডবডি এখান থেকে সরিয়ে ফেলার পর সেলিব্রেট করব? কেমন?'

॥ ১৪ ॥

আদিনাথ মল্লিকের অনুরোধমত ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রফেসর রায় চিত্রলেখা সেন-এর বাড়িতে এলো দেখা করতে।

কলিং বেল-এ চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। চিত্রলেখা নিজেই দরজা খুললেন। মহিলাকে দেখে মনে হল বয়স ষাটের কাছাকাছি কিন্তু এখনও চেহারায়ে সৌন্দর্য স্পষ্ট। সামনের চুল ঠিক মিসেস গান্ধীর মত। ব্যক্তিত্বময়ী এবং বেশ লম্বা।

দরজা খুলেই প্রফেসর রায়কে চিনতে পেয়ে বললেন, 'আরে আপনি! আসুন, ভেতরে আসুন।'

প্রফেসর ভেতরে ঢুকে সোফায় বসে প্রথমেই বললেন, 'এই শহরে সুস্বাগতম! চিত্রলেখা প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'সে কি! আমি কি কলকাতায় নতুন? বছর দু'বার আসছি না?'

'আরে সেটা তো বছরে দু'বার। কিন্তু প্রথম আগরতলা থেকে পাকাপাকিভাবে এখানে। এখন থেকে আপনি কলকাতার মানুষ, গিয়ে আর আগরতলার গন্ধ থাকবে না!'

চিত্রলেখা বললেন, 'তাই নাকি? আগরতলার গন্ধটায় আপত্তি ছিল তাহলে? প্রফেসর রসিকতা করে বললেন, 'নিশ্চয়ই। আর থাকবে না-ই বা কেন? ওখানকার স্কুলের ছাত্রীরা দিদিমণির বক্তৃতা শুনতে পাবে আর আমরা বঞ্চিত হব, এটা কি মেনে নেওয়া যায় বলুন?'

প্রফেসর রায়ের কথায় চিত্রলেখা হেসে ফেললেন, 'সত্যি, এত বছর ধরে একই কথা

ছাত্রীদের বলে আমি ক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রিটার্ন করার পর টাকাপয়সার ব্যাপারে একটু অসুবিধে হতে পারে কিন্তু এখন থেকে নিজেই ইচ্ছেমত যুগ্মে, পড়ুন, এই স্বাধীনতাটুকু তো পেলাম। তারপর, আপনি কেমন আছেন ?

প্রফেসর রায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আর আমি ! শরতের মেঘ দেখেছেন ? পূজা তুলোর মত ভেসে ভেসে বেড়ায়, না জাতে বিদ্যুৎ চমকায় না তা থেকে বৃষ্টি ঝরে পৃথিবীতে, আমার সেই অবস্থা। কোন পিছুটান নেই, সামনে কোন লক্ষ্যও নেই, শুধু ভেসে থাকা।'

'অদ্ভুত কথা বলেন কিছু আপনি ! সত্যি আপনারা আমায় হিফেসে হয় !'  
প্রফেসর রায় বললেন, 'সাবাস ! এই প্রথম একজনকে পেলাম যে আমাকে হিফেসে করছে !'

'আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনার কোন চিন্তা নেই !'  
'কেন ? আপনি কি চিন্তাশীল ?'

'এ্যা !'  
'আজ্ঞা এতদিন পরে হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা করতে কেন এলাম তা তো কই একবারও জিজ্ঞেস করলেন না ?'

চিত্রলেখা মনে হল একটু লক্ষ্য পেয়ে গেলেন। বললেন, 'সত্যিই তো, আপনার আসার কারণটা জানতে পারলাম না।'

এবার প্রফেসর রায় একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল যা একান্ত ব্যক্তিগত।'

চিত্রলেখা গলার স্বর পাটে বললেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো প্রফেসর রায়, আপনাকে হঠাৎ খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছে !'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু সিরিয়াসই বটে। এতদিন আগরতলয়া ছাত্রীদের নিয়ে ছিলেন। এখন যতই বলুন অপর স্বাধীনতা ভোগ করবেন, দুদিন বাবেই হাঁপিয়ে উঠবেন। তাছাড়া বয়স এমন একটা নির্মম সত্য যা একাকী ব্যাডিয়ে তোলে। তাই আমার জানতে ইচ্ছে করে এ ব্যাপারে আপনি কিছু ভেবেছেন কিনা ?'

প্রফেসর রায়ের বক্তব্যের রহস্য কিছুটা অনুমান করে চিত্রলেখা বললেন, 'ভাবতে আর সাহস হয় না। বয়স সেই সাহস কেড়ে নিয়েছে অনেকদিন।'

'কিন্তু কেন ?'

চিত্রলেখা তাঁর ফেলে আসা জীবনের কাহিনীর কিছুটা বলা প্রয়োজন মনে করলেন। প্রফেসর রায়ের 'কেন'-র উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, 'আঠারো বছরে বিয়ে হয়েছিল। কুড়িতেই চূড়ান্ত ধাক্কা খেয়েছি। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়েছিলাম। বেশ চলে যেত, হঠাৎ চল্লিশের কাছাকাছি এসে আরও বড় ধাক্কা খেললাম। সে খবর আশা করি আপনি নিশ্চয়ই শুনতে থাকবেন। এই শহরে থাকলে হয়তো তখন পাগল হয়ে যেতাম। চম্ফলঙ্কার ডয়ে পালিয়ে গেলাম আগরতলয়া। বৈধব্য যা কেড়ে নিতে পারিনি, বিশ্বাসঘাতকতা আমার মনের জোরের অনেকটাই চুরমার করে দিচ্ছিল। তবু মেয়ে বলেই সামলে নিতে পেয়েছিলাম। আজ এই বয়সে নতুন করে আঘাত পেলে আর বাঁচব না, প্রফেসর রায় !'

'কিন্তু আঘাত পাবেন একথা ভাবছেন কেন ?'

'বিশ্বাস করুন আমার ভয় করে।'

'আজ্ঞা আমাকে আপনার কেমন মানুষ মনে হয় ?'  
'সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে আমার প্রকৃত বন্ধু বলে মনে হয়।'  
প্রফেসর হেসে বললেন, 'তাই নাকি ?'  
চিত্রলেখা কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বললেন, 'না—মানে আমি আপনার ব্যবহারেও কখনও অবশ্যী হইনি।'  
'শুনে খুবী হলাম। তাহলে আমার ওপর আস্থা রাখা যায়।'  
'কেন, আপনি কি এ নিয়ে কিছু ভেবেছেন ?'  
প্রফেসর রায় ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন।'  
চিত্রলেখা চোখ বন্ধ করে কিছু একটা ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলুন তো ?'  
প্রফেসর রায় বললেন, 'দেখুন চিত্রলেখা, আমার মনে হয় আপনি একবার আদিনাথের সঙ্গে দেখা করুন।'  
নামটা শোনামাত্র চিত্রলেখা চমকে টেঁচিয়ে উঠলেন, 'কার কথা বললেন ?'  
'হ্যাঁ, আদিনাথ মল্লিক !'  
চিত্রলেখা সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠলেন, 'ওঃ !'  
প্রফেসর রায় যতটা সম্ভব নরম সুরে বললেন, 'চিত্রলেখা, আপনি একটু ঠাণ্ডা হোন মিল্ক। দেখুন, মানুষের ভুল তো হয়। এক্ষেত্রে আদিনাথেরও হয়েছিল। কুড়ি বছর ধরে সে মনে মনে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। স্বীকার যাওয়ার পর সম্মাসীর জীবন কাটিয়েছে। এখন সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।'  
চিত্রলেখা প্রফেসর রায়ের অনুরোধকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে গলার স্বর পাটে বললেন, 'ভালই তো, সম্মাসী তার সম্মাস্য নিয়ে থাকুক, আমাদের মত সাধারণ মানুষকে নিয়ে টানাপোড়েন কেন ? তাছাড়া শুনছি, সম্মাসীরা বারো বছর বাবে একদিনের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে সঙ্গারে ফিরে আসেন, কিন্তু আমার তার দশক হবার কিছুমাত্র বাসনা নেই।'  
'আপনার অভিমানের কারণ বুঝতেই পারছি চিত্রলেখা, তা সত্বেও বস্বি সোকটার মানসিক অবস্থা আর একবার বিবেচনা করুন। আজ তার প্রচুর অর্থ। ছেলেমেয়েরা স্বাবলম্বী। কিন্তু মনে মনে একেবারে নিঃশ্ব হয়ে গিয়েছে সে।'  
হঠাৎ চিত্রলেখা রেগে গিয়ে বললেন, 'আপনি কি এতক্ষণ ওর কথা বলার জন্যে ভূমিকা করছিলেন ?'  
'তার মানে ?'  
'বলছিলাম, আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয় ?'  
'হ্যাঁ, তা হয়। কারণ রোজ সকালে আমরা একসঙ্গে হাঁটি।'  
চিত্রলেখার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। জানলার দিকে মুখ করে প্রফেসর রায়কে উদ্দেশ করে বললেন, 'এরপর আর আমাদের দেখা হওয়া উচিত নয় বলেই আমি মনে করি।'  
'কেন, আপনি একথা বলছেন কেন ?'  
'কারণ আপনি বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে পারেন নি।'  
প্রফেসর কথাটাকে স্বীকার করে নিয়ে বললেন, 'আপনি যেটা বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু আদিনাথ মল্লিকের সঙ্গে আমার যে দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব তার মর্যাদা দিতেই চেয়েছিলাম আমি।'

‘হ্যাঁ, চমৎকার! আপনার কথা শুনে মহাভারতের কথা মনে পড়ে গেল। ইন্দ্র কর্ণের কাছে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে গিয়ে কবচকুণ্ডল ভিক্ষে চেয়েছিল এবং নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও কর্ণ সেটা দান করে দানবীর আখ্যা পেয়ে ধনা হতে পারেন কিন্তু আপনি নিজের নাম কোন ইতিহাসের পাতায় তুলতে চেয়েছেন?’

প্রফেসর অবাধ হয়ে বললেন, ‘আপনার কথা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না!’  
চিত্রলেখা মুচকি হেসে বললেন, ‘বুঝতে আপনি কোনদিনই পারবেন না। তবে আপনি জেনে রাখুন, আদিনাথ মন্দির আমার কাছে আজ মৃত। অতএব তার সঙ্গে দেখা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই প্রস্তাব নিয়ে আপনি আর কখনও এ বাড়িতে আসবেন না, স্লিড।’

তা সত্ত্বেও প্রফেসর বললেন, ‘চিত্রলেখা, আমি আপনার সেন্সিটেক্ট বুঝতে পারছি—’  
চিত্রলেখা চিৎকার করে উঠলেন, ‘কি বুকেছেন আপনি? শরতের মেঘ, যার বৃকে বিদ্যুৎ নেই বৃষ্টিও নেই, তার বোঝার ক্ষমতা—’

কথাগুলো শেষ না করে চিত্রলেখা কঁদে ফেললেন।

প্রফেসর রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অপরাধী মনে করে অনুরোধ করলেন, ‘আমি ক্ষমা চাইছি। আপনি এতটা আঘাত পাবেন বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে, আমি আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না—আমি আসছি।’

প্রফেসর রায়কে চলে যেতে দেখে চিত্রলেখা হঠাৎ বললেন, ‘দাঁড়ান। আমি কিছু আপনাকে অপমান করতে চাইনি।’

প্রফেসর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ঠিক আছে, আমি এতে একদমই অপমানিত হইনি।’  
এতক্ষণে চিত্রলেখার গলায় নরম সুর শুনতে পাওয়া গেল, ‘আমাকে—আমাকে আপনিও বুঝতে পারলেন না!’

‘কে বলল পারিনি? সেটা বুঝতে পেরেছিলাম বলেই ওই ধারণটাকে স্পষ্ট করার জন্য নিজের কাছে যে দায়টা এখনও আছে তা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলাম।’

‘দায় মানে?’

‘হ্যাঁ, বস্তই অসম হোক তবু বন্ধুত্বের দায়। এই কথাগুলো যদি আপনি আদিনাথকে সরাসরি বলতেন তাহলে আমি স্বস্তি পেতাম। হয়তো আপনার কষ্ট হবে, খারাপ লাগবে, কিছু চিন্তায় শোওয়া প্রিয়জনের মুখাঙ্গি তো আমাদেরই করতে হয়। আর সেটা না করা পর্যন্ত সংস্কার শেষ হয় না।’

চিত্রলেখা মাথা নিচু করে বসে রইলেন। তারপর আন্তে আন্তে বললেন, ‘আমাকে একটু ভাবতে হবে। একটু সময় চাই যে—’

প্রফেসর উৎসাহিত হয়ে বললেন, ‘বেশ তো। আজ আমি তাহলে চলি।’  
‘না। আপনি এখনই চলে গেলে আমার খারাপ লাগবে। আপনি আরেকটু বসুন, স্লিড।’  
চিত্রলেখার অনুরোধ ফেলতে পারলেন না প্রফেসর রায়। পায়ে পায়ে ভেতরে গিয়ে সোফায় আরাম করে বসলেন।

দরজার কড়া নাড়তেই কৃষ্ণানুর মা দরজা খুললেন।

এত সকালে ভদ্রলোককে দেখে বললেন, ‘বলুন, কাকে চাই?’

‘আমি কৃষ্ণানুর খোঁজ করছিলাম। আমাকে আপনি চিনবেন না, আমার নাম আদিনাথ মন্দির।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনার নাম শুনেছি কৃষ্ণানুর মুখে। আপনি ভেতরে আসুন।’

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, ‘ও কি বাড়িতে আছে?’

‘না। সেই সকালে আপনার কাজ নিয়েই বেরিয়ে গেছে।’

আদিনাথ বললেন, ‘ঠিক আছে, তাহলে এখন আর ভেতরে যাব না। কৃষ্ণানুকে মনে করে বলবেন আমি খুব জরুরী দরকারে এসেছিলাম।’ মনে মনে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, ‘প্রয়োজনের সময় কাউকে না পেলে বড় অসুবিধে হয়—আজ্ঞা নমস্কার।’

কৃষ্ণানুর মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘শুনুন—মানে ও এতবড় একটা কেস পেয়ে একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছে, আমি ওর হয়ে এবারের মত আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনি বিদ্রূপ হলে বুঝতেই পারছেন ওর পায়ের তলার মাটি সরে যাবে।’

আদিনাথ একটু দাঁড়ালেন, তারপর কি ভেবে বললেন, ‘আপনি ওকে বলবেন কল সকালে যেন আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে।’

আদিনাথ কথা শেষ করে গাড়ির দিকে এগোতে যাবেন, হঠাৎ এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল—মুচকি হেসে বললেন, ‘নমস্কার স্যার।’

আদিনাথ অবাধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।’  
ভদ্রলোক বললেন, ‘আমি এই বাড়ির বাড়িওয়াল। আপনি কি ইনসিওরেন্স করতে এসেছিলেন?’

‘বাড়িওয়ালার এ ধরনের আচরণে এবার আদিনাথ মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন, ‘কেন বলুন তো? আমাকে দেখে কি আপনার সেরকম কিছু মনে হচ্ছে?’

বাড়িওয়ালা লজ্জা পেয়ে বললেন, ‘ছিঃ ছিঃ, এসব কি বলছেন? আসলে এই বিজ্ঞাপনটা বেরুনার পর থেকে—আরে আপনি তো এর আগে একবার এসেছিলেন! হ্যাঁ, ঠিক চিনতে পেরেছি। একটা অভূত ব্যাপার স্যার, ওই বিজ্ঞাপন বেরুবার পর সব ফর্সা ফর্সা ছেলে-মেয়ে প্রতিদিনই আসছে।’

‘আদিনাথের চোখ দুটো কুঁচকে উঠল, ‘ছেলে-মেয়ে!’

‘হ্যাঁ স্যার, দেখলেই বোঝা যায় সব বড়লোকের ছেলে-মেয়ে। আর মেয়েটাকে তো ঠিক মেমোদের মত দেখতে। আমার খুব ভয় হয় স্যার, এই ছেলটার আবার মাথা না ঘুরে যায়।’

আদিনাথ এসব কথায় কান দেবার প্রয়োজন নেই মনে করে সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা চোখের সামনে ধূলা উড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রিয়বন্দার ট্র্যাট থেকে ঘুরে আসার পর গৌরীর আর কিছুই ভাল-লাগল না। বিশেষ করে বিবির কোন সঠিক খবর না পাওয়াতে মনের মধ্যে একটা দৃষ্টিভ্রা তৈরী হল। নিজের ট্র্যাটে চূপচাপ মাথায হাত দিয়ে সেইসব কথাই চিন্তা করছিল। ঘরে আলো জ্বলছে। এমন সময় হঠাৎ কলিংবেলটা বাজতেই চমকে উঠল। দ্বিতীয়বারে উঠে দরজার কাছে গিয়ে কী-

হোলে চোখ রেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দরজাটা খুলল।

হঠাৎ অমিতাভকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়ে গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, তুই এসময়ে?'

অমিতাভও আশ্চর্য হয়ে বলল, 'বাং, আমাকে দরজায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করছিস?' গৌরী অমিতাভকে ভেতরে আসতে বলল। দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, 'না, তুই তো কখনও এই ফ্ল্যাট-এ আসিস নি, তাই একটু অবাক লাগল।'

অমিতাভ হেসে বলল, 'কথাটা হয়তো সত্যি। কিন্তু আমরা সম্পর্কে ভাইবোন। তাই এলে এত অবাক হবার কি আছে? তুই কি এসময়ে অন্য কাউকে এক্সপেক্ট করছিলিস?'

'অন্য কাউকে মানে?'

'ক'দিন ধরে শুনছি তুই নাকি ববি নামে একটা মাস্তানের সঙ্গে মেলামেশা করছিস। কথাটা কি সত্যি?'

গৌরী গভীর হয়ে বলল, 'ওটা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমি কারও সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। তুই যদি ওই ব্যাপারে এখানে এসে থাকিস, তাহলে—'

অমিতাভ হাওহা বুঝতে পেরে হেসে বলল, 'আরে দূর। তোর ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার নয়—আমি এসেছি আমাদের দুজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে। আয়, বোস।'

অমিতাভর কথায় একটু সন্দেহ হলেও গৌরী কোন কথা না বলে সোফায় বসে জিজ্ঞেস করল, 'আগে বল, চা না কম্বি?'

অমিতাভ বাংলা দিয়ে বলল, 'ওং নো। শোন, তোর সঙ্গে কাজের কথা বলি। ক'শানু নামে একজন ইনসিওরেন্স এজেন্ট-এর কাছে যে তুই গিয়েছিলি তা আমি জানতে পেরেছি। কি, তাই তু? কিছু কিভাবে তুই ক'শানুর অস্তিত্ব জানতে পারলি সেটা অবশ্য বুঝতে পারিনি। ওই ইন্সিওরটা তোকে নিশ্চয়ই বলেছে বাবা কি কেব'লাস এ্যামাউন্ট-এর ইনসিওরেন্স করতে চাইছে। কিন্তু আমরা প্রথম, কেন? শুধু তাই নয়, ভারত সেবাশ্রমকে দান করার জন্যে বছরে যে এত লক্ষ টাকার প্রিমিয়াম গুনতে হবে এটা আর যাই করুক আমার পিতৃদেব করবেন বলে একদমই মনে হয় না। তোর কি মনে হয়?'

উত্তরটা ওর মুখ থেকেই শোনবার জন্য গৌরী বলল, 'তা সন্দেহও তুই ক'শানুকে টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিলি। ভারত সেবাশ্রমের ব্যাপারটা অবিশ্রাম করেও।'

'ইয়েস। কারণ আমার ধারণা ভারত সেবাশ্রম একটা ক্যামোফ্লেজ। ওই টাকা বাবা অন্য কাউকে দিয়ে যেতে চান। প্রথমে ভেবেছিলাম তুই—তোর ওপর বাবার একটা অতুত দরলতা ছিল প্রথম থেকেই। আর সেটা জেনে তুই চমৎকার ঠেকে ব্যবহার করছিস। তাই টাকাটা তোকে দেবন বলেই ভেবেছিলাম। পরে যখন জানলাম তুইও হাজির হয়েছিস ক'শানুর কাছে, ঢেকাটাকে বাউন্স করতে চাইছিস যাতে বাবার ব্যাকের টাকা না কমে যায়। আচ্ছা তোর কি মনে হয়, বাবা অর্ধুণকে নর্দামি করতে চাইছেন?'

গৌরী মাথা নেড়ে বলল, 'কি করে জানব, বাবা তো এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কোন আলোচনা করেন নি।'

সেটা ঠিকই, তবে একটা কথা তোকে জানিয়ে রাখি, অর্ধুণ-এর ব্যাপারে এমনিতে আমি

একবারই ইন্টারেস্টেড নই। কারণ বাবাসাতে আমাদের দুজনের স্ট্যাটাস সমান। কিছু বাবা যদি ওকে ফেয়ার করেন তাহলে কিছু আমি প্রতিবাদ করব।'

'কিছু সেটা কিভাবে?'

'সেটা আলোচনা করার জেনেই তো তোর কাছে আসা। শোন দুটো পথ আছে। একটা হল আমরা দুজনে একসঙ্গে বাবার কাছে গিয়ে জানতে চাইব কেন তিনি এত টাকার ইনসিওরেন্স করছেন এবং নর্দামি কে?'

গৌরী অমিতাভকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই ভুলে গেছিস, তোকে নিশ্চয়ই ক'শানু বলেছে, বাবার পক্ষে ইনসিওরেন্স করা সম্ভব হচ্ছে না, বাবা টাকাটা ইনভেস্ট করছেন।'

অমিতাভ যুক্তিটা মেনে নিয়ে বলল, 'ওই একই হল। কিছু যেমন করে হোক ঠরু করে থেকে একটা উত্তর পেতেই হবে।'

'উনি যদি বলেন আমার টাকা আমি যা ইচ্ছে করব, তাহলে? এবং আমার ধারণা বাবা ওই কিছাই বলছেন।'

'তাতে বাবড়াবার কোন কারণ নেই। সেক্ষেত্রে আমাদের দ্বিতীয় পথে যেতে হবে। গৌরী, তুই আমার সঙ্গে হাত মেলা। বাবা ফর্মগুলো সই করে চেক দিয়ে দিলে বাকি খেলাটা আমি খেলব। ক'শানুকে দিয়ে আমি এখন যা ইচ্ছে করাতে পারি।'

'কি ভাবে?'

গৌরীর এই অতুত প্রশ্নে অমিতাভ মুচকি হেসে বলল, 'একটা কথা জেনে রাখ গৌরী, পৃথিবীর সমস্ত জাগের চেয়ে বড় নেশা হল টাকা। শুনলে অবাক হয়ে যাবি, ওকে সেই নেশা ধরিয়ে দিয়েছি। ক'শানু যখন একবার আমার হাত থেকে টাকা নিয়েছে, তখন ওর বেবুবার পথ প্রায় বন্ধ হয়েই গেছে। পরো টাকাটা তুই আমি ভাগ করে নেব—ফিফটি ফিফটি, কি রাজী তো?'

গৌরী একটু চিন্তায় পড়ে গেল, 'কিছু বাবা যদি জানতে পারেন?'

'পারবেন না। পাঁচ বছর পরে টাকাটা যখন ম্যাটিওর করবে তখন বাবা পৃথিবীতে থাকবেন না। এটা তুই আমার ওপর ছেড়ে দে।'

গৌরী এবার উশ্টো চাপ দিল, 'তাহলে তো কাজটা তুই একলাই করতে পারতিস। মিছিমিছি আমার সাহায্য চাইছিস, সেনা?'

'যেহেতু তুই সব জেনে গেছিস তাই এইমুহুর্তে তোর সাহায্য আমার দরকার। এমনও তো হতে পারে তুই সমস্ত ঘটনাটা বাবাকে জানিয়ে দিয়ে সব উড়ুল করে দিলি। না, না, এ ব্যাপারে তোকে কিছু করতে হবে না। তোর কাছে অন্য সাহায্য চাই আমি।'

গৌরী অবাক হয়ে চাছিল, 'সহায়্য মানে?'

'তবে আর বলছি কি? এটা আমরা সবাই জানি যে মি: আদিনাথ মল্লিক-এর তুই ব্লু আইড গার্ল। তুই কিছু বললে তিনি না বলতে পারবেন না। তুই বাবাকে রিকোয়েস্ট করবি যাতে বাইপাসের জমিটার জন্যে তিনি ইন্টারেস্টেড না হন। ওটা রবি পেতে চাইছে।'

'রবি আবার কে?'

'রবি মানে রবি চাওলা, আমাদের চাওলা আত্মল।'

'মাই গড! চাওলা আত্মলকে হঠাৎ নাম ধরে ডাকছিস তুই? কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার আবার কি! এখন সন্ধ্যাও নিনে কেউ মাথা ঘামায় না!'

ব্যাপারটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোর সঙ্গে ওদের যোগাযোগ কতখানি?'

'যেটুকু স্বাভাবিক স্টেটুই।'

'স্ববরটা বাবা জানেন?'

'না বলেই মনে হয়।'

হঠাৎ গৌরীর পুরনো একটা কথা মনে পড়ে গেল। অমিতাভর দিকে চেয়ে বলল, 'তোকে একটা কথা বলব, শুনবি?'

'কি কথা?'

'চাওলা আঙ্কলের কাছে আমার লোক ডোনেশন চাইতে যাবে খুঁনে বাবা আমাকে নিষেধ করেছিলেন। তুই যোগাযোগ রেখে ভাল করছিস না।'

'দেখ, আমার ব্যাপারটা আমাকেই ভাবতে দে। তুই শুধু বাবাকে রাজী করিয়ে দে প্লিজ।'

গৌরী একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'কিন্তু বাবা যখন জানতে চাইবেন—'

গৌরীর কথাটা শেষ হবার আগেই অমিতাভ বলল, 'তখন বলবি, প্রিয়া—মানে চাওলা আঙ্কলের বউ অর্থাৎ তোর বাব্বী তোকে রিকোর্য়েস্ট করেছে খুব।'

গৌরী একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আচ্ছা! ব্যাপারটা তাহলে এই! এতকণে বুঝলাম আসল রহস্যটা। দাদা, তুই বউদিকে কেন অনর্থক কষ্ট দিচ্ছিস!'

অমিতাভ এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, 'আমি? আমি কাউকে কষ্ট দিচ্ছি না। একটা কথা জানিয়ে রাখি, মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকা মানেই যদি কাউকে কষ্ট দেওয়া হয় তাহলে আমার কিছু করার নেই। যাক গে, তুই কবে বাবার সঙ্গে দেখা করছিস?'

'একটু ভেবে দেখি।'

'এতে ভেবে দেখার কি আছে? আমাদের হাতে সময় কিছু খুবই কম।'

গৌরী বিশ্ময়ে তাকিয়ে রইল অমিতাভর মুখের দিকে। একসময় বলল, 'এর মধ্যে কিছু ঘটনা ঘটেছে। বাবার ইনভেস্টমেন্ট-এর কাগজপত্র একটা ব্যাণ্ডে নিয়ে কশানু এখানে এসেছিল। শুনলাম সেই ব্যাণ্ডটা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।'

অমিতাভ অবাক হয়ে বলল, 'সে কি! ও এখানে কেন এসেছিল?'

গৌরী হেসে বলল, 'ঠিক যে কারণে তুই ওর কাছে যাচ্ছিস।'

'কিন্তু ব্যাণ্ডটা কোথায় গেল?'

'সম্ভবত ববি নিয়ে গিয়েছে।'

'ববি! মানে তোর সেই বয়ফ্রেন্ড? ও এই ব্যাণ্ড নিয়ে কি করবে?'

গৌরীর মুখে একটা দৃষ্টান্তর ছাপ ফুটে উঠল। মাথা নিচু করে বলল, 'জানি না। হয়ত খোয়ালবশত নিয়ে গিয়েছে, কিংবা—'

কথার মাঝখানে অমিতাভ বলল, 'ঠিক আছে, তুই সবিকে ফোন করে বল ব্যাণ্ডটা ফেরৎ দিতে।'

'ফোন তো খারাপ। অবশ্য কশানু গিয়েছে ওর ফ্লাট-এ।'

গৌরীকে এ ব্যাপারে চিন্তা করতে-না বলে অমিতাভ জানাল, 'একটাই সুখবর যে বাবা এখনও চেক-এসই করেননি। আজই এসই করিয়ে চেক নেওয়ার কথা ছিল কশানুর। এখন ওই ব্যাণ্ড না পাওয়া গেলে নতুন ফর্ম ভর্তি করে ওর বাবার কাছে যাওয়া উচিত। আচ্ছা, ববির চিকনাতা কি?'

সেদিন আদিনাথকে কেমন যেন বিম্বয় দেখাছিল। বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে নিজের ঘরে চুপটি করে বসেছিলেন। মুখের ওপর একটা বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। এমন সময় ওপর থেকে নেমে এসে নীলা ওঁর ঘরে ঢুকে বলল, 'আমাকে ডেকেছেন, বাবা?'

'হ্যাঁ, বসো। আচ্ছা বউমা, কিছুদিন আগে একটা বাংলা পেপার-এ একজন ইনসিওরেন্স এজেন্ট যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল সে স্ববরটা এ বাড়ির কে কে জানে?'

হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন শুনে নীলাও চটপট জবাব দিল, 'আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন?'

'কারণ এখনও তোমার ওপর কিছুটা আস্থা আছে আমার।'

নীলা আন্তে আন্তে মুখ তুলে বলল, 'আপনি যাদের সন্দেহ করছেন—'

'হুঁ, কিন্তু তারা কি করে জানল?'

'ঘটনটা তেমন কিছু নয়। ওই ইনসিওরেন্স এজেন্ট-এর ভদ্রলোক যেদিন আপনার কাছে এসেছিলেন, কিছু কথাবার্তা আমার কানে গিয়েছিল। আমিও জাল্ট কথাতা আপনার ছেলেকে বলেছিলাম। কিন্তু ওঁ কি করে ভদ্রলোকের কাছে পৌঁছান আমি জানি না।'

'আচ্ছা, এ কথাটা কি তুমি তোমার নন্দকে কখনও বলেছিলে?'

'না। ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার কোন কথা হয়নি।'

আদিনাথ গভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু তিনি গিয়েছিলেন।'

নীলার কৌতূহল হল, 'আপনাকে ওই ইনসিওরেন্স-এর ভদ্রলোক বলেছেন?'

আদিনাথ এবারে উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালেন। বাইরের দিকে তাকিয়েই বললেন, 'না। তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।' হঠাৎ পেছন ফিরে নীলার কাছে এসে বললেন, 'মাঝ বউমা, কিছুদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, এ-বাড়ির মানুষজন আর আমার বন্ধু নয়।

আজ মনে হচ্ছে এখন আমি শত্রুপুরীতে বসে করছি। এই ভোমরা যারা আমার সামনে মুখ নিচু করে থাক, ব্রেকফাস্ট টেবিলে সমীহ করে কথা বলে, প্রত্যেকেই আমাকে অপছন্দ কর।

সুখোগে বুঝলে আমার চড়াবৃত্ত কৃতি করতে তোমাদের দিধা হবে না!'

নীলা চিৎকার করে উঠল, 'বাবা!'

আদিনাথ হাত নেড়ে ইশারায় চুপ করতে বললেন, 'কি জান বউমা, সত্যি বড় নিষ্ঠুর। কিন্তু কেন? কি দিইনি আমি এ বাড়ির ছেলেরদের? দেখ, তোমার স্বামীর প্রচুর সোখ—এই কোম্পানির একজন কর্তা হয়েছে সে পাটির কাছে টাকা নেয় আড়াডালে। শুনলে অবাক হয়ে

যাবে, যে চাওলা আমার প্রতিযোগী তার সঙ্গে গোপনে সে কোন শ্রাণ্ডির নেশায় দেখা করছে। আমি জানি না ডেকেছে ওঁ আর আমার হেট ছেলে, তার সব হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত ব্যস্তিত্ব তৈরী হল না—হলে সেও আমার বিরুদ্ধে নেমে পড়বে। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে যাই গৌরীকে দেখে। ও যে এমন লোভী হবে আমি ভাবিনি!'

'বাবা, আপনি বোধ্যয় তুল করছেন।'

'হ্যাঁ, তা তো বলবেই। এখন ওদের হয়ে সাফাই গাও, শুনি।'

নীলা আদিনাথকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'না, বাবা। বিশ্বাস করুন, ক্রয়ও হয়ে সাফাই গাওতে আমি চাই না। এরা সবাই আপনারই ছেলেমেয়ে। মা মারা যাওয়ার পর আপনি এদের মানুষ করেছেন— আজ যদি আপনার মনে হয় এরা শত্রুতা করছে, তাহলে বুঝতে

হবে সেই মানুষ করতে কোথাও গলদ ছিল।'

আদিনাথ প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'না, গলদ আমার ছিল না। তোমার শাশুড়ির সমস্ত স্বভাব এরা পেয়েছে। সেই ভদ্রমহিলা ছিলেন অত্যন্ত সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত। আমি জানি নৃত মানুষের নিন্দা করা উচিত নয়, কিন্তু তোমার কাছে স্বীকার করতে বিধা নেই, ও যতদিন জীবিত ছিল আমি ততদিন বুঝি বিরত ছিলাম।'

নীলা হঠাৎ কথটা একটু ঘুরিয়ে বলল, 'আচ্ছা বাবা, এমনও তো হতে পারে, আপনার সম্পর্কে তাঁরও কোন সমস্যা ছিল?'

আদিনাথ মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, 'হয়ত থাকতে পারে। তবে এটুকু বলতে পারি, আমি কোনদিনই সেটা জানতে পারিনি।' একটু ভেবে বললেন, 'এখন ওই প্রসঙ্গ থাক বউমা, যেটা বলতে চাই তা হল, আমাকে লুকিয়ে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে যারা নাক গলাচ্ছে তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় বলতে পার?'

'কিন্তু আমার তো মনে হয়, এ ব্যাপারটা নিয়ে এদের সঙ্গেও আপনার কথা বলা উচিত।'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'উচিত হলেও সেটা সত্ত্ব নয়, কারণ আমার ডিগনিটিতে লাগছে। এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি সেটাও আমার ভাল লাগছে না। মুশকিল হল, এখন বিয়েসে-এর যা অবস্থা তা এককথায় বন্ধ করা যাবে না। আবার এদের ব্যবসা থেকে, এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতেও পারব না। আমারই তৈরী করা রোবটগুলো এখন আমার শত্রু। এভাবে চলতে পারে না। আই হ্যান্ড টু ফাইন্ড সাম ওয়েজ!'

হঠাৎ বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ শুনে চমকে উঠে বললেন, 'এ সময়ে আবার কে এল?'

নীলা দরজার বাইরে তাকিয়ে প্রফেসর রায়কে গাড়ি থেকে নামতে দেখে বলল, 'আপনার বন্ধু। আমি তাহলে এখন যাই।'

নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর রায় ঘরে ঢুকে আদিনাথকে বললেন, 'কি ব্যাপার আদিনাথ! এই সন্ধ্যাবেলায় বউমার সঙ্গে এমন কি আলোচনা করছিল যাতে মুখের অবস্থা বৃদ্ধের মুখকেও হার মানায়!'

আদিনাথ গম্ভীর হয়েই বললেন, 'বসো। এখন আমার রসিকতা ভাল লাগছে না।'

'কেন, কী হল আবার?'

'মনটা খুব ডিস্টার্বড হয়ে আছে, কিছু ভাল লাগছে না।'

'মনে হচ্ছে পারিবারিক টেশন!'

'পারিবারিক? খুবলে প্রফেসর, পরিবার বলতে আমার আর কিছু অবশিষ্ট নেই—এসব কথা কি কাউকে বলা যায়? যাক গে, তা তুমি হঠাৎ এসময়ে?'

'একটা খবর দেওয়ার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে টেলিফোনে চেষ্টা করেও না পেয়ে ভাবলাম যাই খবরটা গিয়েই দিয়ে আসি। তুমি নিশ্চয়ই জান ম্যাডাম এখন কলকাতায়। আমি তোমার কথা শুনে বলেছি। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমে উনি রাজী হচ্ছিলেন না। অনেক করে বুঝিয়ে বলতে শেষ পর্যন্ত—!'

এতক্ষণে আদিনাথ একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। অজান্তে টোয়ের কোণে একটুখানি হাসির চিহ্ন ফুটে উঠল। বললেন, 'বিশ্বাস কর প্রফেসর, আজ বিকেল থেকে শূন্য মনে হচ্ছিল আমার

সামনে পথ একটাই। তুমি যে সেই পথের দরজা খুলতে সাহায্য করেছ, আমি 'কুড়জা'। প্রফেসর একটু অবাক হয়ে বললেন, 'ওঃ, এসব কি বলছ তুমি—তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, শরীর আমার ঠিকই আছে। আর ঠিক না থাকলেও ঠিক হয়ে যাবে। এখন বল করবে দেখা করা যাবে?'

'তুমি চাইলেই আজই হতে পারে।'

'না, আজ নয়। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে দিন ঠিক করে প্রফেসর।'

॥ ১৭ ॥

প্রিয়বদা বলল, 'কৃশানুবাবু, আমাদের আর দেরী করা উচিত নয়। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে এ বাড়ি নির্জন হয়ে যাবে।'

'কৃশানু কিছু বুঝতে না পেরে বলল, 'কেন?'

'রাত ক্রমশ বাড়ছে, খুব পপুলার একটা সিনেমা দেখানো হবে এখন। ঘরের বাইরে কেউ আসবে না সেই সিনেমা ছেড়ে।'

'কিন্তু আমাকে—আমার এখনই একবার যাওয়া দরকার।'

'কোথায়?'

'আদিনাথ মল্লিকের বাড়ি।'

'এত রাতে? কেন?'

কৃশানু মনে মনে বিরক্ত হলেও তা প্রকাশ না করে বলল, 'ওঁর আজ ফর্মগুলো সই করার কথা, চেকও দেবেন বলেছেন।'

'ঠিক আছে, আপনি বরং একটা ফোন করুন।'

কৃশানু ভেবে বলল, 'ফোন?'

'হ্যাঁ। বলুন কাল সকালে দেখা করবেন।'

কৃশানু প্রতিবাদ করে উঠল, 'না না, উনি রেগে যাবেন।'

প্রিয়বদা মুচকি হেসে বলল, 'কিন্তু কৃশানুবাবু, এখন তো আপনার যাওয়া হবে না। আসল কাজটাই যে ব্যক্তি।'

কোন উপায় না দেখে কৃশানু রিসিভারটা তুলে ডায়াল করল। কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই প্রিয়বদা জিজ্ঞাসা করল, 'নেই তো? তাহলে দেখলেন গেলে কোন লাভ হয় না! আর কিছু মিনিট দশেক বাড়ে বিকেল নিচে নামতে হবে।'

কৃশানু ভয় পেয়ে বলল, 'অসম্ভব। ওই ডেডবডি যদি কেউ দেখতে পায়, তাহলে—'

'ওঃ, আপনি দেখছি বেশ বোকা। ওকে কি কাঁধে করে নিচে নামাবেন যে সবাই দেখতে পাবে? একটা লম্বা শ্রিপলের স্যারিভ্যাগ আছে, মনে হয় তার মধ্যে ভিডিটা ঢুকে যাবে।'

কৃশানু আঁতকে উঠল, 'সর্বনাশ!'

'হ্যাঁ, আর কাজটা কিন্তু আপনাকে একাই করতে হবে। কারণ একটা ব্যাগ দুজনে মিলে নিচে নামতে দেখলে যে কেউ সন্দেহ করতে পারে।'

'তারপর নিচে নামিয়ে?'

'নিচে পাঁড়ানো আমার মাহুতি ভাঙলে ডিকিতে তুলে দেবেন। নিন উঠুন!'

প্রিয়বন্দা আর কিছু না বলে ভেতরে যাবার মুহূর্তেই ফোনটা বেজে উঠল। কৃশানু ডাডাঝাড়ি রিসিভারটা তুলতে যেতেই প্রিয়বন্দা চোঁচিয়ে উঠল, 'রিসিভারটা তুলবেন না, আসুন আমার সঙ্গে!'

প্রিয়বন্দার পোছন পোছন কৃশানু ভেতরের ঘরে গেল। বকির মতদেহটা পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে। বেশ কিছুটা জায়গায় রক্ত ইতিমধ্যে শুকিয়ে গেছে। দুজনেই মৃতদেহটার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল।

একসময় প্রিয়বন্দা জিজ্ঞেস করল, 'বডিটা কিভাবে ব্যাগে ঢোকাবেন বলুন তো কৃশানুবাবু?'

'আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না!'

'হুঁ! এক কাজ করুন, আগে পা-দুটো ভাঁজ করুন-'

কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'সে কি! আমি করব?'

'প্রিয়বন্দা সঙ্গে সঙ্গে একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বলল, 'আচ্চর্বা! ধরুন আপনি একজন মহিলাকে নিয়ে স্টেশনে চুকছেন, তখন সূটকেসটা কার হাতে থাকবে?'

'কেন, আমার?'

'তাহলে? এখন যা বলছি তাই করুন!'

কৃশানু আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে গেল বডিটার কাছে। প্রথমে পা-দুটো ভাঁজ করে কোলের কাছে নিয়ে আসে। প্রিয়বন্দার নির্দেশমত এবার হাত দুটোকে বুকের ওপর রাখতে গিয়ে রক্ত লেগে আছে দেখে প্রিয়বন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রিয়বন্দা বুঝতে পেরে বলল, 'কি হল, রক্ত দেখে খেমে গেলেন কেন? রক্ত থাক, আপনি যেমন করছেন করুন!'

কৃশানু প্রিয়বন্দার কথামত বডিটাকে নাড়াচাড়া করছিল। ইতিমধ্যে প্রিয়বন্দা একটা ব্রিপলের ব্যাগ নিয়ে এসে বলল, 'নিম, এটার মধ্যে ঢোকাতে হবে। হাঁটুর দিক দিয়ে ঢোকান। ব্যাগের মুখটা বড় করে নিন!'

এবার কৃশানু বিরত হয়ে বলল, 'সে কি, আমি একা ঢোকাব কি করে?'

'উঃ! সেই আমাকেই হাত লাগাতে হবে!'

দুজনে অনেক কসরৎ করে শরীরটাকে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যাগটাকে সোজা করতে হঠাৎ ওপাশের জানলায় খঁট করে একটা শব্দ হতেই দুজনে চমকে তাকাল।

কিছুই না দেখতে পেয়ে প্রিয়বন্দা বলল, 'ও কিছু নয়। বাতাস!'

এরপর একটা তোয়ালে জলে ভিজিয়ে মোকয় পড়ে থাকা রক্ত ভাল করে মুছে পরিষ্কার করতে লাগল প্রিয়বন্দা।

কৃশানু বলল, 'আচ্ছা, ব্যাপারটা কিরকম ক্রিমিন্যালদের মত হয়ে যাচ্ছে না?'

প্রিয়বন্দা মুহূর্তে মুহূর্তে উত্তর দিল, 'দেখুন, আপনি বা আমি কেউ ওকে খুন করিনি। কিন্তু মুশকিল হল, পুলিশ সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কি, করবে?'

'তা ঠিক। কিন্তু আমরা যদি সমস্ত ঘটনাটা পুলিশের কাছে খুলে বলি, তাহলেও কি-'

প্রিয়বন্দা কৃশানুকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'আসলে কি জানেন, এসব ঘটনার উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারলে পুলিশ কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। অভাব কামেলাটাকে কাঁধ থেকে সরিয়ে ফেলাই ভাল।'

এই বলে তোয়ালেটিকে একটা প্যাকেটে পুরে আরেকবার ঘরটাকে দেখে নিয়ে কৃশানুকে বলল, 'একটু ভাল করে দেখে নিন তো কৃশানুবাবু, প্রমাণ পাবার মত কোন চিহ্ন রইল কিনা? পুলিশ এসে যেন বুঝতে না পারে যে বনি এই ঘরেই মারা গিয়েছে-'

কৃশানু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'ওই রিডলবারটা!'

'ঠিক আছে, ওটা আমি নেব।' সে একটা বড় বুঝলে হাতজলে জড়িয়ে ব্যাগে পুরে নিল। তারপর দুজনেই সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে ফেলল।

হঠাৎ কৃশানু বলল, 'একটা কথা বলব?'

'হ্যাঁ, বলুন!'

'আচ্ছা আপনি কি কখনও বিবাহবন্ধে ভালবাসতেন?'

কৃশানুর এই প্রশ্নে এতটুকু বিচলিত না হয়ে প্রিয়বন্দা অদ্ভুত একটা মুক্তি দেখাল, 'কুরোনো প্রেম ঘোষেন? অর্থাৎ যে প্রেম ফুরিয়ে যায়? সেই প্রেমের শব্দ কাঁধে করে বয়ে বেড়ানো ওই ডেডবডিটাকে নিয়ে হাঁটার চেয়ে ঢের বেশী কষ্টকর। বাই হোক শুনুন, আপনি এই জানলাটার পাশে এসে দাঁড়ান। এখানে থেকে বাড়ির পেছনদিকটা দেখা যায়। আমি ওখানে গাড়ি নিয়ে এসে দুবার আলো জ্বালাব নেভাবো সঙ্গে সঙ্গে আপনি ব্যাগটা নিয়ে নেমে আসবেন। বুঝতে পেরেছেন?'

সব কথা শুনে কৃশানু ভয়ে পোমে বলল, 'সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে?'

'হ্যাঁ শুনুন, কেউ থাকলে আমি আলোটা নেভাব না। আর দেখলেও এ বাড়ির লোক অন্যের ব্যাপারে নাক গলয় না!'

কৃশানু ব্যাগটা তোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু এত ভারি হয়েই যে সম্ভব হল না দেখে প্রিয়বন্দা মালপত্র বয়ে নেবার চাকা লাগানো স্ট্যান্ড এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ব্যাগটাকে এটার ওপর চাপিয়ে দিন। আর ফ্র্যাট থেকে বেহুবার সময় মনে করে বাইরের দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে যাবেন।'

প্রিয়বন্দা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃশানু জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুটি তার দূরে। হঠাৎ তার ব্যাগটার কথা মনে পড়ল। সে খুব ঘরের জিনিসপত্র খুঁজতে থাকে, এমনকি আলমারিটাও দেখল, কিন্তু কোথাও পেল না। সে দু'চিন্তায় পড়ে গেল। স্থির হতে পারছিল না। হঠাৎ স্মারকের দিকে চোখ পড়তেই ব্যাগটা দেখতে পেয়ে ছুটে গেল নিতে, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠতে কৃশানু চমকে উঠল। ব্যাগটা নিয়ে রিসিভারের কাছে আসতেই রিং বন্ধ হয়ে গেল। এবার সে জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল দু-দুবার আলো জ্বল এবং নিভল।

কৃশানু ভারি ব্যাগটাকে কোনমতে গাড়িটার কাছে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়বন্দা দ্বিতীয় দরজাটা খুলে দিল। কৃশানু স্ট্যান্ডসুদূর বডিটাকে পিছনের সিটে তুলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। প্রিয়বন্দার কথামত সে সামনের সিটে এসে বসতেই প্রিয়বন্দা ড্রাইভিং সিটে উঠল।

গাড়ি হুড়ার আগে প্রিয়বন্দা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা কেউ কি আমাদের দেখে ফেলেছে বলে মনে হয়?'

'তা তো জানি না।'

'ঠিক আছে, এখন বলুন কোনদিকে যাব?'

‘আমি কি করে বলব?’

‘আশ্চর্য! আপনি পঞ্জিটি কী বলতে পারেন না? আপনি জানেন না কলকাতার সবচেয়ে নির্জন জায়গা কোন্টা?’

কৃশানু একটু ভেবে নিয়ে বলল, ‘ইস্টার্ন বাইপাস’।

গাড়ি স্টার্ট দিল। গোট্টা দিয়ে বেরোবার মুখেই হেডলাইটের আলোয় অমিতাভকে একটা গাড়ি থেকে নামতে দেখল কৃশানু। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে নিল সে।

গাড়ি চালাতেই প্রিয়বন্দা জিজ্ঞেস করল, ‘কি হল?’

কৃশানু ভয়ে ভয়ে বলল, ‘গৌরীদেবীর দাদা অমিতাভ মন্ত্রিককে দেখলাম—’

প্রিয়বন্দা চমকে উঠল, ‘সে কি! ও এখানে কি করতে এসেছে?’

‘তা তো জানি না, আমার কিছু ভীষণ ভয় করছে।’

গাড়ি সন্ট লেকের ভেতর ঢুকে বেশ খানিকটা পথ যাবার পর একটা নির্জন জায়গা দেখতে পেয়ে প্রিয়বন্দা গাড়ি থামিয়ে বলল, ‘বাঃ, জায়গাটা সত্যি খুবই নির্জন। এখানে কি পুলিশ থাকে না?’

কৃশানু বলল, ‘এত রাতে এ রাস্তায় কখনও আসিনি, তাই আমার কিছুই জানা নেই।’  
‘তাহলে এখানেই ফেলে দেওয়া যাক!’

‘ব্যাগসুচু কি ফেলে দেব?’

‘আরে না না। ব্যাগ থেকে বডিটাকে বের করে ওই খোপের মধ্যে ফেলে দিন।’

কৃশানু আপত্তি জানাল, ‘অসম্ভব। আমার দ্বারা হবে না।’

‘চেষ্টা করে দেখুন না। এখানে কেউ দেখার নেই।’

কৃশানু তা সত্বেও মাথা নেড়ে জবাব দিল, ‘ইমপসিবল!’

প্রিয়বন্দা অনুরোধের সুরে বলল, ‘একটু কো-অপারেট করুন, প্রিজ!’

‘আর কত করব বলতে পারেন?’

প্রিয়বন্দা হেসে বলল, ‘কৃশানুবাবু, পঞ্চাশ লাখের অর্ধেক পেতে হলে যা করা উচিত তার কিছুই করেননি এখনও!’

কৃশানুও কথাটার কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলল, ‘তা হলেই হয়েছে। গাছে কাঁঠাল গৌঁফে তেল! আদিনাথ আপনাকে টাকা কেন দেবে?’

‘কেউ যে দেবে না তা আমি জানি। কিন্তু জোর করে আদায় করতে হয়। আচ্ছা আপনার হাতে ওটা কি?’

‘আমার ব্যাগটা। আপনার ঘরে পেয়েছি।’

‘বাঃ, তাহলে তো কাজ আর একটু এগোল। নেমে আসুন।’

রাত কত হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। চারদিক শূনশান। কোথা থেকে একটা পাবি টিংকার করে উঠল।

কৃশানু গাড়ি থেকে নামল সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা কাঁপনি দিচ্ছে।

প্রিয়বন্দা আর একটা মুহূর্ত নষ্ট করতে চায় না। যতটা সম্ভব চাপা গলায় কৃশানুকে কাজটা তড়াড়াড়ি শেষ করতে বলল।

কৃশানুও চায় না এই গভীর রাতে এরকম একটা নির্জন জায়গায় থাকতে তাই তখনই বিবির শরীরটা টেনেহিঁচড়ে কোনরকমে ব্যাগ থেকে বের করে জিজ্ঞেস করল, ‘এবার কি করব?’

প্রিয়বন্দা পাশে একটা জঙ্গল দেখিয়ে বলল, ‘ওই জঙ্গলে ফেলে দিন।’

এবার কৃশানু রেগে গিয়ে বলল, ‘না, আমার একার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়।’

প্রিয়বন্দা বিরক্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে গজগজ করতে করতে বলল, ‘কেমন পুরুষমানুষ আপনি? গায়ে জোর নেই? নিন ধ্বন!’

অন্তঃপর দুজনে বারবার করে বিবির ভারি শরীরটা বয়ে নিয়ে এল। পড়ে থাকা গাছের পাতায় চলতে গিয়ে শব্দ হয় তাই পা টিপে টিপে কাজটা করল। একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে শরীরটা নামাল। কৃশানুকে বলল, ‘পা-টা সোজা করে দিন যাতে পুলিশের দেখলে বুঝতে অসুবিধে হবে না যে কেউ এখানে নিয়ে এসে গুলি করেছে।’

কৃশানুর রাগ তখনও যায় নি। সে বলল, ‘আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।’

‘আরে, আমার কি আছে?’

‘আমি জানি মেয়েদের অভিজ্ঞতার দরকার হয় না।’

এমন সময় দূরে একটা গাড়ির আলো ও শব্দ ওদের নজরে এল। কৃশানু পালাতে চেষ্টা করলে প্রিয়বন্দা খপ করে ওর হাতটা ধরে ফেলে বলল, ‘না, এখন না। গাড়ির কাছে পৌঁছবার আগেই ওরা আমাদের দেখতে পেয়ে যাবে।’

কৃশানু চুপি চুপি বলল, ‘ওরা কারা?’

‘আমি জানি না।’

‘কিন্তু আপনার গাড়িটা তো দেখতে পাবে?’

‘পাওঘাটা সম্ভব। তবে কাছে না এলে দেখতে পাবে না কারণ গাছের আড়ালে আছে।’

হঠাৎ দেখা গেল গাড়ির গতি কমে এল। আলোটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকছিল, কিছুর আসার পর থেমে গেল। দরজা খুলে গেল। কেউ যেন ফিসফিসিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে, এখানেই কাজটা করা যাক।’ কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা গুলির আওয়াজ হল। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটা তীরবেগে বেিরিয়ে গেল।

এতক্ষণ প্রিয়বন্দা ও কৃশানু দুজনে আড়ালে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। গাড়িটা চলে যেতেই প্রিয়বন্দা বলল, ‘ছাড়ুন।’

কৃশানু লজ্জা পেয়ে বলল, ‘ও, সরি! চলুন।’

গাড়ি স্টার্ট নেবার আগে হেডলাইটটা সামনে পড়তেই আধা অন্ধকারে একটা মানুষকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। কৃশানু ওই দিকে তাকিয়ে আছে দেখে প্রিয়বন্দা ধমক দিয়ে উঠল, ‘ওদিকে দেখার কি আছে, চলুন!’

কৃশানুর গলায় শোনা গেল আক্ষেপ, ‘আর একটা লোক মরল।’

‘মরে আমাদের মশকিলে ফেলল। যে কোন লোক ডেডবডিটাকে দেখতে পেলেই পুলিশ খবর পাবে। আমি চাইছিলাম বিবির খবর পুলিশ কালেকর আগে যেন জানতে না পারে। যা হয় হবে—চলুন।’

গাড়ি শহরের মধ্যে ঢুকতে প্রিয়বন্দা জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি এখন কোথায় যাবেন?’  
‘বাড়িতে।’

‘কিন্তু এত রাতে?’

‘না গেলে মা খুব চিন্তা করবেন।’

অন্তঃপর গাড়িটা একটা জায়গায় এসে থেমে গেল। একটা প্যাকেট, ব্যাগ আর

www.banglabookpdf.blogspot.com

রিভলবারটা কৃশানুর হাতে দিয়ে প্রিয়বন্দা বলল, 'ওই হাইড্রেন্টার মধ্যে এগুলো ফেলে দিন। খুব তাড়াতাড়ি করুন।'

কৃশানু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কেউ যদি দেখে ফ্যালে?'

'আরে না, না। গাড়ির আড়াল করে নানুন।'

কৃশানু খুব দ্রুত কাঁজটা সেয়ে আসতেই প্রিয়বন্দা মনে করিয়ে দিল, 'কাল সকাল দশটার মধ্যে আমার বাড়িতে আসবেন।'

কৃশানুর কিছু বলার আগেই গাড়িটা বেরিয়ে গেল। কৃশানু হাঁ করে চেয়ে দ্যাখে। তারপর নিজের মনে হাঁটতে থাকে।

বাড়িতে এসে পৌঁছল অনেক রাত্তে। বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দেখে লক্ষ্য করল কেউ নেই। দরজা ঠেলতেই কৃশানুর মা দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি?'

কৃশানু মাথা নিচু করে বলল, 'কাজ ছিল।'

'কি এমন কাজ যে এত রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকতে হয়?'

ছেলে চুপ করে আছে দেখে মা রেগে গিয়ে বললেন, 'মাঝরাত্ত পর্যন্ত কোথায় কাটিয়েছিস, সিনেমার নায়িকার সঙ্গে? ছিঃ!'

কৃশানু টিক্কার করে উঠল, 'মা!'

কৃশানুর মায়ের চোখ ছলছল করে উঠল। কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি কালই এবাড়ি ছেড়ে চলে যাব। মেয়ের স্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাকব। তুই মাঝরাত্ত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে কাটাচ্ছিস আর একজন এসে আমাকে শাসিয়ে ঘর দবল করে বসে মদ খাচ্ছে। আমার মরণ হয় না কেন?'

কৃশানু সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল, 'কে? কে এসেছে?'

'নিজের ঘরে গিয়ে দ্যাখ। তোমার সঙ্গে দেখা না করে সে নাকি এবাড়ি থেকে নড়বে না।'

কৃশানু ঘরে গিয়ে দ্যাখে অমিতাভ বসে আছে। টেবিলে পা তোলা, পাশে মদের বোতল। কৃশানু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? আপনি হঠাৎ?'

অমিতাভ আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'তার আগে আপনি বলুন আপনার অভিসার কেমন হল?'

'অভিসার! কি যা-তা বলছেন?'

অমিতাভ হেসে ফেলে বলল, 'আপনার কিছু ভাই দারুণ ক্যালি আছে। আমি ভেবেছিলাম মাথায় কিছু নেই। যেই শুনলেন গৌরীর সঙ্গে ববি লটারপটর করছে তখনই বুঝে নিলেন যে ববির বউ ফ্রি। আর সেই সুযোগটা নিয়ে—। গুবুসেব লোক আপনি মশাই। বসুন।'

কৃশানু রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি এত রাত্তে এইসব অশ্লীল কথা বলবার জন্যে এখানে এসেছেন?'

অমিতাভ হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, 'অশ্লীল? তাহলে ববি আপনার ফর্ম নিয়ে গেল কি করে?'

'কে বলেছে আপনাকে?'

'কেন গৌরী? আর সেই ফর্ম আনতে আপনি ওদের ফ্র্যাট-এ গিয়েছিলেন, তাই না? তখন ভো ববি বাড়িতে ছিল না। আচ্ছা প্রিয়বন্দাকে কি ফর্ম-এর কথা বলেছেন?'

'হ্যাঁ। বলতে বাধ্য হয়েছি।'

'বাঃ বাঃ! তারপর এত রাত্তে প্রিয়বন্দার সঙ্গেই কোথায় গেলেন?'

'তার মানে?'

এবার অমিতাভ গভীর হয়ে বলল, 'ন্যাকামি করবেন না। কোথায় নিয়ে গেল আপনাকে—এলিফ্যান্ট-এ ডিস্কো নাচাতে? সব উগরে বসে আছেন?'

'না, আমি কাউকে কিছু বলিনি।'

'তাই নাকি? তাহলে আমার চোখের সামনে দিয়ে আপনারা কোথায় বেরিয়ে গেলেন? বলুন গিয়েছিলেন কিনা?'

অমিতাভর কথাগুলো কাঁটার মত বিধলেও কৃশানু এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে জোর দিয়ে বলল, 'আমার ব্যক্তিগত কথা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব না। শুনুন অমিতাভবাবু, আমি বোকার মত না বুঝে আপনার কাছে টাকা নিয়েছি বলে আমার এ্যাবসেস-এ এ বাড়িতে বসে মদ খাওয়ার কোন অধিকার আপনার নেই। জেনে রাখবেন সত্বরে একটা সীমা আছে। আমি কালই ব্যাপারটা আদিনাথবাবুর কাছে বলে বলব।'

অমিতাভ রসিকতা করে বলল, 'তা না হয় হল, কিন্তু ভাই অতিমমু, ঢুকে যখন পড়েছ তখন বেবুবার পথ তো নেই, যদি না আমি তোমাকে চিনিয়ে দিই। এখন বলুন ফর্মগুলো কোথায়?'

ফর্ম-এর কথায় হঠাৎ কৃশানু চমকে উঠল। একে টেনশন তার ওপর তাড়াতাড়িতে নামতে গিয়ে ফর্মগুলো গাড়িতেই পড়ে আছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

এসব দেখে অমিতাভ বলল, 'কি হল কৃশানুবাবু, নাটক করছেন নাকি?'

কৃশানু কিছু-কিছু করে বলল, 'বিশ্বাস করুন, গাড়ি থেকে নামার সময় ফর্মগুলো আনতে ভুলে গেছি।'

'সেগুলো তাহলে নিকয়ই প্রিয়বন্দার বাড়িতেই পাব!'

'তাই তো পাওয়া উচিত।'

'ঠিক আছে, চলুন ফর্মগুলো নিয়ে আসি।'

'কিছু এত রাত্তে?'

'হ্যাঁ, এখনই! আপনার কোন ভয় নেই। দারোয়ানের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। তাড়াতাড়ি করুন।'

এমন সময় কৃশানুর মা ঘরে ঢুকে কৃশানুকে বের হতে দেখে বললেন, 'কি রে, এত রাত্তে আবার কোথায় চললি?'

এবার অমিতাভই কথা বলল, 'ভোর হতে আর বেশী দেরি নেই মাসিমা। আপনি কোন চিন্তা করবেন না, ও আমার সঙ্গেই যাচ্ছে।'

কৃশানুর মা তখন কৃশানুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'শোন, আজ আদিনাথ মল্লিক এসেছিলেন। খুব রেগে গেছেন তোর ওপরে। আমি অনুরোধ করায় কাল সকালে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। তুই এখন কোথাও যাস না।'

অমিতাভ সুকিয়ে বলল, 'আপনি আমার উপর সব ছেড়ে দিন। আমরা যাব আর আসব। চলুন কৃশানুবাবু।'

প্রিয়বন্দার স্টাটি-এর কাছে গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে ওরা নেমে এল। ভেতরে ঢুকতেই অন্ধকারে একটা লোক এগিয়ে আসতে অমিতাভ তার সঙ্গে কথা বলল। তারপর ইশারা করতে কশানু ওকে অনুসরণ করল। খানিকটা হেঁটে পাকিং-এ দাঁড়ানো ড্যানিটার পাশে গিয়ে দারোয়ানের হাত থেকে টর্চ নিয়ে ভেতরে আশো ফেলে ব্যাগটাকে খুঁজল। কিছু কোথাও নেই।

অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় রেখেছিলেন?'

'এই তো এখানে'—বলে জায়গাটা ভাল করে দেখল আর একবার।

অমিতাভ কি ভেবে নিয়ে বলল, 'যান, ওপরে গিয়ে নক করে ব্যাগ ফেরৎ চান।'

'কিছু এত রাতে?'

'তাতে কি হয়েছে? আপনার সঙ্গে তো মথুর সম্পর্ক, লজ্জা কিসের?'

'আমি বরং কাল সকালে এসে নিয়ে যাব ব্যাগটা।'

অমিতাভ চড়া গলায় বলল, 'নো! যত সময় হচ্ছে ওপরে থাকুন, আমি এখানেই অপেক্ষা করছি—যান!'

কশানু পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজায় কলিবেল টিপতেই প্রিয়বন্দা রাতের পোশাক পরে নিজেরই এসে দরজা খুলে দিয়ে কশানুকে দেখে চমকে উঠে বলল, 'কি ব্যাপার? আপনি? বাড়ি যান নি?'

কশানু মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

প্রিয়বন্দা ভয় পেয়ে বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন। এসময় আপনি এসে কিছু ঠিক করেন নি। দারোয়ান দেখেছে?'

'না।'

'ঠিক আছে। বলুন কি খাবেন—চা না কফি?'

'কিছুই না।'

'তাহলে একটু সুইক্সি? নার্ভ ভাল থাকবে—'

'না না, আমি ভালই আছি।'

প্রিয়বন্দা একটু খেমে বলল, 'তাহলে আসুন কিচেনে, আমি কফি বানাচ্ছিলাম—'

এবার কশানু বলল, 'তবে একটু খাওয়া যেতে পারে।'

প্রিয়বন্দা খুশী হয়ে বলে, 'আপনি একবারে হ্যাঁ বলতে পারেন না, না? চাইতে লজ্জা হয়?'

কশানু কিচেনে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। প্রিয়বন্দা কফি বানাতে বানাতে বলল,

'যা হবার তা হয়ে গেল, কি বলেন?'

কশানুর কিছু ভয় এখনও কাটেনি। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু পুলিশ যদি সন্দেহ করে?'

এবার প্রিয়বন্দা সাহসে দিল, 'আরে দূর! সন্দেহ করার কোন স্কোপ আর নেই। ব্যাপারটা জানি কেবলমাত্র আমি আর আপনি। এখন আমরা দুজনে যদি ঠিক থাকি তাহলে কোন ভয় নেই।'

কশানু অবাক হয়ে বলল, 'ঠিক থাকি মানে?'

'অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যেন আর কোনরকম ডুল-বোঝাবুঝি না হয়। আপনি এখন থেকে আমার বন্ধু হবেন।'

'কিছু আপনি তো আমাকে ভাল করে জানলেনই না।'

প্রিয়বন্দা মনে মনে খুশী হয়ে বলল, 'আরে তাতে কি হয়েছে—এটুকু বুঝে গেছি যে আপনাকে বিশ্বাস করা যায়। নিন, ধরুন।'

কশানু হাত থেকে কাপ নিয়ে কফিতে চুমুক দিল।

॥ ১৮ ॥

সপ্টলেক-এর মতো জায়গায় একই রাতে পর পর দু-দুটো খুনের ঘটনা পুলিশমহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। পুলিশ স্টেশনে এ ব্যাপারে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন স্বয়ং ও. সি. এবং এস. আই. জয়ন্ত বোস।

ওদের আলোচনার মাঝেই হঠাৎ এক মহিলা ঘরে ঢুকে নমস্কার করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'নমস্কার। আমার নাম কমলা মিত্র। "সুপ্রভাত" কাগজ থেকে আসছি। বসতে পারি?'

জয়ন্তবাবুর দিকে একবার তাকিয়ে ও. সি. বললেন, 'কিছু যদি মনে না করেন মিস মিত্র, এখন আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত।'

'আমি জানি, আর সেইজন্যই ডি. সি. কন্ট্রোল-এর সঙ্গে কথা বলেই আপনার কাছেই এসেছি। গতরাতে আপনার এলাকায় দু-দুটো খুন হয়েছে একই স্পটে। আপনাদের টহলদারী ভ্যান ছিল না?'

থানা অফিসার বললেন, 'কি করব বলুন, আমাদের ভ্যান মাত্র দুটি। এত বড় এলাকায় কখন কি হচ্ছে তা কভার করা দুটো ভানের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও ভোরের আগেই ডেডবন্ডির খবর পেয়েছি আমরা।'

মিস মিত্র আরও বললেন, 'যে দুজনকে খুন করা হয়েছে তাই তাদের একজনের নাম অসীম সোম। এই ভদ্রলোক শুনেনি সম্ভবপূর্বের জনপ্রিয় একজন সমাজসেবী। ওখানে সবাই মনে করছেন এটা একটা পলিটিক্যাল মার্ডার। আপনার কি বক্তব্য?'

'দেখুন আমরা ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছি। অতএব তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন মন্তব্য করা-ই উচিত হবে না। আপনার আর কিছু জানার থাকলে লালবাজার থেকে জেনে নিতে পারেন।'

এবার মিস মিত্র প্রশ্ন করলেন, 'দ্বিতীয় লোকটির নাম জেনেছেন?'

পাশ থেকে জয়ন্তবাবু বললেন, 'পদবীটা জানা যায় নি, তবে নামটা জেনেছি—ববি। আর কিছু জানা যায় নি।'

মিস মিত্র বললেন, 'আমার কাছে কিছু আরও খবর আছে। আমি বড়ি দেখে এসেছি। ববি অভিনেত্রী প্রিয়বন্দার স্বামী। তবে ইদানীং ওকে একজন বিখ্যাত শিল্পপতির মেয়ের সঙ্গে সর্বত্র ঘুরতে দেখা যায়।'

জয়ন্তবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'অভিনেত্রী প্রিয়বন্দা!'

থানা অফিসার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তবাবুকে মিস মিত্রের মন্তব্যগুলো নোট করতে নির্দেশ দিলেন।

মিস মিত্র এবার বেশ জোরের সঙ্গে বললেন যে, 'ববির খুনের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই।'

মিস মিত্রের কথাটা শোনার পর হঠাৎ জয়ন্তাবাবু অফিসরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার, একটা কথা বলব? ডোরবেলায় বডি আনার সময় আমার মনে হয়েছিল এই ববি লোকটাকে ওখানে খুন করা হয়নি। কারণ অসীম সোমের শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে মাটিতে পড়েছিল। অথচ ববির ডেডবন্ডির ধারেকাছে রক্তের কোন চিহ্ন ছিল না। আর ডেডবন্ডি শুয়ে থাকার ধরনটাও গুলি খেয়ে পড়া নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ববির পায়ে কোন জুতো ছিল না। আপনি বলুন তো স্যার, এটা কি করে সম্ভব?'

অফিসার মনে মনে বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার!'

এবার মিস মিত্র বললেন, 'তার মানে মনে হচ্ছে ববিকে অন্য কোথাও খুন করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে, তা হলে যে স্পটে অসীম বোসকে খুন করা হয়েছে সেখানে ববিকে আনা হবে কেন? তাহলে কি খুনীরা একই দলের?'

সব শুনে অফিসার বললেন, 'ব্যাপারটা কিরকম জটিল হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, জয়ন্ত তুমি এখনই প্রিয়বন্দাকে খুঁজে বের করো। খুবই জরুরী।'

'ঠিক আছে স্যার।' বলে জয়ন্তাবাবু মিস মিত্রকে অনুরোধ করলেন, 'ম্যাডাম, আপনি তো কাগজের লোক, অন্য কোথাও খুন করা হয়েছে কথাটা এখন দয়া করে লিখবেন না। যদিও এটা এতটা কিনা জানি না, তবু আপাতত এই দ্রুত খুনই পলিটিক্যাল মর্ডার বলুন।'

মিস মিত্র অবাক চোখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কেন বলুন তো?'

জয়ন্তাবাবু রহস্যটা বললেন, 'তাহলে খুনীরা আমাদের নির্বোধ ভাববে। আর এটা ভাবতে দেওয়াই দরকার।'

'আপনার অনুরোধ রাখার চেষ্টা করব। আচ্ছা এখন চলি, প্রয়োজনে আবার আসব।'

মিস মিত্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

## ১৯ ##

ইলনীং আদিনাথ মল্লিক বেশির ভাগ সময়টাই চেয়ারে কাটান। সেদিনও ঠিক সময়ে চেয়ারে এসে নিম্নের কাজে ব্যস্ত, এমন সময় মিঃ রহমান ঘরে না চুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আসতে পারি?'

আদিনাথ চোখ তুলে রহমানকে দেখে বললেন, 'আরে আসুন-বসুন।' একটু থেমে বললেন, 'হ্যাঁ বলুন।'

মিস্টার রহমান অভিযোগের সূত্র বললেন, 'মিঃ মল্লিক, আমি আপনার সঙ্গে দীর্ঘদিন ব্যবসা করছি। একটু বিপদে পড়েই আমি মিঃ অমিতাভ মল্লিককে রিকোর্সেট করেছিলাম এল. সি. না করে এবারের কনসাইনমেন্টটা আমি ঢাকার ব্যাঙ্কে টাকা দিয়ে ছাড়তে চাই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমাকে মিঃ অরুণাভ মল্লিক জানিয়ে দিয়েছেন সেটা সম্ভব নয়।'

আদিনাথ শূনে বললেন, 'সবই ঠিক। তবে এক্সপোর্ট-এর ব্যাপারগুলো ও-ই ন্যাচে মিঃ রহমান!'

'তবুও আপনার কাছে অনুরোধ করছি আমার ব্যাপারটা একটু কনসিডার করতে।'

এবারে আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মিঃ রহমান, আপনি অমিতাভকে যখন অনুরোধ করেছিলেন তখন সে কি বলেছিল?'

'উনি তো প্রথমে রাজী হননি, পরে অবশ্য—'

আদিনাথ কথাটা শেষ করলেন, 'রাজী হয়েছিল। কিন্তু কোথায় দেখা করেছিল আপনার সঙ্গে?'

রহমান একটু থেমে বললেন, 'দেখা মানে, আমি ওঁকে লাঞ্চে নেমস্তন্ন করেছিলাম।'

আদিনাথ নিত্বাস ফেলে বললেন, 'তাই নাকি? অমিতাভর খাওয়াদাওয়ার এমন অনুবিধে হচ্ছে জানতাম না তো যে কেউ ডাকলেই লাঞ্চে হুঁটতে হবে। তা তখন আমার কাছে আসেন নি কেন?'

'আসলে এতদিন ওঁর সঙ্গেই কনট্রাক্ট করতাম। আপনারকে বিরক্ত করার কথা কখনই ভাবিনি। দীর্ঘদিন যাতায়াত করতে করতে ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক সহজ হয়ে গিয়েছিল বলেই উনি আমার লাঞ্চের নেমস্তন্ন নিয়েছিলেন।'

আদিনাথ বললেন, 'সরি মিঃ রহমান। একটা কথা মনে রাখা দরকার, ছেলেরা এখন বড় হয়েছে। অতএব ওদের জুরিসডিকশানে আমি নাক গলাই না। আপনি বরং অরুণাভর সঙ্গেই কথা বলুন।'

'আমি ওঁর কাছেই আগে গিয়েছিলাম। উনি জানালেন ওঁর কিছু করার নেই। উনিই তো আপনার সঙ্গে কথা করতে বললেন।'

আদিনাথ শূনে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। ইনটারকম্-এ অরুণাভকে ডাকলেন। অরুণাভ ঘরে এলে আদিনাথ বসতে বললেন। তারপর সামনে থেকে ফাইলপত্র সব সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি মিঃ রহমানকে আমার সঙ্গে দেখার করার পরামর্শ দিয়েছ? অরুণাভ সহজভাবেই বলল, 'কি করব, বার বার ইনসিস্ট করছিলেন বলেই—'

'ঠিক আছে। কিন্তু যখন আমি থাকব না তখন কি করবে?'

অরুণাভ কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল।

'আদিনাথ সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'শোন, যে দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হয়েছে তা যদি পালন করতে অনুবিধে হয় তাহলে আমাকে বলে দাও। আমি তোমাকে রিলিজ করে দেব।'

অরুণাভ এবার বলল, 'ভবিষ্যতে এমনটা আর হবে না।'

আদিনাথ মিঃ রহমানকে বললেন, 'আচ্ছা মিঃ রহমান, ক্রেডিট দিলে আপনার সুবিধে হবে?'

রহমান সঙ্গে সঙ্গে বুশী হয়ে বললেন, 'খুঁউব। এ্যাডভান্স-এর বদলে মালটা যাওয়ামাথা টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেব।'

আদিনাথ বললেন, 'এতে কিন্তু অনেক ঝামেলা বাঁচবে, টাকাটা আটকে থাকার ইনটারেস্টও। তাই না?'

'আপনি তো সবই জানেন মিঃ মল্লিক।'

'আচ্ছা অরুণাভ যদি এটা করে দেয় তাহলে আপনি ওঁকে কত দেবেন?'

রহমান হাবড়ে গিয়ে বলেন, 'আমি ঠিক, মানে—'

'কেন? ওঁকে লাঞ্চে নেমস্তন্ন করুন।'

রহমান লজ্জা পেয়ে বললেন, 'স্যার, অন্যায় হয়ে গেছে। আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।'

'ওটাই কি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'হাউ মাচ ?'

'আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন না স্যার, প্লিজ।'

আদিনাথ খুব সহজভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, কাজ না হলে টাকাটা ফেরৎ পাবেন ?'

'এসব টাকা কি ফেরৎ হয় স্যার ?'

আদিনাথ চোখ বন্ধ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'অবুগাত, এই ডব্রলোককে শেষবারের মত ক্রেডিট দাও। নিজেদের পাপের বোঝা অন্যদের বইতে দেওয়া ঠিক নয় বলেই দাও। যাও ওঁকে নিয়ে যাও।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে অবুগাত বেরিয়ে যায়। রহমানও ওর পেছন পেছন গেলেন। আদিনাথ চশমা খুললেন, জস খেলেন। তাঁর মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে। মাথাটা নিচু করে বসে আছেন। এমন সময় দরজা খোলার শব্দ হল।

আদিনাথের সেক্রেটারি ঘরে ঢুকতেই আদিনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি চাই ? ড্রেন্ট ডিসটার্ব মি, চলো যাও !'

সেক্রেটারি ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আপনি একজনকে আসতে বলেছিলেন ?'

'না না, আমি কউকে আসতে বলিনি। প্লিজ লিভ মি এ্যালোন।'

সেক্রেটারি আর কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে চলে যাবার মুখে হঠাৎ আদিনাথ ডাকলেন, 'কি নাম ?'

'কৃশানু, স্যার।'

'হু ইজ হি ? মনে মনে নামটা দু-তিনবার উচ্চারণ করতেই মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ইয়েস কৃশানু—এখনই পাঠিয়ে দাও।'

সেক্রেটারি ঘর ছেড়ে চলে যায়। আদিনাথ সোজা হয়ে বসেন। পকেট থেকে বুমাল বের করে ভাল করে মুখটা মুছে নেন। এমন সময় কৃশানু ঘরে ঢোকে।

কৃশানুকে দেখেই আদিনাথ বলেন, 'আরে এসো এসো। বসো। ফর্মগুলো ফিলআপ করোহো ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'দাও।'

কৃশানু ব্যাগ থেকে ফর্ম বের করে দেয়।

আদিনাথ ভাল করে ফর্মগুলো দেখতে দেখতে বললেন, 'এগুলো কাবে জমা দেবে ?'

'আজই স্যার।'

আদিনাথ কৃশানুর দিকে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি নিজেকে কতখানি বুদ্ধিমান ভাবো ? কৃশানু কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বোকা-বোকা মুখ করে বলল, 'মানে, ঠিক বুঝতে—'

'কেনো কৃশানু, যোড়া ডিঙিয়ে ঘাস বেতে শিখে গিয়েছে যে তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় কিনা জানি না, কিন্তু নিবোধ ভাষা যায় কি !'

কৃশানু আরও অবাক হয়ে গেল, 'স্যার—'

'আচ্ছা আমি তোমার কাছে কেন গিয়েছিলাম ?'

কৃশানু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'আজ্ঞে এইসব ব্যাপার গোপন রাখবেন বলে—'

'সেই বিশ্বাসের মর্যাদা কি তুমি রেখেছ ?'

কৃশানুর মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হয় না। মাথাটা নিচু করে বসে থাকে। আদিনাথ উঠে দাঁড়ান। পেছনে দৃষ্টো হাত রেখে পায়চারি করতে করতে বলেন, 'কথা বলছ না কেন—খুবই খারাপ লাগছে, আমি চিরকাল বেইমানদের ঘোরা করে এসেছি। অথচ এমনই দুর্ভাগ্য যে আমার চারপাশে আজ শুধু বেইমানদেরই ভীড় !'

কৃশানু এবার মনে সাহস এনে বলল, 'আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে বেইমানি করিনি।'

'শাট আপ ! আই সে, গেট আউট—তোমার মিথ্যা কথা শোনার সময় আমার নেই !'

কৃশানুও এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি এখনও বলছি, মিথ্যা কথা আমি বলি না—'

'তাই নাকি ? তুমি আমার ছেলো, আমার মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করোনি ?'

'আমি করিনি, ওঁরা নিজে থেকে করেছেন।'

আদিনাথ অবাক হয়ে কৃশানুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওরা করেছে ! কিন্তু ওরা কি করে জানল তোমার কথা ?'

কৃশানু এবার উল্টে প্রশ্ন করল, 'সেটা ওদের জিজ্ঞেস না করে আমার কাছে জানতে চাইছেন কেন ?'

আদিনাথ রেগে গিয়ে বললেন, 'প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন সহ্য করার অভ্যাস নেই আমার। যা জানতে চাইছি তার জবাব দাও।'

কৃশানু গলার স্বর নরম করে বলল, 'আপনি যে যাবারের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে আমার কাছে এসেছিলেন তা অমিতাভবাবু জানতে পেরেছিলেন। কিভাবে পেয়েছিলেন আমি জানি না। আর অমিতাভবাবুর কাছে আমার কথা গৌরীদেবী জানতে পেরেছিলেন।'

আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কথার প্রমাণ কি ?'

'কেন ? ওঁদের জিজ্ঞেস করুন ?'

'ঠিক আছে, কিন্তু কেন গিয়েছিল ওরা তোমার কাছে ?'

'ওঁরা জানতে গিয়েছিলেন আপনার এত লোক থাকতে আমাদের দিয়ে এসব করাচ্ছেন কেন ? শুধু তাই নয়, অমিতাভবাবু প্রথমে নিজের পরিচয় দেন নি, উনি এসেছিলেন ইনসিওরেন্স ক্যান্সারের অঙ্কহাত নিয়ে—কয়েক কথায় ওঁর কনফিডেন্স আনার জন্যে আপনার মোটা এ্যামাউন্টের কথা বলি। অবশ্য আপনার নাম বলিনি তখন। সঙ্গে সঙ্গে উনি নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন।'

আদিনাথ গভীর হয়ে বললেন, 'হুঁ। আর গৌরী ?'

'গৌরী দেবী জান করেছিলেন যেন তিনি আপনার ক্ষতি চান না, ওঁর দাদার হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে চান।'

'ভান করেছিল ?'

'হ্যাঁ। উনি আপনার দেওয়া চেক যাতে ক্যাশ না হয় সেই ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন প্রথমে। হঠাৎ দেখছি উনি ওঁর দাদার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।'

আদিনাথ একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, ওরা কি চায় কৃশানু ?'

'খুবই সোজা কথা। ভারত সেবাশ্রমের বদলে নিজেরা নমিনি হতে চাইছেন।'

কৃশানুর কথায় আদিনাথের চিন্তা আরও গভীরে প্রবেশ করল। তিনি বললেন, 'কিন্তু নমিনি টাকা পাবে যদি গুটা ম্যাচিওর করার সময় আমি বেঁচে না থাকি। তাহলে কি ওরা তাবহে আমি তাঁর আগেই মারা যাব !'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তা তো জানি না।'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে আরও বললেন, 'তাহাজ্ঞা কর্মে লিখে দেওয়া নমিনির নাম ওরা পান্টাটে কি করে?'

কৃশানু এবার সে সপক্ষেও জানাল, 'দেখুন মিঃ মল্লিক, 'অমিতাভবাবু বলেছিলেন আপনার অভ্যাস সঙ্গে কলম না রাখা। উনি এই দুটো কলম আমাকে দিয়ে বলেছিলেন একটা দিয়ে আপনাকে সহী করতে আর একটা দিয়ে ফর্ম ফিল আপ করতে। এর কালির রহস্য আমি জানি না। তবে শুনছি কোন কোন কালি আগুনের সামনে ধরলে উবে যায়। সেক্ষেত্রে এই নমিনির নাম মুছে নিজেদের নাম লিখে দিতে বাধ্য করতে পারেন।'

'বাঃ, চমৎকার আইডিয়া! কিন্তু বাধ্য করাবে কাকে? তোমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'এতখানি দুঃসাহস ওদের হল কি করে?'

কৃশানু স্বীকার করল, 'অমিতাভবাবু প্রথমবারই জোর করে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে এনেছিলেন। তারপর থেকেই সমানে ব্রাকসেইল করে যাচ্ছন।'

হঠাৎ আদিনাথ উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বড় করে বললেন, 'এরপরও তুমি জোরগলায় বলছ আমার সঙ্গে বেইমানি করনি?'

'আপনি তো সবই শুনলেন। এরপরেও বলবেন আমি বেইমানি করেছি। তা যদি করতাম তাহলে আজ আপনাকে এত কথা খুলে বলতাম না। আমি ঠিকই করেছিলাম আপনাকে সব কথাই বলব। আমি কোনদিন অন্যায় করিনি, এসব আমার পক্ষে সহ্য করা মুশকিল হয়ে পড়ছে ক্রমশ।'

'কত টাকা নিয়েছ ওদের কাছ থেকে?'

কৃশানু প্রতিবাদ করে উঠল, 'আপনি আবার ভুল করছেন। আমি নিইনি, জোর করে দিয়েছেন। তবে খুব বেশী না।'

'আর কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে?'

কৃশানু ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, এছাড়াও প্রথমে বলেছিলেন একটা বাড়ি, পরে অবশ্য ফ্ল্যাট-এর কথা বলেছেন।'

আদিনাথ একটু মুচকি হেসে বললেন, 'ভালোই তো। এই সুযোগে একটা ফ্ল্যাট বাগিয়ে নাও। আর কতকাল ভাড়া বাড়িতে থাকবে!'

কৃশানু চমকে উঠল, 'আপনি কি বলছেন স্যার?'

'ঠিকই বলছি। কলমটা দাও।'

'তার মানে?'

'হ্যাঁ, আমি সহী করে দিচ্ছি।'

কৃশানু অবাক হয়ে বলল, 'আপনি সহী করে দেবেন!'

'অবশ্যই।'

কৃশানু ব্যাগ খুলে ফর্ম আর কলমটা আদিনাথের হাতে দিল।

আদিনাথ ফিলআপ করা ফর্মের ওপর চোখ বুজিয়ে চেক-বইটা নিয়ে এসে পর-পর চেক সহী করে কৃশানুর হাতে দিয়ে বললেন, 'নাও। তুমি তাহলে এখনই এগুলো জমা দিচ্ছ না।'

কৃশানু চেকগুলো ব্যাগে রাখতে রাখতে বলল, 'আমি এখান থেকে বেরিয়ে সোজা জমা

দিতে যাব।'

'কিন্তু তাহলে ওদের সঙ্গে দেখা হবে কি করে?'

'অমিতাভবাবু আমার জন্যে ভি আই পি বাইপাসের মোড়ে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু আমি এখানে যাব না।'

আদিনাথ বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'উঁহু, অবশ্যই তুমি যাবে!'

'আপনি একথা বলছেন।'

'হ্যাঁ, বলছি। ওরা এই ফর্মগুলো নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করুক। কিন্তু সেই করাটা আমি দেখতে চাই। অতএব এখান থেকে সোজা আমার এখানে চলে আসবে।'

'কিন্তু যদি ওঁরা আমার সঙ্গে যেতে চান?'

'আহোহা একটা অজুহাত দেবে। তুমি বলবে আমি আমার সেক্রেটারীকে ওই অফিসে পাঠাচ্ছি যদি কোন প্রয়োজন পড়ে তা মিটআপ করতে। দেখবে এটা শোনার পর আর যেতে চাইবে না।'

কৃশানু ক্রমশ আশ্বস্ত হয়ে যাচ্ছিল। 'কিন্তু সত্যি সত্যি আপনি কি করতে চাইছেন আমার মাথাতেই আসছে না।'

আদিনাথ এবার হ্যাঁ হ্যাঁ করে হেসে বললেন, 'না হে, এখন মনে হচ্ছে তুমি নেহাৎই নির্বোধ। শোন কৃশানু, তোমার মত এরকম ভরল মনের ছেলে আমার দুশো গজের মধ্যে আসতে পারে না। গতকালই আমি ভেবেছিলাম তোমাকে বলে দেব আর কোন প্রয়োজনে তুমি লাগছ না। কিন্তু তোমার মাকে দেখে মনে হল সি ইজ ডেরি মাচ রেসপেকটবল লেডি। শূধুমাত্র তাঁর জন্যে তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। কিন্তু এই সুযোগটা তুমি পাবে এখানে-ফিরে এলে। এখন যাঁও, ওদের সঙ্গে দেখা করে।'

কৃশানু তখনও কিছু-কিন্তু করছিল, 'স্যার, আপনি ঠিক কি চাইছেন—'

আদিনাথ ইনটারকম-এর বোতাম টিপলেন। ওপাশ থেকে সাড়া মিলতেই বললেন বাইপাসের জমিটার কর্মসপ্তেস ফাইল নিয়ে এখনই আসতে।

কৃশানু ধীরে ধীরে চলে গেল ফর্ম এবং চেক নিয়ে।

কৃশানু বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আদিনাথ আবার রিসিভারে মুখ রাখলেন, 'হ্যাঁ শোন, আমার ব্যাঙ্কে আজই একটা চিঠি লিখতে হবে। আমার ইনস্ট্রাকশন না পেলে ওরা যেন চেক পাস না করে। নাশ্বারগুলো এসে নিয়ে যাও।'

॥ ২০ ॥

ও. সি.-র নির্দেশ পেয়ে এস. আই. জয়ন্ত সেন প্রিয়ংবদার ফ্ল্যাট-এ এসে উপস্থিত। কলিবেল টিপতেই দরজা খুলে পুলিশ দেখে প্রিয়ংবদা ঘাবড়ে গেল।

কাঁপা গলায় বলল, 'বলুন!'

জয়ন্তবাবু ভূমিকা না করে বললেন, 'মিঃ ববি—'

'হ্যাঁ, আমার স্বামী।'

'আমি কি ভেতরে আসতে পারি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' পাশে সরে দাঁড়াতে জয়ন্তবাবু ঘরে ঢুকলেন।

ঘরে ঢুকে চারদিক ভাল করে লক্ষ্য করতে করতে একসময় প্রিয়ংবদাকে জিজ্ঞেস

করলেন, 'আপনার নাম নিশ্চয়ই প্রিয়বন্দা?'

প্রিয়বন্দা বলল, 'দেখীটা নাই বা বললেন!'

'আচ্ছা আপনার স্বামী বাড়িতে আছেন?'

'না তো।'

'কতক্ষণ নেই?'

একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'গতকাল বিকেল থেকে। একজন ইনসিওরেন্স এজেন্ট-এর সঙ্গে যগড়া করে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।'

'কোথায়?'

'আমাকে বলে যান নি।'

'আচ্ছা আপনি কোন অনুমান করতে পারেন?'

প্রিয়বন্দা সজোরে মাথা নেড়ে বলল, 'না। কারণ ওর বাইরের জীবন সম্পর্কে আমি বিন্দুমাত্র আগ্রহী নই।'

জয়ন্তর কৌতুহল বেড়ে গেল। বললেন, 'উনি কি করতেন—আই মিন, কি করেন?'

এবারেও প্রিয়বন্দা জবাব দিল, 'আমি সত্যি জানি না।'

জয়ন্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আপনার কথা শুনে কিছু অবাক লাগছে। উনি তো আপনার স্বামী, তাই না?'

'ঠিকই। কিছু বিশ্বাস করুন ও সব কথা আমাকে কখনও বলত না, আমিও জানতে চাইতুম না।'

জয়ন্ত হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনসিওরেন্স এজেন্ট-এর সঙ্গে যগড়া হল কেন?'

'খুব সম্ভব প্রিমিয়াম দেবার ব্যাপারে।'

'তার মানে ববি নিজের জীবনের ইনসিওরেন্স করেছিলেন?'

'হবে হয়তো।'

'আশ্চর্য, এটাও আপনি জানান না?'

'না।'

এতক্ষণ যে কথাটা জয়ন্ত বলতে পারেন নি এবার সেই কথাটাই বললেন, 'প্রিয়বন্দা আপনি জানান না, ববি আর নেই?'

চমকে উঠে প্রিয়বন্দা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বলল, 'নেই মানে?'

'মানে উনি আর বেঁচে নেই।'

দ্বিতীয়বার কথাটা শোনামাত্র প্রিয়বন্দা চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার শরীর টলতে লাগল। পাড়েই যাচ্ছিল, জয়ন্ত নৌড়ে গিয়ে ধরে সোফায় বসিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'প্রিয়বন্দা দেবী! প্লিজ, আপনি একটু শক্ত হোন।' তিনি সোফার ওপরে প্রিয়বন্দার মাথাটা হেলিয়ে দেন। আস্তে আস্তে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে প্রিয়বন্দা তাকাল। সমস্ত ব্যাপারটা একটা স্বপ্নের মত মনে হল। হঠাৎ ববি করে ডুকরে কেঁদে ফেলল।

জয়ন্ত ওকে সাহসনা দেবার চেষ্টা করলেন, 'প্রিয়বন্দা দেবী, আপনি যদি এসময়ে শক্ত না হন তাহলে তো আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যাবে।'

প্রিয়বন্দা তখনও ডুকরে কেঁদে বলছে, 'না, এ হতে পারে না। ববি কখনই মারা যেতে পারে না।'

জয়ন্ত ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'কিছু এটাই সত্যি। কেউ বা কারা ওঁকে খুন করে গতরাতে সন্ট লেক বাইপাসে ফেলে দিয়ে এসেছে।'

প্রিয়বন্দা চেঁচিয়ে উঠল, 'না, আমি বিশ্বাস করি না।'

জয়ন্ত আবার বললেন, 'ঠিকই, বিশ্বাস না করাটাই স্বাভাবিক। কিছু খুন যে উনি হয়েছেন এটা তো ঘটনা।'

'কে, কে খুন করল ওকে?'

'সেই প্রশ্নটা তো আমাদেরও। আচ্ছা ওঁর কোন শত্রু ছিল? অথবা ইদানীং কারও সঙ্গে কোন ব্যাপারে ঝামেলা হচ্ছিল?'

'তা তো আমি জানি না।'

জয়ন্ত এবার একটু চাপ দিলেন, 'ওর কি কোন বন্ধু ওঁর কাছে যাওয়া-আসা করত?'

'হ্যাঁ, গৌরী। এ খবরটা গৌরী জানতে পারে।'

নতুন আর একটা নাম শুনতে পেয়ে জয়ন্তকে একটু উৎফুল্ল মনে হল। জিজ্ঞাসা করলেন, 'গৌরী কে? প্লিজ প্রিয়বন্দা, আপনি একটু ডিটেলসে আমাকে সব কথা বলুন।'

'গৌরী আমার এবং ববির—দুজনেরই বন্ধু। এর বেশী আর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না দয়া করে।'

'তা কি করে সম্ভব? আমাকে আরও দু-তিনটে প্রশ্ন করতেই হবে। আচ্ছা, উনি থাকেন কোথায়?'

'ওই তো, ৩২ পার্ক প্লাজা। ৩০২ নম্বর ফ্ল্যাট।'

জয়ন্ত নোট করে নিলেন, 'আর ওই ইনসিওরেন্স এজেন্ট কে?'

'তাও আমি জানি না।'

জয়ন্ত ভাবলেন প্রিয়বন্দার কাছ থেকে কিছুটা কিনারা পাওয়া যেতে পারে। তাই একটা অনুরোধ করল, 'ঠিক আছে প্রিয়বন্দা, আপনাকে একটা অপ্রিয় কাজ করতে হবে। ববির ডেডবডি আপনাকে আইডেনটিফাই করতে হবে।'

'সে কি! আচ্ছা ওটা কি সত্যিই ববির ডেডবডি?'

'আমাদের তাই মনে হচ্ছে।'

একটু হির হয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পেয়েছেন বডিটা?'

'ওই যে বললাম, 'সন্টলেকের রাস্তায়।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়বন্দা কামায় ভেঙে পড়ল।

জয়ন্ত বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'আমি সত্যিই আপনার জন্যে দুঃখিত প্রিয়বন্দা। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ যে কোন স্ত্রীর পক্ষেই—কিছু বাস্তবকে তো মেনে নিতে হবেই।'

'ও কিভাবে মারা গেছে?'

'কেউ ওকে গুলি করেছে।'

'ওঃ, গুলি!'

'হ্যাঁ। তবে দেখে মনে হল আগে কোথাও গুলি করে ওর ডেডবডি ওখানে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মজার কথা হল, সেম স্পটে আরও একটা পলিটিক্যাল লিডারের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে।'

প্রিয়বন্দা অবাক হয়ে বলল, 'কিছু ববি তো আগে কখনই পলিটিক্স করত না।'

'সে খবরও আমরা পেয়েছি।'

এতক্ষণে প্রিয়বন্দা একটু শান্ত হল। চোখের জল মুছে অত্যন্ত নরম সুরে বলল, 'স্যার, আপনাকে একটা অনুমোদন করতে পারি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলুন?'

'আমি একজন অভিনেত্রী। এই ঘটনা নিয়ে বেশী পাবলিসিটি হলে বুঝতেই পারছেন আমার এ্যাকটিং ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। তাই যতটা সম্ভব—'

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত বললেন, 'বুঝতে পারছি, কিন্তু কোন উপায় নেই। আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'এখনই? কোথায় যেতে হবে?'

'ববির ডেভবর্ডি আইডেনটিফাই আপনাকেই করতে হবে।'

'কিন্তু তার আর কি দরকার? আপনারা যখন জেনেই গিয়েছেন মৃতদেহ কার, তখন—' জয়ন্ত এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দেখুন এটাই নিয়ম। তাছাড়া ডেভবর্ডি মর্গে পড়ে থাকলে আপনার ভাল লাগার কথা নয়, তাই না?'

২১

আদিনাখের কাছ থেকে ফর্ম ও চেক নিয়ে কশানু সোজা ভি. আই. পি. বাইপাসের মোড়ে বাস থেকে নামল। ওর হাতে ব্যাগ। এপাশ-ওপাশ তাকাল। খুব নার্ভাস লাগছে। হঠাৎ দূরে পার্ক করা গাড়িটা দেখতে পেল। সে আরও দেখল ওই গাড়ি থেকে একটা হাত ইশারায় তাকে ডাকছে।

কশানু গাড়ির কাছে যেতেই অমিতাভ দরজা খুলে বলল, 'উঠুন।'

কশানু গাড়িতে উঠে দেখল অমিতাভর পাশে গৌরী বসে আছে।

কোন ভনিতা না করেই অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'কি, কাজ হয়ে গিয়েছে?'

কশানু ভয়ে ভয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'বাবা কোন প্রশ্ন করেননি?'

'না জো। সঙ্গে সঙ্গে সই করে দিলেন।'

অমিতাভ খুশী হয়ে বলল, 'সেখি ফর্মগুলো।'

কশানু ব্যাগ খুলে ফর্মগুলো অমিতাভর হাতে দিল।

ফর্মগুলো দেখতে দেখতে অমিতাভ গৌরীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোকে বলেছিলাম গৌরী, কশানু এখনো আসবেই।'

এবার কশানুর কাছে চেকটা চাইল। কশানু সঙ্গে সঙ্গে চেকগুলো এগিয়ে দিল।

অমিতাভ চেকগুলো নিয়ে বলল, 'শুনুন কশানুবাবু, আপনি এখন থেকে সোজা অফিসে চলে যাবেন। এগুলো জমা দিয়ে রসিদ আমাকে দেখাবেন। আপনাকে যা দেব বলছি তার কিছুটা এখন পাবেন, বাকিটা এই ডিপোজিট ম্যাচিওর করলে পেয়ে যাবেন। বুঝছেন?'

অমিতাভর যুক্তিটা মেনে নিতে পারল না কশানু। সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, 'সেরকম জো কথা ছিল না।'

পাশ থেকে গৌরী বলল, 'কি কথা হয়েছিল?'

অমিতাভর প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে কশানু বলল, 'উনি আমাকে একটা ফ্ল্যাট কেনার টাকা দেবেন বলেছিলেন—'

গৌরী আর চুপ করে বসে না থেকে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'আ-চ্ছা!'

অমিতাভ একটু জোর দিয়ে বলল, 'সেটা আপনি এখনই আশা করতে পারেন না। কারণ যে কোন মুহুর্তেই এই ব্যাপারটা বাবা ধরে ফেলতে পারে।'

'চমৎকার! আপনারের বাবা যদি ধরে ফেলেন, তাহলে আমার অবস্থা কি হবে ভাবতে পারছেন? সেক্ষেত্রে খুঁটিটা কার বেশী?'

গৌরী শূনে বলল, 'তা কেন? একবার জমা পড়ে গেলে বাবা জানতেও পারবেন না। দাদা, যা করার তাড়াতাড়ি কর। আমাকে কিংবদন্তি হবে।'

'ঠিক আছে।' অমিতাভ পকেট থেকে লাইটারটা বের করে গৌরীকে বলল, 'ভারত সেবাগলোয় এই লাইটারটার আগুন ছোঁয়ালেই এক নিমেষে উধাও হয়ে যাবে।

খুঁটিটা কিন্তু আমিই বেশী নিচ্ছি। অতএব দুটো ফর্মের নমিনি আমি হব আর একটাতে তোর নাম থাকবে। তবে এগুলো লিখবে কশানু, কারণ হাতের লেখা একইরকম হওয়া উচিত।'

কশানু সব শূনে প্রতিবাদ করে উঠল, 'দেখুন অমিতাভবাবু, আমি আর লেখালেখি করতে পারব না!'

অমিতাভ ব্যঙ্গ করে বলল, 'তাই নাকি? চাঁদু আমার, মাল নেবার সময় হাত পাতবেন আর এখন পারব না বললে চলবে? আপনার জানা উচিত একই কর্মে হাতের লেখা বদলে গেলে যে কেউ সন্দেহ করবে। আরে এতে কোন ভয় নেই, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।'

কশানু চমকে উঠল, 'কোথায়, জমা দিতে? পাগল! ওখানে বাবার সেক্রেটারী থাকবেন।'

গৌরী হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'কেন?'

'যদি কোন প্রয়োজন পড়ে তাই আপনার বাবা ওঁকে পাঠাচ্ছেন।'

গৌরী বলল, 'দাদা, আমি কিন্তু এর মধ্যে গোলামালের গন্ধ পাচ্ছি। যা করবি ভেবেচিন্তে কর। তাছাড়া তোর সঙ্গে আমার কথা ফিফটি ফিফটি—ওয়ান থার্ড কিন্তু নয়।'

অমিতাভ আর কথা না বাড়িয়ে বলল, 'ও কে।'

গৌরী বোঝাল, 'আমি বলি কি, যেমন আছে তাই জমা দিতে বল।'

'তার মানে? পুরো টাকা ভারত সেবাগলো পাাবে?'

'আরে দুঃ, চেকগুলো উল্টোপাল্টা করে দে যাতে কাশ না হয়। এর ফলে কোম্পানি শ্রুপোজাল ফেরৎ দেবে। অন্তত দিন পাঁচেক সময় পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু তা নয়, তারপর?'

'এর মধ্যে একটা প্ল্যান আমাদের বের করতে হবে।'

অমিতাভ একটু চিন্তা করে বলল, 'কিন্তু গৌরী, আজ পর্যন্ত বাবার চেক বাউন্স হয় নি। বাবা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন কেন চেক কাশ হেল না?'

গৌরী বলল, 'ঠিক আছে, চেকগুলো আমাকে দে।'

অমিতাভ চেকগুলো দিলে গৌরী ভাল করে দেখতে দেখতে হাসতে লাগল। তারপর কলম বের করে একটা জায়গায় একটা সূক্ষ্ম আঁচ দিয়ে চেকগুলো আবার অমিতাভর হাতে ফেরৎ দিল।

চেকগুলো দেখে কিছু বুঝতে না পেরে অমিতাভ গৌরীকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে, কোথায় কি করলি?'

গৌরী বুঝিয়ে দিল। এটা মার্চ মাস। বাবার হাতের লেখায় তিনকে পাঁচ করে দিয়েছি।  
তুই জানিস, এরকম ভুল বাবা নিজের অনেকেবার করেছে। এখন বুঝতে পারছিস, মে মাসের  
আগে এটা ক্যাশ হবে না!

অমিতাভ গৌরীকে বাহবা জানিয়ে ঢেকগুলাে কৃশানুর হাতে দিয়ে বলল, 'এগুলো জমা  
দিয়ে দেবেন। আচ্ছা আমার সঙ্গে কোথায় দেখা করবেন?'

কৃশানু সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'এগুলো কখনই জমা নেবে না ওরা।'

'কেন?' [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

'ঢেকগুলোর তারিখ দেখলেই পাট দিয়ে আনতে বলবে।'

'ওঃ, আপনি যেন সব জেনে বসে আছেন। টেক এ চাল—যান। আমি আপনার বাড়িতে  
আজ বিকেল ছটায় যাব। এখন আপনি যেতে পারেন।'

কৃশানু আর কোন কথা না বলে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল।

কৃশানু চলে যেতে গৌরী বলল, 'দাদা, আমি এই লোকটাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'  
অমিতাভ বলল, 'কেন? অবিশ্বাস করার কি আছে?'

'আসলে কি জানিস, প্রথমে যখন এসেছিলেন তখন ওঁকে অভ্যস্ত সরল গোবেচারার বলে  
মনে হয়েছিল। নিরবিত্ত বাঙালীর আনন্দটা ছিলে, কিন্তু আজ ওঁর মুখের চেহারা পাশ্চ  
গিয়েছে। এই মুখ সম্পূর্ণ আমার অর্চনা।'

'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তুই কৃশানুকে ঠিক চিনতে পারিস নি। ও বেসিক্যালি ইন্ডিয়ট।'

'হতে পারে। কিন্তু কাল ববির স্ট্যাট-এ যাওয়ার পর থেকে—না দাদা, আমার একদম  
জাল লাগছে না।'

'আচ্ছা ববির ঠিকানা কি তুই দিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ। কারণ ববি ওঁর ব্যাগ নিয়ে গিয়েছিল।'

'কেন?'

'কোন কারণ নেই। হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল।'

'কৃশানু কখন গিয়েছিল?'

গৌরী সময়টা মনে করার চেষ্টা করল। না পেরে বলল, 'বিকেলের দিকে।'  
অমিতাভ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুই কি বলছিস? অথচ আমি ওঁকে প্রিয়বন্দার সঙ্গে  
বেরুতে দেখি অনেক রাতে। তাহলে এতক্ষণ সে কি করছিল ওখানে?'

গৌরীও অবাক হয়ে গেল অমিতাভর কথা শুনে, 'সে কি, ওরা যে বলল কৃশানু ববির  
সঙ্গে বিকেলেই বেরিয়ে গেছে। তুই ঠিক দেখেছিস?'

'কাল আমি একদমই বেসামাল অবস্থায় ছিলাম না যে ভুল দেখব।'

গৌরী মাথা নিচু করে ভেবে নিয়ে বলল, 'তাহলে ওরা আমাকে মিথ্যা বলল কেন?'  
এবার অমিতাভ একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, প্রিয়বন্দার সঙ্গে কৃশানুর কি আগে  
থেকে আলাপ ছিল?'

'না। গতকালই আলাপ হয়েছে।'

অমিতাভ বলল, 'তাহলে এমন কিছু ঘটেছে যা আমরা জানি না। তোর কাছেও একদম  
চোপে গেছে। নাঃ, ওকে আর ইন্ডিয়ট ভাবা যাচ্ছে না।'

গৌরী ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। আচ্ছা একবার খোঁজ নিয়ে

দ্যাখ তো বাবার সেক্রেটারি অফিসে আছে কিনা। কৃশানুর কথামত ওর এখন ওখানে থাকা  
উচিত নয়।'

অমিতাভ আর দেয়ী না করে গাড়ি স্টার্ট দিল।

থানা অফিসার এবং জয়ন্ত যতই শাস্ত করার চেষ্টা করুক না কেন, প্রিয়বন্দা কিছুতেই  
ববির মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছে না। জয়ন্ত যতই বোঝাতে চেষ্টা করছেন প্রিয়বন্দা ততই  
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

এভাবে খুনের কিনারা করা সম্ভব নয় স্বাক্ষতে পেরে থানা অফিসার অনুরোধ করলেন,  
'দেখুন প্রিয়বন্দা দেবী, আপনি শান্ত হন। আমি বুঝতে পারছি স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শ্রীর পক্ষে  
কতখানি বেদনাদায়ক, কিন্তু আপনি এইসময় ভেঙ্গে পড়লে খুনীকে ধরতে পারব না আমরা।  
আপনি নিশ্চয়ই চান আপনার স্বামীর হত্যাকারী ধরা পড়ুক—কি প্রিয়বন্দা দেবী?'

প্রিয়বন্দার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল।

থানা অফিসার এবার জয়ন্তকে বললেন, 'জয়ন্ত, তুমি একটু বোঝাও।'

জয়ন্ত একই অনুরোধ করল, 'দেখুন যা হবার তা হয়ে গেছে। একটু শক্ত হন আপনি, সিক্স!  
প্রিয়বন্দা কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'কি করে শান্ত হব বলুন তো? ববি নেই এটা তো  
আমি ভাবতেই পারছি না! ওর জন্মে আমি বাপের বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ  
করেছিলাম। এখন ববি চলে গেল, আমি একদম একা, ওঃ!'

জয়ন্ত সান্ত্বনা দিল, 'আপনার কষ্ট আমরা বুঝতে পারছি, প্রিয়বন্দা দেবী।'

'না, না। আপনারা কেউ বুঝতে পারছেন না ববি আমার কি ছিল। আজ অভিনয় করে  
আমার যতটুকু নাম হয়েছে তা ববির জন্যে। ও যে কেন রাজনীতির মধ্যে জড়াল। কত  
মানা করেছিলাম!' [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

প্রিয়বন্দার মুখে হঠাৎ রাজনীতির কথাটা শোনামাত্র থানা অফিসারের চোখদুটো চকচক  
করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তকে ইশারা করলেন।

জয়ন্ত থানা অফিসারের ইশারার অর্থ বুঝতে পেরে প্রিয়বন্দাকে একটু ঘুরিয়ে জিপ্সেস  
করল, 'ববিবার রাজনীতি করত?'

প্রিয়বন্দা কাঁদে কাঁদে মুখে বলল, 'আগে করত না। তবে কিছুদিন হল সবসময়  
নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াইত। নেতারা ওঁকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাত।'

'নেতা? কোন্ নেতা? একটা নাম বলুন!'

'কি করে বলব? ববি ওসব কথা আমাকে বলতেই চাইত না।'

জয়ন্ত কিছুটা হতাশ হয়ে বলল, 'তাহলে তো খুব মুশকিল হল। প্রিয়বন্দা, কিনারার  
সন্ধান কি করে পাই বলুন তো?'

ঠিক সেই সময় সাংবাদিক কল্পনা মিত্র ঘরে ঢুকতেই থানা অফিসার ভীষণ রেগে বললেন,  
'আপনি এরকম হুটহাট ভেতরে ঢুকতে পারেন না! রিপোর্টার বলে সাতখুন মাপ হয়ে যাবে  
ভেবেছেন?'

মিস মিত্র হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, 'কি বলছেন মশাই, সাতখুন তো অনেক বড় ব্যাপার,  
আগে দুটো খুনের রহস্য সামাধান করুন। হঠাৎ প্রিয়বন্দার দিকে চোখ পড়তেই বলল, 'ও  
হ্যাঁ, আপনিই প্রিয়বন্দা?'

প্রিয়বন্দা চোখের জল মুছে বলে, 'হুঁ !'  
মিস মিত্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমার নাম কল্পনা মিত্র । "সুপ্রভাত" কাগজের সাংবাদিক ।  
আপনাকে এখানে পেয়ে যাব ভাবতেই পারিনি । ভালই হল, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে  
চাই !'

প্রিয়বন্দা হাত জোড় করে অনুরোধ করল, 'মিত্র, আমার এখন আর কথা বলার  
মানসিকতা নেই !'

'আমি বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা ! কিন্তু একটা কথা শুনতে পেলাম, জানি  
না সেটা আদৌ সত্যি কিনা ? আপনার সঙ্গে ববিবাবুর সম্পর্ক ইদানীং ভাল ছিল না ?'  
প্রিয়বন্দা প্রতিবাদ করে বলল, 'মোটাই না । এসব কথা আপনাকে কে বলেছে ? আমাকে  
ও খুব উৎসাহ দিত ।'

'আচ্ছা ববিকে কেন খুন করা হল ? আপনার কি ধারণা ?'  
'আমার কোন ধারণাই নেই । বিশ্বাস করুন, ওকে কেউ খুন করতে পারে আমি কল্পনাও  
করিনি । তবে শোখের মধ্যে ওর একটু রাগ ছিল ।'

'তাই নাকি ? আপনার সঙ্গে রাগারাগি করত কখনও ?'  
প্রিয়বন্দা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলল, 'কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রাগারাগি হয় না বলুন ?'  
থানা অফিসার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তকে কথটা নোট করতে বললেন ।  
জয়ন্ত বলল, 'হয়েস স্যার !'

এবার মিস মিত্র জিজ্ঞেস করল, 'প্রিয়বন্দা, আপনার কোন বয়স্কেন্ড আছে ?'  
'বয়স্কেন্ড ? ছিঃ ! এসব কি বলছেন ?'

'কারণ আপনার সঙ্গে নাকি একজন ফিল্ম ডিরেক্টর খুব ঘনিষ্ঠ ?'  
প্রিয়বন্দা চোঁচিয়ে উঠল, 'বাজে কথা ! একমন মিথ্যা কথা !'

'ঠিক আছে । ববিবাবুর কোন গার্ল ফ্রেন্ড ?'  
'খাচার কথা নয়, কারণ ও খুব কাঁচোটা লোক ।'

মিস মিত্র এবার টেবিলের ওপর দুটো হাত রেখে বলল, 'আমাদের কাছে কিছু খবর  
আছে একজন অত্যন্ত শ্রীমতী মহিলার সঙ্গে ববিবাবুর রীতিমত ঘনিষ্ঠতা ছিল । আপনি কি  
জানেন সেই মহিলার নাম কি ?'

প্রিয়বন্দা চট করে কোন উত্তর দিতে পারল না । একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আপনি কি  
গৌরী সিন্ধুকে কথা বলছেন ? তাহলে জেনে রাখুন, গৌরী আমার বান্ধবী, ববিবর নয় । ওর  
বাবা বিখ্যাত ব্যবসায়ী আদিনাথ মল্লিক । অতএব গৌরী তার বান্ধবীর স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা  
করতে পারে না । আর তাছাড়া এটা একটা পলিটিক্যাল খুন, ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ছড়াবার  
চেঁচা করবেন না, মিত্র !'

মিস মিত্র হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'কেন, এটাকে পলিটিক্যাল খুন মনে হচ্ছে কেন ?'  
প্রিয়বন্দা কিছু বলার আগেই থানা অফিসার বললেন, 'আসলে ওঁর সঙ্গে অসীম সোমের  
ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে, মানে দুজনকে একই দল খুন করতে পারে, তোমার কি মনে হয়  
জয়ন্ত ?'

'স্যার, হতেও পারে আবার নাও হতে পারে !'  
প্রিয়বন্দা এবার নিজে থেকেই বলল, 'ওই অসীম সোম নামটা আমি ববিবর মুখে শুনছি !'

থানা অফিসারের কৌতূহল বেড়ে গেল, 'কেনটা খুব ইনটারেস্টিং মনে হচ্ছে । জয়ন্ত  
নোট কর !'

জয়ন্ত প্রিয়বন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কবে জেনেছেন ম্যাডাম ?'  
'দু-তিনদিন আগে, কাউকে টেলিফোনে বলছিল ।'

'কাকে ?'  
'জানি না । আমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করত না ।'

মিস মিত্র জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ববিবাবুকে আপনি শেষ কখন দেখেছেন প্রিয়বন্দা ?'  
একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'কাল সন্ধ্যাবেলায় । হঠাৎ একটা ফোন পেয়ে চলে গেল ।'

'কার ফোন বলে মনে হয় আপনার ?'  
'আমাকে কিছু বলিনি ।'

থানা অফিসার বললেন, 'তারপর আর ফেরেন নি ?'  
'না ।'

মিস মিত্র আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আপনার স্বামী সারারাত বাড়িতে কিয়লেন না, এতে  
আপনি উদ্বিগ্ন হন নি ?'

'উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম বৈকি ! কিছু ও মাঝেমাঝেই এমন প্রায়ই উধাও হয়ে যেত ।'  
'কিছু কোথায় ?'

'বলত পলিটিক্যাল ব্যাপার, আমি নাকি বুঝব না !'  
'কিন্তু একটা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে যে প্রিয়বন্দা ! ববিবাবু কাল সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি থেকে  
বেরিয়ে গেছেন, সারারাত্রে বাড়ি কিয়লেন না, আপনি কোথায় ছিলেন ?'

'কেন বলুন তো ? বাড়িতেই ছিলাম !'  
'একাই ছিলেন ?'

'আশ্চর্য ! আর কে থাকবে ? আচ্ছা, আমি কি এবার যেতে পারি ?'  
থানা অফিসার জয়ন্তকে বললেন, 'জয়ন্ত, তোমার আর কিছু প্রশ্ন আছে ?'

'না স্যার, উনি এখন যেতে পারেন । তবে কদিন যেন বাড়িতেই থাকেন ।'  
প্রিয়বন্দা কিছু-কিছু করে বলল, 'এই অবস্থায় আমি কোথায় যাব ? আচ্ছা ববিবর  
ডেডবডি, শেষ কাজ—'

থানা অফিসার বললেন, 'পোস্টমর্টেম হোক, তারপর আপনাকে জানিয়ে দেব । জয়ন্ত,  
ওঁকে একটা ট্যাক্সি ডেকে তুলে দাও !'

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই থানা অফিসার বললেন, 'একটা কথা ম্যাডাম, আমি  
কিছু বোঝাইনিভাবে আপনাকে কিছু সুবিধে দিয়েছি । এখন এসব কথা আপনার কাগজে বের  
হলে অন্য সাংবাদিকরা আমাকে কামেলায় ফেলবেন !'

মিস মিত্র আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চিত থাকুন অফিসার । আমি এই মুহূর্তেই  
কিছু লিখছি না ! এই দুটো খুন সম্পর্কে পুরো তদন্ত না করে লিখব না !'

থানা অফিসার অবাক হয়ে গেলেন মিস মিত্রের কথায়, 'তার মানে ? আপনি তদন্ত  
করবেন নাকি ? তাহলে আমরা কি জানো আছি ?'

'আরে আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? আমাকে আপনাদের বন্ধু ভাবুন না ! পৃথিবীর  
সব সভ্যদেশেই পুলিশ সাংবাদিকদের সঙ্গে এসব কাজে সহযোগিতা করে । হয়তো আমি

আপনাকে এমন কোন ঝু দেব যাতে আপনার তপস্কের সুবিধে হবে।

ধানা অফিসার কোনরকম গুরুত্ব না দিয়েই বললেন, 'আরে এ হল পলিটিক্যাল মার্ভার। প্রতিদিন গ্রামেগঞ্জে হচ্ছে। এসব কেসেই কোন সুরাহা হয় না, অপরাধীকে আড়াল করতে বড় বড় নেতারা রয়েছেন, বুঝতে পারছেন?'

'তাহলে তো ঢুকেই গেল। কিছু যদি তা না হয়। যদি দুটো মৃতদেহ কাকতালীয় ভাবে একই জায়গায় পাওয়া যায়। আমি আছই বরষ পেয়েছি, সৌরী মল্লিক তার বাবার কাছে থাকে না। কারণ এমন তো হতেই পারে, ওর বাবা আদিনাথ মল্লিক বিবিবাবুর সঙ্গে ওর মেলামেশা পছন্দ করেন না। বুঝতে পারছেন?'

ধানা অফিসার সম্পর্কেই বললেন, 'না। এর মাথা ওই ডভ্রলোক আসছেন কেমন করে?' মিস মিত্র খুব সহজ করে বলল, 'দেখুন স্যার, ডভ্রলোক আসতেই পারেন। প্রিয়ংবদা যতই বলুন সৌরী ওর বাচ্ছবী, কিছু বিবিবাবুর সঙ্গে সৌরীর যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সে খবরটা আমি সৌরীর ফ্র্যাট-এ গিয়ে জেনেছি।'

সৌরী ফ্র্যাট-এ ফিরে এলে ওর কাজের মহিলাটি ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ আগে কর্তন মিত্র নামে এক মহিলায় সঙ্গে যা কা কথা হয়েছে সমস্ত বলল। শশু তাই নয়, গতকাল বিবি ঞগড়া করে বেরিয়ে গেছে বলেছে তাও বলল।

সব শূনে সৌরী রেগে গিয়ে বলল, 'তোমাকে এত কথা বলতে কে বলেছে? বাইরের লোকের কাছে আর কখনও ঘরের কথা বলবে না। এখন যাও।'

হঠাৎ কি মনে হল টেলিফোনের ডায়াল ধোরাল। অন্য দিক থেকে সাড়া পেতেই বলল, 'হ্যালো, সৌরী মল্লিক বলছি।'

অন্য প্রান্ত থেকে উত্তর এল, 'একটু ধরুন' বলে কাকে যেন বলল, 'চাওলা সাহেবকে একটু অপেক্ষা করতে বল।' তারপর হাসল, 'হ্যাঁ বলুন!'

'কি ব্যাপার, চাওলা সাহেব মানে?'

'ওঃ ম্যাদাম, অনোর ব্যাপারে কেন ইন্টারেস্টেড হচ্ছেন বলুন!'

সৌরী হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা বিবি কি—'

'আপনার দ্বিতীয় ফোন পাওয়ার আগেই কাজ হয়ে গিয়েছিল। মজার কথা হল, ওঁর ডেডবডি পাওয়া গেছে সল্টলেক-এর কাছে যেখানে আর একটা পলিটিক্যাল খুন হয়েছে।'

সৌরী শূনেই চিৎকার করে উঠল, 'কি বললেন? বিবির ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওটা থাকার কথা ওর নিজের ফ্র্যাট-এ বাথরুমের সামনে। আচ্ছা আপনি কি জানতে চান ওটা কি করে সল্ট লেক-এ গেল?'

'হ্যাঁ, আমি জানতে চাই।'

'ঠিক আছে। আসলে এর আগে আমি আমার কোন কেস-এ এমন অস্বাক হইনি, তাই খবরটা আপনাকে গিফট দেব।'

সৌরী আর কিছু না বলে টেলিফোন রেখে দিল।

কৃশনা ফর্মগুলো এবং চেক নিয়ে আবার আদিনাথ মল্লিকের চেয়ারে এল।

কৃশনাকে দেখেই আদিনাথ বললেন, 'কই, ফর্মগুলো দেখি।'

কৃশনা ব্যাগ থেকে ফর্মগুলো বের করে আদিনাথের হাতে দিল। আদিনাথ দেখতে দেখতে বললেন, 'কি ব্যাপার, এ তো দেখছি ঠিকই আছে! তবে যে বললেন—'

'ঠিকই স্যার। আসলে ওরা, বিশেষ করে আপনার মেয়ে, আমাকে সন্দেহ করছেন। তাই ফর্মগুলোতে কিছুই করে নি। কিছু চেকগুলো দেখুন। এগুলো অবশ্যই বউল করবেন।'

হঠাৎ আদিনাথ বলে উঠলেন, 'মাই গড, মার্চ মাসকে যে মাস করে দিয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যাতে কিছু সমস্ব পাওয়া যায়। স্যার, আমি খুব ভয় পাচ্ছি। আপনি আমাকে বাঁচান, প্লিজ।'

আদিনাথ বোঝালেন, 'এগুলো আমার কাছে থাক। তুমি ওদের বলবে জমা দেবার আগে আমার সেক্রেটারি তোমার কাছ থেকে ফর্মগুলো চেকসমত ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বলছে আগামীকাল জমা দেওয়া হবে।'

কৃশনা শূনে বলল, 'কিছু অমিতাভবাবু যদি জানতে পারেন আমি এখানে এসেছি—'

'হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? তুমি বলবে আমার সেক্রেটারি জোর করে এখানে নিয়ে এসেছে।'

কৃশনা, আমি তোমার মায়ের অনুরোধ রাখব। তুমি এসব কাজ ছেড়ে দাঁও। আমার এখানে চাকরির জন্যে একটা দরখাস্ত কাল জমা দিয়ে যাবে। এখন যেতে পার।'

কৃশনা চলে যেতেই সেক্রেটারি ঘরে ঢুকে বলল, 'স্যার, অমিতাভবাবু ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন আমি 'অফিসে আছি কিনা—'

'তাই নাকি? তারপর?'

'আপনার নির্দেশমত উত্তর দেওয়া হয়েছে।'

আদিনাথ চেয়ারে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। তারপর একসময় বললেন, 'সেই কাঁকড়ার গল্পটা, যারা ডিম থেকে বেরিয়েই মায়ের মাংস খায়—বাট আমি সেটা হতে দেব না। নো, নেভার!'

॥ ২২ ॥

প্রথম দিন কাগনের সঙ্গে দেখা না হলেও এবার নীলা ঠিক করেছিল যেমন করে হোক দেখা করবেই। তাই কাগনের ফ্র্যাট-এর বন্ধ লোকটিকে বলতেই সে বলল 'আমার খুব ভয় করছে মা। দাদাবাবুর আদেশ খবর না করা কি উচিত হবে? এই ফ্র্যাট-এ উনি আঁকেন। খুব দরকার পড়লে ওখান থেকে ফোন করতে বলেছেন এখানে। তাই আপনি যদি আর জোর না করেন।'

নীলা একটু হতশয় হয়ে বলল, 'বাহ্, এতদূরে এসে ফিরে যাব? আচ্ছা, সেবার যখন ওই ফ্র্যাট-এ গিয়েছিলেন, সেই খবর শূনে আপনার দাদাবাবু কি বলেছিলেন?'

'আমি নাম বলতে পারিনি বলে খুব রেগে গিয়েছিলেন। কারণ আপনি বলেছিলেন বন্ধু বললেই চিনতে পারবেন।'

'তারপর?'

'দাদাবাবু একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'বন্ধু? নীলা নাকি? তা হ্যাঁ মা, আপনার নাম কি নীলা?'

এবার নীলা হেসে ফেলল, 'হ্যাঁ। আমি এই আঁকার ফ্র্যাট-এ গলে আপনার দাদাবাবু কিছুই মনে করবেন না। আমি বলছি আপনার কোন বিপদ হবে না।'

বৃদ্ধ লোকটির কি জানি কেন একটু সন্দেহ হতে বলল, 'তা হ্যাঁ মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব যদি কিছু মনে না করেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'যুড়ো হয়েছি তো, আমি ঠিক বুঝতে পারি না আন্ডকালকার মেয়েদের দেখে। আপনি এখনও আইবুড়ো না বিয়ে-খা হয়ে গিয়েছে?'

নীলা হেসে বলল, 'ধরুন বিয়ে হয়নি!'

'তাহলে আমি বেঁচে যাই। আপনার নাম বলার পর বাবুর মুখটা কিরকম নরম হয়ে গিয়েছিল। মানুষটা বড় উদনচর্চী। নিজের খেয়ালে থাকে। তাই বলছিলাম—'

এবার নীলা আশ্চর্য করল, 'আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। আপনি ওই ফ্ল্যাট-এ চলে যান। শুধু বলুন কতলায় আর কত নম্বর ফ্ল্যাট?'

বৃদ্ধ লোকটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'তিনতলায়, ডানহাতি ফ্ল্যাট। কোন নম্বর নেই।'

নীলা আর অপেক্ষা না করে দ্রুত উঠে গিয়ে দরজার পাশে বোতাম টিপল। দ্বিতীয়বার বাজাবার পর দরজা খুলল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা কাঞ্চনই দরজা খুলল।

নীলাকে দেখেই অবাক হয়ে বলল, 'আরে কি ব্যাপার? এখানে?'

'উত্তরটা এখানেই দাঁড়িয়ে বলব, নাকি ভেতরে ঢুকতে হবে?'

কাঞ্চনকে একটু চিন্তা করতে দেখে নীলা বলল, 'অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে, তাহলে আমি চলে যাচ্ছি।'

কাঞ্চন বলল, 'আরে না না। এসো ভেতরে এসো।'

নীলা ভেতরে ঢুকলে কাঞ্চন আবার দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

ঘরের চারদিক দেখতে দেখতে নীলা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এখন আঁকছিলে?'

'হ্যাঁ। তুমি নিশ্চয়ই আমার ওই ফ্ল্যাট থেকে টিকানা আদায় করেছ?'

নীলা বলল, 'ঠিকই ধরেছ। আর সেজন্যে কিছু ওই বুড়ো মানুষটাকে দায়ী করো না।'

'দায়ী নিশ্চয়ই করব। ওকে বারবার বলেছিলাম এখানে কাউকে আনবি না। এমন কি ওকেও এখানে আসতে বারণ করেছিলাম। খুব দরকার পড়লে ফোন করতে বলেছিলাম। তা সত্ত্বেও—'

'ও সেইজন্যে তুমি আমাকে বসতে বলছ না?'

'না, না। তুমি বসো।'

নীলা এবার নরম সুরে বলল, 'আমি বুড়ো মানুষটাকে জোর করে এই ফ্ল্যাটের টিকানা নিয়েছি। ও সত্যিই নির্দোষ। আসলে তোমার ছবি আঁকার জগণটাকে দেখার খুব ইচ্ছে করছিল।'

'হঠাৎ?'

'দেখ কাঞ্চন, সব কিছু কি ছন্দ মেনে হয়?'

কাঞ্চন কথাটাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'আমার এখানে তেমন কোন ব্যবস্থা নেই, তবে ফ্লাস্কে কফি আছে। খাবে? আমি এঁই একটু আগে খেলাম।'

নীলা মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি কেমন আছ কাঞ্চন?'

'খুব ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? শুনছি বিশাল বড়লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। সুখ তোমার পায়ে নূপুরের মত বেজে চলেছে। তোমার তো খামাপ থাকার কথা নয়।'

নীলা মুখ গভীর করে বলল, 'ঠিকই শুনছে। তবে সেই নূপুরের ভাঙ্গা দানায় পা কেটেও তো যেতে পারে। বাদ দাও ওসব কথা। কাঞ্চন, এবার তুমি বিয়ে কর!'

কাঞ্চন ফিক করে হেসে বলল, 'এই প্রস্তাব দিতে তুমি এত কষ্ট করে এখানে এসেছ?'

নীলাও ছাড়ল না, 'বেশ বল, কেন বিয়ে করছ না?'

'এটা কেন বুঝ না, অনেকের অনেক কিছু হয় না, আমারও বিয়েটা হল না। কিন্তু তুমি যদি ভাব আমি দেহদাস হয়ে জীবন কাটাচ্ছি, তাহলে তোমার ধারণা ভুল হবে। আমি ছবি আঁকি। অতএব মহিলার সঙ্গ পেতে আমার অসুবিধে হয় না।'

নীলা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কাঞ্চনের মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় কাঞ্চনের সামনে।

নীলার হঠাৎ এখানে আসার কারণ বুঝতে না পেরে কাঞ্চন বলল, 'দেখ নীলা, সেদিন আকাশদেীর সামনে তোমাকে অনেকদিন পরে দেখলাম। এটা তো ঠিক, আমি তোমাকে কখনও বিরক্ত করিনি। আমার গুণের আস্থা না রেখে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ বেছে নিয়েছিলে।

এর জন্যে কি আমি কোনদিন কোন অভিযোগ করেছি? তাহলে কি দরকার ছিল গাড়ি প্রািমিয়ে নেমে এসে আমার খবর নেবার? আর আজই বা কেন এখানে এসেছ?'

নীলা এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে বলল, 'শুনবে কেন এসেছি? আসলে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। মনে হল, এসময় তোমার কাছে না এসে আমার পরিগ্রাণ নেই, তাই এলাম।'

কাঞ্চন অবাক হয়ে গেল, 'সে কি! এখন তুমি বিখ্যাত মল্লিক বাড়ির বউ, তোমার চারপাশে অমিতাভ মল্লিকের গৌরব, তোমার পেছনে ওই বাড়ির ঐতিহ্য ...'

নীলা আর শুনতে না চেয়ে বলল, 'একেবারে ভুল কথা। আজ্ঞা কাঞ্চন, মহাভারতের পূর্ব তোমার জানা আছে নিশ্চয়ই? দুর্যোধন-যুধিষ্ঠিরের দিন এখন শেষ। মনে করে দেখ কৃষ্ণ যদুবংশের পতন কাতর চোখে দেখছেন। অতএব আমার কোন অতীত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎকেও মানতে চাই না।'

নীলার কথা শুনে কাঞ্চন আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তাহলে কি তুমি তোমার স্বামীকে ভালবাস না?'

নীলা একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'ভালবাসা। ভালবাসা কাকে বলে জান তুমি? একপক্ষ শুধু যন্ত্রণা দেবে, নেবে না। আর তাকে মেনে নিতে হবে? বাঙালী মেয়েদের প্রতিটি দিন অপমানিত হয়েও স্মিঁথিতে সিঁদুর পরার যে অভ্যাস তাকে কি ভালবাসা বলা যায়? তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করে হঠাৎ খেয়াল হলে যে ভয়ঙ্কর তাকে স্পেগ করেন, তিনি স্বামী বলে তাঁকে ভালবাসতে হবে? কাঞ্চন, বিশ্বাস কর আমি আর পারছি না!'

'তাহলে তুমি বেরিয়ে আসছ না কেন?'

'ওখানেও তো সেই মহাভারতের গম্ব। বেশিরভাগ রাঙালী মেয়ে আজ মহাভারতের অভিমুখ, ষশুর বাড়িতে ঢুকতে জানে—বেরুতে জানে না।'

কাঞ্চন মাথা নেড়ে বলে, 'এটা কোন যুক্তি নয়। অন্তত তোমার মত মেয়ের মুখে এ-ধরনের কথা মানায়া না। আসলে আমার ধারণা তুমি ভয় পাচ্ছ, নিজের সিকিওরিটি কমা তিত্তা করছ।'

নীলা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিকই। কাঞ্চন, অতীতকে তোমার মনে পড়ে? কলেজে পড়ার

নীলা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিকই। কাঞ্চন, অতীতকে তোমার মনে পড়ে? কলেজে পড়ার

সময় এতদিন আমরা সভ্যজিৎ রাসের 'কাঞ্চনকঙ্কণ' সিনেমটা দেখতে গিয়েছিলাম। একটা জায়গায় অলকানলায় রায় যখন বিশ্বনাথকে অবহেলা করেছিল তখন উনি বলেছিলেন, 'মনীষা, কলকাতায় ফিরে গিয়ে যদি তোমার মনে হয় ভালবাসার চেয়ে সিকিওরিটি অনেক মূল্যবান, তাহলে আমার সঙ্গে দেখা কোর। মনে আছে সে দিনটার কথা? সেদিন হাউস থেকে বেরিয়ে আমরা দুজনেই বড়লোক বিশ্বনাথকে উড়িয়ে দিয়ে গরীব অবরূপ মুখাঙ্গীকে ভালবেসেছিলাম।'

কাঞ্চন বলল, 'হ্যাঁ, মনে আছে। তখন আমিও গরীব ছিলাম।'  
'সে তো আমিও।'  
কাঞ্চন একটু ভেবে বলল, 'কিছু যদি মনে না কর তো একটা অনুরোধ করছি। অবশ্য তোমার কথা ভেবেই বলছি, আমার মনে হয় তোমার আর এখানে থাকা উচিত নয়। কারণ আমরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।'

নীলা হেসে বলল, 'আমার কথা? হয় বো, তুমি আমার কথা কতটুকু জান? আমার স্বামী মন্যপান এবং বাচ্চাদের সঙ্গ উপভোগ করে বাড়ি ফেরেন সেই মধ্যরাত্রে। আমার শ্বশুরমশায় তাঁর ক্ষমতার গর্বে ধুতরাই হয়ে আছেন। আর আমার নন্দন থাকে আলাদা এবং একা। সে প্রায়ই বলে, বউদি, তুমি কি করে এখনও সহ্য করে আছে?'

নীলার মু চেখে জল টলটল করছে দেখে কাঞ্চন ব্যস্ত হয়ে বলল, 'একি, তুমি কীদম?'  
নীলা আন্তে আন্তে মুখ তুলতে কাঞ্চন এগিয়ে গিয়ে বলল, 'নীলা, তুমি পারবে আমাকে সাহায্য করতে?'

নীলা অবাক হয়ে বলল, 'কি বলছ তুমি কাঞ্চন?'  
'হ্যাঁ। বিশ্বাস কর, এতদিন ধরে আমি যে ছবি এঁকে চলেছি, লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে যে সব ছবি বিক্রী হয়েছে, তার কোনটাই আমাকে ডুপ্লি দেয় নি। কারণ তার কোনটার মধ্যেই প্রাণ ছিল না। আমি যে মুখ আঁকতে চেয়েছিলাম অচল আমি পারিনি—তা এই মুহুর্তে দেখতে পেলাম।'  
নীলা তার বর্তমান ভবিষ্যৎকে ভুলে গিয়ে আগের বশে ছুটে গিয়ে কাঞ্চনকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কাঞ্চন!'

অনেকক্ষণ এভাবে থাকার পর একসময় নীলা কাঞ্চনের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'আমি যাচ্ছি, কাঞ্চন।'  
'তুমি কি আর আসবে না? আমি কিন্তু তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব, যতদিন তুমি না ফিরে আস।'

নীলা বলল, 'তুমি বড় সহজ মানুষ কাঞ্চন। অভিমনুরা কখনও ফিরে আসে না। আমি চেষ্টা করলেও আর ফিরতে পারব না। এই দ্যাখ না, তোমার কথা কিরকম ভুলেছিলাম। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল কিছু সেদিন আকাদেমির সময়ে তোমায় দেখে যে টান অনুভব করলাম তা তো আগে করিনি। এখন তোমার সঙ্গে খানিকটা মানে আমার স্বামী যে জীবনযাপন করছে তাই অনুসরণ করা। কিছু মনে করো না, এটা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব।'  
কাঞ্চন একটু অপ্রচুত হয়ে বলল, 'তাহলে?'

'না না, আর আমাকে বাধা দিও না, আমাকে যেতে দাও, প্রিজ।'  
কাঞ্চন ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে আর বাধা দেব না। কিন্তু নীলা, আমার একটা কথা রাখবে?'

নীলা বলল, 'তুমি এভাবে আমাকে দুর্বল করে দিও না।'  
'না, সেরকম কিছু নয়। আমি তোমার একটা ছবি আঁকতে চাই। তুমি ঘণ্টাখানেক আমাকে সময় দাও।'

নীলার আবার চোখ হলহল করে উঠল। কোনরকমে চেপে বলল, 'এই শরীর দেখে দেখে কানভাসে ছবি আঁকবে? তার চেয়ে চোখ বন্ধ করো, দ্যাখ তো, বন্ধ চেখের পাতায় আমার দেখতে পাও কিনা। যদি পাও তাহলেই আমায় এঁকো! এবার আসি।'  
আর একমুহুর্তে অপেক্ষা না করে নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এতদিন আদিনাথ মন্ডিকের বিরুদ্ধে কোনরকম বিরোধিতা না করলেও ভেতরে ভেতরে কিছু তার সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন চাওলা। আর এ কাজে উনি রাজেশের সাহায্য চান। তাই সেদিন রাজেশের চেয়ারে গিয়ে ওঁর সঙ্গে গভীর আশোচনায় ব্যস্ত ছিলেন চাওলা। লোকটির চেহারা এবং পোশাক দেখলে মনে হবে একজন দর্শনের অধ্যাপক। কথা বলছিলেন চিবিয়ে চিবিয়ে।

'বলুন চাওলা সাহেব, আপনার জন্যে কি করতে পারি?'  
চাওলা বললেন, 'আপনাকে তো আমি টেলিফোনে সব বলেছি।'  
'ঠিক আছে, আপনি বসুন।' এবং সঙ্গের লোকটিকে বললেন, 'মঞ্জুল, চাওলা সাহেবের ক্যাসেটটা অন কর।' বলে ইশারা করলেন।

ইশারা দেখামাত্র লোকটি এগিয়ে গিয়ে টেপ-এ ক্যাসেট ঢুকিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাওলার গলা শোনা গেল: 'আদিনাথ মন্ডিক আমাকে শেষ করে দিতে চান। আমার আশেঁরিকার ব্যবসা উনি নষ্ট করেছেন, বাইপাসের জমিটা ওঁর ইনকুয়েট-এ আটকে আছে। আমি আপনার সাহায্য চাই। আমি বদলা চাই।'  
ক্যাসেটের গলা টিপতে পেতে চাওলা অবাক হয়ে বললেন, 'এ কি। আমার টেলিফোনের কথা আপনি টেপ করেছেন?'

'কি করব বলুন। আজকাল আমার মেমারি ভাল কাজ করে না। সবকথা মনেও রাখতে পারি না। আর আপনি যা বলেছেন তা যে কখনও ভুলে যাবেন না এর তো কোন নিশ্চয়তা নেই, তাই না? হ্যাঁ, আদিনাথ মন্ডিকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান?'  
'হ্যাঁ চাই। এতদিন আমি লোকটাকে ডিস্টার্ব করিনি। কিন্তু উনি যখন আমার সঙ্গে—, আমি ওঁর হেলেকে দিয়ে সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু কোন কাজ হয়নি।'  
সব শুনে রাজেশ বললেন, 'ঠিক আছে, ওঁর ফ্যাক্টরিগুলোতে আমি ঙ্গাইক করিচ্ছি দিচ্ছি। নাকি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে বলছেন। আসলে আমি জানতে চাই আপনি কি চান?'

চাওলা বললেন, 'অল আউট।'  
রাজেশ একটু মাথা চুলকে বললেন, 'তাহলে খরচ একটু বেশী পড়বে, চাওলা সাহেব।'  
'কোন অসুবিধে হবে না।'  
রাজেশ আর একবার জানতে চাইলেন, 'ওঁর হেলেকে ম্যানেজ করতে পারলেন না?'

'আসলে অমিতাভর কোন ক্ষমতাই নেই।'  
'কিছু এটা তো ঠিক, বাবা মারা গেলে সব ক্ষমতা ওঁর হাতে যাবে। তাই বলি কি, বাপটাকে মেরে ফেলুন।'

‘না, লোকটাকে আমি মারতে চাই না।’

রাজেশ বাধা দিয়ে বললেন, ‘আরে হি হি, আপনি কেন মারবেন? এ এর জন্যে তো মঞ্জুল আছে।’

হঠাৎ চাওলা গম্ভীর হয়ে বললেন, রাজেশভাই, আদিনাথ মল্লিককে খুন করলে পুলিশ কিন্তু আমাকে সন্দেহ করতে পারে। ওঁর হেলেরাই হয়তো পুলিশকে আমার নাম বলবে। তার চেয়ে আমার হাতে অন্য অস্ত্র আছে। কিন্তু এককালে নুন খেয়েছি তো, তাই ওই অস্ত্রটা ব্যবহার করতে চাই না।’

রাজেশ আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘বেশ মজার কথা বলেন তো আপনি!’

‘শুনুন রাজেশভাই, এই কাগজে যে ফোন নাম্বার রয়েছে সেটা একজন ডাক্তারের। আপনি এই লোকটাকে ব্যবহার করুন। কারণ আদিনাথের ব্যাপারে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেই সেই অস্ত্রটা পেয়ে যাবেন। আমি কি আপনাকে এখন চেক দিতে পারি?’

রাজেশ হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, ‘বাঃ, চমৎকার! আপনি আমাকে ফাঁসাতে চাইছেন চাওলা সাহেব?’

মিঃ চাওলা লজ্জা পেয়ে বললেন, ‘হি হি, এ কি বলছেন!’

‘শুনুন চাওলা সাহেব, ওই চেক-টেক-এর কারবার এই লাইনে চলে না তা আপনি তো ভাল করেই জানেন। আমার সঙ্গে দুনহরী করে কলকাতায় কেউ পরের দিন ঘুম থেকে ওঠে না। কি বললেন?’

ঠিক সেই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠতেই রাজেশ এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে কথা বললেন, ‘কে? ও? হ্যাঁ ভাইটি! মারুতি ভ্যান? কত নম্বর? ভেরি গুড!’

‘রিসিভারটা রেখে চাওলার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ঠিক আছে চাওলা সাহেব। আমি আপনার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলি। কারণ ব্যবহার করার আগে অস্ত্রটা দেখে দেওয়া উচিত। কিন্তু আপনি আজই পাঁচ লক্ষ রেডি রাখুন। মঞ্জুল নিয়ে আসবে।’

চাওলা মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ‘পাঁচ লক্ষ টাকা!’

রাজেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, ‘আমি দরদারি ভালবাসি না, চাওলা সাহেব। আর হ্যাঁ, ক্রায়স্টকে স্কুইজ করি না কখনই। আপনার চিন্তা কিসের? আমেরিকার ব্যবসা আর বাইপাসের জমি থেকে এটা সহজেই ম্যানেজ করে নিতে পারবেন। ও তো আপনার হাতের ময়লা। এটা তো ঠিক, আদিনাথ মল্লিককে খতম করতে যদি অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় তাহলে আপনাকে তার জন্যে বহুগুণ দাম দিতে হবে। তৈরী থাকুন। এখন আপনি আসতে পারেন—

চাওলা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই রাজেশ ইন্টারকমের বোতাম টিপে বললেন, ‘সুধাকর, চলে এসো!’

মনটাতে ফ্রি রাখতে টেপ-এ একটা হিন্দী গানের ক্যাসেট চুকিয়ে চোখ বন্ধ করে গানের সঙ্গে সঙ্গে ভাল দিতে লাগলেন। এমন সময় উকিলের কোর্ট পরা সুধাকর ঘরে ঢুকতেই রাজেশ শব্দটা কমিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এসো ভাইটি! তোমারা ভূনিয়ররাই তো কোর্ট সামলে দিচ্ছ। এই সিনিয়রকে আর দরকারই পড়ছে না। যাই হোক, সব ঠিক হায়?’

‘বিলকুল।’

‘হ্যাঁ ম্যাথো ভাইটি, আমার মন বলছে একজনের উকিল দরকার হবে খুব শিগগির।’

আমি বলি কি, আজ্ঞেবাজে লোকের হাতে পড়ার আগে আমাদের উচিত তার কাছে যাওয়া, সাহায্য করা। কিন্তু লোকটা যে কে তা অবশ্য এখনও আমি জানি না। কিন্তু এই মারুতি ভ্যানের নাম্বারটা পেয়ে গেছি। তুমি শব্দটাকে মধ্যে ভ্যানের মালিকের নামটিকানা যোগাড় করে ফেল—’ একটা কাগজে নাম্বারটা লিখে লোকটির হাতে দিয়ে টেপ-এর শব্দটা বাড়িয়ে দিলেন।

লোকটি নাম্বারটা নিয়ে চলে গেল।

চিত্রলেখার কলকাতায় আসার খবরটা প্রফেসর রায়ের মুখ থেকে শোনবার পরেই আদিনাথের মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা দিল। শূণ্য তাই নয়, যেদিন শুনলেন চিত্রলেখা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান সেই দিন থেকেই মনটা ছটফট করছিল। তাই নিজেকে আর স্থির রাখতে না পেয়ে সেজা প্রফেসর রায়ের বাড়িতে এসে হাজির। বেল টিপতেই দরজাটা খুলে গেল।

আদিনাথকে দেখে প্রফেসর রায় একগাল হেসে বললেন, ‘আরে এসো এসো!’

আদিনাথ ঘরে ঢুকলে প্রফেসর ওঁর হাতমুঠো ধরে বললেন, ‘একবারে সাহেবেদের টাইম দেখছি! কিন্তু যাই বল আদিনাথ, দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে! সন্ধ্যাবেলায় মানিয়েছে ভাল।’

আদিনাথ আলেকবির নিজেকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, ‘না, ভাবলাম অনেকদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা হয়নি। তাই—যাবে না?’

‘আরে বসো বসো! কি খাবে বল?’

আদিনাথ সোফায় বসে বললেন, ‘সরি। আমি যে যখন তখন খাই না তা তো তুমি জান।’

‘ও হ্যাঁ। একদম ভুলে গেছি।’ খানিকক্ষণ আদিনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, ‘আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে বল তো?’

‘কেন, তোমার কি কিছু মনে হচ্ছে?’

‘তোমার মুখ কিন্তু তাই বলছে।’

সোফায় মাথাটা হেলান দিয়ে বললেন, ‘আসলে কি জান, আমি এতদিনে শাজাহানের অবস্থাটা বুঝতে পারছি। বৃদ্ধ শাজাহান, যার চারপাশে শূণ্য বিশ্বাসঘাতকের ভীড়। আমার অবস্থাটাও ঠিক তেমনই। একমাত্র তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, রায়। বিশ্বাস করো, একেবারে একলা হয়ে গেছি।’

প্রফেসর বন্ধুর ধারণাটাকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘কি যা-তা বলছ? তোমার অত সুন্দর ছেলেমেয়ের—’

আদিনাথ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, ‘ঠিকই বলেছ। কিন্তু জেনে রাখো, যে কোন মুহুর্তেই ওরা ঔরঙ্গজীবী হয়ে যাবে। ঔরঙ্গজীবী তো তবু বাপকে প্রাণে মারে নি, দুর্গে বন্দী করে রেখেছিল। আমিও ভাবতাম এরা সব আমার—আমি যেমন চাইব এরা তেমন চলবে। আমি ভুল ভেবেছিলাম, প্রফেসর।’

প্রফেসর আদিনাথের মালিক অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, ‘তাই যদি মনে হয় তাহলে আর ওদের পথ আগলে আছ কেন আদিনাথ! সরে দাঁড়াও! লেট দেখ গো এ্যাংহেড! ব্যবসা-টাবাসা সব ওদের ওপর ছেড়ে দিয়ে বিক্রাম নাও। তেমন বুঝলে তোমার দার্শনিক-এর বাড়িতে চলে যাও। ওরা ওদের মত চলুক।’

আদিনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক। আমিও সেইরকমই ভাবছি; শূন্য একজনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। সে যদি আমাকে কমা করে, এইসময়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়, তাহলে আর একমুহুর্ত আমি এখানে থাকব না। সকলে জানবে আমি হয়তো পালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু চিত্রলেখা সঙ্গে থাকলে আমি সেই হার মেনে নিতে রাজী আছি। চল!'

'কোথায়?'

'বাঃ, আমাদের কোথায় যাওয়ার কথা ছিল তা ভুলে গেলে কি করে?'

প্রফেসর ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছিল বটে, কিন্তু একটু সমস্যা হয়ে গেছে আদিনাথ। আমার এক কাজিন গুরুতর অসুস্থ। তাকে দেখতে যেতে হবে আমাকে।'

'খবরটা কখন পেয়েছ?'

'এই একটু আগে।'

আদিনাথ হতাশ হয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়লেন।

আদিনাথকে ভেঙ্গে পড়তে দেখে প্রফেসর বললেন, 'কিছু করার নেই; চিত্রলেখাও হঠাৎ মত পরিবর্তন করেছেন।'

আদিনাথের মুখের চেহারা এক মুহুর্তে পাটে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তার মানে? সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না?'

'নে সে, তা নয়। আসলে চিত্রলেখা তাঁর বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান না। তিনি বলেছেন ও-বাড়িতে গেলে তুমি ওঁর গেস্ট হয়ে যাবে। তাই তোমার সঙ্গে সব কথা স্পষ্ট বলতে পারবে না।'

আদিনাথের কৌতূহল বেড়ে গেল, 'তাহলে?'

'তুমি এখানে বসো। বাড়িতে কাজের লোক আছে। যা চাইবে সে এনে দেবে। চিত্রলেখা এখানেই আসবেন।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ। উনি সেটাই পছন্দ করলেন। ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নাও। আমি চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসতে। ঠিক আছে?'

'বেশ। তবে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসো কিছু!'

প্রফেসর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দরজা বন্ধ করে। আদিনাথ একটা বই নিয়ে পাতা ওপাাতে লাগলেন। মনটা উসখুস করতে লাগল। মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়াচ্ছেন, আবার সোফায় বসছেন।

হঠাৎ টেঁচিয়ে কাকে যেন ডাকলেন, 'কেউ আছে?'

কাজের লোকটি সামনে এসে দাঁড়াল।

আদিনাথ বললেন, 'শোন, আমি ঢলে যাচ্ছি। তোমার বাবুকে বলবে পরে ফোন করতে।' কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কলিংবেলটা বেজে উঠল।

কাজের লোকটি দরজার দিকে এগোতেই আদিনাথ বললেন, 'দাঁড়াও, তুমি ভেতরে যাও—আমি দেখছি!'

দরজা খুলেই চিত্রলেখাকে দেখে আদিনাথের মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। কিন্তু কোনরকম উচ্চাস না দেখিয়ে বললেন, 'এসো, ঘরে এসো।'

চিত্রলেখা ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত করতে লাগলেন।

কৃশানুর সঙ্গে কথামতো অমিতাভ সোজা কৃশানুর বাড়িতে এসে পৌঁছল সন্ধ্যাবেলায়। কৃশানুর কথাটা মনে ছিল কিনা বোঝা গেল না। কারণ এই সময়ে অমিতাভকে আসতে দেখে বলল, 'কি ব্যাপার অমিতাভবাবু, আপনি?'

অমিতাভ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কি! আমি তো বলেছিলাম আসব। যাই হোক, আমি আপনাকে টাকাটা দিতে এসেছি। জমা দেওয়ার রসিদটা আমার চাই!'

কৃশানু কিছু-কিছু করে বলল, 'ওগুলো তো আজ জমা দেওয়া হয়নি!'

'কেন?'

'আপনার বাবার সেক্রেটারি ওগুলো ফেরৎ নিয়ে গেলেন। আমাকে ওঁর সঙ্গে যেতে হয়েছিল আপনাদের অফিসে।'

'তারপর?'

'আপনার বাবা বললেন, আগামীকাল জমা দিতে।'

একথা শোনার পর অমিতাভ বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'কেন? তিনি কি তিথিনক্ষর দেখে জমা দিচ্ছেন নাকি?'

কৃশানুও এবার একটু রেগে বলল, 'এসব প্রশ্ন আপনি আপনার বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। আমাকে খামোকা বিরক্ত করছেন কেন?'

অমিতাভ অবাধ হয়ে ভুরু কঁচকে বলল, 'কি ব্যাপার! হঠাৎ দেখছি গলা তুলে কথা বলছেন? শুনুন কৃশানুবাবু, টাকার বিনিময়ে যারা কাজ করে, তাদের গলা তোলা মোটেই শোভা পায় না। একটা কথা জেনে রাখুন, হেসে সাপের দাঁতে যতই চোঁটা করুক কেউটার বিষ জমতে পারে না।'

'কৃশানু শুনেন বলল, 'মনে হচ্ছে উনি নমনি পাশ্টাতে পারেন!'

'একথা কি উনি বলেছেন?'

'হ্যাঁ। তবে কাকে করবেন জানি না।'

'আচ্ছা, আপনি আমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা জমা দিতে গিয়েছিলেন?'

'কেন? আপনার সন্দেহ হচ্ছে নাকি?'

অমিতাভ বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'হ্যাঁ, হচ্ছে। যদিও অফিসে ফোন করে জেনেছি বাবার সেক্রেটারি বাইরে গেছেন, তবু—! কারণ এর মধ্যে আমরা জেনে গেছি যে আপনি মিথ্যাবাদী!'

কৃশানু চিবকার করে বলল, 'কি বললেন, মিথ্যাবাদী! তবে শুনেন রাখুন, আপনি বা হচ্ছে ভাবতে পারেন। আপাতত আমাকে রেহাই দিন!'

অমিতাভ এবার একটু নরম সুরে বলল, 'শুনুন কৃশানুবাবু, গৌরী আমার বোন এটা তো আপনার জানা। ও এখন খুব আপসেট হয়ে পড়েছে। শূন্য তাই নয়, ববিকে ও বন্ধু বলে মনে করত, সেই ববি খুন হয়েছে। এ খবরটা কি জানেন?'

কৃশানু 'হ্যাঁ-না' কি বলবে ভেবে না পেয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি কিছু জানি না।'

'হুঁ। তবে ববি খুন হওয়ায় আমি অবশ্য পুশী হয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, লোকটা একটা লুফুকন। গৌরী যে কিভাবে ওর বগলে পরেছিল তা ঈশ্বরই জানেন। মুশকিল হল, আপনি গৌরীর কাছে কিছু মিথ্যা কথা বলেছিলেন, কিছু কেন?'

‘কি ব্যাপারে?’

‘আপনি গৌরীকে বলেছেন ওই ফ্ল্যাট থেকে ববি আপনার সঙ্গে বিকেল নাগাঘ বেঁধেছিলেন। বেঁধিয়ে সে তার মত চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমি আপনাকে অনেক রাতে প্রিয়বন্দার গাড়িতে চেপে ওখান থেকে বেবুতে দেখেছি। এখন আমার প্রশ্ন, এই মিথ্যাটা বললেন কেন?’

কৃশানু বেশ জোরের সঙ্গে বলল, ‘আমি এখনও বলছি, আমি মিথ্যা বলিনি।’

‘অমিতাভ বলল, ‘কিন্তু আমি জানি, আপনি ববির ফ্ল্যাট-এ ঢুকছিলেন বিকেলে, বেঁধিয়েছেন মাঝরাতে।’

‘আপনি ভুল করছেন অমিতাভবাবু, আমি বিকেলেই চলে গিয়েছিলাম। আর ববিও তখন চলে গিয়েছিল। গৌরী দেরীকে আমি সেই কথাটাই বলেছিলাম। পরে যে আবার আমাকে আসতে হয়েছিল সেটা আর ওঁকে বলা হয় নি। অতএব আপনার কি মনে হয় আমি মিথ্যা কথা বলেছি?’

‘অমিতাভ ওসব কথার উত্তর না দিয়ে বলল, ‘পরে আবার কেন আপনাকে যেতে হয়েছিল ওখানে?’

‘সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রিয়বন্দা আমাকে একজন ব্রায়ের্ট দেবেন বলেছিলেন। ভদ্রলোক একজন ফিন্স ডিরেক্টর। রাত্রে ওঁদের ওখানে ওই ভদ্রলোকের যাওয়ার কথা ছিল। আর একটা নতুন কেস পাব এই আশায় আমি ওখানে ফিরে গিয়েছিলাম।’

‘তারপর?’

‘পরে অবশ্য সেই ভদ্রলোক আসেননি। বিবাবুও ছিলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটা রাত হয়ে গেছে বলে প্রিয়বন্দা আমাকে লিফট দিয়েছিলেন।’

‘অমিতাভ মাথা নেড়ে বলল, ‘আমি বুঝতে পারছি না আপনি এক এক সময় এক এক গল্প করছেন কেন?’

‘কৃশানু মুখে প্রতিবাদ শোনা গেল, ‘আমি একই কথা বলছি!’

‘অমিতাভ হঠাৎ প্রসঙ্গ পাঠে জিঞ্জেস করল, ‘আপনি কাল কখন আসছেন আমাদের অফিসে?’

‘সকাল দশটায়।’

‘ঠিক আছে। আমি আমার ঘরে থাকব। বাবা নমিনির নাম পাঠে কি করল এই খবরটা আমাকে দেবেন। আর হ্যাঁ, গৌরী আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।’

‘কিন্তু কেন?’

‘অমিতাভ মুখে বিরক্তি ভাব এনে বলল, ‘আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি ওর ব্যাপারে আমি আদৌ উৎসাহী নই। তবে গৌরীকে না চটলেই ভালো! তাই বলছি একবার দেখা করুন এবং সেটা আজই!’

‘অমিতাভ আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেঁধিয়ে গেল। কৃশানু বোকোর মত সেইদিকে ভাকিয়ে রইল।

‘আদিনাথ মল্লিককে দেখে চিত্রলেখা ঘরে ঢুকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় উনি বললেন, ‘রায় বাড়িতে নেই। ওর হয়ে আমি তোমাকে ভেতরে আসতে বলছি। এসো!’

চিত্রলেখার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল, ‘কিন্তু তাঁর তো এখন বাড়িতে থাকার কথা ছিল।’

‘হ্যাঁ ছিল। কিন্তু হঠাৎ ওর এক কাক্সিন অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওকে একটু বেবুতে হয়েছে। অবশ্য বলে গেছে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।’

চিত্রলেখা এবার ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। সামনে সোফায় একটু আরাম করে বসলেন।

‘দুজনই চূপচাপ। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকার পর হঠাৎ চিত্রলেখাই প্রথম কথা বললেন, ‘তুমি নাকি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছ?’

‘আদিনাথ আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলেন, ‘হ্যাঁ।’

‘আবার চূপচাপ। দুজনের মুখেই একটা গভীর ভাব ফুটে উঠেছে। আদিনাথকে দেখে মনে হচ্ছে অনেক কিছু বলার আছে অথচ ভরসা পাচ্ছেন না।

‘এভাবে চূপচাপ বসে থাকার কোন মানে হয় না মনে করে চিত্রলেখা বললেন, ‘আমি ভেবে পাচ্ছি না, এত বছর পর নতুন কোন কথা শুনব!’

‘আদিনাথ এবার মনে যথেষ্ট সাহস এনে বললেন, ‘আসলে কিভাবে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না!’

‘সেকি! দেখা করতে যখন চেয়েছ তখন নিশ্চয়ই ভাবনটা মাথায় ছিল!’

‘সত্যি ছিল। কিন্তু তোমাকে দেখার পর—’

‘দেখ, এইসব ছেলেমানুষী কথা শোনার বয়স আমার অনেকদিন আগেই চলে গিয়েছে।’

‘বেশ। আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।’

‘চিত্রলেখার মুখ তখন গভীর। জিঞ্জেস করলেন, ‘কেন?’

‘আসলে আমি তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি তার জন্যে সত্যি অনুতপ্ত।’

‘কি ব্যবহার করেছ?’

‘আমি স্বীকার করছি, আমি তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা রাখতে পারিনি।’

‘চিত্রলেখা আর নিজেই স্থির রাখতে পারলেন না। মুখের ওপর বললেন, ‘সেটাই তো স্বাভাবিক। বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে যে নারী ঘনিষ্ঠ হয় তার জেনে রাখা উচিত যে কোন মুহূর্তে সে প্রতারণিত হবে। আমি তখন সেটা সহ্য করতে পারিনি, সে মায় আমার।’

‘তুমি বিশ্বাস কর চিত্রলেখা, আমি তোমাকে প্রতারণা করতে চাইনি।’

‘চিত্রলেখা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘এখন এসব কথা আমার কাছে অবাস্তব। সেই অধ্যায় আমি মন থেকে, জীবন থেকে অনেকদিন আগেই মুছে ফেলেছি। তোমার জন্যে আমার মনে আর কোন উদ্ভাখনা নেই।’

‘উদ্ভাখনা হয়তো নেই, কিন্তু—’

‘চিত্রলেখা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘তুমি অস্বাভাবিক কথা বাড়াছ।’

‘না না, অস্বাভাবিক, আমাকে বলতে দাও। কেন স্ত্রী বঁচে থাকতে, পুত্র-কন্যা থাকতে আমি তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইছিলাম তা তুমি জান।’

‘তুমি যে কারণ দেখিয়েছিলে সেইসময় সেটা বিশ্বাস করেছিলাম।’

‘আদিনাথ বললেন, ‘আমি এখনও বলছি আমি মিথ্যা বলিনি। সে আমাকে স্বপ্ন দেখনি, কেবলই সন্দেহ করেছে। তার সন্দেহের বিরুদ্ধে আমি মাঝে মাঝে তুমি জান না। সেইসময় আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলাম, তাকে সব কথা বলব, নিশ্চিন্ত চাইব। কিন্তু সেটা করার আগেই সে মারা

গেল। এত আচমকা সে মরে যাবে আমি ভাবিনি। তখন আমার অসহায় অবস্থা। একদিকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, অন্যদিকে আমার ব্যবসা। আমি সবদিকই সামলাতে চাইলাম। সত্যি কথা বলতে কি, তখন মনে হয়েছিল নিজের ব্যক্তিগত ভালবাসাকে সম্মান জানানোর সময় সেটা নয়। চারপাশের মানুষজন আমাকে সম্মানের চোখে দেখবে না। শূণ্য তাই নয়, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যখন শুনবে তাদের মা মারা যাওয়ার পরেই আমি তোমাকে বিয়ে করেছি, ওরা কিছতেই মেনে নিত না। বিশ্বাস কর আমি ওদের কাছে ছোট হতে চাইনি। 'অতুত! আর তাই সহজেই আমাকে বিবর্তন দিতে পারলে!'

আদিনাথ তখনও করুণ চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এ আমার লজ্জা, চিত্রলেখা, আমার হেরে যাওয়ার লজ্জা। সে যদি তখন বেঁচে থাকত তাহলে আমি লড়াই করে আলাদা হতে পারতাম। কিন্তু মারা গিয়ে সে আমার সঙ্গে চরম শত্রুতা করে যাবে আমি কল্পনাও করিনি।'

এবার চিত্রলেখাও তাকিল্যের হাসি হেসে বলল, 'বেশ তো! তুমি ছেলেমেয়েদের বড় করলে, ব্যবসা বাড়ালে—এতগুলো বহরে আমি কি তোমাকে একটাব্যারও বিবর্তন করেছি?'

আদিনাথ একটু খেমে বললেন, 'না। আর সেটাই আমার দুঃখ।'

'তাহলে আজ নতুন করে এসব কথা কেন শোনাচ্ছে? একটা সম্পর্ক মৃত হয়ে গেলে শূণ্য ক্রমে হাড়া মনে আর কিছু জন্মে না, এতখানি বয়সেও তুমি সেটা বুঝতে পারলে না?'

'পারি, চিত্রলেখা, পারি। কিন্তু আমি যে মৃত বলে ভাবতে পারিনি!'

'তুমি কি আমার সঙ্গে রনিকতা করছ?'

'না, বিশ্বাস কর, একদম না।'

চিত্রলেখা আন্তে আন্তে সোকা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জানলার দিকে মুখ করে বলল, 'বেশ।'

তাহলে তোমাকে কতকগুলো কথা বলি। আমি তখন একলা। এদেশে একলামেয়ের বেঁচে থাকা, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা, শূণ্য পুরুষরাই নয় মেয়েরাও সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে যার সিঁথি থেকে একবার সিঁদুর মুছে গেছে তাকে কোন বিবাহিত মহিলাই সন্দেহ ছাড়া অন্য চোখে দেখতে পারে না আর পুরুষরা ভয়ে থাকা মাঠ, যখন হচ্ছে লুকিয়ে-চুরিয়ে হাওয়া খেয়ে আসা যায়। আমার গরকম মনে হতো এলা। আমি ভয় পেয়েছিলাম প্রথমে।

কিন্তু তুমি আমার বিশ্বাস অর্জন করলে। আমাকে স্বপ্ন দেখালে। তারপর যেই তোমার স্ত্রী মারা গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখোশ পরে ফেললে। আমার অন্তিহ একমুহুর্তে ভুলে গেলেন।

একদিকে আক্রোশ, অন্যদিকে লজ্জা—আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কলকাতায় থাকলে যদি তোমার কোন ক্ষতি করে ফেলি এই ভয়ে চাকরি নিয়ে আগরতলায় পালিয়ে বাঁচলাম।

নিজের সম্মান আর আত্মীয়স্বজনের কাছে হাততালি কুড়ানোর লোভ তোমার কাছে এত বড় হয়েছিল! সেদিন আমি তোমাকে প্রস্ত করিনি আমার সঙ্গ যদি এত অসম্মানের হয় তাহলে এসেছিল কেন? এরপর বুঝতে পারছ আমার মনের অবস্থা, তবুও একটু একটু করে তোমাকে মন থেকে মুছে ফেলেছি। ঈশ্বর আমাকে দয়া করেছেন।' হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আর কিছু বলবে?'

'তুমি জান না, এর শাস্তি আমি পেয়েছি, চিত্রলেখা!'

'শাস্তি? কিসের শাস্তি?'

'হ্যাঁ, তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে চিত্রলেখা, আজ আমি শত্রুপুরীতে বাস করছি।

আমার মেয়ে আলাদা থাকে। একা। কাউকে কেয়ার না করে। ইচ্ছেমত জীবনযাপন করছে। আমার ছেলে এখন মেয়েমানুষ আর মদ বেশী পছন্দ করে। এতদিন এইরকম ছিল। এখন তারা আমার সম্পর্কি, টাকাপয়সার দিক হাত বাড়িয়েছে। আমাকে ঠিকিয়ে সেগুলো দখল করতে তাদের আর দ্বিধা হচ্ছে না। তুমি বুঝতে পারছ না এইভাবে চললে আর কিছুদিনের মধ্যে আমি খুন হয়ে যাব। যে লোকটা আমার শত্রু, আমার প্রতিযোগী, তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আমারই ছেলে। শূণ্য তাই নয়, আমারই কোম্পানির ডিরেক্টর হয়েও সে ঘূষ নিচ্ছে পাটির কাছ থেকে। দিক অবশ্য আমার শত্রু, বল?'

চিত্রলেখা মাথা নামিয়ে বলল, 'এসব এখন আমাকে শুনিয়ে কি লাভ বল। কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে? তুমি আমাকে বিয়ে করলে না কেন?'

আদিনাথ অবাক হয়ে বললেন, 'কি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ। স্ত্রী মাথা যাওয়ার দু-চার বছর বাধেও তোমার বয়স ছিল। তখন স্বচ্ছন্দে ছেলেমেয়ের দেখাশোনার দোহাই দিয়ে কাউকে ঘরে আনতে পারতে!'

আদিনাথ একটু ভেবে বললেন, 'আমার সম্পর্কে তুমি এমন ভাবতে পার। আজ আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না। প্রতিদিন আমার ঘরের ওশু খেয়ে শুই, তবু মাথরাতো ঘুম ভেঙ্গে যায়। বড় স্বালা, বড় কষ্ট চিত্রলেখা। মনে হচ্ছে এত অসহায় লাগে নিজেকে!'

চিত্রলেখা মুচকি হেসে বললেন, 'সত্যি, তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। সেদিন যে মেয়েটা প্রতারিত হয়ে একা একা দিনরাত কেঁদে ডানিয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে যার বুকো কাতা শূণ্য হয়েছিল তার কথা একবার ভেবেছিলে।'

চিত্রলেখা মুখের দিক করুণভাবে তাকিয়ে আদিনাথ বললেন, 'ভেবেছি। আর ভেবেছি বলেই এখন আমি তাকে গভীরভাবে অনুভব করি।'

'কিন্তু সময়টা যে বড় বেশি এগিয়ে গেছে। এসব কথা ভেবে কি লাভ বল?'

'তুমি এতটা পাল্টে গেলেন কি করে, চিত্রলেখা?'

'বাঃ অতুত কথা বললে তো! তোমার সমস্যা তোমাকেই সমাধান করতে হবে।'

আদিনাথ কিছুটা হতাশ হয়ে বললেন, 'ও! তাহলে তো এসব কথা শুনে তোমার খুশী হবার কথা।'

চিত্রলেখা মুহুর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'প্রফেসর রায় এলে বলে দিও, আমি এসেছিলাম। এখন চলি—'

চিত্রলেখা পেছন ফিরতেই আদিনাথ বললেন, 'তুমি কি সত্যি চলে যাচ্ছ?'

চিত্রলেখা আবার ফিরে আদিনাথের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আর কি এখানে থাকার প্রয়োজন আছে?'

'কিন্তু আই নিউ ইউ, চিত্রলেখা! বিশ্বাস কর আজ আমার চারপাশে এত অন্ধকার, এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার সত্যিকারের একজন বন্ধু দরকার। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে আজ আমি সম্পূর্ণ মায়ামুস্ত।'

'কিন্তু কি! তোমার ছেলেমেয়ে? তোমার ব্যবসা?'

'আর কোন মোহ আমার নেই। আমি সবকিছু ভাঙা করেছি। তুমি আমাকে আশ্রয় দাও, প্রিয়!'

চিত্রলেখার মুখে আবার করুণা দেখা গেল, সবই কপাল। যার নিজের পায়ের তলায়

মাটি নেই তার কাছে তুমি আশ্রয় চাইছ? তবে এত কথা বললে বলেই বলছি, যদি তুমি সত্যিই মোহ এবং মায়ামুক্ত হও, তাহলে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিজেকে নিয়ে থাকার চেষ্টা করো, আমি বা প্রফেসর রায় যেমন রয়েছি।

'সব কিছু সবার জন্য নয়, চিত্রলেখা। আর তোমার বা প্রফেসরের মত মনের জোর আমার নেই।'

এবারে চিত্রলেখা বেশ শব্দ করে হেসে বললেন, 'মেয়েদের কাছে নিজেকে নূর্বল বলা পুরুষদের একটা পুরোনো অস্ত্র।'

আদিনাথ মনে জোর পেয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি যা বললে আমি তাই করব। চিত্রলেখা সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলল, 'না। আমি বললাম বলেই যে তোমাকে করতে হবে এটা ঠিক নয়।'

'তাহলে তুমি আমাকে একটা কথা দাও।'

'বল কি কথা?'

'এখন থেকে সরাসরি যোগাযোগ করতে বল তুমি আপত্তি করবে না?'

'এ প্রশ্নের উত্তর এখনই দেওয়া বলা সম্ভব নয়। একটু ভাববার সময় দিতে হবে।'

'সে কি। তোমাকে ভাবতে হবে।'

চিত্রলেখা এবার একটু ভেবে বললেন, 'নিশ্চয়ই। আজ তুমি একথা বলতে পারছ কারণ তোমার চারপাশে বিশ্বাস করার কেউ নেই। থাকলে অবশ্যই পারতে না। কিন্তু এতগুলো বছরে আমিও অন্য মানুষ হয়ে যেতে পারি, অথবা আমার জীবনে অন্য মানুষ আসতে পারে, সে কথা একবারও ভাবছ না কেন?'

আদিনাথের ভয়ে এবং সন্দেহে গলা কঁপে উঠল, 'কি-ত্র-লে-খা!'

'কি ব্যাপার! অবাক হয়ে গেলে কেন? আচ্ছা এটা কি একদম অস্বাভাবিক? একমাত্র জন্মগত সম্পর্কগুলো সময় গ্রাস করতে পারে না। যতই অনাদর কর, অপ্রত্যাশিত কর, মা বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক একই জায়গায় পড়ে থাকে। কিন্তু তৈরী করা সম্পর্কগুলো যত চায়। নইলে সে তার চেহারা বদলায়। তুমি বললে, ঠিক আছে, আমি ভাবব। আমি এলাম।'

আদিনাথ হঠাৎ বললেন, 'আমি কি তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি?'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'আর একটা কথা, তবে তোমার কথা শোনার পর মনে হচ্ছে অবাস্তব হয়ে যাবে, তবুও—'

চিত্রলেখা মাথা নেড়ে বলল, 'বলতে পার।'

আদিনাথ পকেটে হাত ঢুকিয়ে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কি জান চিত্রলেখা, আমার কেবলই মনে হচ্ছে সময় বৃষ্টি আর বেশিদিন নেই। ইদানীং মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছি আমি। তাই—' বলে পকেট থেকে ভাঁজ করা কর্মগুলো বের করে বললেন, 'তাই ভাবছিলাম, তোমাকে নমিনি করে যাব।'

চিত্রলেখা সঙ্গে সঙ্গে দু-পা পিছিয়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'পাগল! তুলেও অমন কাজ করো না। যৌবনে যে সাধা শাড়ি পরে এল, বন্ধ হলে কি তাকে বেনারসী পরানো দাঁড়ি? আসছি।'

আর এক সেকেন্ডও অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আদিনাথ কিছুক্ষণ তার চলার গতি লক্ষ্য করে কর্মগুলো দু টুকরা করে ছিঁড়ে ফেললেন।

অমিতাভর কথামত পরের দিনই সকালে কশানু গৌরীর স্ট্রাট-এ পৌঁছল। বেল টিপতেই কাজের লোক এসে দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেল।

কশানু জিজ্ঞেস করল, 'গৌরী দেবী আছেন?'

কাজের লোকটি সন্দেহ প্রকাশ করল, 'কি দরকার? নিম্নি এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।'

কশানু বৃথিয়ে বলল, 'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? উনি নিজেই আমাকে ডেকেছেন। তুমি শূন্য গিয়ে বল, আমি এসেছি। আর তুমি আমাকে আগে এখানে রাখনি?'

কাজের লোকটি চোখ নামিয়ে বলল, 'দেখব না কেন? আসলে বিধি মারা গিয়েছে। আর তারপর থেকেই—। ঠিক আছে, আপনি দাঁড়ান, আমি বলছি—।'

কাজের লোকটি দরজা ভেঙিয়ে ভেতরে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই গৌরী ঘরে ঢুকল। দরজা খুলে কশানুকে দেখেই বলল, 'আনুন।'

কশানুর মুখে একটা চিত্তবিরহ ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

ঘরে ঢুকেই বলল, 'বিবিবাবু, আজকের কাগজে—'

গৌরী কশানুর কথা গামিয়ে বলল, 'থাক। আমার বাড়িতেও কাগজ রাখা হয়। আপনি বসুন—'

গৌরীই প্রথমে কথা বলল, 'দাদার সঙ্গে গতকাল সন্ধ্যায় আপনার দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। উনি আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।'

'তাহলে আপনি আমাকে একটা রাত টেনশানে রাখলেন কেন?'

কশানু অবাক হয়ে বলল, 'টেনশানে?'

গৌরী একমুহুর্তে গম্ভীর হয়ে বলল, 'দেখুন কশানুবাবু, আমার সঙ্গে প্রেম-করবার জন্য আমি আপনাকে এখানে ডাকিনি। আপনি আমাকে বলেছিলেন সেদিন ঝিকলেই বখির স্ট্রাট এসে আপনি চলে গিয়েছিলেন, অথচ দাদা আপনাকে অনেকে রাতে ওখান থেকে প্রিয়বদার সঙ্গে বেপুটে দেখেছে। কোনটা মিথ্যে?'

কশানু কিছুমাত্র চিন্তা না করেই বলল, 'দুটোই সত্যি। তবে শুনুন, প্রিয়বন্দা আমাকে একজন নতুন ক্রায়স্ট প্রেভেন বলেছিলেন, তাই আমি রাতে গুর স্ট্রাট-এ গিয়েছিলাম।'

বাঁকিটা গৌরী বলল, 'তারপর প্রিয়বন্দা আপনাকে পৌঁছে দিতে গেল তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর সেই পৌঁছে দেওয়া শেষ হল রাত দুটো নাগাদ যখন আপনি বাড়ি ফিরে দাদাকে দেখলেন? তাহলে এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?'

কশানু রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, গৌরী দেবী?'

গৌরী এবার আস্তে আস্তে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'শুনুন তাহলে। দাদা আপনার অত রাতে তুলে নিয়ে প্রিয়বদার স্ট্রাট বাড়ীতে গেল কর্ম আনতে; কারণ আপনি নাকি তুল করে কর্মগুলো কেন্দ্রে এসেছিলেন। আর আপনি একজন তত্ত্বমহিলার স্ট্রাট-এ স্বচ্ছন্দে রাত তিনটোর সময় ঢুকে আধঘণ্টা গল্প করে কর্ম নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কি ঠিক বলছি তো?'

কশানু কথাটাকে স্বীকার করে বলল, 'আপনার দাদা আমাকে বাধা করেছিলেন।'

‘ঠিক আছে। কিন্তু প্রিয়বন্দা অত রাতে আপনাকে আগায়ন করল কেন?’  
‘প্রথমে বেশ অস্বস্তি হয়েছিলো। তবে ববিবাবু তখনও বাড়ি ফেরেননি দেখে যথেষ্ট উৎসাহ ছিলো। তাঁর ঘুমও আসছিল না।’  
গৌরী কৃশানুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। দেখুন কৃশানুবাবু, আপনি যদি সত্যি কথা না বলেন তাহলে আমি ব্যাপারটাকে পুলিশকে জানাতে বাধ্য হব। আর এটা ঠিক, ববি খুন হয়েছে, পুলিশ ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই খুনীকে ধরার চেষ্টা করছে।’  
কৃশানু আশ্চর্য হয়ে গেল, ‘আমি বৃত্ততে পারছি না, ববিবাবু খুন হয়েছেন, তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?’  
‘আপনি কিন্তু আবার ভুল করছেন। যে রাতে ববি মিসিং ছিল সেই রাতে আপনারা সন্দেহজনক আচরণ করেছেন। আমাকে মিথ্যে কথা বলছেন।’  
কৃশানু এবার বলল, ‘ঠিক আছে, আমাকে যদি আপনার সন্দেহ হয় তাহলে প্রিয়বন্দা দেবীকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।’

গৌরী চোঁচিয়ে উঠল, ‘সি ইজ এ বিচ।! আচ্ছা কৃশানুবাবু, আমি যখন ওর ফ্ল্যাট-এ ববির খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম তখন কি আপনি ভেতরে ছিলেন?’  
‘এসব কি বলছেন? যারা আমাকে চেনে না তারা কেন ভেতরের ঘরে যেতে দেবে? এবার আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব?’  
সঙ্গে সঙ্গে গৌরী তাকাল কৃশানুর মুখের দিকে।  
‘হ্যাঁ, ববিবাবু তো আপনাকে মারধোর করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন? আপনি ওঁর ওপর খুব রেগে গিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎই উনি কোথায় আছেন খোঁজ করতে প্রিয়বন্দা দেবীর ফ্ল্যাট-এ গিয়েছিলেন কেন?’

গৌরী একটু নার্ভাস হয়ে গিয়ে বলল, ‘আমি সামনাসামনি কথা বলতে চেয়েছিলাম।’  
‘শুনুন গৌরীদেবী, আমার কথা পুলিশকে বললে এই কথাটাও বলবেন।’  
‘তার মানে?’  
‘মানোটা বৃত্ততে পারছেন না? মার যাওয়ার পর জ্ঞান ফিরে এলে আপনি প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এটা জানলে পুলিশ কিন্তু প্রথমে আপনাকেই সন্দেহ করবে।’  
গৌরী মনে মনে একটু ভয় পেলেও তা প্রকাশ না করে বলল, ‘আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?’  
কৃশানু খুব স্বাভাবিকভাবেই বলল, ‘মোটেরই না। সে ক্ষমতা আমার নেই। আপনাদের অর্থাৎ আছে, প্রতিপক্ষি আসে—সে তুলনায় আমি কি? কিস্যু না!’

ওদের কথার মাঝেই আচমকা কলিংবেলটা বেজে উঠল। কাজের লোকটি ব্যাওয়ার আগেই কৃশানু উঠে গিয়ে দরজা খুলল। দরজার বাইরে মিস করুনা মিত্র—সুপ্রভাত কাগজের সাংবাদিক।  
কৃশানু কিছু বলার আগেই মিস মিত্র বলল, ‘নমস্কার। আমাকে চেনেন কিনা জানি না, আমি সুপ্রভাত কাগজ থেকে আসছি।’  
এবার গৌরী উঠে গিয়ে বলল, ‘কি ব্যাপার বলুন তো?’  
মিস মিত্র বলল, ‘আপনার সঙ্গে দুটো বিষয় নিয়ে একটু আলোচনার ছিল।’

গৌরী মুখপ্রকাশ করে বলল, ‘সরি, আমি এখন খুব ব্যস্ত। আপনি দয়া করে পরে কোন করে আসবেন।’  
‘মিস মিত্র বোবাল, ‘আমি মাত্র কয়েক মিনিট সময় নেব।’  
অগত্যা গৌরী কাঁধ নাচিয়ে বলল, ‘আসুন।’  
মিস মিত্র ঘরে ঢোকান সঙ্গে সঙ্গে কৃশানু গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমি তাহলে আসি এখন?’

গৌরী বাধা দিয়ে বলল, ‘না। আপনার সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়নি। আপনি বলুন—বলে মিস মিত্রের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, আপনি বলুন—’  
‘মিস মিত্র সোফায় বসে গৌরীকে বলল, ‘আপনি নিশ্চয়ই খবরের কাগজে দেখেছেন আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ববি খুন হয়েছে। ওঁর মৃতদেহ বাইপাসের কাছে পাওয়া গিয়েছে।’  
গৌরী ধীরে মাথা নেড়ে জানাল, ‘হ্যাঁ, আমি দেখেছি। কিন্তু ববি যে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এ তোয় আপনি পেলেন কোথায়? আমি তাকে চিনতাম এই পর্যন্ত।’  
‘দেখুন গৌরীদেবী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হলে ববি প্রায় প্রতিদিন আপনার বাড়িতে আসতো না। আপনার শো-এর জন্যে টাকা তুলতে একটু দিত না। আপনি খবরের কাগজে দেখেছেন, ববির মৃতদেহের কাছাকাছি আরও একটা মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে! সেটা একজন নামকরা নেতার। হলে সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যময় হয়ে উঠেছে।’

গৌরী শূনে বলল, ‘তা আমি কি করতে পারি?’  
‘মিস মিত্র বললেন, ‘রহস্য সমাধানে সাহায্য করতে পারেন।’  
গৌরী মূণু হেসে বলল, ‘এটা তো পুলিশের কাজ, পুলিশকেই করতে দিন না।’  
গৌরীর যুক্তিকে মেনে নিয়ে মিস মিত্র বলল, ‘নিশ্চয়ই। তবে খবরের কাগজের দায়িত্ব থাকে পাঠককে সঠিক খবর জানানোর। আচ্ছা ববি খুন হলে পারে বলে কি অনুমান করেছিলেন?’

‘না।’  
‘কে খুন করতে পারে বলে মনে হয়?’  
‘জানি না।’  
‘আচ্ছা, ববির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ঠিক কি রকমের বলুন তো?’  
‘কেন, আপনিই তো বললেন, বন্ধুত্বের।’  
‘মিস মিত্র এতটুকু বিবস্ত না হয়ে আবার বলল, আপনাদের এই বন্ধুত্বের খবর প্রিয়বন্দা দেবী মেনে নিয়েছিলেন?’

গৌরী এবার একটু রেগে গিয়ে বলল, ‘তার মানে?’  
‘মিস মিত্র এতটুকু বিবস্ত না হয়ে বলল, ‘এটা তো স্বাভাবিক, কোন বিবাহিত মহিলাই তার স্বামী অন্য একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে মেনে নেবে না।’  
‘কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, প্রিয়বন্দা আপনারও বন্ধু।’  
‘সে তো ঠিকই। আচ্ছা, শেষ কথা আপনি ববির স্ববর পেয়েছেন?’  
গৌরী কৃশানুকে দেখিয়ে বলল, ‘ববি ওর বাড়ি থেকে এই ছাত্রলোকের সঙ্গে বিকেল নাগাদ বেরিয়ে গিয়েছিল।’

‘মিস মিত্র অবাক হয়ে কৃশানুর মুখের দিকে তাকাতো কৃশানু একটু অস্বস্তি বোধ করল।’

মিস মিত্র বলল, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

কৃশানু কিছু-কিছু করে বলল, 'কৃশানু, কৃশানু দত্ত!'

'আপনি কি বহির বন্ধু?'

'না-না। আমার সঙ্গে আগে আলাপ ছিল না।'

এবার গৌরী বলল, 'উনি একজন ইনসিওরেন্স এজেন্ট। ববি বোধহয় ওঁকে ইনসিওরেন্স করানোর জন্যে বাড়িতে ডেকেছিল, তাই না কৃশানুবাবু?'

মিত্র মিত্র অবাক হয়ে বলল, 'আচ্ছা! ববি জীবনবীমা করিয়েছেন? তা কতদিন আগে?'

কৃশানু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না, না। সেরকম কোন ব্যাপার নয়—' বলে আড়চোখে গৌরীর দিকে দেখে নিল।

মিস মিত্রের একটি সন্দেহ হতে বলল, 'তাহলে ব্যাপারটা কিরকম?'

গৌরী উত্তর দিল, 'ববি একবার ইনসিওরেন্স করাবার কথা ভেবেছিল, আমাকে বলেছিল, আমি তাই কৃশানুবাবুকে বলেছিলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে।'

'ও, তাহলে আপনাদের আগেই আলাপ ছিল?'

'হ্যাঁ, তা ছিল। কারণ কৃশানুবাবু আমার বাবার ইনসিওরেন্স করেছেন।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাঠে মিস মিত্র বললেন, 'আচ্ছা আপনার বাবা তো আদিনাথ মসিক? উনি এই বয়সে ইনসিওরেন্স করছেন? কৃশানুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'উনি তো করছেন বললেন?'

কৃশানুর উত্তর দেবার আগে গৌরী বলল, 'মিস মিত্র, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কি চাইছেন? দেখুন, ববির মৃত্যুর ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন, অতএব যা জানতে চান তাই বলুন। অন্য কোন ব্যাপারে কথা বলার তো প্রয়োজন নেই!'

মিস মিত্র মাথা নিচু করে বলল, 'আমি দুঃখিত। একটা কথা, ববির স্ত্রী প্রিয়বন্দা দেবী প্রথমে পুলিশকে বলেছিলেন যে, ববির সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। কিছু তার অপরূহে তিনি উল্টো স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?'

গৌরী স্পষ্টই জানাল, 'ববির ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারব না।'

'অথচ আপনারা ঘনিষ্ঠ ছিলেন?'

গৌরী চোঁটে উঠল, 'কি তখন থেকে ঘনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ বলে চলছেন? আমার একটা সম্মান আছে, আমার বাবা একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ। এভাবে বলবেন না!'

মিস মিত্র বোঝাতে চেষ্টা করল, 'আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, গৌরী দেবী? দেখুন, ববি খুব সামাজিক মানুষ ছিল না। সে এখানে প্রায়ই আসত। আপনার মত সম্মানিত মহিলা সোঁতাকে প্রশ্রয় দিতেন। আপনার বাবার কাছে না থেকে আপনি একা থাকেন। ফলে প্রশ্রয়গুলো ওঁরই। এর পর পুলিশ আসবে আপনার কাছে। আপনি কিছু চেষ্টা করলেও ববির ব্যাপারে নিজেই আদালত করতে পারবেন না!'

গৌরী বলল, 'বলুন, আপনি কি জানতে চান?'

'দেখুন গৌরী দেবী, প্রশ্রুটা একটু তির্যক মনে হলেও দয়া করে ভেবে দেখুন। আপনারদের এই ঘনিষ্ঠতা সহ্য করতে না পারে প্রিয়বন্দা রিজেক্ট নিয়েছেন বলে কি আপনার মনে হয় না?'

গৌরী স্পষ্টই বলল, 'না। কারণ এ ব্যাপারে ওর মনে সন্দেহ থাকলে সরাসরি আমার

সঙ্গে কথা বলত। আশা করি আপনার আর কিছু জিজ্ঞাসা নেই। কিছু মনে করবেন না, আমরা একটা জরুরী ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম, সেটা শেষ করা দরকার।'

মিস মিত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। দেখুন, গতকাল থেকে ববি সম্পর্কে আমরা যা তথ্য পেয়েছি তা সুস্থ মানুষের নয়।'

গৌরী রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'ববির মৃত্যুতে কি আপনার কোন লাভ হয়েছে?'

গৌরী প্রচণ্ড ডিঙকর করে বলল, 'কি? আপনি রিপোর্টার বলে যা খুশী তাই বলতে পারেন না? কোন কাগজ থেকে এসেছেন বললেন?'

'সুসভ্যতা। আর একটা কথা, ববির বিশেষ বন্ধু হয়েও তার মৃত্যুর পর আপনাকে একটুও শোকগ্রস্ত দেখাচ্ছে না, উল্টে বাবার ইনসিওরেন্স এজেন্ট-এর সঙ্গে জরুরী আলোচনা করছিলেন—ও কে! প্রয়োজনে আবার আসব কিছু।'

কৃশানুর দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিস মিত্র বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী সোকায়া বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। কৃশানু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আপনি ওঁকে আমার পরিচয় কেন দিতে গেলেন?'

'বাঁচ হোয়াই?'

'অসলে আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি না।'

গৌরী মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'যুঁদিষ্ঠির! প্রিয়বন্দার সঙ্গে অত রাত্রে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

'আমার কথা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তবে শুনুন, প্রিয়বন্দা সে রাতে খুব টেনশনে ছিলেন বিবাহের জন্যে। আমাকে বললেন কলকাতার ফাঁকা বাস্তায় হাওয়া খেতে চান। একা গাড়ি চালানো ঠিক নয় বলে আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছিলেন।'

গৌরী হাত নেড়ে বলল, 'বাঁ, সঙ্গে যেতে বলল আর চলে গেলেন?'

এবার কৃশানু কথাটা একটু অন্যভাবে বলল, 'দেখুন গৌরী দেবী, আমি তো বিয়ে-খা করিনি, কোন বাচ্ছবীও নেই, প্রিয়বন্দা দেবীর মত সুন্দরী মহিলা ওইরকম প্রস্তাব দিলে—। আচ্ছা আমাকে নিশ্চয়ই বৃদ্ধ বলে মনে হয় না?'

গৌরী অবাক হয়ে বলল, 'সর্বনাশ! আপনি কি শেষপর্যন্ত প্রিয়বন্দার প্রেমে পড়ে গেলেন নাকি?'

গৌরীর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে কৃশানু বলল, 'দুঃ! সেটা কি করে সম্ভব? তখনও তো ওঁর স্বামী জীবিত ছিল।'

গৌরী বলল, 'তাহলে ওর স্বামীর মৃত্যু আপনার কামা হলেও হতে পারে?'

'আরে আপনি ক'রে বেশ! কথা ঘুরিয়ে নিজের ট্রাকে ফেলছেন কেন? প্রিয়বন্দা দেবী যে সুন্দরী—'

গৌরী প্রতিবাদ করল, 'সুন্দরী? ওকে সুন্দরী বলে? কিগার বলে কিছু আছে ওর? বাংলা বিশ্বে ও করে খাচ্ছে, আর তাতেই আপনার মাথা ঘুরে গেল? সত্যিকারের সুন্দরী মেয়ের ধরেকাছে আপনি কি কখনও যাননি?'

'বীভার করছি, যাই নি।'

গৌরী নিজেকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমাকে কি আপনার কাছিস্তি মাগে ?'

কৃশানু ইতস্তত করে বলল, 'এ্যাঁ! না, না। আপনাকে নিয়ে ওসব ভাবার সাহসই হয়নি। আপনার বাবা যা রাগী? তার ওপর তিনি আমার ক্রায়েন্ট। ক্রায়েন্টের মেয়ে মানে তো নিজের আত্মীয়া। তাছাড়া ববিবাবু আপনার বন্ধু। উনি যেরকম হাত ঢালান তাতে—'

'শুনুন কৃশানুবাবু, ববি আমার বন্ধু নয়। আমিও আপনার আত্মীয়া নই। আমি শুধু আপনাকে একটা কথাই বলতে চাই। প্রিয়বন্ধার নিজানত্বন হলে লাগে। দুদিন পরেই ছিঁড়ে করে উড়ে ফেলে দেয়। তাই একটু সাবধানে মিশবেন। নিজেকে বিপদে ফেলবেন না। এখন বলুন তো, আপনি দ্বিতীয়বার যখন ওই ফ্ল্যাট-এ গিয়েছিলেন তখন কি প্রিয়বন্ধা আপনাকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল ?'

'না।'  
'আমার ধারণা গেলে দেখতে পেতেন ববির ডেভবডি হয়তো সেখানেই পড়ে আছে। কৃশানু চমকে উঠল, 'এ কি বলছেন ?'

'এটা কিছু আমার সন্দেহ।'  
'কিন্তু আপনার এরকম সন্দেহের কারণ ?'  
গৌরী একটু থেমে কৃশানুর কাছে এসে বলল, 'সেটা জানলে বুঝতে পারব আমি কতখানি সত্যবাদী? ঠিক আছে কৃশানুবাবু, আপনি এখন যেতে পারেন।'

কৃশানু দরজার কাছে পৌঁছতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। গৌরী গিয়ে রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো! হ্যাঁ, আমিই বলছি। ডবলু বি জিরো নাইন ফোর? না, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। কি, কি বললেন ?'

ইতিমধ্যে কৃশানু ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এম্বিক-ওমিক দেখে এগিয়ে একটা টেলিফোন বুথের কাছে এগিয়ে গেল। আবার তাকাল চারদিক। কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে বুথের মধ্যে ঢুকে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাতো লাগল।

গৌরীর ফ্ল্যাট-এ কৃশানুকে দেখে এবং ওদের কথাবার্তা শুনে মিস মিত্রের সন্দেহ হয়েছিল। তাই গৌরীর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে তিনি একটা নির্জন জায়গায় অপেক্ষা করছিলেন। উদ্দেশ্য কৃশানুকে ফেলা করা। এইমাত্র কৃশানুকে টেলিফোন বুথ ঢুকতে দেখে এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ালেন।

ততক্ষণে কৃশানু টেলিফোনে কথা বলা শুরু করেছে, 'ম্যাডাম, পরশু ভোরবেলায় চা ভাল হয়েছিল।'

অন্য দিক থেকে প্রিয়বন্ধার গলা ভেসে এল, 'বুঝতে পেরেছি—বলে হাসতে লাগল। এবার কৃশানু অন্য কথা বলল, 'আচ্ছা, আপনার গাড়ির নম্বর কি ডব্লু বি জিরো নাইন ফোর ?'

'না। ডব্লু বি জিরো জিরো নাইন।'  
কৃশানু গলাটাকে যতটা সম্ভব নরম করে বলল, 'একটু এম্বিক-ওমিক হলেও, ওরা মনে হচ্ছে নাশ্বার পেয়ে গেছে।'

প্রিয়বন্ধা জিজ্ঞাস করল, 'কারা ?'  
'মহাদেববাবুর স্ত্রী।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ম-হা-দে-ব-? ও, হ্যাঁ, গুড! কি করে জানলেন ?'  
কৃশানু বলল, 'এইমাত্র ফোনটা এল।'

'কার ফোন ?'  
'ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'ও, তাহলে আমার মাসতুতো ভাই মজা করেছে। ওকে আপনার মনে নেই। মাথায় একটু ছিঁট আছে। শুনুন, মা বলছে আপনার যে বন্ধু ফিস্কে নামতে চায় তাকে সুযোগ দিতে। ঠিক আছে, তাকে কাল একবার দেখা করতে বলবেন।'

'ও কে—' বলে কৃশানু রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।  
দরজা খুলে বেরিয়ে আসার মুখে মিস মিত্রের সঙ্গে সামান্য ধাক্কা হতে মিস মিত্র 'উঃ!' বলে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কৃশানু লজ্জা পেয়ে বলল, 'সরি, বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি দেখতেই পাইনি।'  
এবার মিস মিত্রও অবাক হয়ে বলল, 'আরে, একটু আগে আপনাকে গৌরীদেবীর ফ্ল্যাটে দেখলাম না ?'

কৃশানু মিস মিত্রের দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলল, 'ও হ্যাঁ। আপনিই তো সেই রিপোর্টার। আচ্ছা চলি।'

সঙ্গে সঙ্গে মিস মিত্র বললেন, 'আরে দাঁড়ান দাঁড়ান! আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন ?'  
'বাড়ি। সকাল দশটার একটা অফিসে যেতে হবে।'  
মিস মিত্র বললেন, 'থাক, এখন আর ফোন করব না। চলুন।'

কিছুটা পথ যাওয়ার পর হঠাৎ মিস মিত্র থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাস করলেন, 'আচ্ছা কৃশানুবাবু, আপনি গৌরীদেবীর বাড়ি থেকে ফোন না করে এখানে এলেন কেন ?'  
'আসলে তখন ফোন করার কথা ঝেয়াল হয়নি।'

'ও। আপনি কতদিন ধরে ইনসিওরেন্স করছেন ?'  
'বেশদিন নয়।'  
মিস মিত্রের কৌতূহল ক্রমশ বাড়তে লাগল। কথায় কথায় জিজ্ঞাস করলেন, 'কি রকম পান ? প্রচুর ?'

'দূর। কেউ ইনসিওরেন্স করতে চাইত না, আমার বস তো খেপে গিয়েছিল খুব, শেষে এই আদিদাথ মন্ডিকের কেসটা পেয়ে প্রাণ বেঁচেছি।'  
'আচ্ছা, ওঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হল কি করে ?'

কৃশানু এবার মনে সাহস এনে বলল, 'বাঃ, আমি তো কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।'  
মিস মিত্র বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'আর বিজ্ঞাপন দেখে কি উনি আপনার কাছে চলে গেলেন ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'  
মিস মিত্র এবার হেসে বললেন, 'আপনার ভাগ্য খুবই ভাল। তা এ্যামাউন্টটা কত ?'  
কৃশানু এবার মাথা নেড়ে বলল, 'দেখুন, আমার ক্রায়েন্ট চাইবেন না তাঁর গোপন খবর আমি খবরের কাগজকে জানিয়ে দিই।'

মিস মিত্র প্রস্তুটকে ঘুরিয়ে করলেন, 'ঠিক আছে। তাহলে ববি কত টাকার ইনসিওরেন্স করেছে? এখন যখন ও মারা গিয়েছে, আশা করি আপনার বলাতে কোন আপত্তি হবে না ?'

কশানু বলল, 'স্বিভাবু কিছুই করেন নি।'  
 'তাহলে আপনি এর বাড়িতে গেলেন কেন?'  
 কশানু মিস মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন মিথো কথা আমি বলতে পারব না। জিজ্ঞেস করছেন বলে মিথো বলছি, চেষ্টা করে বলতে বাধ্য হচ্ছি। উনি আমার একটা ব্যাগ ভুল করে গৌরীদেবীর স্ট্রাট থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা ফেরত আনতেই আমাকে যেতে হয়েছিল।'

মিস মিত্র জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি মিথো কথা?'  
 'আপনি যা ইচ্ছে ভাবতে পারেন।'  
 'ঠিক আছে, কিন্তু আপনার ব্যাগটা ও কোথায় পেয়েছিল?'  
 কশানু সত্যি কথাটা বলল, 'গৌরী দেবীর স্ট্রাট-এ।'  
 মিস মিত্র সঙ্গে সঙ্গে কি ভেবে বলল, 'গৌরী দেবীর স্ট্রাট-এ তাহলে আপনারা তিনজনই ছিলেন? সেটা কখন?'

কশানুর আর ভাল লাগছিল না কথা বলতে। তাই কোনরকমে বলল, 'বিকেলবেলায়। আচ্ছা চলি—'  
 মিস মিত্র বলল, 'আর একটা কথা কশানুবাবু, আপনার কি বুঝে তাড়া আছে? দয়া করে যদি আপনার ঠিকানাটা লিখে দেন এইখানে!' বলে ব্যাগ থেকে ছোট ডায়েরিটা কশানুর সামনে রাখল।  
 কশানুও আর কোন কথা না বলে ডায়েরিটা হাতে নিয়ে লিখে দিল, কশানু দত্ত.....

॥ ২৪ ॥

প্রফেসর রায়ের বাড়িতে চিত্রলেখার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে আদিনাথের মনের মধ্যে হঠাৎ একটা পরিবর্তন দেখা দিল। এত বড় বাড়িতে একা একা থাকার তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। প্রফেসর রায়ের কথাটাও মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়। সত্যিই তো, এই বয়সে আর কেন সংসারে জড়িয়ে থাকা? ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, বুঝতে শিখছে। তিনি ঠিকই করেছেন, আর নয়, এবার সবকিছু-ভাগ করে নিজের মত থাকবেন। তাই অনেকদিন অপেক্ষা করার পর হঠাৎ তিনি ছেলেমেয়েদের এবং নীলাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আদিনাথ সেদিন তাঁর নিজের ঘরে পাচারি করছিলেন। দুটো হাত পেছেন। জললার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। এমন সময় নীলা ঢুকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আস্তে ডাকল, 'বাবা!'

আদিনাথ ওই অবস্থাতেই বললেন, 'বসো!'  
 নীলার কেমন ঘেন সন্দেহ হল। ভয়ে ভয়ে বলল, 'আপনার কি শরীর খারাপ?'  
 হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন, বউমা?'

নীলা লজ্জা পেয়ে বলল, 'না, মনে আভ রেকফাস্ট খেতে গেলেন না, তাই—'  
 আদিনাথ মুখে একটা ছোট শব্দ করে বললেন, 'বউমা, আমি যখন নিরাম ভাঙ্গি তখন জানবে তার পেছনে যথেষ্ট কারণ থাকে। তবে আমি অসুস্থ নই। হঠাৎ ঘরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার স্বামী এবং দেওর কোথায়? তোমাদের তিনজনকেই ডেকেছিলাম এখানে।'  
 নীলা মাথা নিচু করে বলল, 'ও আসছে।'

আদিনাথ ঘরের এককোণে রাখা চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন যাতে সবাইকেই দেখতে পান! নীলা আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি কিছু হয়েছে বাবা?'  
 আদিনাথের কিছু বলার আগেই অমিতাভ ও অরুণাভ ঘরে ঢুকতেই 'তোমরা বসো!'

অমিতাভই প্রথমে কথা বলল, 'আমি ডেবেছিলাম আপনি অসুস্থ।'  
 আদিনাথ চোখ বন্ধ করে বললেন, 'তুমি তাহলে এখনও পরিবারের লোকজন সম্পর্কে ভাব?'  
 অমিতাভ ঠিক বুঝতে না পেরে নীলার দিকে আড়চোখে তাকাল। নীলার মুখও খুব গভীর তখন।

সবাই চুপচাপ রয়েছে দেখে অরুণাভ এবার ডাকল, 'বাবা!'  
 আদিনাথ চোখ বন্ধ করা অবস্থাতেই বললেন, 'আর দু-মিনিট অপেক্ষা কর! আরেকজনকেও খবর দিয়েছি। তারও থাকা দরকার, কারণ সেও এই পরিবারের একজন। তবে সে যদি না আসে, তাহলে তাকে বাদ দিয়েই—'

কথা শেষ হবার আগেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই গৌরী বলল, 'গুড মনিং বাবা!'  
 আদিনাথ বললেন, 'মনিং! বসো!'  
 গৌরী প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বাবা? হঠাৎ এই জব্বুরী তলব?'

আদিনাথকে চুপচাপ দেখে নীলার দিকে তাকিয়ে গৌরী জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'  
 এবার আদিনাথের গলা শোনা গেল, 'আমি যখন তোমাদের ডেকেছি তখন উত্তরট' তোমার বউদি কি করে দেবেন গৌরী? দ্যাখো, এখন তোমরা বড় হয়েছে, যথেষ্ট সাবালক। এইখানে পৌঁছতে যা বা প্রয়োজন আমি বাবা হয়ে তোমাদের তা দিয়েছি। তোমাদের মা মারা যাওয়ার পর ব্যবসার বাইরে সমস্ত সময় আমি তোমাদের জন্য খরচ করেছি। এ ব্যাপারে তোমাদের কিছু বলার আছে?'

বাবার এই প্রশ্নে ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই একজন বার একজনের মুখের দিকে তাকালো। কারও মুখে কোনও উত্তর এলো না।  
 হঠাৎ অমিতাভ মাথা নিচু করে বলল, 'এই কথাটা বাবা আপনি অনেকবার বলেছেন! আদিনাথ এবার গভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বলতে চাইছ?'

'না, আসলে কেউ কিছু করে যদি বাবাবার সেটা বলে, তখন মনে হয়—'  
 কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আদিনাথ বললেন, 'কাজটা করার জন্যে তার আফসোস হচ্ছে?'

অমিতাভ একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'ঠিক তা বলতে চাইছি না।'  
 'শ্যামো অমিত, আমি মারা গেলে আমার ব্যবসা, পার্সোনাল এ্যাকাউন্টস, সমস্ত সম্পত্তির অধিকার তোমারই পারে। এই অধিকার তোমারা পাছ জন্মসূত্রে। তাই তো? কিছু আমি বেঁচে থাকতেই তোমরা কেন আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে?'

অমিতাভ চমকে উঠে বলল, 'প্রতারণা? কি বলছেন আপনি?'  
 আদিনাথের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা কৃটে উঠল, 'বাং, গুড! তুমিই প্রতিবাদটা করলে? তবে শোন, হ্যাঁ প্রতারণাই। আর সেটা যে তুমি অনেকদিন ধরেই করছ আমি বুঝতে পেরেছি।'

এই কোম্পানির একজন ডিরেক্টর হয়েও পাটীদের কাছে টাকা নিচ্ছ তাদের কিছু ফেসিলিটিস পাইয়ে দিয়ে। নিচ্ছ না ?

উত্তরে অমিতাভ হাত নেড়ে কিছু বলতে গেলেন আদিনাথ ওকে খামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি জেনে রাখো, ম্যানুজিং ডিরেক্টর হয়ে এসব আমার পক্ষে অসহনীয় মনে হলেও আমি কিছু বলিনি। এখানে তোমার শ্রী আছে। তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক কথা আমার কানে আসে। তবে আমি মন্তব্য করতে চাইনি, এখনও চাইছি না, কারণ ও ব্যাপারে আমার চেয়ে তোমার শ্রীর দায়িত্ব বেশী। কিন্তু যখন শুনছি আমারই এক কর্মচারীর শ্রীর সঙ্গে তুমি ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, যে কর্মচারী এখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে, তখন সেটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আদিনাথের কথা শুনে নীলা একবার আড়চোখে অমিতাভর দিকে তাকাল। আদিনাথ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিল থেকে একগুলাে দিতে নিয়ে অমিতাভর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কশানু নগ্নের কাছে কেন গিয়েছিলে ?'

'অমিতাভ যথেষ্ট নিচু স্বরে বলল, 'আমার কৌতূহল হয়েছিল।'

'তাই নাকি ? শূধুই কৌতূহল না অন্য কিছু ?'

'ওই বয়সে ইনসিওরেন্স করালে কৌতূহল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।'

'ঠিক আছে, কিন্তু সেটা সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে বাইরের লোকের কাছে গেলো কেন ?'

'কারণ ইদানীং আপনি যে দুর্বল রকমে আমাদের সঙ্গে চলেন তাতে আপনাকে প্রশ্ন না করাই আমার পক্ষে অভ্যাস হয়ে গেছে।'

অমিতাভর কথায় হঠাৎ রাগে ফেটে পড়েন আদিনাথ। চোখ বড় করে চেঁচিয়ে ওঠেন, বাজো কথা ! আমি তোমার মুখে আর একটাও বাজো কথা শুনতে চাই না ! শূধু কৌতূহল থাকলে তুমি কশানুকে টাকা দিয়ে আসতে না ! শূধু তাই নয়, তাকে বাড়ি-ফ্ল্যাট-এর লোভ দেখাতে না। আরও শুনতে চাও ? আমার ইনভেস্টমেন্ট-এর পুরো টাকার নিম্নি হবার-জন্য ওকে অসৎপথে যেতে বাধ্য করতে না !

অমিতাভ বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি কি বলতে চাইছেন ?'

আদিনাথ একটু থেকে বললেন, 'সেটা একটু পরে বলব। শূধু জেনো, তোমার মত একটা মস্তানের পিতা হিসেবে নিজেকে ভাবতে আমার এখন ঘোঁরা লাগছে। বেআইনি পথে, বিনা পরিশ্রমে টাকা রোজগার করতে তোমার যা উৎসাহ তাতে আমাকে খুন করে ফেলতেও বিধা করবে না।'

এবারে নীলা ভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'বা-বা !'

আদিনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'ইয়েস বউমা ! কথাগুলো কোন বাবা তার হেলের সম্পর্কে আনন্দে বলে না। তোমার সঙ্গে ওর ভেতরের সম্পর্ক কি আমি জানি না, কিন্তু যে হাতে একবার রক্ত লাগে সেই হাতকে বিশ্বাস করা বড় কঠিন।'

গৌরী এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অভিযোগের সূত্রে বলল, 'আপনি হয়তো ভুল করছেন বাবা ! আমার ধারণা বাইরের কোন লোকের কথায় বিশ্বাস করছেন। কোন প্রমাণ কি আছে ?'

আদিনাথ সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আমার লেখা চেকগুলোর ডাব্লিখ পাঠে দিয়েছে কে ?'

নৌরী অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'যে আপনাকে এসব বলেছে সেই করতে পারে।' অমিতাভ আর অপেক্ষা না করে বলল, 'এরপর এই বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা কালতু ইনসিওরেন্স-এর এজেন্টের কথায় বিশ্বাস করে আপনি নিজের হেলেকে যে ভাষায় অভিযুক্ত করতে পারলেন সেটা একমাত্র আপনিই পারেন। কিন্তু যাওয়ার আগে আমার সমস্ত কর্মট্রিবেশনের মূল্য আমি ফেরৎ চাই। আপনি জেনে রাখুন, আমি অসৎ হতে পারি কিন্তু এই শিষ্টা আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি !'

আদিনাথ চকিত্তে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'কি বললে তুমি ? আমি তোমাকে অসৎ হতে শিক্ষা দিয়েছি ?'

অমিতাভ বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'অনেক। এই কদিন আগে চাওলা আঙ্গলের ম্যানুজারকে হাত করে এর এক্সপোর্ট-এর পুরো লট সার্বস্বত্যাভ্যর্জ করে দেননি আপনি ? এটা কোন ডিকশনারিতে অত্যন্ত সং কম হিসেবে লেখা হবে ? বলুন, উত্তর দিন !'

অমিতাভর কথায় আদিনাথ মুচকি হেসে বললেন, 'বাঘ যখন তার বাচ্চাকে রক্ত খেতে শেখায় তখন তাকে প্রথমে হরিণের বাচ্চাকে মারতে হয়। সেটা তার বেঁচে থাকার মুখ। ব্যবসায়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সেই একই মুখে নামতে হয়। বড় নির্বাহীর মত কথা বললে অমিতাভ !'

'আমাকে নির্বোধ করতে আপনার চিরকালই ভাল লাগে। ঠিক আছে, আপনি কি চান ? কোম্পানি থেকে রিজাইন করি ?'

আর এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে আদিনাথ বললেন, 'ইয়েস, মাই সন ! তোমার জায়গার আমি বউমাকে চাই !'

নামটা শুনই নীলা চমকে উঠে বলল, 'আমি ?'

আদিনাথ নীলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি !'

অমিতাভ কোন প্রতিবাদ না করে বলল, 'ঠিক আছে। তাহলে আমার প্রাণ্য মিটিয়ে দিন !'

'সেটা এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট হিসেব করছে।'

ছোট ছেলে অস্বাভাব্য এতক্ষণ চুপ স্বরে প্রত্যেকের কথা শুনছিল। আদিনাথ কেন ওদের আসতে বলেছেন সেটা জানতে এবং বৃষতে পেয়ে বলল, 'আমার কি কিছু করণীয় আছে বাবা ?'

আদিনাথ গভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি এই ব্যবসা ভাল লাগে না ?'

অস্বাভাব্য অবাক হয়ে বলল, 'আমি তো একথা কখনও বলিনি !'

আদিনাথ একটু ভেবে বললেন, 'বলেনি, কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারে তুমি এমন ঠাণ্ডা চুপচাপ থাকো যে আমার মনে হয় তুমি যা করছ বাধ্য হয়ে করছ। ব্যবসারটিকে কখনই নিজের বলে ভাবতে পারছ না।'

অস্বাভাব্য মাথা নিচু করে বলল, 'আসলে আমি সমস্যা বাড়াতে চাইনি।'

আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'সমস্যা ? কিসের সমস্যা ?'

অস্বাভাব্য একবার আড়চোখে দাদার দিকে তাকাল। সন্ধ্যা কথ্যটা বলা উচিত হবে কিনা ভেবে নিয়ে বলল, 'আজ যখন আপনি সবাইকে ভেঙে এসব কথা তুললেন তখন বলতে বাধ্য হইছি, একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দাদার এমন সব সিদ্ধান্ত আমাকে মেনে নিতে হয়

যা মানলে কোম্পানির কোন লাভ হয় না। সম্পর্কের সুবিধে নিয়ে দাদা আমাকে তা মানতে বাধ্য করে।

হঠাৎ অমিতাভ প্রতিবাদ করে ওঠে, 'অবুণ প'।

আদিনাথ হাত তুলে অমিতাভকে ধামিয়ে বললেন, 'কিন্তু অবুণ, সেসব ক্ষেত্রে তুমি আমায় বোলোনি কেন? দাদার ভয়ে না প্রজ্ঞায়?'

অবুণাভ এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাথা নামিয়ে চূপচাপ বসে রইল।

অমিতাভ রেগে গিয়ে বলল, 'আপনারা কি চাইছেন প সকলে মিলে আমাকে কোণঠাসা করে অপমান করাই কি আজকের এই মিটিং-এর উদ্দেশ্য?'

আদিনাথ এ কথাগুলো শুনতে গুরুত্ব না দিয়ে একটা কথাই শুধু বললেন, 'তুমি নিজেকে এত ইমপোর্ট্যান্ট ভাবছ কেন? যাক, তাহলে এই কথাই রইল, অমিতাভ কোম্পানি থেকে সরে যাবে এবং তার জায়গায় নীলা বাবসার কাজকর্ম বৃত্তে নেবে।'

এবার গৌরী বলল, 'কিন্তু বাবা...'

আদিনাথ গৌরীকে ধামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার তোমার কথাই আসছে। আচ্ছা গৌরী, আমি তোমাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, তুমি তার মর্যাদা কতটুকু রেখেছ?'

গৌরী হতাশভাবে চেয়ে বলল, 'তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, বাবা!'

আদিনাথ মাথা ঠাঙা রেখে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'দ্যাখো, আজকের শিক্ষিত অবস্থাপন্ন বাঙালী পরিবারের অনেক মহিলাই সিগারেট মদ খেতে অভ্যস্ত, তাদের বয়স্কভণ্ডও থাকে। আমার বুকির সঙ্গে তা না মিললেও তোমার ক্ষেত্রে সেটা মনে নিয়েছিলাম। অবশ্য তোমার দাদা এ ব্যাপারে আমার কাছে সুযোগ পেলেই প্রতিবাদ করে গেছে, যদিও সে তার মহিলা বাচ্ছবীর সংখ্যা বাড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার ইচ্ছে, এবার তোমাকে অন্য জীবন যাপন করতে হবে। এখন থেকে এই বাড়িতে এসে থাকবে তুমি।'

'কেন প?'

'কারণ স্বাধীনতার অপব্যবহার করছে তুমি!'

'কিরকম প?'

আদিনাথ ছুবু কঁচকে গৌরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোন তাহলে, তোমার একটি পুরু বন্ধু ছিল। লোকটির নাম ববি। সে একজন মাস্তান। লোকটি নিয়মিত তোমার স্ট্রাট-এ যেত। এই লোকটিকে কেউ বা কারা খুন করেছে। আগামীকাল যদি খবরের কাগজে লোকটির সঙ্গে জড়িয়ে তোমার নাম ছাপা হয়, তাহলে আমার সম্মান কোথায় থাকবে?'

গৌরী স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'আশ্চর্য! আচ্ছা, যে কোন লোক যখন তখন খুন হতে পারে, কিন্তু তাই বলে সেই লোকটার কোন পরিচিত বন্ধুবান্ধব খাটাকা কি অন্যায় প?'

'না, কোন অন্যায় নয়। তবে সেই লোকটি যদি এ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তবে তার ছায়া ওইসব বন্ধুবান্ধবের ওপরেও পড়ে।'

'কিন্তু এখন তো সে নেই, এই কথা তাহলে আর কেন উঠছে?'

'তুমি হয়ত বুঝতে পারছ না, কিন্তু একই ভুল তোমার পক্ষে আবার করা সম্ভব।'

কথাটা গৌরীকে আঘাত করলে সে চোঁটিয়ে উঠল, 'বা-বা!'

সঙ্গে সঙ্গে আদিনাথ বললেন, 'ইয়েস! গৌরী, ওই স্ট্রাট থেকে এবাড়িতে চলে আসবে তুমি।'

গৌরী হেসে বলল, 'বেশ! তারপর? আমার বাকি জীবনটা কি ভাবে কাটবে?'

'ওয়েল, আমি চাই তুমি বিয়ে-থা করে সেটেল্ড হও।'

কাজটা সম্ভব নয় ভেবে গৌরী বলল, 'বিয়ে? কারে?'

আদিনাথ যথেষ্ট গর্বের ভঙ্গিতে বললেন, 'একটা কথা জেনো, আদিনাথ মল্লিকের মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে কলকাতার অনেক এলিট পরিবারের ছেলে গর্ভ বোধ করবে।'

আদিনাথের কথাযা এতটুকু বিচলিত না হয়ে গৌরী তার মনের কথাটা বলল, 'কিন্তু তাদের গৌরবান্বিত করার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই, বাবা!'

আদিনাথ রেগে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁচাট ডু ইট ওয়ান্ট?'

'আমাকে আমার মত থাকতে দাও!'

'এতদিন তাই দিয়েছিলাম, এখন আর আমি এ্যালাউ করতে পারছি না!'

এই কথা শোনার পর গৌরী আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কেন? ববি খুন হয়েছে বলে? খবরের কাগজে কি লেখা হবে তা অনুমান করে আমার ওপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছ? তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি এখন এ্যাডভার্ট, তোমার সব কথা শুনতে আমি বাধ্য নই!'

মেয়ের এই যুক্তিতে আদিনাথ ক্রান্তি অপমানিত বোধ করলেও সেটা অন্যভাবে প্রকাশ করলেন, 'বাং, তাহলে তো চুকেই গেল! তোমার সম্পর্কেও আমার কোন অবদিশেষণ থাকছে না। কথাটা মনে রেখো।'

'তার মানে প?'

'মানে খুব সহজ। সেক্ষেত্রে আমার সম্পত্তি থেকে তোমায় আমি বঞ্চিত করতে পারি। তোমার দাদাকে কি দেব তা এ্যাক্টুয়াল ডিপিউমেন্ট হিসেব করে দেখছে, তোমার ক্ষেত্রে সেই প্রয়োজন নেই, কারণ তুমি কোন কন্ট্রিবিউট করোনি।'

'কিন্তু তুমি তা পারো না।'

আদিনাথ একটু থেমে বললেন, 'পারি। কারণ শরীরের কোথাও টিউমার হলে সেটা কেটে ফেলে দিতে হয়।'

গৌরীও মেয়ের ওপর বলল, 'কিন্তু তুমিও জেনে রাখো, সেই টিউমার অপারেশন করতে গেলে যদি রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত মনে হয় তাহলে ডাক্তাররা কখনই অপারেশন করে না!'

আদিনাথ বিরক্ত প্রকাশ করে বললেন, 'হ্যাঁচাট ডু ইট মিন প?'

এবার গৌরী নরম সুরে বলল, 'উত্তরটা দিতে হলে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমার মনে হয়, এই এদের সামনে সেই উত্তরটা শুনতে তোমার ভাল লাগবে না।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যে কোথায় যেন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। সেটা অনুমান করতে পেরে নীলা হঠাৎ বলল, 'গৌরী, তুমি এসব কি বলছ?'

গৌরী চোঁটিয়ে বলল, 'তুমি চূপ কর বউদি! এটা মল্লিক বাড়ির নিজস্ব ব্যাপার!'

নীলা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ও, তাহলে আমি এখনও তোমাদের পরিবারের কেউ নই?'

আদিনাথ বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি বউমা। উম্মাদের মত যে কথো বলে তার কথাযা আঘাত পেলো না।'

অমিতাভ হঠাৎ ওদের কথার মধ্যে বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই!'

আদিনাথ না জাকিয়েই বললেন, 'ইয়েস—'

'আমি শুনিয়ে, আপনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ইনসিওরেন্স এই বয়সে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোন কারণে সেটা সম্ভব না হওয়ায় ওই টাকাটাই আবার ইনভেস্ট করতে চেয়েছেন—কেন?'

'প্রয়োজন ছিল, তাই।'

'শুধু তাই নয়, আপনি ভারত সেবাশ্রমকে নমিনি করেছিলেন। কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি। আপনার নিচুই অন্য ইচ্ছে আছে ...'

আদিনাথ গভীর হয়ে বললেন, 'আছে নয়, ছিল। আমি প্রস্তুতবাটা খারিজ করেছি। অবশ্য তার আগে তোমারা চেক সম্পর্কে ইন্টারস্টেড জেনে ব্যাঙ্কে নোটিশ দিয়েছি ওগুলো বাতিল করতে। আর এখন ওসবের দরকার নেই।'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে আদিনাথ একটু দম নিয়ে হাত নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, এখন তোমারা যেতে পার।'

অমিতাভ, নীলা এবং অরুণাভ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সবাই চলে গেলেও গৌরীকে বসে থাকতে দেখে আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? তোমার কি হল?'

গৌরী বলল, 'আমি যে কথা শুনু করেছিলাম তা তো শেষ করিনি।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা আর নেই।'

গৌরী ভুবু কুঁচকে বলল, 'নেই বলেই তুমি এড়িয়ে যাবে ভাবছ কেন? আমি জানতাম তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে আমাকে কখনও ছাটাও না। আমি যা চাই তাই দাও। অবশ্য তুমি নিচুই স্বীকার করবে, আজ পর্যন্ত আমি তোমাকে বিব্রত করার মত কিছু চাই নি।'

আদিনাথ সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, 'তুমি যা বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বল।'

'বেশ। কুড়ি বছর আগে আমাদের মা মারা গিয়েছিলেন ...'

আদিনাথ চমকে উঠলেন, 'হ-হঠাৎ একথা?'

'হ্যাঁ, সবাই জানে মা হাট-এ্যাটাকে মারা গিয়েছেন ...'

আদিনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সবাই জানে মানে? ডাক্তার সেই স্যাটফিকটাই দিয়েছেন।'

এবার গৌরী আদিনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যাটফিকটের কপি তোমার কাছে নিকচাই আছে?'

'নিকচরই।'

গৌরী হেসে বলল, 'কোন না কোন পরিবারকে কেউ না কেউ হাট-এ্যাটাকে মারা যায়। বোর্ড নিয়ে দেখে তো তাদের কর্তন ডাক্তারের লেখা ডেথস্যাটফিকট বহুদের পর বছর যন্ত্র করে রেখে দেয়? মৃত্যুর পরে আইনগত কাজ মিটে গেলে ওই স্যাটফিকটের দাম কুরিয়ে যায়। অথচ তুমি এখনও যন্ত্র করে সেটা রেখে দিয়েছ।'

আদিনাথের চোখে একটা বিম্বয় ফুটে উঠল, 'কি বলতে চাইছ তুমি?'

গৌরী হাত তুলে বলল, 'চিৎকার করো না। তখন আমার কত বয়স ছিল? পাঁচ কি দশ। অথচ সেই দৃশ্যটা আজও কত সুন্দর মনে রেখেছি। প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে জেনেছি যতদিন ওই ঘটনাটা শূণ্য তুমি আর আমি জানবো ততদিন আমার কোন অভাব থাকবে না, আমি যা চাইব তাই তুমি দেবে—কি বল তুমি?'

আদিনাথ কোনরকম গুবুহ না দিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য! কুড়ি বছর আগে হেলোবোয়ালী কী দেখতে কী দেখেছ তার কোন ঠিক নেই, এখন গল্পো বানাচ্ছে।'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে গভীর হয়ে বলল, 'না, গল্পো নয়। আমি তখন এই ঘরেই ছিলাম। যা বলছি সবটাই সেদিন ঘটেছিল। আমার এখনও স্পষ্ট ছবিটা মনে আছে। তখন দেয়ালে মায়ের ছবিটা ছিল না। ওই ষাটটায় যা শূণ্যে যন্ত্রণায় ছটকট করছিল। বার বার বলছিল, 'আঃ আঃ, গলা জ্বলে যাচ্ছে, আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে! তোমার দিকে তাকিয়ে বলছে আমাকে বাঁচাও! আমি—আমি বিষ খেয়েছি। গুণো তোমার পায়ে পড়ে আমাকে বাঁচাও। তুমি ওই চেয়ারটার বসে বই পড়তে পড়তে হঠাৎ হো হো করে হেসে বললে, বাঃ! এ্যাটটিটা ভাল জমপ্রভ করলে না। হয় ঘুমিয়ে পড়ো নয় অন্য কাজে যাও। মা আমাকে দেখতে পেয়েই ফেসে ফেলল। সেখানে থেকে বলল, আমি মরে যাচ্ছি রে! তারপরেই তোমাকে বলল, গুণো তুমি হোসো না, আমি মরে যাচ্ছি। এই সময় তুমি উঠে দাঁড়িয়ে মাকে ধমক দিয়ে বললে কি হয়েছেটা কি? আমাকে দেখিয়ে বললে, ওইটুকু বাচ্চার সঙ্গে অভিনয় করতে লজ্জা করছে না তোমার? মা বারবার তোমাকে বলছিল, না গো, অভিনয় নয়। এই দ্যাখো—বিষ, মরে গেলাম, সমস্ত শরীর জ্বলে গেল। হঠাৎ দেখলাম তুমি মার কাছে গিয়ে বিছানায় পড়ে থাকা নিশিটা তুলে কি যেন দেখলে। তারপর মার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, সত্যি সত্যি তুমি বিষ খেয়েছ সুখলতা? মার মুখের দু'পাশ দিয়ে গ্যাঞ্জলা বেরাচ্ছে, সেখ থেকে চমকে উঠে বললে, এ তুমি কি করলে? সর্বনাশ, ডাক্তার ডাকা উচিত। তারপরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে বললে, গৌরী, তুমি এখন যাও। মায়ের হঠাৎ শরীর খারাপ হয়েছে, এখন তোমার এখানে থাকতে নেই। যাও! আমি তখন অত বুঝি না। আশ্বাস করে বলেছিলাম, আমার শরীর খারাপ হলে মা থাকে, মায়ের শরীর খারাপ হলে আমি থাকব না কেন? তুমি রেগে বললে, আমি হলে প্রশ্ন করো। যাও বলছি। আমি আর কোন কথা না বলে দরজার বাইরে এসে উঁকি মেয়ে দেখছিলাম। দেখলাম তুমি টেলিফোন তুলে বললে, ডাক্তার! এফুনি চলে এসো! এফুনি। রিসিভারটা নামিয়ে ছুটে এলে মায়ের কাছে। মায়ের শরীর তখন স্থির। তুমি একটা তোয়ালে দিয়ে মায়ের মুখের গ্যাঞ্জলা মুছিয়ে দিলে। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে পড়তে।'

একনাগাড়ে সমস্ত ঘটনাটা বলে গৌরী আদিনাথকে প্রশ্ন করল, 'বুঝ অবাক হয়ে যাচ্ছ, তাই না? কিন্তু বাবা, এই ঘটনার কথা অস্বীকার করতে পার তুমি?'

আদিনাথকে দেখে মনে হল তিনি যেন একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তোমার স্মৃতিতে যে ওই ঘটনা আছে তা এতদিন বলানি কেন?'

'কারণ আমি জানতাম, আমি যে জানি তা তুমি জানো। আর আমি ঠিকই করেছিলাম যদি কখনও আমার স্বাধীনতায় হাত দাও তাহলেই বলব। আজ সেই দিনটাকে তুমিই আনলে।'

আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেশ, এতে আমার ভূমিকা কি?'

গৌরী যতটা সম্ভব ঠাণ্ডা মাথায় বলল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছে বাবা, পুরোকে মাকে মরতে সাহায্য করাও আইনের চোখে অপরাধ। মা বিষ খেয়েছিল জেনেও তুমি হেসেছিলে। ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করেছো, সাহায্য করনি। হয়তো ঠিক সময় ওখু পড়লে মা বেঁচে যেত। তুমি মাকে নিঃশব্দে মেয়ে ফেলেছিলে।'

১৫১

www.facebook.com/banglabookpdf

'তা তোমার হঠাৎ এ ধারণা হল কেন?'

'নিশ্চয়ই তোমার কোন স্বার্থ ছিল।'

মেয়ের মুখের 'স্বার্থ' কথাটা শুনে আদিনাথ অবাক হয়ে গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চমৎকার! তাবে শোন গৌরী, আমি কখনও কাউকে কৈফিয়ত দিই না। কিন্তু আজ তুমি যে প্রশ্ন তুললে তাতে মনে হচ্ছে কুড়ি বছরেরও আগের কোন ঘটনা তোমার জানা উচিত। সুখলতা, মানে তোমাদের মা, আমার স্ত্রী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর জগৎ ছিল আলাদা। বনেন্দী বাড়ির 'অল্পশিক্ষিতা সুন্দরী মহিলার যাবতীয় কুসংস্কার তাঁর মধ্যে ছিল। সেদিন সকালে ঘরে ঢুকে দেখি পান চিবাতে চিবাতে টেলিফোনে কথা বলছে, যখনই বাড়িতে থাকে বই আর বই, দুটো রসের কথা বললে বলে এত নীচ রসিকতা শিখলে কোথায়? আমি প্রথম প্রথম ভাবতাম এ বোধহয় এম্বুগের রামকৃষ্ণ। তিন-তিনটি বাচ্চা হওয়ার পর সরেন্দী হয়েছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বাইরে কেউ আছে। হ্যাঁ গো, মন না মতি, পুরুষ জাতটাকে বিশ্বাস নেই! তাই তোমাকে বলছি ভাই, তোমাদের কালীবাড়ির তাম্রিকটাকে বলে একটা বনীকরণ কবচ এনে দাও না! হ্যাঁ, আবার চেষ্টা করে দেখব। হঠাৎ আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে আর কথা না বাড়িয়ে বলল, ঠিক আছে রেখে দিচ্ছি ভাই। কাল দুপুরে ফেনে করে। তারপর টেলিফোন রেখে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার? এত সন্ধ্যা সন্ধ্যা, নিশ্চয়ই একটু বাদে চরতে বেরাও? আমি স্বাভাবিকভাবেই বলেছিলাম, হ্যাঁ, একটু কাজ ছিল। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মা রেগে গিয়ে বলল, 'অত কাজ দেখিও না তো বাপু! আমার বাবাও কাজের মানুষ কিন্তু সূর্য ডুবলে বাড়ি থেকে আর বেরুতো না। আমি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, কি করতেন? বলল, 'কি আবার? এই ধর্মকর্ম। তারপর হঠাৎ আমার বলল, পরশু আমাকে তারকেশ্বর নিয়ে যেতে হবে। আমি বললাম, হঠাৎ? তাতে বলল, বাবার মাথায় জল বেব। আমি বললাম, অসন্তুষ্ট, সেদিন আমার জ্বরুরী কাজ আছে। শুনে বলল, আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা। মা বলে পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করা আর সাপের ফণায় চুমু খাওয়া একই ব্যাপার। আমি হেসে বলেছিলাম, তাহলে তোমার বামাকে তিনি বিশ্বাস করেন না? তোমার মা আমার রসিকতা বুঝতে না পেয়ে রেগে বলল, তুমি আমার বাপ তুলে কথা বললে? নাঃ, আমি আশ্বহত্যা করবো। তুমি দেখে নিও। অতি তুচ্ছ কারণে আশ্বহত্যার ভয় দেখাতো। শেষ পর্যন্ত কোন এক তাম্রিক গুরুর মাথায় ঢোকালেন, ও যদি সপ্তম সন্তানের জন্মদী হয় তাহলে স্ত্রীকৃষ্ণ ওর কোলে আসবেন! এরপর থেকে প্রায়ই আমাকে বলত, তুমি আমার স্বামী, আমার আশা পূর্ণ করবে কি না বল? আমি বলতাম, অসম্ভব! তিনটি সন্তানই আমাদের যথেষ্ট। শুনবে বলল, আমি তাহলে সত্যি সত্যি আশ্বহত্যা করব। আমিও বলেছিলাম, বেশ তো, করো না।'

এই পর্যন্ত বলে আদিনাথ গৌরীর মুখের দিকে কবুণ চোখে তাকালেন, 'কুড়ি বছর আগে সেইদিন সকালেও তোমার মা আবার আমাকে ওই একই প্রশ্ন করছিলেন এবং আমিও আপসি জানিয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করো, সত্যি সত্যি যে উনি বিশ্বাস করেন তা কল্পনাও করিনি। আশা করি ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পেরেছ।'

গৌরী ঠিক ওই মুহূর্তে মন থেকে ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারল না। সে বলল, 'তুমি যা বলছ তা সত্যি এমন কোন প্রমাণ আছে? তুমি তো বুলিয়েও বলতে পার, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে একটা গল্প তৈরী করতে পারো, কারণ মায়ের গুণ্ডায় পরে নামার বাড়ির

লোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তুমি রাখিনি, আমাদেরও রাখতে দাও নি। হয়তো প্রমাণ করার পথ বন্ধ করে দিতে চেয়েছ। ঠিক কিনা?'

আদিনাথ উঠে গিয়ে জানলার বাইরে উদাসভাবে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি যা হচ্ছে তাতে পার। কিন্তু গৌরী, তোমাদের মা মায়া খাওয়ার পর এই কুড়ি বছর আমি কি একটা দিনের জন্যেও তোমাদের অবহেলা করেছি? আমার সমস্ত সাখাআয়ুধ বিসর্জন দিয়ে তোমাদের বড় করার চেষ্টা কি আমি করিনি? তাহলে ঠেকে খুন করে আমার কি লাভ হয়েছে বলে, উত্তর দাও! আর আমার কথা কি একবার তোমরা ভেবেছ?'

গৌরী জ্বাব দিল, 'ভাবার দরকার মনে করিনি।'  
আদিনাথ মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আমি ভুলে গিয়েছিলাম তোমার শরীরে শুধু আমার রক্ত নেই, তোমার মায়েরও রয়েছে।'

গৌরী চিৎকার করে বলল, 'না। বিশ্ব ষেয়ে যে আশ্বহত্যা করল তার হাট-এটাকে মৃত্যু বলে শ্রচার করে তুমি নিজেকে পরিষ্কার রাখিনি। সেই দুপুরে ডাক্তার আর চাওলা আঙ্কল হাড়া আর একজন স্ত্রীকে যে থেকে গেল সেটা বুঝে আলা নিশ্চয়ই তোমার আফসোস হচ্ছে।'  
আদিনাথ এবার চিৎকার করে উঠলেন, 'গৌরী!'

গৌরী বাধ দিয়ে বলল, 'ভয় দেখিয়ে তুমি আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে? শোন, আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি, দাদাকে তুমি তোমার সম্পত্তি থেকে বণ্ডিত করতে চাইছ করো, কিন্তু আমাকে নয়। আর তা যদি করতে চাও তাহলে মায়ের আশ্বহত্যার খবর পৃথিবী জেনে যাবে!'

আদিনাথ বেশ অপ্রস্তুতের মধ্যে পড়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে পাচটার করতে লাগলেন। তারপর একসময়ে গৌরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছ? গৌরী বলল, 'মেটেই না। আমি কেবল আমার বা ন্যায়্য প্রাপ্য তাই দাবী করছি।'

'তবে তুমি জেনে রাখো গৌরী, আদিনাথ মন্ত্রিকের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে আজ পর্যন্ত কেউ জিততে পারেনি। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতেও যেনা হয় আমার। ওই ইনসিওরেন্স এক্সেট্টাকে দলে টানতে চেয়েছিল, কিন্তু ওর নীতিবোধ তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী।'  
গৌরী বলল, 'চমৎকার! তাই সে আমার বাচ্ছরীর সঙ্গে প্রথম আলাপে সেনে করতে গিয়েছিল ওদের স্ক্যাটে! এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে বন্ধির মৃত্যুর ব্যাপারটা ও জানে!'

আদিনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'এসব কথা আমাকে বলে কোন লাভ নেই। এখন তুমি যেতে পার। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'  
গৌরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে তোমার সিদ্ধান্ত আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছ না! আমি জানি তুমি সেটা দেবে না। থ্যাক ইউ!'

গৌরী হুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।  
আদিনাথ চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে চৌটী কামড়াতে লাগলেন।

হঠাৎ পুরনো ঘটনাটা তাঁর চেতনের সামনে আবার ভেসে উঠল।—আদিনাথ খাটের ওপর পাথরের মত মৃত স্ত্রীর পাশে বসে আছেন, ঠিক সেই সময় হস্তদস্ত হয়ে ডাক্তার ঢোকেন, সঙ্গে তাঁর ব্যাগ নিয়ে চাওলা।

ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার বললেন, 'হ্যালো! কি হয়েছে?'  
আদিনাথ ব্রীকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার স্ত্রী—!'

ডাক্তার আর একমুহূর্ত দেরী না করে আদিনাথের খ্রী পালসটা পরীক্ষা করলেন।  
খানিকক্ষণ পরে চোখ বড় বড় করে বললেন, "আদর্শ ব্যাপার, পালস পাচ্ছি না!"  
সঙ্গে সঙ্গে সেটোখা কানে চেপে বুকে লাগিয়ে একটা অপেক্ষা করে মাথা নেড়ে জানালেন,  
'নো। নেই। সি ইন্ড ডেড, অলমেডি মারা গেছেন। কিছু কি করে হল?'  
আদিনাথ বললেন, 'আমি জানি না।'

হঠাৎ চাওলা এগিয়ে এসে বামিশের পাশে পড়ে থাকা খালি শিশিটা তুলে নিয়ে বলল,  
'এটা কি? বিখ লেখা আছে! তাহলে কি উনি বিখ খেয়েছেন?'

ডাক্তার চমকে উঠলেন, 'এঁা? বিখ? কমিটেড সুইসাইড? আত্মহত্যা করেছেন? কেন  
করলেন? কখন করলেন? আপনি জানেন না?'

'না। বিখ খাওয়ার আগে আমাকে বলেনি যে খাচ্ছে। যখন জানতে পারলাম তখনই  
আপনাকে ফোন করি।'

ডাক্তার একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এখন তো আর কিছু করার নেই। বড় লেট  
হয়ে গেছে মিস্টার মল্লিক। ঘটনাটা সত্যিই বৈশ্বাদায়ক। এত অল্প বয়সে চলে গেলেন—  
এরই নাম জীবন। যাই হোক, পুলিশকে একটা খবর দিন।'

আদিনাথ হতাশ হয়ে বললেন, 'পুলিস!' বলে চাওলার দিকে তাকালেন। চাওলাও  
ইঙ্গিতে মাথা নাড়েন।

ডাক্তার বোঝালেন, 'বুধতে পারছেন না মিঃ মল্লিক, এটা আত্মহত্যার কেস। পুলিশকে  
তো খবর দিতেই হবে। পোস্টমর্টেম হবে, এনকোয়ারি হবে—অনেক হ্যাঙ্গা।'

এবার চাওলা কথা বললেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান ডাক্তার। আচ্ছা আপনার কি মাথা ব্যাথাপ  
হয়ে গেছে?'

ডাক্তার অস্বাভাবিক হয়ে বললেন, 'আমার? না তো! আই গ্র্যাম পারফেক্টলি অলরাইট!'  
চাওলা ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললেন, 'আগে আপনি মোকটায় বসুন। হ্যাঁ এবার শুনুন,  
আপনি তখন থেকে পুলিশ পুলিস করছেন কেন? সুইসাইড কেস-এ যে পুলিশকে খবর  
দিতে হয় এটা একটা বাস্কা হেলেও জানে। কিছু ডাক্তার, আপনি কি একবার ডেবেইন পুলিশ  
এলে মিঃ মল্লিকের সম্মান থাকবে? মল্লিক ইন্ডাস্ট্রিজ এখন সবচেয়ে এক্সটেন করছে, ব্যবসার  
ব্যরোটা বেজে যাবে। আপনি কি সেটাই চান? এ ছাড়া মিসেস মল্লিকের বাড়ির লোক যদি  
কনট্রেক্ট করে তাহলে ওঁকে জেলে যেতে হতে পারে। অথচ এটা তো ঠিক, উনি বুন করেন  
নি—এই মৃত্যুর জন্য উনি বিন্দুমাত্র দায়ী নন! কি, তাই না?'

ডাক্তার বুঝ চিন্তায় পড়ে গেলেন, তা ঠিক। কিন্তু যা নিয়ম—  
চাওলা আরও বোঝালেন, 'শুনুন, ঘটনাটা আমরা ভিনজেন ছাড়া কেউ জানে না। উনি  
কতখানি ইনোসেন্ট ভেবে দেখুন, বিশ্বের শিশিটা পর্যন্ত সরাননি এখান থেকে। ইচ্ছে করলে  
তো সব প্রমাণ লোপ করে দিতে পারতেন, তা কি করেছেন?'

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, 'না, তা করেন নি ঠিকই!'  
'তাহলে? আপনি ওঁকে সাহায্য করুন। আমি মল্লিক সাহেবের কাছে আজ আটবহর  
চাকরি করছি, ওঁর স্ত্রী হোক আমি চাই না!'

ডাক্তার কপূর্ণ চেয়ে চাইলেন, 'সাহায্যটা কিভাবে করব?'

চাওলা এতটুকু চিন্তা না করেই বললেন, 'বুঝি সেজা ব্যাপার। মিসেস মল্লিকের হাট  
১৫৪

আটক হয়েছিল, ববর পেয়ে আপনি এসেছেন, আপনার সামনেই উনি মারা গেলেন।  
আপনি এভাবে একটা স্যাটিকিটকট দিলে স্বাধীন তা গ্র্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য।'

ডাক্তার চমকে উঠে দাঁড়ালেন, 'নো। অসম্ভব। এটা হাইলি আনএক্সিক্যাল। অন্যায়।  
এমন অন্যায় কাজ আমি ডাক্তার হয়ে করতে পারি না।'

চাওলা ডাক্তারকে আবার সোকার বসিয়ে বললেন, 'আপনি কিন্তু মিছিমিছিম সময় নষ্ট  
করছেন। আচ্ছা, আপনি বৃগীকে ঠকান না? রোগ না সারিয়ে পেশেন্টকে হাতে রেখে  
কয়েকটা মিড্র বাড়িয়ে নেন না? আপনি বসুন, 'নো। অসম্ভব। এ ধরনের অন্যায় কাজ আপনি করেন  
কি না? শুনুন ডাক্তার, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করেন, আমরাও চূপ করে বসে  
থাকবো না।'

ডাক্তার এবার একটু ভয় পেয়ে বললেন, 'এই দেখুন, আমার সমস্যাটা আপনারা বোঝার  
চেষ্টা করুন। ধরা পড়ে গেলে আমার হাতে হাতকড়া পড়বে।'

চাওলা আশ্বস্ত করলেন, 'ধরা আপনি পড়বেন না।'  
'পড়বো না?'

'না। তার বদলে এক লক্ষ টাকা পাবেন।'  
ডাক্তার চাওলার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না-না, মাইগড, ওঃ ভগবান!'

চাওলা বললেন, 'বেশ দু'লক্ষ।'  
ডাক্তার আরও নার্ভাস হয়ে পড়লেন। বললেন, 'দু'লক্ষ!'

চাওলা মিঃ মল্লিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, আপনি ব্যাঙ্কে জমা দেবেন  
বলে আজই এনেছিলেন—ওটা বাড়িতে আছে?'

আদিনাথ আন্তে আন্তে মাথা নাড়লেন।  
চাওলার মুখে হাসি ফুটে উঠল, 'বাঃ! তাহলে তো নগদে পেয়ে যাচ্ছেন। ইনি ডাক্তার  
লিখে ফেলুন—' বলে আদিনাথকে চোখের হিশারা করলেন।

আদিনাথ উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একটা প্যাকেট এনে বিছানার ওপর রাখেন। ডাক্তার  
প্যাড বের করে আড়চোখে সেটার দিকে তাকিয়ে স্যাটিকিটকট লিখতে শুরু করেন—

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠতেই আদিনাথ চোখ মেলে চাইলেন। সব বেন কেমন অস্বস্ত  
লাগছে। মনে মনে ভাবলেন, তাহলে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিলাম? টেলিফোনটা আরেকবার  
বেজে উঠতেই আদিনাথ উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুললেন, 'হ্যালো! ও, কি খবর?'

ও দ্বার থেকে রাজেশের গলা পাওয়া গেল, 'আপনি কি—এখন খুব ব্যস্ত? ব্যস্ত থাকলে  
পরে কথা বলব।'

আদিনাথ বললেন, 'তুমি যা বলতে চাইছ তা বলতে পার।'  
'আপনার একসময়ের কর্মচারী চাওলা আমার কাছে এসেছিল। ও চায় আমেরিকার  
ব্যবসা আর বাইশালের জমি থেকে আপনি হাত তুলে নিন, আপনি কি সেটা পারবেন?'

'যদি না পারি!'  
রাজেশ একটু থেমে বলল, 'তাহলে অস্ত্র হিসেবে আমার হাতে একটা ডাক্তারের ঠিকানা  
দিয়ে গেছে। ও আমার কাছে ফ্রায়ট হয়ে এল আর আমিও কেসটা নিয়ে ফেললাম। কিছু  
মুশকিল হল, আপনার বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হবে যেটা আমি একদম চাইছি না!'

আদিনাথ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ডাক্তারের কথা কি বলছিলে?'

‘ও হাঁ, লোকটার এখন প্র্যাকটিস খারাপ। কুড়ি বছর আগে ও আপনাকে একটা ডেখা সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিল চাওলার সামনে। আমার কাছে সে কথা স্বীকারও করল। কিন্তু আমি বললাম, বচি তো ফুরে ছাই হয়ে গিয়েছে, এখন যদি তুমি পুলিশকে গিয়ে সত্যি কথা বলো তাহলে নিজেই জেলে যাবে, মল্লিক সাহেবের কিছু হবে না, কোন প্রশংসাই করতে পারবে না। চাওলা যে অস্ত্র আমার হাতে দিল তা একদম ভোঁতা।’

রাজেশের কথার ঠিক আসল রহস্যটা বুঝতে না পেরে আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কি বলতে চাইছ?’

রাজেশ মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলল, ‘আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন মল্লিক সাহেব! তবে আপনি একটা সাবধানে থাকিবেন। একদমই আপনি আমার উপকার করেছিলেন, আমি নিমকহারাম নই, কিন্তু যুদ্ধে নামলে তো যুদ্ধ করতেই হয়—এটা স্বীকৃতির কথা!’

আদিনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, ‘তোমার কথা নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে?’

এবার রাজেশও গলার স্বর একটা বাড়িয়ে বলল, ‘না। দুটো কথা আপনাকে বলার আছে। প্রথমত, আমেরিকা ও বাইপাসের ব্যাপারটা আপনি ইগনোর করুন, স্লিভ! আর দ্বিতীয়ত, আপনার মেয়ে কিন্তু বেলাইনে হাঁটছে। আমার সঙ্গে যারা কথা বলে তাদের ডায়গনসিস আমি রেকর্ড করে রাখি। ও বোধহয় জানে না। আপনার মেয়ে বলে আমি প্রথমবার সব গিলে যাচ্ছি, ওকে সাবধান করে দেবেন।’ সঙ্গে সঙ্গে সাইসিটাও কেটে গেল।

আদিনাথ একেবারে হতভম্ব হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। ঠিক সেই সময় দরজায় টোকা পড়ল।

‘আদিনাথের গলা পেয়ে বেয়ারা চুকল। হাত কড়লে বলল, ‘কশানু দত্ত বলে একজন এসেছেন।’

রাজেশের সঙ্গে কথা বলার পর থেকে আদিনাথের মেজাজটা এমনিতেই গরম ছিল। এখন বেয়ারাকে দেখে চিব্বাকর করে বললেন, ‘দূর করে দাও! আমার আর কাউকে দরকার নেই। যাও, আর শোন, গৌরী মেমসাব কি চলে গেছে?’

বেয়ারা মাথা নেড়ে বলল, ‘না। উনি বড়বাবু সঙ্গে কথা বলছেন।’

‘ঠিক আছে। ওকে বলবে খাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা না করে যেন চলে না যায়।’

‘ঠিক আছে সাব।’

বেয়ারা দরজার কাছে যেতেই আদিনাথ থেমে বললেন, ‘ওই ছোকরাকে এখানেই পাঠিয়ে দাও—তুমি নিয়ে আসবে এখানে। আমার আর নিচে নামতে ইচ্ছে করছে না।’

আদিনাথ উর্টে স্বীর ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মনে মনে বললেন, সুখলতা, মরে গিয়েও তুমি আমার স্মৃতি করে যাচ্ছ! আজ তুমি নেই, কিন্তু রেখে গেছ একজনকে যে তোমার জায়গা তার মতো করে দখল করেছে। তোমার দময়ে আমি নির্লিপ্ত ছিলাম, বাট নাউ আই অ্যাম ডিক্লারেন্ট পার্নি!

আবার দরজায় শব্দ করে বেয়ারা দরজা খুলল, সঙ্গে কশানু।

কশানুকে দেখে আদিনাথ একটা হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি ব্যাপার? হঠাৎ এখানে?’

‘কশানু খতমত খেয়ে বলল, ‘না। মানে আমি, ভেবে দেখলাম, আপনার অকার করা চাকরি আমি এ্যাকসেপ্ট করতে পারি না, সে যোগ্যতা আমার নেই।’

আদিনাথ অঝা হয়ে তাকিয়ে বললেন, ‘ও হঠাৎ তোমার এই রিয়ালাইজেশন!’

কশানু মাথা নিচু করে বলল, ‘আসলে আপনি অনেক মহৎ লোক, কিন্তু আমি আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে পারিনি। অমিত্যভাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে খবরটা ফাঁস করে দিয়েছি গৌরী দেবীর পরোচায়া—’

আদিনাথ অন্য প্রসঙ্গ এনে বললেন, ‘ঠিক আছে। তোমাকে পেয়ে একদিকে ভালোই হল, কশানু। আচ্ছা গৌরীর বন্ধু বিবি বলে একটা এ্যান্টিসোসায়ালের বাড়িতে তুমি গিয়েছিলে?’

‘হ্যাঁ স্যার।’

‘যেহেতু তার বউ সুন্দরী এবং সে তোমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল, তাই একদিনের আলাপেই তার সঙ্গে প্রেম করতে ইচ্ছে হয়েছিল?’

‘না, স্যার।’

‘মিথ্যা কথা বলো না। তুমি বিবির স্বীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হও নি?’

‘কশানু অনুরোধ করল, ‘আপনি আমার সব কথা শুনুন—’

আদিনাথ জোরে মাথা নেড়ে বললেন, ‘না না, আর কোন কথা শোনার নেই। বিবির ফ্ল্যাট-এ কেন গিয়েছিল?’

‘কশানু হাত দুটো ঘষতে ঘষতে বলল, ‘বিবিবাবু আমার ফেলিওব্যাগটা নিয়ে গিয়েছিলেন। তাকে আপনার সব কাগজপত্র ছিল। গৌরীদেবীকে ওর ফ্ল্যাটে মেয়ে অজান করে আমাকেও মেয়ে বিবিবাবু চলে যান। সেগুলো ফিরিয়ে আনতে আমি ওর ফ্ল্যাট-এ গিয়েছিলাম—’

‘শোন কশানু, মিথ্যা কথা আমি একদম পছন্দ করি না। তাই সত্যি করে বলো, তারপর কি হল?’

‘কশানু আবার শুরু করল, ‘আমি অন্য কোন কথা না বলে আমার ফেলিওব্যাগটা চাইলাম। উনি দিতে অস্বীকার করলে ওনার স্ত্রী এসে বোঝালেন, গৌরীদেবী ওঁর মার সহ্য করতে না পেরে মারা গেছেন। এটা শুনে বিবিবাবু কেমন আপসেট হয়ে পড়েন। দৌড়ে ভেতরে চলে যান। কিছুক্ষণ পরেই আমার গুলির শব্দ শুনতে পাই। প্রথমে ওঁর স্ত্রী ভেতরে যান। পরে আমি যাই। কিন্তু ভেতরের দরজায় একটা লোকের সঙ্গে আমার খামা লাগে। আমি পড়ে গিয়েও লক্ষ্য করি লোকটার কানে একটা দুল ছিল। যে দৃশ্য আমরা দেখলাম, বিশ্বাস করুন, তার জন্য আমার প্রস্তুত ছিলাম না। বিবিবাবু বাথরুমে পড়ে আছেন, তাঁর পাশে একটা রিভলভার ছিল। তিনি মৃত। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওঁর স্ত্রীকে ওই কানে-দুল-পরা লোকটার কথা বলি। ওঁর স্ত্রী আমার কথা বিশ্বাস করেনি নি। অথচ বাইরের দরজা খোলা ছিল এবং ওই খোলা দরজা দিয়েই লোকটা পালিয়ে গেছে।’

আদিনাথ শূন্য বললেন, ‘আচ্ছা কশানু, তুমি বললে বিবিকে-ওর বাড়ির ভেতরে বাথরুমের সামনে মৃত অসহায় পড়ে থাকতে দেখেছ, কিন্তু তাহলে ওই মৃতদেহ বাইপাসের ধারে পাওয়া গেল কি করে? অন্তত কাগজে সেইকমই খবর বেরিয়েছিল, তাই না?’

‘কশানু বেশ ভয় পেয়ে বলল, ‘বিবিবাবুর স্ত্রী বলেন সে ওঁর স্বামী সুইসাইড করেছে এবং পুলিশ এলে নাকি ওঁকে সন্দেহ করবে। তাই বিবিবাবুর মৃতদেহ ওই বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আমি যদি রাজী না হই, তাহলে তিনি পুলিশকে বলবেন আমিই খুন্সী। বিশ্বাস করুন, আমি ভয়ে রাজী হয়ে যাই। এরপর ওই মৃতদেহ বাইপাসের ধারে ফেলে আসা হয়। আমাকে উনি ব্ল্যাকমেইল করেছেন।’

আদিনাথ অবাধ হয়ে বললেন, 'এ সব কথা তুমি আমাকে বলছে কেন ? তুমি কি এটা বুঝতে পার না, নিজের মৃত্যুবাণ আমার হাতে তুলে দিছ !'

'কিন্তু আমি কি করব ? আমি তো আর সব্য করতে পারছি না। আমি অনেকবার ভেবেছি পুলিশের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলি—শুধু তাই নয়, একজন মহিলা সাংবাদিক আবার আমার পেছনে লেগেছেন। আমি গৌরীদেবীর বাড়িতে যখন গিয়েছিলাম সেইসময় তিনি আমাকে দেখেছিলেন। ওঁর কাছে সভ্য আড্ডাল করতে গিয়ে একটার পর একটা মিথ্যা বলে যেতে হচ্ছে। আমার আর ভাল লাগছে না, স্যার।'

আদিনাথ একটু ভেবে বললেন, 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু মৃতদেহ পাচার এবং লুকিয়ে রাখার অপরাধে পুলিশ তোমাকে এ্যারেস্ট করবে। তারপর বেশ কয়েক বছরের জন্য হাজতবাস।' [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

কৃশানু এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, 'তার জন্মে আমি প্রস্তুত।'

আদিনাথ এবার কৃশানুর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'কিন্তু কৃশানু, জীবন তো ছেলেখেলা নয়। জিনিসটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। ধরো তোমার দশ বছর জেল হল—এখন তোমার বয়স খুব বেশী হলে সাতাল-আঠাল, তাহলে আটত্রিশ বছর বয়সে জেল থেকে বেরিয়ে এসে তুমি আর কিছুই করতে পারবে না। এদিকটা একবার ভেবে দেখবে ?'

কৃশানু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আমি আপনার কথা মর্মানছি, কিন্তু আমি তো আর পারছি না।' আদিনাথ ধমকের সুরে বললেন, 'যরগেট ইট। আমি আজ বেলায় অফিসে যাব, তুমি তোমার এ্যাম্বিকেশন নিয়ে আজই আমার সঙ্গে দেখা করো।' কি ভেবে বললেন, 'আচ্ছা দাঁড়াও—' বলে টেলিফোনের ডায়াল বোরালেন।

অন্য শ্রান্ত থেকে সাদা পেতেই বললেন, 'কে, রাজেশ ? ভেরি গুড ! আচ্ছা তোমার টেপ রেকর্ডার অন করা আছে ?'

রাজেশ বলল, 'হ্যাঁ স্যার, ফোন এলেই গুটা অন হয়ে যায়।'  
'ঠিক আছে। আমি শুনছিলাম তোমার কাছে একটা লোক কাজ করে যার কানে একটা দুল আছে, কি ঠিক বলছি ?'

রাজেশ শব্দ করে হেসে বলল, 'হ্যাঁ স্যার, ঠিকই শুনছেন। ওর নাম মঞ্জুল।'  
'আচ্ছা লোকটার রিভলবারের হাত কেমন ?'

'খুব ভাল।'  
'শেষ করে ও ট্রিগার টেনেছে ?'

রাজেশ একবার ঢোক গিলে বলল, 'একথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন স্যার ?'  
'কেন, উত্তর দিতে তোমার অসুবিধে আছে ?'

'কিন্তু মনে করুন না, তা একটু আছে।'  
আদিনাথ গলার স্বর কিছুটা নামিয়ে বললেন, 'কিন্তু রাজেশ তাই, একজন তো তাকে দেখে ফেলেছে !'

ওপাশ থেকে রাজেশের গলাও কেঁপে উঠল, 'কে, স্যার ?'  
আদিনাথ একটু মুচকি হেসে বললেন, 'উঁ হু, সেটা এখন তোমাকে আমি জানাতে লই না।'  
'কিন্তু মঞ্জুল এমন ভুল করতে পারে না।'

'তাহলে ওই এ্যাক্সিসায়ালটাকে তুমিই সরিয়েছ ?'

রাজেশ হাসতে হাসতে বলল, 'এর জবাব কি আমি দিতে পারি ? ক্রায়েন্ট যা চায় তাই আমাকে করতে হয় !'

আদিনাথ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ক্ষেত্রে তোমার ক্রায়েন্ট কে, রাজেশ ?'  
রাজেশ কোনরকমে বলল, 'তার নাম শুনলে আপনার ভাল লাগবে না।'

টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার শব্দ কানে আসতেই আদিনাথও রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল।

দরজা খোলার শব্দ হতেই আদিনাথ মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাতেই নীলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার ? তুমি কেন ? আমি তো গৌরীকে ডেকেছি !'

নীলা ওকথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'বাবা, এসব আমার ভাল লাগছে না। আপনি ওদের সবাইকে ক্ষমা করে দিন। কেন জানি না, আমার খুব ভয় করছে।'

আদিনাথ যুক্তি দিয়ে বোঝালেন, 'কি জানো বউমা, জলের ধর্মই হল নিচের দিকে গড়িয়ে যাওয়া। বাঁধ বেঁধে কতদিন তাকে ঠেকিয়ে রাখবে ! একসময় উপচে পড়বেই। যাও, গৌরীকে একবার এখানে পাঠিয়ে দাও।'

নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে কৃশানু বলল, 'আমি এবার যেতে পারি স্যার ?'  
আদিনাথ অবাধ হয়ে বললেন, 'সে কি। আমি কি তোমার মুখ দেখার জন্য এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি ? শোন, ওই কানে দুল পুরা বোকাটির নাম মঞ্জুল। ওকে দেখে তুমি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে গেছ।' খনের সাস্কী থাকুক কোন খুন্সী চাইবে না !

কৃশানু ভয় পেয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি তো আমার নাম বলেন নি ?'  
আদিনাথ বললেন, 'বলিনি ঠিকই, কিন্তু ওরা খোঁজ নেবে। শকুনের মত ওরা ঠিক ভাগাড় থেকে খুঁজ বের করে।' [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

কৃশানু বলল, 'আমি পুলিশকে সব কথা খুলে বলতে চাই। এতে আমার জেল হয় হোক, কিন্তু মনের দিক থেকে আমি পরিস্কার হয়ে যাব।'

কৃশানুর কথা শুনে আদিনাথ হেসে ফেললেন, বললেন, 'তারপর বাকি জীবন ডিচ্ছে করে বেড়াবে ! শোন কৃশানু, তোমার বয়স এখন অল্প, এখনও সততা ব্যাপারটা তোমার মধ্যে আছে। এসব না করে আমি যা বলছি তাই করো।'

আদিনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে গৌরী সোজা অমিত্যভর ঘরে গিয়ে ঢুকল। অমিত্যভ তখন সোফায় মাথা হেলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছিল। মুখে সিগারেট। গৌরীকে হঠাৎ দেখে চমকে উঠে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে, তুই এসময়। কোন জবুরী খবর কিছু ?'

অমিত্যভর পাশে সোফায় পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল গৌরী। দু-বার ঘরের মধ্যে পায়চারি করে সোফার একপাশে বসল। সময় যত কাটাছিল অমিত্যভর কৌতূহল ততই বাড়ছিল। একসময় আর থাকতে না পেরে বলল,

'কিরে, চুপ করে আছিস যে, বল না কি বলতে চাস !'  
গৌরী আর ইতস্তত না করে সিগারেটের শেষ অংশটা এ্যাস্ট্রেটে গুঁজে দিয়ে একটু দম নিয়ে ওদের মায়ের মৃত্যুর ঘটনাটা অমিত্যভকে বলল।

অমিত্যভ চমকে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'কি আশ্চর্য ! এসব কথা তুই এতদিন আমাকে

বলিস নি কেন ?'

গৌরী বলল, 'এতদিন বলার সরকার মনে করিনি।'

অমিতাভ নিজের চুল ধরে টানতে টানতে বলল, 'ওফ! কি সাংঘাতিক ব্যাপার! মা বিশ্ব খেয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন আর ওই ভদ্রলোক তখন হাসছিলেন! একেই তো ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা বলে! এখন কি করতে চাস ?'

গৌরী সোকায়া বসেই বলল, 'ঘটনাটা আমি দেখেছি ঠিকই, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কুড়ি বছর পরে সেই দেখটা প্রমাণ করার কোন রাস্তা আমার কাছে তো নেই। আমি ভেবেছিলাম শুনলে বাবা হয়তো ভয় পাবেন, আপোস করবেন, কিন্তু উনি সেটা করলেন না দেখে আমার চিত্তটা আরও বেড়ে গেলে।'

অমিতাভ শুনলে গৌরীকে আশ্বস্ত করল, 'না। তুই ভাবিস না, প্রমাণ নিশ্চয়ই করা যাবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এতবড় ঘটনার সাক্ষী থাকা সবেই ও রবি চাওলা কেন ওঁর সঙ্গে যুদ্ধ নেমেও ঘটনাটাকে ব্যবহার করছেন না!'

এবার গৌরী বলল, 'আমার মনে হয়, বাবাও হয়তো চাওলা আঙ্কলের কোন গোপন ব্যাপার জানে!'

অমিতাভ হঠাৎ গৌরীকে ধমকের সুরে বলল, 'এই, তুই আর বাবা-বাবা বলিস না তো! মায়ের বুনীকে আমার বাবা বলে ডাকতে মোটেই ভাল লাগছে না।' হঠাৎ কি মনে হতে গৌরীকে অপেক্ষা করতে বলে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ডায়াল করল। অপর প্রান্ত থেকে সাড়া মিলতেই বলে উঠল, 'কে, রবি ? আমি অমিতাভ কথা বলছি। আরে অমিতাভ মস্তিক—হ্যাঁ, ভাল আছি। আচ্ছা রবি, আমার মা বিশ্ব খেয়ে মারা গিয়েছিলেন এবং আপনি ডাক্তারকে ম্যানেজ করে তাকে দিয়ে দেখে সার্টিফিকেট লিখিয়েছিলেন, কথাটা কি সত্যি ? অহা, আমি জিজ্ঞাসা করছি সত্যি কিনা ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঠিক আছে। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'অস্তুত ব্যাপার! ঘটনাটা সত্যি হলেও রবি তা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে রাজী নয়। কারণ এতে সে-ও জড়িয়ে যাবে। ওঁর হয়ে পুরো কাজটা রবিই করেছিল।'

গৌরী বলল, 'তুই শুনলে অবাক হয়ে যাবি, সেনসময় বাবা চুপ করে বসেছিলেন, কোন মন্তব্য করেন নি!'

অমিতাভ একটু ভেবে বলল, 'মুশকিল হচ্ছে, সেই ডাক্তারটাকেও রাজী করানো যাবে না কনফেস করতে। করলে তো ওর জেদ হয়ে যাবে। মাঝখান থেকে এই ভদ্রলোক সবদিক দিয়ে সেক। কিন্তু গৌরী, আমরা কি ওকে ছেড়ে দেব ?'

গৌরী কিছু বলার আগে নীলা ঘরে ঢুকলো। গভীর মুখে গৌরীকে বলল, 'গৌরী, তোমাকে বাবা একবার ডাকছেন।'

গৌরী বিরত হয়ে বলল, 'আবার কেন ? একটু আগে তো অনেক কথা হয়েছে।'

অমিতাভ বলল, 'সেখ, হয়তো ডর পেয়েছেন, আপোস করতে চান।'

'হুঁ। আপোস না করলে অবশ্য আর একটা পথ খোলা আছে।'

'কী পথ?'

গৌরী ভুরু কঁচকে চোখ ছোট করে বলল, 'রাজেশ কলকাতার আন্ডার-ওয়ার্ড-এর একনম্বর লোক। রবি ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। পারে না এমন কাজ ওর

ডিকশনারিতে নেই। ডাবছি কেসটা ওর হাতেই তুলে দিতে হবে—'

রাজেশ নামটা শুনলে অমিতাভ চমকে উঠে বলল, 'আচ্ছা লোকটা কি রোগা, নিরীহ দেখতে ?'

গৌরী মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। খুবই সাদামাটা মতো দেখতে।'

এবার অমিতাভ জোর দিয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে এই লোকটা বাবার পরিচিত। দু-দুবার ফ্যাকটরির ঠাইকি ডাকার কাজে যাবে একে ব্যবহার করেছিলেন।'

গৌরী ওই ব্যক্তির কোনরকম গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'তাকে কিছু এসে যাবে না। যে প্রথমে ওর কাছে যাবে সেই ওর ক্রায়ের। তবে একটা কথা, রাজেশের কাছে আমি একলা যাব না, তাকেও যেতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গিয়েছে, তখন—'

নীলা একপল গুঁদের আলোচনা শুনছিল। মনে মনে খুবই অস্বস্তি বোধ করল এবং সেই সঙ্গে রাগও হল। হঠাৎ ওদের কথা শুনিয়ে অমিতাভকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমরা এসব কি আরম্ভ করেছে বল তো। বাবার বয়স হয়েছে, আর কদিনই বা বাঁচবেন! তারপর তো যা আছে তোমারই পাবে। শূণ্য কি তাই, এই যে এত বছর ধরে উনি তোমাদের মানুষ করলেন, তার কোন মূল্য দেবে না?'

অমিতাভ এবং গৌরী হাঁ করে নীলার কথাগুলো শুনল। হঠাৎ অমিতাভ হাততালি দিয়ে বলল, 'বাঃ, চমৎকার! আমার জায়গায় তোমাকে উনি কোম্পানির ডিরেক্টর করে নেননি শূন্যই পাশ্চি খেয়ে গেলে। তাহলে স্বামীর চেয়ে শশুর তোমার কাছে আপন হল।'

নীলা থিকার দিয়ে বলল, 'সরি অমিতাভ, আমার শরীরে মস্তিক বাড়ির রক্ত নেই। উনি নিতে চাইলেও আমি সেটা নেব কিনা তা তোমরা কেউ জিজ্ঞাসা করো নি। আজ এ বাড়ির অবস্থা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে নিজেকে মস্তিক বাড়ির বউ বলে ভাবতে যেনা করছে আমার। শোন, আমি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করতে চাই।'

গৌরী হঠাৎ টেঁচিয়ে উঠল, 'বৌদি!'

'তুমি চুপ করো। আজ তুমি যেভাবে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলেছ তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আমার বৃষ্টি শিক্ষা চল এসব মানিয়ে চলতে পারছে না। অমিতাভ, আমি ডিভোর্স চাই। আমি এ বাড়ি থেকে চলে গেলে তোমরাও নিশ্চিত হবে।'

অমিতাভ চোখ রাঙিয়ে বলল, 'ডিভোর্স! ডিভোর্স চাইলেই তুমি পেয়ে যাবে, ব্যাপারটা এতই সহজ ? ওই ভদ্রলোক আমাকে বশিত করে তোমাকে দিচ্ছেন, ওটা তোমাকে এ্যাকসেপ্ট করতে হবে—আর তোমাকে ডিভোর্স দিলে আমি তো দুহুঁলই হারাতে। সেটা অসম্ভব। গৌরী, ওই রাজেশের কাছে আমি তোর সঙ্গে যাব।'

গৌরী এবার উপায় না দেখে নীলাকে বলল, 'বউদি, এসব কথা যেন বাবা না জানতে পারেন।'

অমিতাভ জোর দিয়ে বলল, 'জানবে মানে ? ও বলবে ? ওর সাহস আছে বলার ? সঙ্গে সঙ্গে একটু নরম হয়ে বলল, না না, নীলা খুব ভাল মেয়ে। আমার ক্ষতি হোক এমন কাজ ও করতেই পারে না। তুই বরং ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার দেখা করে আয়, তোর জন্যে তো অপেক্ষা করছে।'

গৌরী যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

অমিতাভের ঘর থেকে বেরিয়ে গৌরী আদিনাথের ঘরে এসে দেনবল কুশানুর সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। আড়াচোপে কুশানুকে দেখে আদিনাথকে বলল, 'বউদির কাছে শুনলাম তুমি নাকি আমার ডেকেছ।'।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসো।' কুশানুকে দেখিয়ে বললেন, 'একে তো তুমি ডালই চেনো, তাই না?' গৌরী আর একবার কুশানুর দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইনি এখানে কি করছেন?'

'কেন, তোমার কি তাতে কোন অসুবিধে হচ্ছে?'

গৌরী বলল, 'অসুবিধে আর কি! তুমি তো ইনসিওরেন্স বা ইনভেস্টমেন্ট-এর প্রস্তাব বাতিল করেছ। তাহলে ওনার আর কি প্রয়োজন থাকতে পারে?'

'প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। তুমি বসো।'

গৌরী সোফার এক পাশে বসলে আদিনাথ বললেন, 'তোমার ফ্র্যাট থেকে ববি এর ব্যাগটা নিয়ে নিজের ফ্র্যাট-এ চলে যায়। তুমি তখন ওর ফ্র্যাটের তিকানা একে দিয়েছিলে। কি, ঠিক তো? কিন্তু তুমি তো কোন করেই ববির কাছে জানতে পারতে ব্যাগের কথা, তাকে ফিরিয়ে দিতে বলতে পারতে—সেহেতু একে পাঠাসে কেন?'

গৌরী একটু ভেবে বলল, 'ওঁর তখনই ব্যাগটা পাওয়া জরুরী ছিল। তাছাড়া এসময় ববির সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এসব কথা এখন উঠছে কেন?'

'তার কারণ সেই দিনই ববি খুন হয়েছিল।'

গৌরী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কে জানে সেই বুন্টা ববির স্ত্রী প্রিয়ংবদা আর এই লোকটা একসঙ্গে ছোট্ট বেঁচে কয়েকটা কিনা!'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে গৌরীকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার এই সন্দেহ হয়েছে কেন?'

গৌরী এবার আদিনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি জানো, ববির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল বাইপাসের পাশে। ববিকে আমি যতদূর জানি, ও কখনোই ওখানে গিয়ে আত্মহত্যা করেন না।'

আদিনাথ গভীর হয়ে বললেন, 'ববি আত্মহত্যা করেনি। কানে দুল-পরা কোন একটা লোক ওকে খুন করেছে।'

গৌরী অবাক হয়ে বলল, 'কানে দুল পরা লোক!'

আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ। আর আমি তোমাকে ডেকেছি সাবধান করে দিতে, এরকম লোকের সঙ্গে তুমি আর সম্পর্ক রেখো না।'

'আশ্চর্য! আমি কোন কানে-দুল-পরা লোককে চিনি না, সম্পর্ক রাখার প্রশ্ন উঠছে কেন?'

আদিনাথ হেসে উঠে বললেন, 'দ্যাখো, কান তো মাথার পাশেই থাকে—হয়তো মাথাটাকে তুমি চেনে, কান দ্যাখোনি।'

গৌরী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তুমি কি বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বসো।'

আদিনাথ ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, 'গৌরী, আমি তোমার বাবা। হেলেনমেরিয়া ডুল করে, অন্যায় করে, কিন্তু সেটা যদি তারা স্বীকার করে, তাহলে তাদের পাশে দাঁড়াতে অসুবিধে

হয় না। আর তাই আমি তোমাকে আবার বলছি, এ বাড়িতে চলে এসো। শান্ত হয়ে সুন্দর হয়ে থাকো। আমি আছি, তোমার ভালো হবে।'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্য কথা বলবে। ঠিক আছে, আমি এখন বাচ্ছি।'

আর একটাও কথা না বলে গৌরী হনহন করে বেরিয়ে গেল। আদিনাথ আফসোসে মাথা নাড়লেন।

কুশানু এতক্ষণ কোন কথা বলে নি, গৌরী চলে যেতে বলল, 'স্যার, আপনি আমাকে কি করার কথা বলেন বলছিলেন!'

'ও হ্যাঁ, শোন কুশানু, তোমাকে একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। এখন থেকে গৌরীর সমস্ত খবর তুমি আমাকে দেবে। ও কোথায় যায়, কার সঙ্গে কথা বলে—সব আমি জানতে চাই। তারপর ভ্রমার খুলে কিছু টাকা কুশানুর সামনে টেবিলে রেখে বললেন, 'এই টাকটা রাখো।'

কুশানু চমকে দু'পা পিছিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু স্যার, আমি তো একাজ কখনও করি নি। আদিনাথ মুখে একটা শব্দ করে বললেন, 'আমার করনি, করবে!'

'কিন্তু আমাকে কেন এই কাজটা করতে বলছেন?'

আদিনাথ একটু থেমে বললেন, 'আমি স্বপ্নে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে এই কাজটা দিতে পারতাম। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের হবে। তাই আমার ইচ্ছে, তুমি এই কাজটা করো। তোমার ভবিষ্যতের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'

কুশানু ভয় পেয়ে অনুরোধ করল, 'আমাকে মাফ করবেন। আদিনাথ করুণ সুরে বললেন, 'কুশানু, আমি আমার মেয়েটাকে বাঁচাতে চাই, প্রিজ!'

ববির মৃত্যুর পর খুব জরুরী কাজ না থাকলে ইদানীং প্রিয়ংবদা বাড়িতেই থাকে। সেদিনও দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল, এমন সময় কলিং বেলটা বাজল। আই হোল-এ চোখ রেখে দরজাটা খুলতেই একজন মহিলাকে দেখে বলল, 'কি ব্যাপার?'

মহিলাটি বলল 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

প্রিয়ংবদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, 'কিন্তু কি ব্যাপারে?'

'তার আগে বলছি, এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা কি ঠিক হবে?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

মিস মিত্র ভেতরে ঢুকে সোফায় বসে বলল, 'আমি সত্যিই খুব দুঃখিত প্রিয়ংবদা দেবী, এইসময় আপনাকে বিরক্ত করছি বলে। কিন্তু কি করব বলুন, সাংবাদিকদের কাজ তো জানেনই। আপনার স্বামী যেহেতু আত্মত্যাগিক ভাবে খুন হয়েছেন তাই ওই ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতেই হচ্ছে।'

প্রিয়ংবদা মাথা নেড়ে বলল, 'দেখুন, আমি ও ব্যাপারে এখন কিছু বলতে চাই না।'

মিস মিত্র বলল, 'আপনি না বললে ভুল-বোঝাবুঝি বাড়বে। আপনার কি মনে হয় জীবন সম্পর্কে আপনার স্বামীর কোন ভীতি ছিল? অর্থাৎ তিনি কি খুন হতে পারেন বলে কখনও আশংকা করেছিলেন?'

প্রিয়ংবদা স্পষ্ট জবাব দিল, 'আমি জানি না।'

'কিন্তু তিনি ইনসিওরেন্স করতে চেয়েছিলেন!'

এবারে শ্রিয়ংবদা একই কথা বলল, 'এটাও আমি জানি না।'  
 মিস মিত্র অবাক হয়ে বলল, 'সে কি! আপনার বাস্ববী সৌরী মন্ত্রিক তো একথাই বললেন। তিনি নিশ্চয়ই আপনার চেয়ে বেশী জানেন না?'  
 শ্রিয়ংবদা খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'তা জানতে পারো।'  
 মিস মিত্র হেসে বলল, 'এটা কি বিশ্বাসযোগ্য হল শ্রিয়ংবদা? উনি ওঁর বাস্ববী হতে পারেন, কিন্তু আফটার অল আপনি ওঁর স্ত্রী!'  
 'আমি তো আপনাকে বললাম, এ ব্যাপারে ববি আমাকে কিছুই বলেনি।'  
 মিস মিত্র এবার অন্য প্রশ্ন এনে বলল, 'আচ্ছা শ্রিয়ংবদা, আপনি নিশ্চয়ই এটা জানেন, ঠিক কখন কার সঙ্গে ববিবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন?'  
 শ্রিয়ংবদা একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'সন্ধ্যার মুখে। এক ভয়লোক এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে।'  
 'কে তিনি?'  
 'আমি জানি না, তবে ববির সঙ্গে ওঁর দরকার ছিল।'  
 'আপনি তো অভিনেত্রী, আপনার এই জীবন ববিবাবু পছন্দ করতেন?'  
 শ্রিয়ংবদা হাত নেড়ে বলল, 'কি করে বলব বসুন। কারণ আমাকে কখনও ওর অপছন্দ বলে জানায়নি।'  
 হঠাৎ মিস মিত্র একটু কিছু-কিছু করে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে একটা প্রশ্ন করছি, অভিনয় করতে গিয়ে আপনি কি কারও সঙ্গে, বুঝতে পারছেন, অভিনেত্রীদের নানান রকমের গ্র্যাঞ্ফায়ারের কথা শোনা যায়—'  
 শ্রিয়ংবদা বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'নো। আমি স্টুডিওতে যাই কাজ করতে। কাজের বাইরে কারও সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।'  
 'ববিবাবুর?'  
 'ওটা তো আপনি ভালই জানেন।'  
 'আচ্ছা, আপনাকে ডিভোর্স করে সৌরীকে বিয়ে করার কথা কি ববিবাবু কখনও ভেবেছেন? এ র জন্যে সৌরী কখনও চাপ দিয়েছেন?'  
 শ্রিয়ংবদা বলল, 'না। তবে সৌরী ওর সম্পর্কে দুর্বল ছিল। সেই রাতে ববি চলে যাওয়ার পরেও ববির খোঁজে সে এখানে এসেছিল।'  
 'দেখা হয়নি?'  
 'না, তার আগেই ববি বেরিয়ে গিয়েছিল।'  
 মিস মিত্র জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কশানুবাবুর পরিচয় কতখানি?'  
 শ্রিয়ংবদা ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, 'তার মানে?'  
 'মানে আর কিছুই নয়, কশানুবাবু আমাকে বলেছেন এ বাড়িতে তিনি এসেছিলেন—'  
 'সে তো অনেকেরই আসে। ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'  
 মিস মিত্র সোফায় আরেকটু ডাল করে বসে বলল, 'এখন আপনাকে একটা কথা বলি। আজ সৌরীকে তার ড্রাট-এ ফোন করেছিলাম, কিছু পাই নি। কি মনে হতে নাথায় সোফাড করে আমি আদিনাথ মন্ত্রিকের বাড়িতে ফোন করে সৌরীর খোঁজ করি। ফোন ধরেন ওঁর ভাই অমিতাভ মন্ত্রিক। আমি ববিবাবুর মৃত্যু নিয়ে একটা রক্তার স্টোরি করব বলায় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান—'

শ্রিয়ংবদা বলল, 'কিন্তু এসব কথা আমাকে বলছেন কেন?'  
 'আপনার সঙ্গে অমিতাভবাবুর আলাপ ছিল?'  
 শ্রিয়ংবদা বলল, 'না। সৌরীর ড্রাটে ওর বাপের বাড়ির কাউন্সে কখনও দেখিনি। আমি কিছু খুব টায়ার্ড, স্লি—।'  
 মিস মিত্র বলল, 'আর একটা প্রশ্ন—'  
 শ্রিয়ংবদা প্রতিবাদ করল, 'না, আর কোন প্রশ্ন নয়।'  
 কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটা বেজে উঠল। শ্রিয়ংবদা উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো।'  
 অন্য দিক থেকে কথা ভেসে এল, 'শ্রিয়ংবদা আছেন?'  
 'হ্যাঁ, বলছি।'  
 'আপনার মন্বুতি গাড়ি, তাই না?'  
 'হ্যাঁ। কেন বলুন তো? আপনি কে?'  
 'গাড়ির নম্বর WB 02 ......'  
 'একটু ভুল হল, WB 02....., কিন্তু আপনি কে কথা বলছেন?'  
 'আপনার গাড়ি কি এখন আপনার কাছেই আছে?'  
 শ্রিয়ংবদা অবাক হয়ে বলল, 'আস্কার্ব, আমার গাড়ি আমার কাছে থাকবে না কেন?'  
 'ববির বডি নিয়ে বাইপাসে নিশ্চয়ই আপনি একা যাননি? কারণ আমি জানি, একা কোন মহিলার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়—আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কে ছিল?'  
 শ্রিয়ংবদা রেগে বলল, 'এসব কি যা-তা বলছেন! আমি রাখছি—'  
 'না। টেলিফোন রেখে দিলে পুলিশ আপনার কাছে যাবে। মনে হচ্ছে আপনি বেশ বড় খেলোয়াড়। কিন্তু বুঝতে পারছি না ববির বডি আপনি ওই বুকি নিয়ে সরালেন কেন?'  
 'আমি রাখছি।'  
 সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, 'ঠিক আছে। তবে আবার কথা হবে। তখন আপনার সঙ্গীর নাম জেনে নেব। বাই।'  
 শ্রিয়ংবদা কোনরকমে টেলিফোন রেখে পাথরের মত বসে পড়ল।  
 মিস মিত্র উঠে গিয়ে শ্রিয়ংবদাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কি হল? কার ফোন? শ্রিয়ংবদা, আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে? কি হয়েছে বসুন?'  
 শ্রিয়ংবদা কোন কথারই উত্তর না দিয়ে শুধু বলল, 'কিছু না, কিছু না। আমাকে একটু একা থাকতে দিন, স্লিজ!'  
 শ্রিয়ংবদা সোফায় মাথাটা হেলিয়ে দেয়। মিস মিত্র কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীলার কোন কথা বা অনুরোধ না শুনে অমিতাভ এবং সৌরী পরের দিনই রাজেশ্বের অফিসে এল। রাজেশ্ব তখন মঞ্জুলকে কি একটা কাজ বোঝাচ্ছিল মনে হল। মঞ্জুল একদৃষ্টিতে রাজেশ্বের দিকে তাকিয়ে শুনছিল।

অমিতাভ ও সৌরীকে টুকতে দেখে রাজেশ্ব হেসে বলল, 'আরে! আসুন, আসুন।'

আপনাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখব ভাবতেই পারিনি।' এরপর মঞ্জুলকে বলল, 'মঞ্জুল এই সেই মেমসাব, যাঁর কথা এতক্ষণ তোমাকে বলছিলাম। ঠিক সেলাম দাও।'

আদেশ পাওয়ায় মঞ্জুল সোজা হয়ে দাঁজল ওদের সামনে। গৌরী মঞ্জুলকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

রাজেশ মঞ্জুলের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কি জানেন, মঞ্জুল আবার আমি ছাড়া কারও সামনে মাথা নামায় না। এত করেও ওকে সহবৎ শেখাতে পারলাম না। যাই হোক, হ্যাঁ, টেলিফোনে বললেন, জবুরী কথা আছে, সামনাসামনি বলবেন। তা কি এমন কথা, মা'ডাম?'

গৌরী সরাসরি বলল, 'আপনি শুনছেন কিনা জানি না, ববির ডেডবডি বাইপাসে পাওয়া গিয়েছে।'

রাজেশ কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়ার মত ভাব করে বলল, 'সত্যিই খুব ডাঙ্কব ব্যাপার! মনে হচ্ছে কলিকাল শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই মরা মানুষ হেঁটে পছন্দমত জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ছে!'

গৌরী বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনি রসিকতা করছেন, কিন্তু বাবার কাছে খবর আছে কানে-নুল-পরা একটা লোক বসিকে খুন করেছে!'

রাজেশ অবাক হয়ে বলল, 'তাই নাকি? মল্লিক সাহেবের ওপর আমার প্রভা প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে। উনি আপনাকে বলেছেন?'

'হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, আমার সন্দেহ হচ্ছে খবরটা উনি পুলিশকে দিতে পারেন।'

রাজেশ সন্দেহ সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, 'না, না। আমার মনে হয় বুটখামেলোর উনি যাবেন না। তাছাড়া ওঁর এত সময়ই বা কোথায়? কিন্তু খবরটা উনি কার কাছে পেয়েছেন বললেন?'

গৌরী বলল, 'না, আমাকে বারবার সাবান করে দিচ্ছিলেন।'

রাজেশ হো হো করে হেসে বলল, 'ওহো, তাই মঞ্জুলকে দেখে আপনি চমকে গিয়েছিলেন! ঠিক আছে, মঞ্জুল এদিকে এগো তো!'

রাজেশের নির্দেশমত মঞ্জুল কাছে গিয়ে নীচু হতেই রাজেশ ওর কান থেকে দুলাটা খুলে পকেটে রেখে বলল, 'ব্যাস, হয়ে গেল। আমি মঞ্জুলকে দেখে আর আপনার চমকাবার কিছু নেই। শুনুন, আপনার বাবার সঙ্গে আজ টেলিফোনে কথা হল। অমিতাভবাবু, আপনি শুনলে খুশী হবেন, বাইপাসের জমি আর আমেরিকার ব্যবসার ব্যাপারে উনি আর ইস্টার্নসেটড নন। কি, আপনি খুশী তো?'

অমিতাভ অবাক হয়ে বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'আমাকে? আমাকে কেন? এ ধন্যবাদ আপনার বাবার প্রাণ্য।' রাজেশ বেশ ঠাট্টা করে কথাগুলো বলল।

হঠাৎ গৌরী বলল, 'আমার ব্যাপারে আপনি কোন কথা ওঁর সঙ্গে বলেছেন?'

রাজেশ অত্যন্ত করুণ সুরে বলল, 'ছি ছি ছি! ক্রায়েন্টের সঙ্গে আমি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করি নি। বলুন এবার কি করতে হবে?'

গৌরী বেশ গভীর হয়ে বলল, 'শুনুন, এটা আমাদের পারিবারিক সমস্যা। আমার মা বিয় খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। বাবা বাঁচাবার চেষ্টা করেন নি। উন্টে মৃত্যুটাকে হাট অ্যাটাক বলে চালিয়েছিলেন। একজন ডাক্তারকে টাকা দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট যোগাড়

করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে বাবার ম্যানেজার মিস্টার চালা সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এখন উনি তা স্বীকার করবেন না, কারণ তাতে তিনি জড়িয়ে যাবেন। ডাক্তারও সত্যি কথা বলতে রাজী হবেন না, কারণ তাতে তাঁর জেল হয়ে যাবে। তাই বাবারও ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমরা চাই মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে।'

'কিন্তু কি ভাবে?'' রাজেশ জানতে চাইল।

এবার অমিতাভ বলল, 'আইন যখন আমাদের সাহায্য করছে না তখন আপনি সাহায্য করুন।'

রাজেশ কাঁধ নাচিয়ে বলল, 'আইন যেখানে পারছে না আপনাদের সাহায্য করতে সেখানে আমি পারব! এতবড় ক্ষমতাবান আমি নই। তবু—কি ধরনের প্রতিশোধ আপনারা চান?'

অমিতাভ বলল, 'যেভাবে সম্ভব।'

রাজেশ বলল, 'আচ্ছা আপনারের তো আর একটি ভাই আছে, তাই'না?'

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, অবুধ। তবে ও কোন ক্যাক্টর নয়।'

রাজেশ শূন্য একটু মুচুকি হেসে বলল, 'তাই নাকি? তাহলে অমিতাভবাবু, আপনারা বলছেন মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলেই আপনারদের স্বপ্ন সফল। তা স্বপ্ন কিনতে হলে দাম দিতে হবে যে ভাই!'

'ধনু কত?'' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল অমিতাভ।

রাজেশ কিছু বলার আগেই গৌরী বলল, 'এই ধনুই দশ হাজার!'

রাজেশ হিহিহি করে হেসে উঠল, 'কোথায় বিবি আর কোথায় আদিনাথ মল্লিক! আপনি বেশ ভালই বলেছেন গৌরীদেবী! আচ্ছা পুঁটিমাছ আর হাড়রের কি এক দাম হয়? কি, কথাটা শূন্য চমকে উঠলেন মনে হল!'

অমিতাভর চোখে বিষয় ফুটে উঠল, 'বসিক্তে তাহলে আপনি খুন করিয়েছেন?'

রাজেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'কি করব বলুন, ক্রায়েন্ট চাইল। চাওয়ায় কাজ করা আবার আমার অনেকদিনের স্বভাব। তাই ক্রায়েন্ট যখন মত পরিবর্তন করল তখন কিছু কাজ হয়ে গেছে। শুনুন অমিতাভবাবু, এই কাজটার জন্য পাঁচ লাখ লাগবে, ক্যাশ। জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁপের দাম হিসেবে এটা কিছুই নয়, তাই না?'

'অসম্ভব। অত টাকা আমার নেই।' অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল।

রাজেশও একটু জোর দিয়ে বলল, 'নেই বলতে তো হবে না। আপনার তো অনেক পথে রাজেশগার। তবে এখন হয়তো নেই, কিন্তু স্বপ্নের মালিক হয়ে গেলে গুটা হাতের ময়লা হয়ে, যাবে, তখন দেবেন। যাই হোক, আমি রাজী।'

অমিতাভ এইসময় একবার গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ভাবে বিশ্বাস করছেন আমাকে?'

'কেন, আপনি তো নিজেই জামিন থাকছেন!'' রাজেশ বলল।

অমিতাভ চমকে উঠে বলল, 'তার মানে?'

রাজেশ কোনরকম ভগিনা না করে বলল, 'কেন, এতক্ষণ যেসব কথা বললেন তার সবটাই কিন্তু রেকর্ড করা হয়ে আছে। আশা করি সেটা বাজিয়ে ভবিষ্যতে আপনাকে শোনাতে হবে না।'

আপনি কি তাহলে বাবাকে—' গৌরী একটু ভয়ে ভয়ে প্রশ্নটা করতে গিয়েও থেমে গেল।

রাজেশ মাথা নেড়ে বলল, 'পথ তো একটাই!'

গৌরীর আরও ভয় হল। কিছু কিছু করে বলল, 'না, মানে, আমি বলছি মায়ের মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে চাপ দিয়ে কাজটা শেষ যায় না?'

রাজেশ মুখে একটা অস্বস্ত শব্দ করে বলল, 'আরে ভাই, নিজের হেলেমেয়ের চাপই যে ভঙ্গলোক সয্য করল সে আমার কথা শুনবে কেন? যাক গে, আচ্ছা গৌরী দেবী, প্রিয়বন্দা তো আপনার বান্ধবী, খুব নিকট সম্পর্ক! তাই আমার একটা কাজ আপনাকে করে দিতে হবে।'

গৌরী অনিচ্ছাসহেও জিজ্ঞাসা করল 'কি কাজ?'

রাজেশ একটু কায়দা করে কথাটা বলল, 'আচ্ছা বচি যেদিন খুন হয়েছিল সেদিন কে কে ববির বন্ধু হয়েছিল তা যেমন করে হোক ওর কাছ থেকে জানতে হবে।'

গৌরী অবাক হয়ে বলল 'বন্ধু কেন?'

রাজেশ গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেকি! এসব কাজে বন্ধুরাই তো কাঁধ দেয়। একেত্রে অবশ্য দুজন বন্ধু কাঁধ দিয়েছিল—একজনের নাম আমি জানি। স্থিতীয় লোকটার নাম আমার দরকার।'

'কিন্তু ও যদি আমাকে না বলে?'

রাজেশ কথা না বাড়িয়ে বলল, 'আমাকে জানিয়ে দেবেন, কেমন?'

এবার অমিতাভ বলল, 'তাহলে আমল নিশ্চিত?'

রাজেশ একটু ডেবে বলল, 'হুঁ, আপনারা আমাকে খুব বিপদে ফেলে দিলেন!'

হঠাৎ অমিতাভ বলল, 'বিপদ কেন?'

রাজেশ অমিতাভর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলল, 'মল্লিক সাহেবের বিরুদ্ধে আপনি, আপনার বোন, মিস্টার চাওলা আজ যে ঘটনটা ইস্যু করতে চাইছেন, সেই ঘটনটা যার জন্যে সম্ভব হয়েছিল সেই লোকটা এখন—, আমি তার সঙ্গেই কথা বলছিলাম আপনারা আসার আগে। আপনারা কি আলাপ করবেন?'

অমিতাভর কৌতূহল হল। জিজ্ঞাসা করল, 'কে তিনি?'

রাজেশ মঞ্জুলের দিকে তাকিয়ে আদেশ করল ভঙ্গলোককে নিয়ে আসতে। অমিতাভকে বলল, 'হ্যাঁ আর একটা কথা, আপনার সঙ্গে প্রিয়বন্দার কেমন আলাপ?'

অমিতাভ বলল, 'না, তেমন নয়।'

রাজেশ দুঃখপ্রকাশ করে বলল, 'বেচারী!'

টিক সেই সময়ে মঞ্জুল ভঙ্গলোককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

ওদের ঢুকতে দেখেই রাজেশ বলল, 'আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু! ইনি সেই মহান ডাক্তারবাবু যার বেওয়া স্যাটিকিঙ্কেট আপনার মায়ের শেষকাজ হয়েছিল। ইনি খুব সাহায্য করেছিলেন।'

ডাক্তারবাবু রেগে গিয়ে বললেন, 'ওসব বাজে কথা বলে কোন লাভ নেই। কেউ কারো কোন কাজে লাগতে পারে না। জন্মমাত্র মরতে হবে বলে তৈরী থাকা ভাল। আকবর নেই, হিটলার নেই, মিসেস গান্ধী নেই। এটাই সত্যি, শেষ সত্যি।'

রাজেশ বলল, 'একজন ডাক্তার হয়ে আপনি একথা বলছেন?'

ডাক্তারবাবু একইভাবে বললেন, 'আলবৎ বলছি। আমরা কি করি! কিছু স্পেসিফিক ওষুধ শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে মৃত্যুটাকে এখান থেকে ওখানে, এমাস থেকে ওমাসে, এখান থেকে

বড়জোর ফুড়ি পাঁচিল বহর সরিয়ে দিই। তারপর একসময় বলি, আর কিছু করার নেই, ভগবানকে ডাকুন।'

রাজেশ আর কোন কথা না বলে অমিতাভ ও গৌরীকে দেখিয়ে বলল, 'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এঁদের আপনি চেনেন? আগে দেখেছেন?'

ডাক্তারবাবু চকিত্তে একবার ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি বলছেন, এরা নিজেদের চেনে যে আমি চিনব? কি হে, তোমরা কি নিজেদের চেন? কে তোমরা? কোথা হইতে আসিয়াহ? কোথায় যাইতে হইবে? এই পাহনিবাসে যে কয়দিন আছ তোমাদের ভূমিকা কি? উত্তর নেই। ধোং!'

রাজেশ ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে বলল, 'এই হলেন সেই ডাক্তারবাবু। এখন ওঁর এই অবস্থা। কোন স্মৃতিই মনে নেই। এঁকে দিয়ে কোন কিছু প্রমাণ করানো অসম্ভব।'

তারপর রাজেশের নির্দেশে মঞ্জুল ডাক্তারবাবুকে নিয়ে চলে গেল ভেতরে। ডাক্তারবাবুর ওই অবস্থা দেখে অমিতাভ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে?'

রাজেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'আগামীকাল আপনারা আবার একবার টেলিফোন করবেন।' 'কেন?' অমিতাভর মনে সংশয় দেখা দিল।

রাজেশ বলল, 'আজ্ঞে আমরা যেসব কথাবার্তা বললাম তার টেপ আর একবার বাজিয়ে শুনব, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'

অমিতাভর ডুবু দুটা কুঁচকে উঠল, 'তাহলে এর আগে গৌরী যা বলেছে তাও কি টেপ করা আছে?'

রাজেশ মুখ টিপে হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই। কারণ ইলানীং বড় ভুলে যাচ্ছি। মেমসাব টেলিফোনে একটা কাজ করতে বলেছিলেন, সেটাও যেমন টেপ করা আছে, কাজটা করতে নিষেধ করেছিলেন, সেটাও টেপ করাই। ঠিক আছে, তাহলে ওই কথা রইল।'

প্রিয়বন্দার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিক মিস কখনা মিত্র বাস-স্টোপেজে নাঁড়িয়ে আছে। বাবরার বাড়ি দেখছে। এমন সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ির মধ্যে অমিতাভ মিত্র। ইশারা করতেই মিস মিত্র গাড়িতে উঠে গেল।

গাড়িতে উঠেই মিস মিত্র অভিযোগের সুরে বলল, 'অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এসব জায়গায় কোন মহিলার পক্ষে বেশীক্ষণ একা নাঁড়ানো—'

কথা শেষ হবার আগেই অমিতাভ বলল, 'আপনার ব্যাগে কি টেপ-রেকর্ডার আছে?'

মিস মিত্র মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ, আছে। কেন?'

অমিতাভ বলল, 'না, এমনি। আপত্তি না থাকলে ওটা আমাকে দিন, যাওয়ার সময় নিয়ে যাবেন।'

মিস মিত্র কিছু না বুকে দিয়ে দিল।

অমিতাভ টেপটা পাশে রেখে বলল, 'হ্যাঁ, এবার বলুন কি বলতে চান।'

মিস মিত্র বলল, 'আমি প্রিয়বন্দার বাড়িতে আজ গিয়েছিলাম। হঠাৎ একটা টেলিফোন পাওয়ার পরই উনি খুব আপসেট হয়ে যান। তার আগে উনি বলেছেন সেদিন বিকেলে ববিবাবু একজন ভঙ্গলোকের সঙ্গে বেরিয়ে যান। ওই ভঙ্গলোক সম্ভবত কশানুবাবু বলেই মনে হয়। তারপর আর ফিরে আসেন নি।'



মিস মিত্র বলল, 'আপনাকে আবার বলছি, ঘটনাটা খুব স্বাভাবিক নয়। ববির মৃত্যুর সঙ্গে প্রিয়বন্দা জড়িত। আর তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে একটা ইনসিওরেন্স এজেন্ট, যার নাম কৃশনা।'

ও. সি. বলল, 'দেখুন ভাই, আমি মেয়েদের খুব শ্রদ্ধা করি। আমার মাকে, ঠাকুমা'কে, আমার দিদিমা'কে যথেষ্ট মান্য করে চলি। কিন্তু কে কি বলল সেটা ঠিকমতো না জেনে আমি তাদের এয়ারেস্ট করতে ছুটব, এতটা বোকা আমি নই।'

মিস মিত্র বলল, 'ঠিক আছে, আপনি অমিত্যভ মল্লিকের সঙ্গে কথা বলুন। ওর স্টেটমেন্ট নিন। ও-ই বলবে রাত ব্যারোটার প্রিয়বন্দা আর কৃশনা গাড়ি নিয়ে বেয়েিয়েছিল আর রাত আড়াইটেয় ফিরেছে। কোথায় গিয়েছিল তারা?'

ও. সি. বিরক্তি প্রকাশ করল, 'জাহান্নামে থাক। একজন আনমার্যেড আর একজন বিধবা, যেখানে খুশী যেতে পারে। শুনুন, আমি রিটার্নসমেন্টের আগে জেনেমনে সাপের লেজে পা দিতে চাই না।'

মিস মিত্র বলল, 'সাপের লেজ মানে?'

ও. সি. বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন, অমিত্যভ ও সৌরী মল্লিকের বাবা আদিনাথ মল্লিক প্রচণ্ড ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক। সি. এম.-এর ঘরে যান। একটা ফোন করলেই সাঙ্গপেঙ হয়ে যাব। সত্যি কথা বলতে কি, আমি রোজই প্রার্থনা করি আমি রিটার্নস হয়ে গেলে যেন আমার এই এলাকায় খুন-জখম বেড়ে যায়।'

মিস মিত্র বলল, 'তার মানে আপনি জেনেমনে বসে থাকবেন চুপ করে। ঠিক আছে, আমি আমার রিপোর্টে একথাটাও লিখব।'

ও. সি. চমকে উঠল, 'সর্বনাশ! আপনি তো দেখছি সাংঘাতিক মহিলা!'

মিস মিত্র বলল, 'আহলে অমিত্যভের স্টেটমেন্ট নিন। ওকে এখানে ডেকে পাঠান।'

ও. সি. অনিচ্ছাস্বপ্নেও বলল, 'বেশ! কিন্তু এইসময় জরুরি কাছে না থাকতে ওর ওপার মনে মনে রাগ দেখান। তারপর অমিত্যভকে ফোন করবার জন্যে রিসিভার তুলল, 'হ্যালো! আমি লোকাল থানার ও. সি. কথা বলছি। অমিত্যভ মল্লিক আছেন? ও, কথা বলছেন? আপনি একটু থানায় আসতে পারবেন এখন? কি বলছেন? না, আসলে ববির খুনের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই। কে? ও আপনি অমিত্যভ মল্লিক নন? আদিনাথ মল্লিক? সরি স্যার, বুঝতে পারিনি। হ্যালো, হ্যালো।' আর ফোন কথা হয় না। রিসিভারটা রেখে দিল।'

হঠাৎ ও. সি.-র মুখের চেহারা কেমন যেন পালটে গেল। মিস মিত্রের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'দিলেন তো ব্যারোটা বাড়িয়ে।'

মিস মিত্র বলল, 'আমি ব্যারোটা বাজালাম? কি যা-তা বলছেন!'

ও. সি. বলল, 'নয়তো কি? ফোন না করলে ঝামেলাটা হত না। সাতকং বাঘের হাতে পড়লাম। ফোনটা ধরেছিলেন স্বয়ং আদিনাথ মল্লিক। আমাকেই ওঁর বাড়িতে যেতে বললেন।'

মিস মিত্র আশ্চর্য হয়ে গেল, 'আমি বুঝতে পারছি না, আপনি একজন পুলিশ অফিসার হয়ে ওঁকে খানায় ডেকে পাঠাতে পারলেন না!'

ও. সি. মুচকি হাসল, 'সব জীবনটা খুব করেছেন ম্যাডাম। বয়স বাড়লে দেখবেন অনেক

কিছু করতে চাইলেও করা যায় না। আচ্ছা আমি চলি।'

মিস মিত্র বলল, 'আমিও আপনার সঙ্গে যাব। কারণ আপনি আমার কাছ থেকে সূত্রটা পেয়েছেন। তাই আমি সঙ্গে থাকলে আপনাকে সাহায্য করতে পারব।'

ও. সি. বলল, 'ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। ঠিক আছে, চলুন।'

আদিনাথ তখন নীলার সঙ্গে আলোচনায় বাস্তব। একসময় আদিনাথ বললেন, 'সে কোথায়?'

নীলা বলল, 'ঘুমোচ্ছে।'

আদিনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ভাল। এখন অফিস নেই, নিয়মশৃঙ্খলাও নেই।'

নীলা একটু ধেমেে বলল, 'বাবা, একটা কথা বলব? অনেকদিন এক নাগাড়ে কলকাতা'য় আছেন, আমার মনে হয় কিছুদিনের জন্যে বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসুন।'

নীলার কথা শুনে আদিনাথ বললেন, 'জায়গা পরিবর্তন করলেই কি সমস্যাগুলো চলে যাবে? তা কখনো যায়? এর মধ্যে তো আর এক উৎপাত শুরু হয়েছে!'

নীলা সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল, 'কি সেটা?'

উত্তর দেবার আগেই বয়োরা ঘরে ঢুকল। বলল, 'থানার ও. সি. আর এক মহিলা এসেছেন।'

আদিনাথ বললেন, 'ওদের আসতে বল।' নীলা চলে যেতে চাইলে আদিনাথ বললেন, 'তুমি ওখানে বসো।'

ও. সি. ঘরে ঢুকেই বলল, 'নমস্কার স্যার। নিতান্ত বাধ্য হয়ে আপনাকে বিরক্ত করছি। সত্যিই আমি খুব দুঃখিত এর জন্যে।'

আদিনাথ মহিলাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি?'

'মিস মিত্র নিজেই উত্তরটা দিল, 'আমি 'সূত্রভাত' কাগজের একজন রিপোর্টার। আমার নাম করনা মিত্র।'

আদিনাথ বললেন, 'ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত লাগছে। পুলিশের সঙ্গে ববরের কাগজের সম্পর্ক মধুর বলে কখনো শুনিনি।'

মিস মিত্র হেসে ফেলল, 'না, উনি আপনার কাছে আসছেন শুনে ভাবলাম আমারও কিছু জিজ্ঞাসা ছিল, তাই সূযোগটা ছাড়লাম না।'

আদিনাথ এবার বললেন, 'কিন্তু আমি এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলি না যে। হ্যাঁ, আপনি বলুন অফিসার।'

ও. সি. তখন বলল, 'স্যার, ববি নামে একটা লোক কিছুদিন আগে খুন হয়েছে। আমার তদন্ত করছি। ইনি ওঁর কাগজের জন্যে একটা রিপোর্ট লিখছেন। তা আচ্ছ হঠাৎ উনি বললেন আপনার থেকে অমিত্যভ মল্লিক নামে একটা স্টেটমেন্ট দিতে পারেন, যা পেলে খুনীকে ধরা সহজ হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে মিস মিত্র ও.সি.-র মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, অমিত্যভ আমাকে বলেছেন।'

আদিনাথ হাত তুলে মিস মিত্রকে থামিয়ে বললেন, 'আমি আপনার কাছে স্ল্যারিফিকেশন

চাইনি। অফিসার, আপনার ধারণা এই বুনের ব্যাপারটা অমিতাভ জানে ?  
ও. সি. বলল, 'আজ্ঞে, ইনি সেটাই বলছেন।'  
'তাহলে ওঁর কথার ওপর নির্ভর করে আপনি এখানে এসেছেন ?'—আদিনাথ জানতে চাইলেন।

ও. সি. স্বীকার করতেই আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও, তাহলে আপনি নিজে নিশ্চিত নন ?'

ও. সি. বলল, 'না স্যার, সেটা নিশ্চিত হতেই আসা। এই খবরের কাগজের লোকদের তো আপনি জানেন স্যার। দু'কলম লিখে দিলেই হল।'

আদিনাথ এবার মিস মিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি বলুন।'

মিস মিত্র ঘটনাটা গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করল, 'অমিতাভবাবু বলেছেন তিনি রাত ব্যারোটোর সময় প্রিয়বন্দার বাড়ির সামনে গিয়ে দেখেন সে আর কশানু গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রিয়বন্দা হ'ল মৃত ববির স্ত্রী। আর কশানুকে তো আপনি জানেন।'

আদিনাথ বললেন, 'তারপর কি হল ?'

মিস মিত্র বলে গেল, 'সেখান থেকে অমিতাভবাবু কশানুর বাড়ি যান। কশানু বাড়ি ফেরে রাত আড়াইটে নাগাদ।'

আদিনাথের কেমন সন্দেহ হ'ল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসব কথা আপনাকে অমিতাভ বলেছে ?'

মিস মিত্র বলল, 'হ্যাঁ। আমি ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম অত রাতে উনি কেন কশানুর বাড়ি গিয়েছিলেন ? জবাবে উনি বলেন, আপনার নাকি কোন ইনভেস্টিগেট-এর কাগজপত্র কশানুর কাছে ছিল, সেগুলো নেবার জন্যে উনি গেছিলেন। আচ্ছা আপনি ব্যাপারটা জানেন ?'

আদিনাথ বললেন, 'আমার ছেলে যখন গিয়েছে তখন আমার জানা উচিত।' নীলাকে বললেন, 'বউমা, ওকে বল এরা কথা বলতে চায়, এখানেই যেন আসে।'

নীলা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

মিস মিত্র আবার শুরু করল, 'আপনার মেয়ে গৌরী মল্লিক ববির বন্ধু ছিল। সে একা থাকে। আপনি কি ওকে সমর্থন করেন ?'

আদিনাথ বললেন, 'আমার পারিবারিক ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে চাই না।'

মিস মিত্র বলল, 'আমি বুঝতে পারছি, যে কোন বাবার মতো আপনি ছেলেমেয়েদের আড়াল করতে চাইছেন।'

আদিনাথ স্পষ্ট জবাব দিলেন, 'আপনি কি বুঝছেন তা নিয়ে আমি আদৌ মাথা ঘামাতে চাই না।'

এই সময় অমিতাভ ঘরে ঢুকল। আদিনাথকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ?'

আদিনাথ উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি অমিতাভ মল্লিক। আর ইনি লোকাল থানার ও. সি.।'

ও. সি. নমস্কার জানিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, শুনলাম আপনি প্রিয়বন্দা দেখতে চান ?'

অমিতাভ অবাধ চোখে তাকাল, 'কোন প্রিয়বন্দা ?'

'অভিনেত্রী প্রিয়বন্দা, আপনার বোনের বন্ধু।' ও.সি. মনে করিয়ে দিল।

অমিতাভ বলল, 'ও, হ্যাঁ চিনি।'

ও. সি. বলল, 'ওঁর স্বামী ববি যে রাতে খুন হয়েছিলেন, সেই রাতে কি আপনি ওদের বাড়িতে গিয়েছিলেন ? খবর এই ব্যারোটো নাগাদ।'

অমিতাভ অস্বীকার করল, 'আমি ? কি যা-তা বলছেন ! অত রাতে ওর বাড়িতে আমি কেন যাব ?'

মিস মিত্র তাজব বনে গেল, 'সে কি মিঃ মল্লিক ! আপনার বোনের সামনে আপনি একথা বলেন নি ?'

অমিতাভ হঠাৎ বলল, 'আরে, আপনি তো সেই রিপোর্টার !'

মিস মিত্র বলল, 'আপনি তো আমাকে চেনেন।'

অমিতাভ বলল, 'খুব অদ্ভুত লাগছে। শুনছি আপনারা দিনকে রাত করে দেন খুব সহজেই। আজ তার প্রমাণ পেলাম। না অফিসার, আমি কখনোই ওই বাড়ির ভেতরে যাইনি, রাত ব্যারোটো তো ব্যারের কথা !'

মিস মিত্র বলল, 'আপনি বলেছিলেন এ বাড়ি থেকে একটা গাড়িতে প্রিয়বন্দা কশানুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল দেখে আপনি রাত আড়াইটে পর্যন্ত কশানুর বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন। এটাও কি আপনি অস্বীকার করছেন ?'

অমিতাভ সরাসরি উত্তর না দিয়ে অফিসারকে বলল, 'দয়া করে এই ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন অপরিচিত মানুষ যদি কারো বাড়িতে গিয়ে রাত আড়াইটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায়, তাহলে সেই বাড়ির লোক তাকে এ্যালাও করবে ?'

মিস মিত্র বলল, 'তা কেন আপনি তো বাড়ির বাইরেও অপেক্ষা করতে পারেন !'

অমিতাভ বলল, 'সেটাও আপনার কল্পনা। আমি এতবড় একটা কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর হয়ে রাত আড়াইটে পর্যন্ত একটা ইনসিওরেন্স এজেন্ট-এর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকব কিংসের সোভে ? বলুন ?'

মিস মিত্র বলল, 'কেন, আপনার বাবার ইনভেস্টিগেট-এর কাগজপত্রের জন্য !'

অমিতাভ কঁধ নাচিয়ে বলল, 'ওটা আমি একটা পিণ্ডন পাঠিয়ে আনাতে পারতাম। তাছাড়া ওঁর ইনভেস্টিগেট-এর কাগজে আমার ইন্টারেস্ট থাকার কথা নয়। ওটা উনিই হ্যান্ডেল করতে পারেন।'

ওদের আলোচনা শুনে অফিসার অবাধ হয়ে বলল, 'কিরকম একটা ফলস পজিশনে আপনি আমাকে ফেল দিলেন বলুন তো ম্যাডাম ! ছিঃ ছিঃ ! মিঃ মল্লিক, এর কথার ওপর বিশ্বাস করে এখানে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে খুবই লজ্জিত।'

অমিতাভ একটু খুশী হয়ে বলল, 'ওয়েল, তাহলে আমি এবার যেতে পারি ?'

মিস মিত্র বলল, 'মিঃ মল্লিক, আপনি আমাকে ঘটনাটা বলেছিলেন। এখন অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু কশানুবাড়কে আমার সরল মানুষ বলে মনে হয়েছে। তিনি কি...'

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে অফিসারকে বলল, 'একটু গড়ান। কশানুবাড়কে ইনি সরল বললেন, আবার আমার নামে গল্প বানিয়ে বলছেন, কশানু এবং প্রিয়বন্দা বরিক খুন করেছে। আপনি বলুন স্যার, কোন সরল মানুষ কি খুন করতে পারে ?'

ও. সি. ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'সমস্ত ঘটনাটা আপনি একেবারে কাঠালের আমসব্ব বানিয়ে ফেললেন ম্যাডাম !'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আদিনাথ বললেন, 'অফিসার, বেশ বুঝতে পারছি আপনার সামনে এখন কোন প্রমোশন নেই।'

ও. সি. মুহূর্তে চমকে উঠল, 'কি রকম?'

আদিনাথ বললেন, 'এতক্ষণ এখানে যেসব কথা হল, তাতে কেউ একবারও বলেনি কৃশানু এবং শ্রিয়ংবদা বথিকে হত্যা করেছে।'

ও. সি. স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, বলেনি।'

আদিনাথ বললেন, 'অথচ অমিতাভ বলল, কিন্তু আপনি সেটা শুনতে পেলেন না।'

ও. সি. সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ অমিতাভবাবু, আমরা তো বলিনি ওরা খুন করেছে, তাহলে আপনার কি করে মনে হল আমরা বলেছি?'

অমিতাভ বলল, 'খুব সোজা ব্যাপার। আমার মুখে কথা বসিয়ে উনি ওটাই বলতে চাইছেন, এটা বোঝার মত বুদ্ধি আমার আছে বলে আমি আপনাদের সিদ্ধান্তটা জনিয়েছিলাম।'

এবার মিস মিত্র উঠে দাঁড়িয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'আমি কিন্তু প্রমাণ করব আপনি মিথ্যেবাদী!'

অমিতাভ বলল, 'ইউ আর ওয়েলকাম। আমি এখন যেতে পারি?'

আদিনাথ বললেন, 'না। অফিসার, ববি কবে খুন হয়েছিল?'

ও. সি. একটু চিন্তা করে বলল, 'গত শুরুর।'

আদিনাথ এবার অমিতাভকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গত শুরুর তুমি কখন বাড়িতে ফিরেছিলে?'

অমিতাভ বলল, 'আমার মনে নেই।'

আদিনাথ বললেন, 'কিন্তু আমার আছে। আমি সেদিন মনিংওয়াকে বেহুবার কিছুক্ষণ আগে তুমি ফিরেছিলে। সেদিনও তুমি একটা ফুলগাছের টব যে ডেসেছিলে গাড়ি পার্ক করতে গিয়ে, সেটা এখনও বেশ মনে আছে। যাকগে, ববি লোকটা শুনছি এ্যান্ডিসেসালি ছিল। তোমার বোন তার বাচ্ছরী এটা ডাবতেও খারাপ লাগে। তা তোমার কি মনে হয়, কে তাকে খুন করতে পারে?'

অমিতাভ বলল, 'কি আশ্চর্য, আমি যে ব্যাপারে কিছুই জানি না সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে পছন্দ করি না। আর এটা তো ঠিক, খুনীকে ধরা পুলিশের কাজ।'

আদিনাথ বললেন, 'সেটা ঠিক। কিন্তু জনসাধারণ যদি পুলিশকে সাহায্য না করে, তাহলে পুলিশ কি করবে?'

অমিতাভ খোখাতে চেষ্টা করল, দেখুন ববি গৌরীকে মারধোর করে কৃশানুর ব্যাগ নিয়ে চলে এসেছিল, কৃশানু গিয়েছিল ব্যাগের সম্বন্ধে ববির বাড়িতে। ববি আর কৃশানু একসঙ্গে বেরিয়ে যায়। এটা অবশ্য আমিও শুনছি। তারপর থেকে ববি মিসিং। পরে ওর ডেভভডি পাওয়া গেল। এখন কণা হচ্ছে, ববি কোথায় যেতে পারে? হয়তো এ ক্ষমা চাইতে গৌরীর ফ্রাট-এ গিয়েছিল, কৃশানু সঙ্গে ছিল।'

আদিনাথ বললেন, 'ওখানে সে নাও যেতে পারে।'

অমিতাভ কথাটাকে সমর্থন করে বলল, 'সেটাও অবশ্য হ'তে পারে। তবে আমার মনে হচ্ছে শ্রিয়ংবদা জানে ববির খুনি কে?'

আদিনাথ হঠাৎ বললেন, 'কেন, তোমার মনে হচ্ছে কেন?'

অমিতাভকে কিছু-কিন্তু করতে দেখে ও. সি. বলল, 'আপনি খোলাখুলি বলতে পারেন।' অমিতাভ বলল, 'আসলে শ্রী হিসেবে শ্রিয়ংবদার জানা উচিত, ববির ওপর অসত্বুট কে কে ছিল। আমার মনে হয় তাদেরই কেউ নিশ্চয়ই খুন করেছে।'

ও. সি. মাথা নেড়ে বলল, 'কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারলাম না অমিতাভবাবু, কারণ উনি সেটা নাও জানতে পারেন।' এরপর উঠে দাঁড়িয়ে আদিনাথকে বলল, 'আচ্ছা মিঃ মল্লিক, আপনি কিছু মনে করবেন না, অনেকটা সময় আপনার নষ্ট করলাম—ভেরি সারি।'

মিস মিত্রও উঠে দাঁড়াতে আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা ম্যাডাম, আপনার নামটা?'

মিস মিত্র জ্ঞানাল, 'কল্পনা মিত্র।'

'কোন কাগজ?'

'সুপ্রভাত।'

আদিনাথ একটু ভেবে বললেন, 'ও, বরেন ঘোষের কাগজ। বরেনকে বলতে হবে তোমার কাগজের রিপোর্টার এমন নির্বোধ যে টেপেরেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে বের হয় না।'

মিস মিত্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'মিঃ মল্লিক, টেপ রেকর্ডার আমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু অমিতাভবাবু সেটা জ্ঞানাই আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। আমি স্বীকার করছি বোকামি করেছি।'

হঠাৎ আদিনাথের দি মনে হতে বললেন, 'কল্পনা, তুমি আমার মেয়ের মত। এখানে এসে তুমি আমাকে বলেছিলে আমি যে কোন বাবার মত সন্তানদের আড়াল করছি। সেটাই তো করা উচিত। কিন্তু সেই আড়াল ছিড়ে তারা যখন বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন কি হয়?'

কল্পনা বলল, 'আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, মিঃ মল্লিক।'

আদিনাথ বললেন, 'তুমি বলছ অমিতাভ তোমার সঙ্গে কথা বলেছে?'

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, 'একদম বাজে কথা।'

আদিনাথ বললেন, 'ও তো অস্বীকার করছে। আচ্ছা, তুমি কি যতীন দাস রোডের বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিলে?'

কল্পনা স্বীকার করল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?'

আদিনাথ বললেন, 'প্রশ্নটা কিন্তু আমি তোমাকে করেছি। তুমি কি ওখান থেকেই অমিতাভর গাড়িতে উঠেছিলে?'

কল্পনা বলল, 'হ্যাঁ।'

আদিনাথ বললেন, 'সেসময় অমিতাভর পাশে কি গৌরী বসেছিল?'

কল্পনা স্বীকার করল।

'এরপর কথাবার্তা শেষ করে তুমি মেনকা সিনেমার একটু পরে গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলে!—আদিনাথ ঘটনাটা সত্যি কিনা যাচাই করে নিলেন।'

কল্পনা এবারেও অস্বীকার করল না।

আদিনাথ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর কথাবার্তা—শেষে দু'রে একটা ট্যাক্সি দেখে ডাকতেই ট্যাক্সি দ্রুত বেরিয়ে গেল!'

কল্পনা বলল, 'হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলাম ট্যাক্সিটা খালি। পরে বুকলাম পেছনে প্যাসেঞ্জার ছিল।'

আদিনাথ বললেন, 'ঠিকই বুঝেছ।'

হঠাৎ ও. সি. বলল, 'স্যার, আপনি এসব কথা কি করে জানতে পারলেন?'

এবার আদিনাথ অমিতাভকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই ঘটনা ঘটার আগে তুমি এবং তোমার বোন কোথায় গিয়েছিলে?'

অমিতাভর ভুলু দুটো কুঁচকে উঠল, 'কি বলছেন আপনি আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

আদিনাথ এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে বললেন, 'লেট মি হেল্প ইউ! তোমরা পার্ক সার্কাসের কাছে সার্কাস রেক্সের একটা বাড়িতে গিয়েছিলে, তাই তো? সেখানে কানে দুলওয়ালী একটা লোক কি ছিল?'

এবার অমিতাভ রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাদের বাবা বলে ফ্রেইম করুন, ওই ভদ্রমহিলার মিথ্যা গল্পের সমর্থনে আপনিও গল্প তৈরী করছেন। আপনার শ্রমের উত্তর দেবার প্রবৃত্তি আমার নেই।'

আদিনাথ কল্পনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে কথাটা এখন উইথড্র করা উচিত তোমার কারণ আমি নিশ্চয়ই অন্যান্য বাবার মত আচরণ করছি না—তাই না?'

কল্পনা একবার কোন উত্তর দিতে পারল না।

২১

প্রিয়বন্দা তার নিজের ফ্ল্যাট-এ বিশ্রাম নিচ্ছিল। রাত্রি একটু বেশী হয়েছে। এমন সময় কলিংবেলটা বাজল।

প্রিয়বন্দা দরজা খুলে দেখল মঞ্জুল দাঁড়িয়ে হাসছে।

প্রিয়বন্দা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

মঞ্জুল একটা ডিক্টোফোন বের করে বোতাম টিপল।

ডিক্টোফোনে কথা শোনা গেল—'ওর নাম মঞ্জুল। আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছে।'

না, ভয় পাবেন না, মঞ্জুল এর আগেও আপনার ফ্ল্যাট-এ এসেছে। ওকে ভেতরে ঢুকতে দিলে আপনি উপকৃত হবেন।'

প্রিয়বন্দা বলল, 'তার মানে?'

ডিক্টোফোন বলল, 'ওহো, আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি, বেচারী মঞ্জুল কথা বলতে পারে না—সেইজন্যে এই মাধ্যমের সাহায্য নিতে হয়েছে। হ্যাঁ, মঞ্জুল তুমি ভেতরে যাও, দরজাটা বন্ধ কর।'

মঞ্জুল ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ডিক্টোফোন আবার বলল, 'প্রিয়বন্দা, আপনি পুলিশকে সত্ৰি বোকা বানিয়েছেন। বাইপাসে জোড়া খুন—চমৎকার! এর ফলে আর একটা খুনের আসামীরা আড়ালে চলে যেতে পারল। কিন্তু যদি যে বাইপাসে খুন হয়নি তা আপনি জানেন। আশ্চর্য মঞ্জুল দেখিয়ে দিচ্ছে যদি কি করে খুন হয়েছিল?'

ডিক্টোফোনে কথা বলা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুল এগিয়ে গিয়ে প্রিয়বন্দাকে ইশারায় ডাকল। ভেতরে ঢুকে বাথরুমের সামনে গাঁড়াল। তারপর রিভলভার চালানোর ভঙ্গী করে নিজেরই বাথরুমের মেঝেতে পড়ে গেল। সেই অবস্থাতেই আবার ডিক্টোফোনের বোতাম টিপে দিল।

ডিক্টোফোন থেকে কথা শুনু হল, 'ববির মৃতদেহ এইভাবে বাথরুমে পড়ে থাকার কথা।'

২২

P.P.C

আমরা কিন্তু ভেবেছিলাম আপনি সেই দৃশ্য দেখে পুলিশকে ফোন করবেন। তারা এসে আপনার স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে যাবে। অথচ আপনি পুলিশকে খবর দিলেন না, ডেডবডি পাওয়া গেল বাইপাসে।'

হঠাৎ প্রিয়বন্দা চিৎকার করে উঠল, 'আপনি—আপনারা কে? কি চান?'

মঞ্জুল কাঁধ মাটিয়ে ওপরে আঙুল তুলে কিছু একে বোঝাতে চাইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে আবার ডিক্টোফোন চালু করল।

ডিক্টোফোনের শব্দ ভেঙ্গে এল, 'ববিকে খুন করার পর বেবুতে গিয়ে বেচারী মঞ্জুল দরজায় একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল। লোকটা বোধহয় মঞ্জুলের মুখ দেখে থাকবে। কিন্তু পিছু ধাওয়া করেনি। এখন বুঝতে পারছি ওই লোকটার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপনি ডেডবডি সরিয়েছেন। কিন্তু আপনার গাড়িটার নম্বার যে আমার লোকজন দেখে ফেলেছিল, ম্যাডাম। যাকগে, আমি মুখ বন্ধ করে থাকতে ভালবাসি। কিন্তু মুখে কিছু না দিলে মুখ বন্ধ হবে কি করে? শুনুন, আপাতত পন্থাশ হাজার টাকা চাই। ছদ্মদিন সময় দিলাম, টাকাটা বেগাড়া করে ফেলুন। আপনার মত সুন্দরী মহিলার পক্ষে ওটা এমন কিছুই নয়। মঞ্জুল এবারে চলে যাচ্ছে। ওই কথা রইল।'

২৩

অমিতাভ ঘরে ঢুকে দেখল নীলা টেলিফোনটা রেখে দিচ্ছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, কাকে ফোন করছিলে?'

নীলা ফোনে হাত রেখেই বলল, 'তার কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে নাকি?'

অমিতাভ বলল, 'আরে তুমি অত রেগে যাচ্ছে কেন? তোমার কাছে আমি কৈফিয়ৎ চাইছি না। হঠাৎ তুমি কেমন বদলে গেছ নীলা।'

নীলা অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বদলে আমি গিয়েছি? নিজের দিকে তাকাও—কোথায় নেমে গেছ তুমি!'

অমিতাভ হেসে বলল, 'তুমি ভুল করছ নীলা, আমি নদীর মত সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছি।'

নীলা বলল, 'তোমার সমুদ্র কি তা জানি না, কিন্তু ভয় হচ্ছে তার আগেই বাশ্প হয়ে যাও।'

'কি বলতে চাইছ?'

'তুমি আর তোমার বোন যেভাবে এগোচ্ছ তাতে এই সংসার ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাচ্ছে। ওই বুড়ো লোকটাকে একটু শাস্তি দিতে পার না তোমার?'

অমিতাভ হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল, 'না। মায়ের মৃত্যুর জন্যে যে দারী তাকে কোন সহানুভূতি জানাতে আমি পারব না। নেভার।'

নীলা বলল, 'তাই নাকি? শুনিয়েছি মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তুমি বলেছিলে, বাঁচা গেল।'

অমিতাভ চেঁচিয়ে উঠল, 'কে বলেছে? গৌরী?'

নীলা বলল, 'জানোই তো।'

অমিতাভ বোঝাল, 'তুমি গৌরীর কথা বিশ্বাস করছ? তুমি তোমাকে একটা কথা বলি, গৌরী সম্পর্কে একটু সাবধানে থেকো।'

১৭৯

নীলা অবাধ চোখে জাকাল, 'সে কি, এই তো দেখলাম ভাইবোনে বুঝ ভাব! তা হঠাৎ সাবানাম করে দিচ্ছ যে!'

অমিতাভ বলল, 'সে তোমাকে বলা যাবে না। ওই ববির সঙ্গে মিশে আন্ডার-ওয়ার্ডের লোকজনের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়ে গিয়েছে। এর ফলে নিজের বিপদ ও নিজের ডেকে আনছে।'

নীলা শূনে বলল, 'অথচ সেই আন্ডার-ওয়ার্ডের লোকের কাছেই তো তুমি ছুটেছিলে ওর সঙ্গে!'

অমিতাভ বলল, 'না গেলে তো বৃহত্তই পারতাম না ববির মৃত্যুর পেছনে সৌরীর হাত আছে!'

নীলা চিৎকার করে উঠল, 'কি বলছ তুমি?'

অমিতাভ নীলার কাঁধ দুটো ধরে বলল, 'ঠেঁচিও না। তুমি আমার স্ত্রী—এসময় তোমার সাহায্য আমার দরকার। আজ সৌরী ববিকে সরিয়েছে, কাল তোমার ঋশুরমশাইকে সরাবে এবং পরশু সে আমাকেও যে সরাবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ঠিক আছে, এখন আমি চলি।'

অমিতাভ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নীলা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এমন সময় আদিনাথ ঘরে ঢোকেন।

নীলাকে ওই ভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বউমা, তোমার কি হয়েছে?'

নীলা চমকে মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলে, 'এঁা, না কিছু নয়। আপনি বসুন।'

আদিনাথ বললেন, 'শোন বউমা, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যা ঘটে চলেছে তারপর আর আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। এবার মুক্তি চাই।'

নীলা দাঁড়িয়ে উঠল, 'কি বলছেন আপনি, মুক্তি?'

আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, মুক্তি। তুমি আর অণুণ মিলে যদি ব্যবসাসটা চালাতে পারো তো চলিও। আমি এসব ছেড়ে বাকী জীবনটা একা থাকতে চাই।'

নীলা জানতে চাইল, 'কিছু কেন?'

আদিনাথ বললেন, 'আমি এসব আর সহ্য করতে পারছি না। তাছাড়া এখন আমি নিজের ছেলেমেয়েকে ভয় পাচ্ছি। ওরা আমাকে খুন করলে অবাধ হলো না।'

'বা-বা! নীলা চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, বউমা। এ আমার পাপ—প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে।'

'কিন্তু আপনি চলে গেলে ওদের আর থামানো যাবে না।'

আদিনাথ বদলেন, 'কেন? একথা তুমি হঠাৎ বলছ কেন?'

নীলা একটু খেমে বলল, 'বাবা, সৌরী মনে হয় উন্মাদক অন্যায় করে ফেলেছে।'

আদিনাথ বললেন, 'অন্যায় আর কি, আমাকে ওর মায়ের খুশী বলে প্রচার করছে তো? করুক।'

নীলা বলল, 'না, তা নয়। আমি বলতে পারছি না। আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন।'

আদিনাথ বললেন, 'তুমি কোন প্রসঙ্গে কথা বলতে বলছ?'

নীলার যদিও বলতে কষ্ট হচ্ছিল, তবুও সাহস করে বলল, 'ববির শূনের সঙ্গে নাকি সৌরীও জড়িয়ে আছে।'

কথাটা শূনেই আদিনাথ একবার নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নিচু করলেন।

আদিনাথের মানসিক অবস্থাটা অনুমান করে নীলা বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না কথাটা, কিন্তু আপনার ছেলে আজই কথাটা বলল।'

আদিনাথ মাথা নিচু করেই বললেন, 'এখন বুঝতে পারছি সেইজন্যই সে শ্রিয়ংবদাকে বাঁচাতে চাইছে। ঠিক আছে বউমা, আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আদিনাথ।

॥ ৩১ ॥

সেদিন বিশেষ কাজে গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তায় মঞ্জুলকে দেখেই গাড়িটা একেবারে ওর পাশে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো অমিতাভ।

অমিতাভকে দেখেই মঞ্জুল কেমন যেন একটু সন্দেহ প্রকাশ করল।

অমিতাভ বলল, 'এসো, উঠে এসো।'

কিন্তু মঞ্জুল যে ওর গাড়িতে উঠতে রাজী নয় সেটা মাথা নেড়ে জানাল।

অমিতাভ বলল, 'আরে আমি রাজেশ ভাই-এর কাছে যাচ্ছি, তোমার কোন ভয় নেই, উঠে এসো।'

এবারে মঞ্জুল কি ভেবে গাড়িতে উঠতেই অমিতাভ গাড়িতে স্টার্ট দিল।

কিছুটা পথ যেতেই অমিতাভই প্রথমে কথা বলল, 'এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে? ওহো, তুমি তো আবার কথা বলতে পার না! তা মঞ্জুল, তুমি তো আমার বোনকে কেন?'

মঞ্জুল চেনে সেটা মাথা নেড়ে জানাল।

এবার অমিতাভ পকেট থেকে সিগারেট বের করে মঞ্জুলকে বলে, 'নাও!'

মঞ্জুল একটু ইতস্তত করে সিগারেট নিল।

গাড়ি আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে অমিতাভ বলল, 'তোমার রিভলভারের হাত শূনেছি খুবই ভাল।'

মঞ্জুল নিজের মনে সিগারেটে টান দেয়।

এরপর হঠাৎ অমিতাভ বলে, 'দেখছি তোমার কানে দুল নেই, অথচ ফুটা আছে। ববির মাড়ার কেনে এই দুলটার জন্মে তুমি ধরা পড়ে যেতে পারো।'

মঞ্জুল মুখ টিপে হেসে কাঁধ নাচায়।

অমিতাভ বলল, 'আমি জানি তুমি কোন পরোয়া করো না। কিন্তু তুমি ধরা পড়লে আমার বোনটা যে ফেসে যাবে।'

মঞ্জুল ইশারায় হাত নেড়ে জানাল, 'তার সম্ভাবনা নেই।'

অমিতাভ একটু অবাধ হয়ে যায়। বলে, 'কেন? রাজেশ ভাই বাঁচাবে?'

মঞ্জুল এবারও নিঃশব্দে হ্যাঁ বলে।

হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে অমিতাভ বলে, 'ঠিক আছে, তুমি নেমে যাও মঞ্জুল।'

মঞ্জুল অবাধ হয়ে অমিতাভের দিকে তাকিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

শ্রিয়ংবদার টেলিফোন পেয়ে সৌরী একটু বেশী রাতে শ্রিয়ংবদার ফ্ল্যাট-এ এসে সব শূনে

বলল, 'ও, তাহলে তুই এইজন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিস ?'  
প্রিয়ংবদা বলল, 'হ্যাঁ। আমার পণ্যশ হাজার টাকা দরকার।'  
গৌরী চোঁড়িয়ে উঠল, 'অসম্ভব। বাবার সঙ্গে আমার এখন গোলমাল চলছে, টাকা পাওয়ার

কোন চান্সই নেই। তাছাড়া থাকলেও আমি তোকে দেব কেন ?'  
প্রিয়ংবদা অনুরোধ করল, 'গৌরী বিশ্বাস কর, আমি খুব বিপদে পড়ছি।'  
গৌরী বলল, 'পড়ার আগে তো আমাকে জানাস নি। আমি এখন চললাম।'  
'না দাঁড়া,—প্রিয়ংবদা ওর সামনে গিয়ে বাধা দিল।

গৌরী খোঁসে গিয়ে বলল, 'কোন লাভ হবে না প্রিয়ংবদা'। তুই বরং তোর প্রেমিক কৃশানুকে  
বল, সে তোকে নিশ্চয়ই কাঁচাবে।'  
প্রিয়ংবদা বলল, 'কিন্তু কৃশানুর অবস্থা তো তুই জানিস !'  
গৌরী বলল, 'সেকি, তার প্রভু শ্রীযুত আদিনাথ মল্লিকের কাছ থেকে এনে দেবে। তিনি

ওকে খুব গ্লের করেন !'  
প্রিয়ংবদা বলল, 'তাহলে আমাকে আদিনাথের কাছে যেতে হবে ?'  
গৌরী চমকে উঠল, 'তুই ? তুই যাবি ?'  
প্রিয়ংবদা বলল, 'হ্যাঁ, আমিই যাব।'

গৌরী মাথা নেড়ে জানাল, 'তুই গেলে কোন লাভ হবে না, তোকে চেনেই না।'  
প্রিয়ংবদা বলল, 'লাভ হবে যখন উনি জানবেন তাঁর ছেলেরমেয়ে ইনভেস্টমেন্ট-এর টাকা  
কিভাবে হাতাতে চেয়েছিল, সেটা আমি জানি।'  
গৌরী হাঃহঃ করে হেসে উঠল, 'ওটা পুরনো হয়ে গেছে ওঁর কাছে। বড়ো শেয়ারের

চেয়ে উনি ধূর্ত। শোন, এইভাবে তুই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিস না। পুলিশ কিন্তু তোর  
ওপরে নজর রাখে। আজ না হলেও যে কোন দিন বহিষ্কৃত খুনের অভিযোগে তোকে ধরবেই।  
আমি কিন্তু এ ব্যাপারে নিজেই জড়াতে চাই না।'  
পুলিসের নাম শুনে প্রিয়ংবদা চমকে গৌরীর দিকে তাকিয়ে রইল।

গৌরী বলল, 'হ্যাঁ, দাদা তোর বিরুদ্ধে স্টেটসমেন্ট দিচ্ছে। তোকে কৃশানুর সঙ্গে মাঝরাতে  
বেরুতে দেখেছে।' হঠাৎ কলিবেলটা বাজতেই প্রিয়ংবদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে ?'  
প্রিয়ংবদা বলল, 'আমি কি করে জানব ?' তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই সাংবাদিক  
কন্ননা মিত্র ঘরে ঢুকল।

গৌরীকে দেখেই বলল, 'আরে, আপনিও এখানে আছেন। তা ভালই হল। একটু বিস্রত  
করছি।'  
গৌরী বলল, 'আমি চললাম, প্রিয়ংবদা।'  
'দাঁড়ান।' গৌরীকে থামিয়ে দিয়ে মিস মিত্র বলল, 'প্রিয়ংবদা, আপনাকে অভিনন্দন

জানাতে এসেছি।'  
গৌরী বলল, 'অভিনন্দন ? হঠাৎ ?'  
মিস মিত্র বলল, 'হ্যাঁ, অমিতাভবাবু পুলিশকে বলেছেন ববির খুনের দিন তিনি এ বাড়িতে  
আসেন নি। তাই প্রিয়ংবদাকে মাঝরাতে গাড়ি চালিয়ে বাইরে যেতে দোষার প্রসঙ্গ ওঠে না।  
অমিতাভবাবু ছাড়া আর কোন সাক্ষী ছিল না, তাই প্রিয়ংবদাকে কাঠগড়ায় উঠতে হচ্ছে না,  
এই কারণেই অভিনন্দন।'

গৌরী অবাক হয়ে বলল, 'দাদা পুলিশকে এই স্টেটসমেন্ট দিয়েছে ?'  
মিস মিত্র বলল, 'হ্যাঁ, আপনার বাবার সামনে উনি বলেছেন কথাগুলো।'  
গৌরী অস্বীকার করল, 'ইমপসিবল।'  
মিস মিত্র বলল, 'ঐ শব্দটা শুধু মুখদের বিশ্বাস থাকে গৌরী।'  
এবার গৌরী প্রিয়ংবদাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা এখানে আজকালের মধ্যে এসেছিল ?'  
প্রিয়ংবদা রেগে বলল, 'এ শব্দের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।'  
কথটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী হাততালি দিয়ে বলল, 'সাবাস! এরই মধ্যে দাদাকে

মানেজ করে নিয়েছিস ? ভগবান তোকে যে ক্রেতার্য দিয়েছে সেটা বেশ কাজে লাগাচ্ছিস  
প্রিয়ংবদা।'  
প্রিয়ংবদা চিৎকার করে বলল, 'একটু ভদ্রভাবে কথা বল গৌরী।'  
ওদের দুজনের কথা শুনে মিস মিত্র গৌরীকে বলল, 'আচ্ছা আপনি তো ওর বন্ধু, তো  
মুকে বিপদমুক্ত দেখে আপনি মিস খুশী হচ্ছেন না কেন ?'  
গৌরী একইভাবে বলল, 'আপনি জানেন না, ও কতবড় অনায়া করেছে। ববি আমাকে

চালখাসে বলে প্রাণটা জ্বলেপুড়ে কৃশানুকে দিয়ে ওই কাণ্ড করেছে। এখন আমার দাদার মুখ  
করতে চাইছে।'  
প্রিয়ংবদা বলল, 'তোর দাদা কি ছেলেরমানুষ ?'  
মিস মিত্র বলল, 'ঠিক। অমিতাভ জেনেশুনে মিথ্যা বলেছে—তার মানে একটাই, উনি  
আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।'  
গৌরী মিস মিত্রের দিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে হনহনিয়ে বেরিয়ে যায়।

মল্লিক বাড়ির পরিবেশ নীলার আর ভাল লাগছিল না। বিশেষ করে ওর স্বামী অমিতাভর  
চুক্তিবাধক ও কিছুতেই যেনে নিতে পারছিল না। রাতে শুলেই এইসব কথা মনে আসে আর  
নীলা ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। দুঃখ হয় আদিনাথ মল্লিকের জন্যে। একমাত্র এই একটা  
মনুষ্যকেই সে সম্মান জানায়, শ্রদ্ধা করে। দিনের পর দিন এই চিন্তা তাকে কিছুতেই ছির  
হতে দেয় না। একসময় তার পুরনো বন্ধু কাঞ্চনের কথা মনে পড়ে। তাই একদিন কাউকে  
কিছ না বলে সোজা কাঞ্চনের স্ট্যাট-এ গেল। কলিবেলটা বাজতেই কাঞ্চন দরজা খুলে দেখে  
কাজায় নীলা দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ নীলাকে আসতে দেখে কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ? তুমি হঠাৎ ?'  
নীলা বলল, 'এলাম, এলাম। কেনে আপত্তি আছে ?'  
কাঞ্চন বলল, 'আরে না না, আসলে সব জিনিসপত্র প্যাক আপ হয়ে গেছে তো—কোথায়  
যে বসতে দেব তাই ভাবছি।'  
নীলা বলল, 'জিনিসপত্র প্যাক আপ মানে ?'  
কাঞ্চন জানাল, 'আমি চলে যাচ্ছি, নীলা।'  
'সে কি, কোথায় ?'—নীলা তাকিয়ে রইল কাঞ্চনের দিকে।

কাঞ্চন বলল, 'দ্যাখো, বিনদেশে গিয়েছিলাম আঁকা শিখতে। কিছুটা শেখার পরে ওখানে  
অনেকগুলো অফার পেয়েছিলাম। এখন আবলাম, দেশে ফিরে গিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করব।  
খুবও করেছিলাম, কিন্তু—'

www.banglabookpdf.blogspot.com

কাগুনকে হঠাৎ খামতে দেখে নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কি ?'  
 কাগুন বোঝাল, 'এখন আর কিছুতেই কনসেনসেন্ট করতে পারছি না। পৃথিবীটা যখন  
 বিবর্ণ হয়ে যায় তখন কানভাসের রঙ ফ্যাকাশে মনে হয়। তাই ভালবাসা ফিরেই যাই।'  
 নীলা আরেকটু কাছে গিয়ে বলল, 'কাগুন, নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে আজ।'  
 কাগুন বাধা দিয়ে বলল, 'ছিঃ, এসব কি বলছ!'  
 নীলা বলল, 'আমি ঠিকই বলছি। সেদিন আকাদেমীতে দেখে তোমায় যদি না ডাকতাম,  
 যদি এখানে না আসতাম, তাহলে—!'

কাগুন একটু মুচকি হেসে বলল, 'পোস্টমটম করে কি লাভ নীলা'  
 নীলা বোঝাল, 'কিন্তু কাগুন, আই নীড ইউ!'  
 কাগুন বলল, 'তুমি নিজেরী তো বলে গেছ, তোমার স্বামীর ভূমিকায় তুমি আমাকে দেখতে  
 চাও না। ঠিকই, বিবাহিত মানুষের অনেক বাধা।'  
 নীলা পশ্চাৎভাবে বলল, 'আমি ডিভোর্স নিচ্ছি কাগুন। কারণ সহ্যের একটা সীমা আছে।  
 আর ডিভোর্স নিলে তো আমার কোন পিছুনি থাকবে না।'  
 কাগুন বলল, 'না, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আমার জন্যে তুমি যদি ডিভোর্স  
 নাও, কে বলতে পারে দুদিন বাপে আমার ব্যবহারে হতাশ হয়ে তুমি আফসোস করবে না।'  
 নীলা একটু দুঃখ পেল, 'তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না ?'  
 কাগুন বলল, 'মিঃ, তা নয়। আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই এটা বললাম।'  
 নীলা বলল, 'কিন্তু ডিভোর্স আমি নিজের জন্যে নিচ্ছি। তুমি বিশ্বাস করো, ওই পরিবেশে  
 আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চারপাশে এত মুখোশে দার মুখের ভিড়, আমি সহ্য করতে  
 পারছি না। তাই বলছি, কাগুন এইসময়ে তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, মিজ।'  
 কাগুন সান্ত্বনা দিল, 'ঠিক আছে। তুমি যদি তোমার স্বামীর কাছ থেকে মুক্তি চাও তো  
 তাই হোক। কিছুদিন নিজেকে দাখো। এক পরেও যদি মনে হয় আমাকে প্রয়োজন আছে,  
 তাহলে জেনো আমি অপেক্ষা করে থাকব।'

হঠাৎ নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে তুমি কি আমাকে যাচাই করতে চাইছ ?'  
 কাগুন বলল, 'আমি না, তুমিই তোমাকে যাচাই কর নীলা ?'  
 নীলা আবার বলল, 'তাহলে এখন তুমি চলে যাবেই।'  
 কাগুন মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। আমাকে যেতে দাও। তারপর একটা কাগজ বের করে  
 নীলার হাতে দিয়ে বলল, 'এখানে আমার ঠিকানা লেখা আছে। যদি তোমার মন বলে, তাহলে  
 চলে এসো। তোমার মুস্তির জন্যে আমি অপেক্ষা করব।'  
 নীলা আর কোন কথা না বলে হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে দেখতে থাকে। একসময়  
 তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল গা বেয়ে।

বিবর যুনের সঙ্গে গৌরীর জড়িয়ে পড়ার খবরটা নীলাঃ মুখে শোনার পর থেকে আদিনাথ  
 রাগে এবং দুঃখে ষ্টকট করতে থাকেন। খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্যে তিনি একসময়  
 গৌরীর স্মার্ট-এ আসেন। গৌরী এসময় বাড়িতে ছিল না। আদিনাথ অপেক্ষা করতে থাকেন।  
 বেশ কিছুক্ষণ পর গৌরী ফিরে এসে বেশ টিপল। কোন সড়া না পেয়ে দরজাটা আস্তে  
 ঠেলতেই খুলে গেল। দরজাটা খোলা দেখে সে একটু অবাক হয়ে ভেতরে ঢুকে হঠাৎ

আদিনাথকে দেখে চমকে উঠে বলে, 'কি ব্যাপার ? তুমি এখানে ?'  
 আদিনাথ বললেন, 'এই স্মার্ট-এর আইসনসখত মালিক আমি, সতএব এখানে আমাকে  
 দেখে অবাক হচ্ছে কেন ?'  
 গৌরী বলল, 'না, আসলে তুমি এখানে তো কখনও আসনি।'  
 'বসে—' গৌরীকে বসতে বললেন তিনি।  
 গৌরী বলল, 'শাশা, আমি এখন খুব টায়ার্ড।'  
 আদিনাথ কোন কথা না শুনে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু আমি বসতে বলেছি।'  
 গৌরী বাধ্য হয়ে বসে পড়ল।  
 আদিনাথ বললেন, 'তোমাকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, বিবকে তাহলে  
 তুমিই খন করিয়েছ ?'

গৌরী চমকে ওঠে, 'কি বলছ ?'  
 আদিনাথ গভীরভাবে বললেন, 'যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও।'  
 গৌরী বলল, 'এসব বাজে কথা'র জবাব দেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি  
 না। তুমি এটাই জিজ্ঞাসা করতে এলেছ ?'  
 আদিনাথ দুহাতে মাথার চুলগুলো চেপে ধরে বললেন, 'গৌরী, এ তুই কি করলি ?'  
 গৌরী খুব স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'আমি সেরকম কিছুই করিনি।'  
 আদিনাথ চোঁচিয়ে উঠলেন, 'আর মিথ্যে কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে না।'  
 গৌরী বলল, 'তোমার ভাল লাগার মত কাজ করতে পারছি না বলে দুঃখিত।'  
 আদিনাথ উঠে পাঁড়ালেন। ধীরপায়ে গৌরীর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'রাজেশ—'  
 গৌরীও জিজ্ঞাসা করল, 'কে রাজেশ ?'  
 গৌরীর মিথ্যে ছেলোমানুষী আদিনাথ আর সহ্য করতে না পেরে ঠাস করে চড় মারলেন।  
 গৌরী হিটকে পড়ে যায়।

গৌরী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'তুমি—তুমি আমার গায়ে হাত তুললে ?'  
 আদিনাথ ধমক দিয়ে বললেন, 'উঠে নীড়াও।'  
 গৌরী আস্তে আস্তে উঠে বসলে আদিনাথ বললেন, 'তোকে মেরে ফেললে আমি শাস্তি  
 পেতাম। ছি ছি ছি ! আজ পর্যন্ত একদিনও আমি তো'র গায়ে হাত তুলিনি—যখন যা চেয়েছিল  
 তাতোই প্রসন্ন দিয়েছি। তুই কি ভেবেছিলি ? তো'র মায়ে'র মৃত্যুর কথা বলে আমাকে নতুন  
 করে ব্র্যান্ডমইল করবি ?'  
 গৌরী বলল, 'আমি সেটা এখনও করিনি, এবার করব।'  
 একথা শোনামাত্র আদিনাথ আবার একটা চড় মেরে বললেন, 'যা হচ্ছে কর। কিন্তু নিজের  
 সর্বনাশটা তুই কেন করলি ?'  
 গৌরী তখনও গায়ে হাত দিয়ে বসে। বলল, 'সর্বনাশ মানে ?'  
 আদিনাথ বললেন, 'রাজেশ'র টিপ রেকর্ডারে নিশ্চয়ই তো'র গলা রেকর্ড করা আছে।  
 আর তুই যা বলছিলি সেই কথাগুলো বাজিয়ে সারাজীবন ধরে ও তোকে ছিবড়ে করে যাবে।  
 ওঃ, এসবও আমাকে দেখতে হচ্ছে ! তুই আমার কাছে আসতে পারতিস। বিবি যদি তো'র  
 কোন ক্ষতি করে থাকে সেটা আমাকে বলতে পারতিস। কি করেছিলি সে ?'  
 গৌরী প্রথমেটা কিছু না বলে চুপচাপ মাথা নিচু করে বসেছিল। আদিনাথের চিবকারে

চমকে উঠে বলল, 'ও আমাকে মেরেছিল!'

আদিনাথ চমকে উঠলেন, 'কেন?'

'কশানুর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখে। আমিও সেসময় মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।—কথাগুলো বলার সময় গৌরীর গলা কেঁপে উঠল।

আদিনাথ বললেন, 'তাহলে এখন তার দাখ শোধ কর। আমার আর কিছুই করার নেই।

সবাই মিলে আমার সঙ্গে মিথ্যা পর মিথ্যা বলে গিয়েছিল। আমি কি নির্বোধ, তাদের নিয়ে কী স্বপ্ন দেখতাম। নাউ ইউ আর ডেড—আমার কাছে তুই আর তোর দাদা মৃত। আমার আর কিছু বলার নেই, আমি যাচ্ছি।'

আদিনাথ পিছন ফিরতেই গৌরী কবিয়ে ওঠে, 'বা-বা!'

মেয়ের গলা পেয়েই আদিনাথ দাঁড়িয়ে গেলেন। গৌরী কেঁদে ফেলল, বলল, 'এখন আমি কি করব?'

'আদিনাথ দরজার দিকে তাকিয়েই বললেন, 'তুই নিজে ঠিক কর কিংবা তোর দাদাকে জিজ্ঞাসা কর।'

গৌরী বেগে গিয়ে বলল, 'দাদা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

এবারে গৌরীর দিকে তাকিয়ে আদিনাথ বললেন, 'তাই নাকি!'

গৌরী বলল, 'হ্যাঁ। ও প্রিয়বন্দাকে বাঁচাতে চাইছে।'

আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রিয়বন্দাকে বাঁচাতে চাইলেও তোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে কেন?'

গৌরী বলল, 'ববি বুন হয়েছিল প্রিয়বন্দার স্যুটে। অথচ কোন সঠিক প্রমাণ নেই, একমাত্র দাদাই সাক্ষী। সে ওদের মানরতে সেতুতে দেখেছিল—এখন দাদা সেটা অস্বীকার করছে।'

আদিনাথ বললেন, 'তার এর মধ্যে তুই কি করে আসহিস?'

গৌরী চোখ বড় করে আদিনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, ববির মৃতদেহ যেহেতু প্রিয়বন্দা এবং কশানু পাচার করেছে তাই ওদের ধরিয়ে দেওয়া হবে।'

আদিনাথ তখন বললেন, 'সেটা করা হলে পুলিশ তোকে আর সন্দেহ করবে না, তাই তো? ঠিক আছে, ওটা করে না হয় তুই পুলিশের হাত থেকে বাঁচিস, কিন্তু রাজেশ? তাকে সামলাবি কি করে?'

গৌরীর চোখে আবার জল এসে গেল। বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা।'

আদিনাথ বোঝালো, 'শোন, তোর দাদা চাইবে তুই ধরা পড়িস। খুনের দায়ে তোকে সরিয়ে দিতে পারলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র অণুণ। আর অণুণকে বোকা বানানো ওর একটুও সময় লাগবে না। অন্যায যখন করেছিস তার শাস্তি পেতে হবে গৌরী।'

হঠাৎ গৌরী বলল, 'অন্যায তুমি করোনি? যাকে খুন করতে তুমি ইনডাইরেক্টলি সাহায্য করোনি? তারপরেও তো মাথা তুলে ঘুরে বেড়াছ, কি শাস্তি পেয়েছ?'

আদিনাথ বললেন, 'চমৎকার! কৈরিয়ৎ আমি কাউকে দিই না। কিন্তু এখন তোর দিকে তাকিয়ে আমার মায়্যা হচ্ছে বলে বলছি, তোর মাকে আমি খুন করিনি। তিনি তাঁর বাবতীয় কুসংস্কার নিয়ে প্রায়ই অস্বাভাব্য করার ভয় থাকিয়ে আমাকে ব্র্যাকমেইল করতেন। ভয় পেতে পেতে একসময় যখন বুঝে গেলাম ওটা একটা ফান তখন আর ভয় পেতাম না।'

আর সেই সময়ই তিনি বিব খেলেন। তাঁর অবস্থা সেই রাবালের গল্পের মতন হয়েছিল। মারা যাওয়ার পর ডাক্তারকে দিয়ে চাওলা হাট—এটাটক লিখিয়ে নিয়োঁল। আমি জানি এটা অন্যায, আইনের চোখে অপরাধ—কিন্তু এটাও ঠিক, অস্বাভাব্যতার কথা পুলিশ জানতে পারলে আমার সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত। আমি বার মৃত্যুর কারণ নই আর দায়িত্ব নিতে চাই নি।' একটু থেমে আবার বললেন, 'অবশ্য যদি শাস্তির কথা বল, তাহলে তোমরা দুজন তো আমাকে চূড়ান্ত শাস্তি দিয়েছ, তাই না?'

ঠিক এইসময় হঠাৎ বেলাটা বেগে উঠতে গৌরী একটু চমকে বানিকটা পিছিয়ে আসতে আদিনাথ বললেন, 'কি ব্যাপার, একটু আগে তো সাপের মত ছোবল তুলেছিলে, এখন হঠাৎ কেঁচো হয়ে গেলে কেন? যাও দরজা খোল।'

গৌরী এগিয়ে গিয়ে দরজার ফুটোয় চোখ খোঁচাল। আদিনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাদা।'

আদিনাথ বললেন, 'বাঃ, চমৎকার! নিজের দাদাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? দরজা খুলে দাও!'

গৌরী দরজা খুলতে অমিতাভ ভেতরে আদিনাথকে দেখেই চমকে উঠল, 'আপনি এখানে?'

আদিনাথ বললেন, 'এসো ভেতরে এসো। এই স্যুট আমার—তা তুমি হঠাৎ এখানে? অমিতাভ বলল, 'গৌরীর সঙ্গে কথা ছিল।'

আদিনাথ বললেন, 'আর সেটা নিশ্চয়ই আমার সামনে বলা যাবে না? শোন গৌরী, তোমাকে এই স্যুট ছেড়ে দিতে হবে তিনদিনের মধ্যে। কোথায় যাবে ঠিক করে নিও।'

আদিনাথ পু বাড়ালেন।

আদিনাথ চলে যাচ্ছেন দেখে গৌরী চৈতন্যে উঠল, 'বা-বা!'

'তোমরা কথা বলে।—আদিনাথ দরজার দিকে এগিয়ে।'

গৌরী আবার ডাকল, 'তুমি চলে যেও না বাবা!'

আদিনাথ অবাক হয়ে গেলেন, 'সে কি! তোমাদের নিজস্বের মধ্যে কে কথাবার্তা আছে, নিশ্চয়ই উপলক আমি।'

'বাবা, প্লিজ!' গৌরীর চোখে জল দেখা দিল।

আদিনাথ এবার অমিতাভকে বললেন, 'সেখ অমিতাভ, তোমার বোন তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না।'

অমিতাভ বলল, 'তাহলে বোলাখুলি কথা বলতে হয়। আপনি কি জানেন, আপনার এই মেয়ে-ববির খুনের জন্য দায়ী?'

আদিনাথ বললেন, 'নতুন কিছু বলে।'

অমিতাভ বলল, 'আশ্চর্য! এত মারাত্মক ঘটনা জেনেও চূপচাপ আছেন?'

আদিনাথ বললেন, 'তুমি যেসব কথা বলতে এখানে এসেছিলে তাই শুক বল। তুমি তো জানতে না আমাকে এখানে পাঁবে, ওর সঙ্গে কথা বলে।'

অমিতাভ বলল, 'বেশ! গৌরী, আমি কখনো মল্লিক বাড়ির মেয়ে হয়ে তুই যাকে বন্ধু মনে করিস তাকে খুন করতে পারিস। আর এজন্যে ওই ভক্তলোকই দায়ী। ওঁর প্ররোচনে তুই এতটা নিতে নেমে এসেছিস। আমি যখন তোকে সংশোধনের কথা শুঁকে বললাম উনি

শুনতে চাইলেন না—'

গৌরী জানতে চাইল, 'আমি খুন করিয়েছি, তোকে কে বলল? প্রিয়বেদা?'

অমিতাভ জানাল, 'না, মঞ্জুল।'

গৌরী বলল, 'মঞ্জুল? সেই কানে দুলওয়াল লোকটা? কিন্তু সে তো কথাই বলতে পারে না! গল্প বানাচ্ছিস?'

অমিতাভ বলল, 'কথা না বলতে পারলেও বোঝাতে পারে। তোর কিন্তু বেবুবার কোন রাস্তা নেই আর। পুলিশ তোকে ধরার আগেই তুই নিজের খানায় গিয়ে কনফেস কর। শোন, তুই কনফেস করলে জোর শাস্তি কম হবে। আমরাও জোর হয়ে কোর্টে লড়ব। আর তোর স্টেটমেন্ট পেলে পুলিশ রাজেশকে গ্রেপ্তার করতে পারবে। ওই লোকটাকে আর জেলের বাইরে রাখা উচিত নয়। ডেক্সারাস লোক!'

গৌরী বলল, 'হঠাৎ?'

অমিতাভ বলল, 'হঠাৎ নয়। লোকটাকে আমি চিনতাম না, তুই আমাকে জোর করে ওর ওখানে যেতে বলেছিলি—'

'কিন্তু কেন বলেছিলাম?'—গৌরী উত্তরটা শোনার জন্যে অমিতাভের দিকে তাকাল। অমিতাভ কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'সে প্রশ্ন এখন অস্বাভূত।'

গৌরী বলল, 'মোটাই না। বাবার বিরুদ্ধে রাজেশকে ব্যবহার করতে চাস নি তুই?'

অমিতাভও চোঁটিয়ে উঠল, 'আমি? আমি এক? তুই চাসনি? কিন্তু যে মুহুর্তে তোর আর রাজেশের কথায় বুঝলাম ববির খুনের সকে তুই জড়িয়ে আছিস, সেই মুহুর্তে আমি সিদ্ধান্ত পাট্টালাম। তুই তো নিজের স্বার্থ মেটাতে আমাকেও খুন করতে পারিস।' অমিতাভ একটু ভেবে আদিনাথকে বলল, 'আপনি ওকে বোঝান, ওর উচিত পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা।'

আদিনাথ এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলেন। হঠাৎ চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়েন। তাঁর চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে আসে।

অমিতাভ আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। গৌরী ছুটে এসে আদিনাথকে জড়িয়ে ধরে সজ্ঞারের কঁপে ওঠে, বলে, 'বাবা, আমাকে বাঁচাও।'

গৌরীর কাছে টাকা না পেয়ে প্রিয়বেদার চিন্তা আরও বেড়ে গিয়েছিল। একসময় সে কৃশানুকে ব্যাপারটা জানাবে বলে ঠিক করল। অবশেষে কৃশানুর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওকে দেখা করতে বলল, তবে কারও বাড়িতে নয়—যে কোন একটা পার্কে।

কথামতো কৃশানু গেল।

প্রিয়বেদা কৃশানুকে দেখে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল, 'আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না, 'উঃ, কৃশানু বলল, লোকটা কে?'

প্রিয়বেদা বলল, 'আমি জানি না, তবে ওর গলা টেপারেকর্ডারে শুনছি, টেলিফোনে শুনছি—কিন্তু কখনও চোখে দেখিনি। এত টাকা আমি এখন কোথায় পাব?'

কৃশানু জানতে চাইল, 'যে লোকটা এসেছিল সে কেমন দেখতে? কানে কি একটা দুল ছিল?'

লম্বা, রোগা, চুলগুলো ঝাড়া—ঠিক নিগরোসের মত। তবে কানে দুল ছিল কিনা ঠিক

মনে নেই!—প্রিয়বেদা মোটা মুটি বোঝাবার চেষ্টা করল।

কৃশানু মাথা নেড়ে বলল, 'মনে হচ্ছে সেই লোকটা। ববিবাবুর গুলির আওয়াজ পেয়ে ভেঙেছে ছুটে যাওয়ার সময় লোকটার সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগেছিল। তখন কিন্তু ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়েছিলাম, আপনি বিশ্বাস করলেন না।'

প্রিয়বেদা বলল, 'বিশ্বাস করেই বা কি করতাম? ওকে তো বৃজে পেতাম না! কিন্তু মনে রাখবেন আমি ধরা পড়লে আপনিও বাঁচবেন না।'

কৃশানু বলল, 'আঃ! আমি তখনই আপনাকে বলেছিলাম পুলিশকে জানাতে, আপনি সেটা করলে আজ আর...।' যাকগে, ওই লোকটা কোথায় থাকে আমি জানি। গৌরী আর অমিতাভকে ফলো করে জায়গাটা চিহ্ন এসেছিলাম।'

প্রিয়বেদা অবাক হল, 'ক'লো করে কেন?'

কৃশানু বলল, 'একজন আমাকে ওই দায়িত্ব দিয়েছিল।'

প্রিয়বেদা হঠাৎ বলল, 'কিন্তু অমিতাভ খুব ভাল লোক।'

কৃশানু আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'তাই মার্কি? তাহলে ওকেই বলুন না টাকাটা দিতে?'

প্রিয়বেদা হাত নেড়ে বলল, 'ওকে তো কিছুতেই ধরতে পারছি না।'

কৃশানু বলল, 'শুনুন, যে আপনাকে হুমকি দিয়েছে, তার কাছে যাবেন?'

প্রিয়বেদা একটু ভেবে বলল, 'কিন্তু গিয়ে কি কিংমন ফল হবে?'

কৃশানু বলল, 'হেফ বলবেন আপনার টাকা নেই, আপনি দিতে পারবেন না। এ্যালিফ করুন অথবা সময় চান।'

প্রিয়বেদা কিছু না ভেবেই বলল, 'বেশ চলুন। আমার তো আর হারাবার কিছু নেই!'

রাজেশ তখন তার অফিসের নিজের কামরায় রিতলাভিৎ চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় টেলিফোন করছে, বলুন মল্লিক সাহেব, আপনার কি সেবার লাগতে পারি?'

অন্য প্রান্তে রিপোর্টারে কথা বলছেন আদিনাথ মল্লিক, 'শোন, তোমার দুই ক্রায়েন্ট আমার বিরুদ্ধে কাজ করতে বলেছিল, তুমি এখনও চূপচাপ কেন?'

রাজেশ বলল, 'ও, আপনি ভেনে গেছেন। তাহলে দেখুন আমি ঠিক করেছি—'

রাজেশের কথাটা ঠিক ধরতে না পারে আদিনাথ বললেন, 'তার মানে?'

রাজেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'দেখুন কাজ করতে গেলে মাল দরকার হয়, ওদের একজন পরে দেখে বলেছিল, মল্লিক হবার পর মাল দেবে। বহুৎ আচ্ছা। আর একজন এখনই গিতে রাজী। কিন্তু আমি খবর শোলাম আপনি তাকে বঞ্চিত করেছেন। যে টাকাটা সেবার কমতা তার নেই সেটা গিতে সেই রাজী হয়ে গেল। ধার বাকীতে আমি নেই—তাই হয় গুটিয়ে নিলাম।'

আদিনাথ বললেন, 'রাজেশ, তোমার কাছে আমি একটা জিনিস চাই।'

রাজেশ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হুকুম করুন।'

আদিনাথ বললেন, 'আমার মেয়ে গৌরী দ্বারা তোমার সঙ্গে কথা বলেছিল—তার ক্যাসেটটা তুমি আমাকে দেবে? কত চাও?'

রাজেশ বলল, 'তার মানে আপনি অনেক খবর পেয়ে গেছেন। নাঃ, আর তো ওটা দেওয়া যাবে না মল্লিক সাহেব।'

আদিনাথ, 'আমি কিন্তু বলছি, টাকার আদা বল।'

রাজেশ হেসে বলল, 'আমার প্রাণের দাম কত আমি নিজেই জানি না।'  
 ঠিক এই সময় মঞ্জুল ঘরে ঢুকে রাজেশকে ইশারা করতেই রাজেশ বলল, 'কে?'  
 মঞ্জুল আবার ইশারা করল।  
 মঞ্জুলের ইশারা বুঝতে পেরে রাজেশ টেলিফোনে বলল, 'ঠিক আছে মল্লিক সাহেব, আমি একটু ভাবি।' রিসিভার থেকে মুখ সরিয়ে মুচকি হাসল। মঞ্জুলকে আদেশ করল ওদের নিয়ে আসতে।

টেলিফোনটা রেখে সোজা হয়ে বসল রাজেশ। কশানু ও প্রিয়ংবদাকে নিয়ে মঞ্জুল ঢুকল।  
 ওদের দেখেই রাজেশ খুশীতে বলল, 'আসুন আসুন। বলুন কি সেবা করতে পারি?'  
 প্রিয়ংবদাই প্রথমে কথা বলল, 'আপনার লোক আমার কাছে গিয়েছিল। আমি প্রিয়ংবদা।'

রাজেশ জিত বের করে বলল, 'ছি ছি ছি! আপনাকে কে না চেনে? টি ডি-তে দেখেছি কত! তা ও কেন গিয়েছিল?'

প্রিয়ংবদা নরম সুরে বলল, 'আপনি তো সবই জানেন, আমার পক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।'

রাজেশ বলল, 'তা এই ছোট্ট কথাটা বলার জন্য আপনারা এত দূরে কষ্ট করে কেন এলেন? আমার লোক আবার যখন যেত তখনই বলে দিতেন। হ্যাঁ, এখানে আমার অফিস আপনি জানলেন কি করে? গৌরী বলছেন?'

প্রিয়ংবদা বলল, 'যেই বলুক, আপনি একটু কনসিডার করুন, ম্লিজ!'  
 রাজেশ কথাটা শুনে বলল, 'ম্যাডাম, যেই বলুক বলে আপনি উড়িয়ে দিতে পারেন কিন্তু আমি পারি না। আমার সঙ্গে কথা না বলে গৌরী যদি আপনাকে এই তিকানা দিয়ে থাকে তাহলে সেটা আমি বেইমানি মনে করব। ঠিক আছে, ওটা আমি পরে বুঝে নেব। হঠাৎ কশানুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হনি কে?'

এবার কশানু বলল, 'আমার নাম কশানু দত্ত।'

রাজেশ চমকে উঠল, 'আরে বাস! আপনি! এক সেকেন্ডে আপনি মঞ্জুলকে দেখে নিয়েছেন, না? বাঃ! তারপর মল্লিক সাহেবকে সেটা জানিয়ে দিয়েছেন? আপনাকে বুজু বেগ করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলাম-বলুন কি চাই?'

কশানু চেঁচিয়ে উঠল, 'এই ভদ্রমহিলাকে ব্র্যাক দেখল করছেন না!'

রাজেশ বলল, 'ঠিক আছে, করব না। শূণ্য পুলিশকে জানিয়ে দেব আপনারা দুজনে মিলে ববির ডেডবডি বাইপাসে পাচার করেছেন!'

কশানু বলল, 'আপনাকে জানাতে হবে না। ওটা আমিই জানাতে পারি। আর তা জানালে আপনার ওই লোকটার কথাও জানাব। কোন টানলে মাথা আসে এটা মনে রাখবেন।'

রাজেশ বলল, 'তা ঠিক। মঞ্জুল এদের জন্য সরবর্তের ব্যবস্থা কর।'

কশানু বলল, 'না, তার দরকার নেই। আমরা এখনই চলে যাচ্ছি।'

রাজেশ মাথা দিয়ে বলল, 'আরে! চলেই যাবেন যদি তবে এলেন কেন? আপনি বললেন পুলিশকে মঞ্জুলের কথা বলবেন, কিন্তু কি প্রমাণ দেবেন? মঞ্জুল যদি খুন করে থাকে, তাহলে সেটা পুলিশকে না জানিয়ে ডেডবডি মারকারে পাচার করলেন কেন? পুলিশ কখনোই বিশ্বাস করবে না। ফাঁসি না হোক, অন্তত বছর দশেক জেলে থাকতে হবে। তার চেয়ে টাকটাকা

যোগাড়ের চেষ্টা করুন।'  
 মঞ্জুল হঠাৎ সোজা হল। তারপরেই বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে গৌরীর গলা শোনা গেল। সে ভেতরে ঢুকতে চাইছে।

রাজেশ চেঁচিয়ে বলল, 'মঞ্জুল, ঠুকে ভেতরে আসতে নাও। এখানে ওঁর বন্ধুরা আছে। গৌরী ঘরে ঢুকে প্রিয়ংবদা ও কশানুকে দেখে চমকে উঠল, 'কি ব্যাপার, তোমারা এখানে?'

রাজেশ বলল, 'না-না। ওদের সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গে কথা বলুন। কি ব্যাপার, কোন খবর না দিয়ে এখানে আসা আমি পছন্দ করি না, এটা জানেন না?'

গৌরী কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'যে কােসটে আমার গলা আছে, সেটা ফেরৎ দিন।'  
 রাজেশ বলল, 'মুশকিল, সে তো অনেকগুলো কােসটে! কোনটের কথা বলছেন? তা ছাড়া চাইলেই যে পাওয়া যায় এটা আপনার বাবা আপনারাকে শিখিয়ে ভুল করেছেন। এখন বলুন, আমার তিকানা এদের দিয়েছেন কেন?'

গৌরী চিৎকার করে বলল, 'আমি কউকে আপনার তিকানা দিই নি।'

এইসময় আবার বাইরে লোক শোনা গেল।

রাজেশ মাথা নেড়ে বলল, 'আমার আর ভাল লাগে না। এগু লোক একসঙ্গে... মঞ্জুল মাথো।'

মঞ্জুল বেরিয়ে যায়। তারপরই হুডমুড়িয়ে ঘরে ঢোকে পুলিশ ও.সি.-র নেতৃত্বে। সঙ্গে অমিতাভ।

অমিতাভ চেঁচিয়ে বলল, 'গ্যারেস্ট সেম অফিসার। সবচেয়ে আগে ওই লোকটাকে। ওর মত ঠাঙামাথার ক্রিমিনাল কলকাতায় আর কেউ নেই!'  
 ও. সি. আদেশ শেণ্ডয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিশ এগিয়ে গিয়ে মঞ্জুল আর রাজেশকে এক হাডকাপে বাঁধে।

এরপর অমিতাভ গৌরীকে দেখিয়ে অফিসারকে বলল, 'আর এর নির্দেশে ববি খুন হয়। আর এরা ববির ডেডবডি পাচার করে।'

গৌরী চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'দাদা, তুই-তুই-'

অমিতাভ মুখ নীচ করে বলল, 'গৌরী, শরীরে টিউমার হলে সেটাকে কেটে বাদ দেওয়াই নিয়ম। কিছু করার নেই।'

অমিতাভ আর না দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে যায়।

আদিনাথ মল্লিক প্রতিদিনের নিয়মমত ব্রেকফাস্ট টেবিলের সামনে এসে দেখলেন সবকটা চেয়ার ফাঁকা। ঘড়ি দেখলেন আটটা। নিজের চেয়ারে গিয়ে বসতেই বেয়ারা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'সাব, খানা দেব?'

আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা সব কোথায় গেল?'

বেয়ারা বলল, 'মেসবাব ভোরাবেলা বেরিয়ে গেছেন। সাহেব বাড়িতে নেই আর হেটুনাহেবের একটা কোন এসেছিল-উনিও বেরিয়ে গেছেন। আপনি ঘুমুখিলেন বলে বিরক্ত করেননি।'



বড় ছেলেও। ওর সঙ্গে থাকলে আমি আর নিজেকে নিরাপদ মনে করব না।

আদিনাথ হেসে বললেন, 'সেই ভয়ে তুমি চলে যাচ্ছ?'

নীলার চোখে ভ্রুখনও জল, 'ভয় নয় বাবা—ঘেরা, আকর্ষণ বৃণ।'

আদিনাথ কোনরকম বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি সেই খবর?'

নীলা বলল, 'কেন, আপনি কিছু জানেন না?'

আদিনাথ মাথা নিচু করে বললেন, 'এখন আর আমাকে কেউ কিছু জানাবার প্রয়োজন মনে করে না, অবশ্য জানাবার আগ্রহটাও আমার চলে গেছে।'

নীলা চাপা গলায় বলল, 'ওদের পুলিশ এয়ারেস্ট করেছে।'

আদিনাথ বললেন, 'এয়ারেস্ট? কাদের?'

নীলা বলল, 'গৌরীকে। আর সেইসঙ্গে কশানু এবং শ্রিয়ংবদাকেও। আর এই এয়ারেস্টের

পেছনে কার হাত আছে জানেন?'

আদিনাথের চোখের পলক পড়াছিল না, শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

নীলাই বলল, 'হাত আছে আপনার বড় ছেলের। সে কাল রাতে বাড়িতেই ফেরেনি।

বোনকে আট-দশ বছর জেলে রাখলে পাগল আপনার এতবড় ইভান্সির একচ্ছত্র সম্রাট হওয়া

সহজ হয়ে যাবে ওর কাছে। অস্বাভাবিক ওর কাছে কোন সমস্যাই নয়। ওর জন্যে কষ্ট হয়—

আজ ভোর হতেই ছুটেছে গৌরীর বেলের ব্যবস্থা করতে, কিন্তু তার ক্ষমতা আর করতলুক!

আমি ভেবেছিলাম, আপনি সব জানেন—বাবা, যেমন করে হোক গৌরীকে বাঁচান।'

আদিনাথ চিৎকার করে বললেন, 'নো, নেভার! কিন্তু—কিন্তু ঐ ছেলেটা—কি যেন নাম—

কশানু, ওই ছেলেটাকে আমিই এই জঙ্গলে টেনে এনেছি ...'

নীলা আরও বলল, 'আপনার ছেলে কাল গভীর রাতে আমাকে টেলিফোনে হাসতে

হাসতে বলল, গৌরী যে লোকটাকে মার্ভার করিয়েছিল তার মৃতদেহ পাচার করার অভিযোগে

পুলিস কশানু এবং শ্রিয়ংবদাকে এয়ারেস্ট করেছে।'

আদিনাথকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে নীলার ভয় হ'ল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা

করল, 'বাবা, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

আদিনাথ কোন জবাব না দিয়ে চোখ বন্ধ করে মাথাটা সোফায় হেলিয়ে দিলেন।

নীলা আবার বলল, 'ডাক্তারকে কি খবর দেব?'

এবার আদিনাথ আস্তে আস্তে চোখ খুললেন। ধীরে মাথা তুলে বললেন, 'ডাক্তার ডাকার

দরন্দার নেই। তুমি এখন যেতে পার।'

নীলা চলে যাবার জন্যে পেছন ফিরতেই আদিনাথ আবার ডাকলেন, 'শোন বউমা, আশা

করি বাবী জীবনটা তুমি ভাল থাকবে। আর হ্যাঁ, আমাকে এখনও বাবা বলে ডাকছ কেন?'

সম্পর্কহীনভায়ে ওই সম্বোধন তুমি না করলেই ভাল করবে। ঠিক আছে এসো।'

নীলা একমুহূর্ত পাঁড়াল, ঠোট কামড়াল, তার চোখ উপচে জল এল। কামা-ডেজা-গলায়

বলল, 'আপনিও তো বউমা ডাকটা ভাগ করতে পারলেন না বাবা!'

চোখের জল না মুছেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আদিনাথ কি করবেন বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ টেলিফোনটার দিকে চোখ পড়তে ধীর

পায়ে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন, 'হ্যালো? আনি আদিনাথ মল্লিক বলছি।

আশা করি আমাকে চিনতে পারছেন—হ্যাঁ আমার মেয়ে গৌরী মল্লিক—কি? গৌরী কনফেস

করেছে আপনার কাছে? ও সত্যকে স্বীকার করে বলেছে যে খুনটা করার জন্যে ও টাকা দিয়েছিল? খ্যাঙ্ক ইউ! খ্যাঙ্ক ইউ অফিসার!'

আর কিছু না বলে আস্তে ফোনটা রেখে দিলেন।

॥ ৩৩ ॥

সকালবেলা আদিনাথ মল্লিক বাইরের ঘরে বসে আছেন, গত কয়েকদিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে—এমন সময় প্রফেসর রায় এলেন।

ওভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন "কি ব্যাপার আদিনাথ, সকালবেলায় একলাটি এভাবে বসে আছে? মানে এভাবে তোমায় কখনো দেখিনি তো!'

আদিনাথ জড়ানো স্বরে বললেন, 'লর্ডস-এর মতো ক্রিকেট খেলা দেখেছ? লন্ডন থিয়েটারে নাটক? অথবা ধর মরকো আর্ট থিয়েটার—এ সেভিয়েট ব্যালেট? দেখনি—অথচ

বাঁকি জীবনে যে দেখবে না তার কোন নিশ্চয়তা আছে?'

আস্তে আস্তে মাঁড়বার চেষ্টা করেন কিন্তু না পেরে আবার বসে পড়েন।

প্রফেসর ধরে ফেলেন, বললেন, 'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? তুমি বসো, আমি

কাউকে ডাকি, তোমাকে ওপরে নিয়ে যাক।'

আদিনাথ বললেন, 'বউমা যদি চলে গিয়ে না থাকে তাহলে ও ছাড়া এ বাড়িতে আর

কেউ নেই প্রফেসর। আমার স্বপ্নের বাড়ি এখন শ্মশানের চেয়েও নিঃস্ব। আর একবার ওঠবার

চেষ্টা করেন, প্রফেসর সাহায্য করেন।'

প্রফেসর জিজ্ঞাসা করেন 'কি হয়েছে বল তো আদিনাথ?'

আদিনাথ বললেন, 'গৌরীকে পুলিস এয়ারেস্ট করেছে খুনের অভিযোগে। বউমা এই

বিষয়ত পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠে এখান থেকে চলে যেতে চায়। আর এসবের নায়ক অমিতাভ

কাল থেকে বাড়ি ফেরেনি।'

প্রফেসর চমকে উঠলেন, 'সে কি! তাহলে গৌরীর বেলের ব্যবস্থা?'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে থামিয়ে বললেন, 'প্রফেসর, তোমার গাড়িতে আমাকে

একটু লোকের ধারে নিয়ে যেতে পারবে? দেখব, যে রাস্তাটাতে বছরের পর বছর ভোরবেলা

হেঁটেছি, সেই সকালটা বা রাস্তাটাও বদলে গেছে কিনা।'

প্রফেসর বললেন, 'কিন্তু তুমি কি পারবে?'

আদিনাথ বললেন, 'পারব প্রফেসর। আসলে বৃকটায় একটু চাপ লাগছে, হাঁপ ধরছে—'

প্রফেসর ভয় পেয়ে বললেন, 'তাহলে তো এক্ষুনি ডাক্তারকে ডাকা দরকার।'

আদিনাথ বাধা দিয়ে বললেন, 'আরে না না, সবে আকাশ কালো হয়েছে—খুড় উঠতে

অনেক বাঁকি, তুমি চিন্তা করো না—চল—'

থানায় ধরে নিয়ে এলেও রাজেশ কিছু এতটুকু বিচলিত নয়। উপরন্তু সে অফিসারকে

রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

অফিসার চিৎকার করে বলল, 'দেখুন মশাই, ওভাবে তড়াপাবেন না! ওসব বহুৎ

তড়াপানি দেখেছি। আর ক'মাস বাঁকি আছে, আমার আর কোন কিছুর ভয় নেই। আর মনে

রাখবেন এটা খানা, এখানে ওসব সহ্য করা হয় না।'

রাজেশ ও চৈত্রে বলে, 'থানা তো কি হয়েছে? থানা বলে আপনারদের খুশীমত একজন রেসপেকটেবল সিটিজেনকে এখানে তুলে আনবেন? গলাবাজি করবেন? এরপর আপনার যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায়, তখন তো কাগাকাটি শুরু করবেন?'

অফিসার বলল, 'জেন, ক্ষতি হবে কেন?'

রাজেশ বলল, 'আমাকে হারাস করার জন্যে!'

অফিসার বলল, 'কিন্তু আমি কি করব? এ মেয়ে দুটো আর ছোঁড়াটাই তো আপনার নামে বলল!'

রাজেশ বলল, 'কে কি বলল সেটার প্রমাণ না নিয়ে আপনি দৌড়বেন ও. সি. সাহেব? আপনার নামেও তো কত কথা শোনা যায়—তাহলে আপনাকেও আপনার বড়সাহেবকে দিয়ে অ্যারেস্ট করাই?' [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

'আমার নামে? আমার নামে আবার কে কি বলেছে? আর কথাটাই বা কি শুনছেন সেটা বলবেন তো?—অফিসারের গলাটা কেঁপে উঠল।

রাজেশ মাথা নিচু করে বলল, 'শুনেছি আপনি একজন বিধবা মহিলাকে—'

অফিসার বাধা দিয়ে বলল, 'দুঃ দুঃ! কবেকার কথা! তা সেসব আপনি জানলেন কি করে?'

রাজেশ হেসে জবাব দিল, 'ধানার বড়বাবু আপনি—আপনার খবর তো এসেই যায়! অফিসার ভাঙ্কব বলে গেলেন, 'আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই!'

রাজেশ বলল, 'ও কথাটার প্রমাণ, আমার বাড়িরদেয়ার হাঁটকেপাটকে ওই যে কি বঁজছিলেন আপনি—'

অফিসার বলল, 'ও তো ক্যাসেট—'

রাজেশ একটু জোর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ক্যাসেট। সেসব তো কিছুই পেলেন না! শুধু ওই বিধবার ব্যাপারটা বলার জন্যে সাংঘাতিক হয়ে গেলাম বড়বাবু!'

অফিসার মুখে একটা শব্দ করে বলল, 'আঃ, আবার এ এক কথা!'

এবার রাজেশ বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আমায় বাঁচায় ভরে দিন। কাল তো কোর্টে তুলতেই হবে, তখন আমার উকিল না হয় ওসব কথা তুলাবে।'

অফিসার বিরক্তি প্রকাশ করল, 'এ তো মহাজ্বালা! আবার কোর্ট-ফোর্টের কথা আসছে কোথেকে?'

রাজেশ বলল, 'সে কি! থানায় নিয়ে এলেন, আর কোর্টে তুলবেন না? এ যে ডারি বে-আইনি হয়ে যাবে বড়বাবু!'

অফিসার বলল, 'দেখুন মশাই, থানায় নিয়ে এসেছি, কথা বলেছি, অলাপ আলোচনা করেছি—তারপর আমিও চলে গেছি আপনিও চলে গেছেন—বাস মিটে গেল!'

রাজেশ বলল, 'আর আমার প্রেসটিজটাও যে চলে গেল!'

অফিসার বলল, 'ধানায় এসেছেন বলে প্রেসটিজ চলে গেল?'

'আলাবৎ! এরপর আপনি যখন যাবেন তখন সেখানে আপনারও গেছে!'

অফিসার অবাক হয়ে গেল, 'আবার আমার যাবার কথা আসছে কোথেকে? আমি তো রেজিই ধানায় আছি!'

রাজেশ মনে করিয়ে দিল, 'না না, সে কথা নয়। ওই বিধবার ব্যাপারটা জানাজানি হলে—'

অফিসার ইশারা করল, 'আঃ, আস্তে আস্তে—'

টিক সেই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠতেই অফিসার রিসিডার তুলে বলল, 'হ্যালো? হ্যাঁ স্যার ...'

ওপাশ থেকে শোনা গেল, 'রাজেশ বলে যে লোকটাকে ধরে এনেছেন তাকে ছেড়ে দিন! অফিসার সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'দিয়েছি স্যার—অনেকক্ষণ দিয়েছি, কিন্তু উনি উঠছেন না!'

ওদিক থেকে ফোনে বলল, 'ওকে আনার সময় আপনার সঙ্গে যারা ছিল তারা যেন এটা নিয়ে আলোচনা না করে!'

অফিসার ব্যস্ত হয়ে জানাল, 'বারশ করে দেব স্যার। তবে আমি ক'মাস পরে চলে যাচ্ছি তো, তাই কেউ বিশেষ কথা শোনে না!'

'তাঁ বললে তো হবে না। কিছু একটা করে শোনান, না হলে আপনারই ঝামেলা বাড়বে!—কণ্ঠস্বর আবার দুঢ় হল।

টেলিফোন কেটে যাবার শব্দ হতে অফিসারও রিসিডার রেখে দেয়।

রাজেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনুন, আপনি বাড়ি যান। না হলে এরপর গাড়ি করে পোর্ছে দেবার হুকুম আসবে, আমি আরও ঝামেলায় পড়ে যাব!'

রাজেশ ধনাবাদ জানিয়ে বলল, 'আমি আপনাকে মনে রাখব—ভবিষ্যতে যদি কোনও কাজ পড়ে একটু স্মরণ করবেন!'

রাজেশ দরজার কাছে যেতেই কন্নার সঙ্গে দেখা। কন্না রাজেশকে দেখে অবাক হয়ে গেল, অফিসার হতভব।

কন্না জিজ্ঞাসা করল, 'ভব্রলোক কে?'

অফিসার প্রথমাটা অন্যমনস্ক হলেও পরে সচেতন হয়ে বলল, 'ইয়ে—না মানে আপনার তাতে কি প্রয়োজন? আর সবসময় এরকম হুটহাট করে আসেন, ক্রমাগত প্রশ্ন করেন, ব্যাপারটা কি?'

কন্না বলল, 'প্রশ্ন না করলে জানব কি করে বলুন?'

অফিসার বলল, 'আপনাকে জানাবার সব দায়িত্ব কি আমি নিয়েছি? নিজে যা জানেন তা আমাকে জানিয়ে সেদিন তো আদিনাথ মলিকের বাড়িতে একবারে পথে বসিয়ে ছেড়েছেন!'

কন্না বলল, 'সেই ভুলটা অন্ততঃ শোধরাতে দিন। এখন বলুন, ওই লোকটি কে, কেন এসেছিল? [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

অফিসার বলল, 'বলব—ক'মাস পর। জমা টাকা সব পেয়ে যাই, তারপর। আর তাছাড়া আপনি মেয়েমানুষ, এরকম টোটে করে ঘুরে একে গুকে—তা কেন, এসব করে কি লাভ হচ্ছে বলুন তো? বে-খা করে মন দিয়ে সংসার করুন না। অবশ্য আপনার যা স্বভাব হয়েছে—স্বামীকেও প্রশ্ন করে করবে—মানে ওই করে ছেড়ে দেবেন!'

কন্না এবার হেসে বলল, 'আপনি বৃষ্টি সেই জানো করেন নি?'

অফিসার বলল, 'আমি করিনি তার অনেক কারণ আছে। সেসব আপনার শূনে লাভ নেই। এখন আপনি কাটুন, আমাকে এখন ঝাঝি রিপোর্ট লিখতে হবে!'

অদিনাথ তাঁর ড্রিংরুমের চুপটি করে বসে আছেন। চোখে উদাস ভাব। এমন সময়

www.banglabookpdf.blogspot.com

বেয়ারা এসে জানাল, 'সাহেব, ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন!'

আদিনাথ বললেন, 'কে?' তাকিয়ে দেখলেন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রাজেশ। তিনি অবাক হয়ে গেলেন, 'কি ব্যাপার?'

রাজেশ বলল, 'কিছু না। জানলাম আপনার শরীর খারাপ, তাই দেখা করতে এলাম।'

আদিনাথ বললেন 'তা হঠাৎ?'

রাজেশ বলল, 'না, এতকাল শুনিনি কিনা—তাই বড় তাজব লাগল!'

আদিনাথ বললেন, 'আমারও তোমাকে এখানে দেখে তাজব লাগছে!'

রাজেশ বলল, 'কেন মল্লিক সাহেব?'

আদিনাথ বললেন, 'কারণ তুমি বাইরে, বাকি সবাই জেলে ...'

রাজেশ মাথা নেড়ে বলল, 'না তো, সবাই বাইরে।'

আদিনাথ মনে করিয়ে দিলেন, 'ভুলে যেও না রাজেশ, গৌরী এখনও জেলে ...'

রাজেশ বলল, 'ও হো, হাঁ হাঁ। গৌরী জেলে—একদম মনে ছিল না। বাকি দু'জন অবশ্য

বেল পেয়েছে। আসলে হ'ল কি, কনফেস করে গৌরী সব গড়বড় করে দিল—হেঁসে গেল।  
বহুত দুখ কি বাত?'

আদিনাথ একটু হেসে বললেন, 'আর এত কাণ্ডের মাঝে এটাই আমার একমাত্র সুখের  
যে গৌরী অন্তত সত্যি কথাটা স্বীকার করেছে ...'

রাজেশ বাধা দিয়ে বলল, 'তাতে লাভ কি হল মল্লিক সাহেব? দুনিয়া চলছে খুঁট রাতায়,  
আর সেজন্যে একজন সাচ্চ বলল কি বলল না, তাতে কার কি যাবে আসবে?'

আদিনাথ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কিছু আমার যাবে আসবে রাজেশ। যাকগে, বোসো—'  
এখন বল তো, গৌরী আমার মেয়ে জেনেও তুমি কাজটা কি করে করলে?'

রাজেশ বলল, 'কি করব সাহেব, ওটা যে আমার প্রফেসন। আপনি যখন বলতেন ষ্ট্রাইক  
ভাঙ, ইউনিয়ন ভাঙ—তখনও তো দেখেছি সাহেব, কত রক্ত। কত লাশ! সেসব দেখে কি  
তখন কাঁদতে বসে গেছি? নিমকহারামি করেছি? নাকি কাজকাম হাসিল করে দিয়েছি মল্লিক  
সাহেব!'

আদিনাথ বললেন, 'সে সব কাজ আর এ কাজ কি এক হল, রাজেশ?'

রাজেশ বলল, 'আমি আনপড় লোক, আমার কাছে সবই এক। ভুলচুক হলে—'

'যাকগে বাদ লাও ওসব কথা।' আদিনাথ আর কথা বাড়াতে চান না।

রাজেশ বলল, 'কিছু বহুৎ ভুল হয়ে গেছে মল্লিক সাব ...'

আদিনাথ চমক ভাঙাতেই রাজেশ আবার বলল, 'আপনার ওয়াইফ—এর ডেখ  
স্যাটিফিকেট কোটে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে—অন্য একটা স্যাটিফিকেট বলছে ওটা জাল—আসলে  
সুইসাইড!'

আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'স্বরটো তুমি জানলে কি করে?'

রাজেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'জানাটাই যে আমার কাজ মল্লিকসাব!'

'কিছু সে ডাক্তার তো—' আদিনাথকে খুব চিত্তাধিত মনে হ'ল।

রাজেশ বলল, 'সেই তো শ্রবলম হয়ে গেল। ডাক্তারটা থাকলে বলতে পারত কোনটা  
কে লিখেছে—আমিই বলিয়ে নিতাম।'

আদিনাথ প্রশ্ন করলেন, 'সে ডাক্তার এখন কোথায়?'

রাজেশ ব্যস্ত করে বলল, 'ভতৈ!'

'ভল্ট? আদিনাথ কথাটা ধরতে পারলেন না প্রথমে।

রাজেশ ব্যস্তিয়ে দিল, 'সেফ কাসটোডিতে।'

আদিনাথ একটু থেমে বললেন, 'কে করেছে বলে তোমার মনে হয় রাজেশ?'

রাজেশ বলল, 'বলেন তো পাশ্চ লাগতে পারি।'

'টিক আছে লাগাও।'

'বদলে?'

'বদলে কি চাও? টাকা? পেয়ে যাবে।'

রাজেশ মাথা নেড়ে বলল, 'আপ করবেন মল্লিক সাব, আপনার কাছে থেকে বহুত টাকা  
পেয়েছি ...'

আদিনাথ বললেন, 'তাহলে?'

রাজেশ আঙুল তুলে বলল, 'দুটো কথা লিখে দিতে হবে।'

আদিনাথ বললেন, 'লিখে দিতে হবে তোমাকে?'

রাজেশ বলল, 'জি। আপনার বড় ছেলে যে আপনাকে ভি খুন করতে চেয়েছিল সেটা  
দুলাইন লিখে দেবেন। সব ব্যালান্স হয়ে যাবে।'

আদিনাথ চোঁচিয়ে উঠলেন, 'কি বলছ কি তুমি? তোমায় আমি কি লিখে দেব?'

রাজেশ বলল, 'আপনার ভবিষ্যৎ খারাপ, আমি এখন চলি। যা বললাম লিখে রাখবেন—  
সব ব্যালান্স হয়ে যাবে, বিলকুল ব্যালান্স!'

আদিনাথ রেগে গিয়ে বললেন, 'কিসের ব্যালান্স?'

রাজেশ জানাল, 'সব, সব কিছু। পাশ্চা ব্যালান্স। আচ্ছা আমি চলি সাব, গরো আবার  
আসব।'

রাতায় এসে হঠাৎ মনে পড়ে যেতে সামনেই টেলিফোন বুথে গিয়ে আদিনাথ মল্লিকের  
বাড়িতে ফোন করল। ওপাশ থেকে সাড়া পেয়েই বলল, 'আমি নীলা দেবীর সঙ্গে একটু  
কথা বলতে চাই।'

টেলিফোনটা নীলাই ধরেছিল। বলল, 'হ্যাঁ, আমি নীলা বলছি।'

কল্পনা বলল, 'নমস্কার। আমি 'সুপ্রভাত' কাগজ থেকে বলছি। আপনার সঙ্গে একটু  
দেখা করতে চাই।'

নীলা বলল, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

কল্পনা বলল, 'সেটা সামান্যমানি বলব। কখন যাব?'

নীলা কারণটা তবুও জানতে চাইলে কল্পনা বলল, 'কারণটা আপনার স্বামী।'

নীলা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তাহলে আসবেন না মিল্লি। কারণ ও ব্যাপারে আমার কোন  
ইন্টারেস্ট নেই।'

কল্পনা জানাল, 'কিন্তু আমাদের আছে। আর আপনি দেখা না করতে দিলে সেই খবরটা  
আমাদের ছেপে দিতে হবে যে নীলাদেবীর তাঁর স্বামী সম্পর্কে কোন ইন্টারেস্ট নেই। তাতে  
কিন্তু কমমিকেশন বোধহয় বাড়বে। বিশেষ করে মল্লিকবাড়ির সখান।'

নীলা কিকিং অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আপনি কখন আসতে চান?'

কল্পনা বলল, 'যখন বলবেন—'  
'ঠিক আছে, এখনই আসুন।' সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন রেখে দিল।

কল্পনা আদিনাথ মল্লিকের বাড়িতে এসে পৌঁছিল।

নীলা দরজা খুলে দিয়ে ভেতরে বসতে বলল। তারপর একসময়ে বলল, 'বলুন, আপনি কি জানতে চান?'

কল্পনা বলল, 'সেখুন অমিতাভ মল্লিক মানে আপনার স্বামী আমায় চেনেন। তাঁর সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। সেটা কিভাবে সম্ভব?'

নীলা বলল, 'আমি ঠিক বলতে পারব না।'

কল্পনা বলল, 'সেখুন কাগজে যেমন আর পাঁচটা দুর্ঘটনা ছাপা হয়, তারপর তা হারিয়ে যায়, আমার ইচ্ছে নয় এটার ক্ষেত্রে সেরকমটাই হোক অমিতাভ মল্লিক কোথায় থাকেন, সে ব্যাপারে আপনি আমায় হেল্প করতে পারেন?'

নীলা এবারও জবাব দিল, 'আমি জানি না।'

কল্পনা বলল, 'কেন, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ নেই?'

নীলা বলল, 'মাঝে মাঝে টেলিফোন করে।'

কল্পনা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জানতে চাননি কোথায় আছে বা বাড়ি ফিরছে না কেন?'

'প্রবৃত্তি হয়নি।'—নীলা শপট জবাব দিল।

কল্পনা এবার অন্য প্রশ্ন জানল, 'আচ্ছা ববি নামে যে লোকটা খুন হয়েছিল, তার সঙ্গে অমিতাভবাবুর কিরকম বন্ধুত্ব ছিল?'

নীলা জানাল, 'জানি না।'

কল্পনা বলল, 'আপনার খবর মশায়ের এককালের সেক্রেটারী মিঃ চাওলা এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে অমিতাভের সম্পর্কের কথা নিশ্চয়ই আপনি জানেন না বলবেন না!'

নীলা বলল, 'শুনেছি।'

কল্পনা জানাল, 'ও ব্যাপারে সমস্ত ইনফরমেশন আমরা পেয়েছি। অমিতাভ ও আদিনাথ মল্লিকের লড়াই—এর বোধহয় ওখান থেকেই সূত্রপাত। যাকগে, আচ্ছা রাজেশের সঙ্গে ওনার পরিচয় কতদিনের?'

কথাটা শুনে নীলা চমকে তাকাতেই কল্পনা বলল, 'নিশ্চয়ই অনেকদিনের। আর তা না হলে রাজেশের বাড়ির ঠিকানা ও পেল কিভাবে? যা আমি চেষ্টা করেও পাচ্ছি না!'

নীলা স্বীকার করল, 'ঐ নামে একজনের সঙ্গে যাবাকৈ কথা বলতে শুনেছিলাম, জানি না তিনি ইনি কিনা।'

কল্পনা অবাক হয়ে গেল নীলার কথায়। যেন সূত্র খুঁজে পেয়েছে এমন ভাবে বলল, 'মিঃ আদিনাথ মল্লিকের সঙ্গে... আচ্ছা তা তিনি বুকি আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড?'

নীলা বলল, 'একমাত্র প্রফেসর রায় ছাড়া এ বাড়ির আর কোনও বন্ধু আছে বলে আমার জানা নেই।'

হঠাৎ প্রফেসর রায়ের নাম শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় থাকেন তিনি?'

নীলা বলল, 'ঠিকানা বলতে পারব না।'

কল্পনা বলল, 'অন্তত লোকেশনটা?'

'জা-ও জানি না। তবে প্রায় রোজই সকালের দিকে আসেন।'

কল্পনা বলল, 'তাই নাকি? গুড! আচ্ছা মিঃ আদিনাথ মল্লিকের সঙ্গে একবার দেখা করা যাবে?'

নীলা বলল, 'এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারো সঙ্গে উনি দেখা করেন না।'

কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, 'রাজেশের সঙ্গেও না? কি হল বলুন, রাজেশের সঙ্গেও না?'

নীলা এবারও বলল, 'আমি জানি না।'

কল্পনা ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়ল।

নীলা ডেকে বলল, 'একটা অনুরোধ, দয়া করে এমন কিছু লিখবেন না, যাতে স্ক্যান্ডাল-এর আশংকা আরও ছড়িয়ে পড়ে।'

কল্পনা বলল, 'সত্যি হলেও লিখব না?'

নীলা বলল, 'অন্ধকার তো সত্যি, তাহলে আর আলো জ্বালাবার দায় থাকে কেন?'

কল্পনা বলল, 'কথাটা মনে রাখব। চলি।'

কল্পনা বেরিয়ে গেল, নীলা চূপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

॥ ৩৪ ॥

কলিংবেলটা হঠাৎ বাজতেই প্রিয়ংবা দরজা খুলে দেখে সুন্দর পোশাকে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

প্রিয়ংবদাকে দেখেই বলল, 'নমস্কার!'

প্রিয়ংবা প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বলল, 'নমস্কার—আপনি?'

ভদ্রলোক বলল, 'আমি মানে আমার নাম অনিমেষ মুখার্জী। ভেতরে আসতে পারি?'

প্রিয়ংবা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কিছু কি ব্যাপার বলুন জে। আমি কিছু এই মুহুর্তে কোনও ছবিরা কাছ নিতে পারছি না।'

অনিমেষ বলল, 'আমি আপনার প্রফেশন-এর ব্যাপারে আসিনি।' হাতের ফাইলটা দেখে নিয়ে বলল, 'আমি মিঃ কৌণীশ রায়-এর কাছে এসেছি।'

প্রিয়ংবা অস্বস্তি প্রকাশ করে গম্ভীর হয়ে বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন। বসুন।'

অনিমেষ সোফায় বসে জিজ্ঞাসা করল, 'ববিবাবু কি আছেন?'

প্রিয়ংবা বলল, 'আজ্ঞে নন—না।'

অনিমেষ বলল, 'আই সি। আচ্ছা কখন এলে ওনার সঙ্গে দেখা হতে পারে?'

প্রিয়ংবা এবার সত্যি কথাটা বলল, 'আসলে—আসলে আপনি যাকে খুঁজছেন সে—সে কিছুদিন আগে মারা গেছে।'

অনিমেষ চমকে উঠল, 'মারা গেছে!'

প্রিয়ংবা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। হয়ত কাগজে পড়ে থাকবেন, ববি নামে একজন খুন—'

অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়েছি। কিন্তু ইনিই কি তিনি? যার ডেভডি পাওয়া গেছে বাইপাস-এর ধারে, যেখানে নাকি আরও একটা বাড়ি ছিল...'

প্রিয়ংবা মুখ নীচু করে বলল, 'হ্যাঁ।'

অনিমেষ বলল, 'স্যাদ, ভেরি স্যাড! তাহলে তো বড় অসুবিধে হয়ে গেল। আসলে উনি বেশ কিছু টাকা ইনভেস্ট করেছেন...'

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রিয়বেদা জিজ্ঞাসা করল, 'কত টাকা?'  
অনিমেঘ বলল, 'তা প্রায় ন'লাখ টাকা। ওনার মামা মারা যাবার সময় তাঁর সম্পত্তি সবাইকে ভাগ করে দিয়ে গেছেন—উনি পেয়েছেন ন'লাখ।'

প্রিয়বেদা সন্দেহ প্রকাশ করল, 'সেটা আপনি জানলেন কি ভাবে?'  
অনিমেঘ বলল, 'আমি যে সলিসিটর ফার্ম-এ চাকরি করি তাঁরই এটা ডিল করছেন। কিছু মনে করবেন না, আপনি কি—'

'হ্যাঁ, আমি ববির স্ত্রী, প্রিয়বেদা রায়।'  
অনিমেঘ হেসে বলল, 'ও আচ্ছা। আসলে স্কৌশীবাবুর—আই মিন বিবাবুর অ্যাবসেন্স-এ টাকাটা কি করা হবে সেরকম কোন ইনস্ট্রাকশন নেই। তাই এখন কি করা হবে—'

প্রিয়বেদা হাত নেড়ে বলল, 'কেন? স্বামীর অবর্তমানে তার অর্থ স্বভাবতই তার স্ত্রীর প্রাপ্য?'  
অনিমেঘ স্বীকার করল, 'লিগ্যালি অবশ্য তাই হওয়া উচিত। যদি সন্তানাদি থাকে তাহলে তারও শেয়ার থাকবে।'

প্রিয়বেদা বলল, 'আমাদের কোন ছেলেমেয়ে নেই।'  
অনিমেঘ বলল, 'তাহলে একমাত্র দাবীদার আপনারই হওয়ার কথা। আপনি দয়া করে আপনারদের আরেজ স্যাটিকিফিকট আর উনি যে মারা গেছেন তার ডকুমেন্টস নিয়ে আমাদের অফিসে একবার আসতে পারেন। কারণ বৃহত্তেই পারছেন, এক্ষেত্রে আপনার আইডেন্টিফিকেশনটা ভীষণ দরকার।'

প্রিয়বেদা বলল, 'নিশ্চয়ই যাব।'  
অনিমেঘ বলল, 'ধন্যবাদ। তাহলে আমি চলি।'

হঠাৎ প্রিয়বেদা বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? যে এ্যামাউন্টটা বললেন সেটা কি ক্যাশ-এ নাকি ইনটার্মস অব সম্পত্তি—আই মীন ব্যাডি জমি—'

অনিমেঘ মাথা নেড়ে বলল, 'নো নো, ইউস ক্যাশ। ফুল্লি এ্যাকাউন্টেড মানি। তাহলে হবে আসবেন?'

প্রিয়বেদা জানাল, 'কালই যাব।'

অনিমেঘ মনে করিয়ে দিল, 'পুঁজা এগারোটায় আসবেন। না হলে বস বেরিয়ে গেলে কোন কাজ হবে না। উনি কিছু স্বধ ব্যাপারেই ভীষণ পারাটুকুরার। কথা দিলে তা নড়চড় হয় না কখনো। তাহলে কাল দেখা হচ্ছে, চলি—।'

নীলা ছুইবুঝে বসে পুরনো কথা ভাবছে, এমন সময় অমিতাভ ঢুকল। চেহারা বিপর্যস্ত। এতদিন পরে হঠাৎ অমিতাভকে বাড়ি ফিরতে দেখে নীলা চমকে উঠে সাঁড়াস। কি বলতে ভেবে পায় না। ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিতে ইচ্ছে হল।

অমিতাভ বলল, 'নীলা, তোমার সঙ্গে কথা আছে—ঘরে চল।'

নীলা বলল, 'কিছু তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই।'

অমিতাভ কবুণ চোখে তাকাল, 'এখানে বলা যাবে না নীলা—ঘরে চল।'

নীলা ধীর পায়ে ঘরে গেল, পেছনে অমিতাভ।

অমিতাভ বলল, 'আচ্ছা নীলা, আমার বর্তমান অবস্থা দেখে তোমার এতটুকু কনুণা হচ্ছে না।'

নীলা হেসে বলল, 'তোমার চেয়ে ভাল অবস্থা কার?'

'না, নীলা, না। এখন আমার জীবনের সংশয় আছে, তবু এসেছি শুধু তোমাকে বলতে যে আমাকে যতটা নির্দয় ততটা নিষ্ঠুর ভাবছ আমি ততটা নই। আমি যা করছি তা আমার, তোমার, সৌরী, অরুণ—সকলের কথা ভেবেই করছি। আমি ওদের বড় ভাই, আমি চাইনি যে বাবা আমাদের উপেক্ষা করে আমাদের অগ্রাহ্য করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি বাজারের একটা সামান্য মেয়েছেলেকে দিয়ে যাবেন। আর সেটারই প্রতিবাদ করতে গিয়ে ওনার সঙ্গে আমার বিরোধ। সৌরীকে উনি যখন বেশিমাত্রায় প্রথায় দিতেন, আমি বাধা দেওয়া সঙ্গেও উনি মালেননি—আজ সেই সৌরীর একটা লোককে খুন করতেও হাত ক'পেনি। আমি কোনও অন্যায়কে মানতে পারি না নীলা—নো, নেভার! আমি তাভকে বেশ শক্তিত মনে হল।

এমন সময় টেলিফোনটা বাজল। অমিতাভ বলল, 'ঘরে বল আমি নেই।'

নীলা রিসিভার তুলল, 'হ্যালো?'

ওপাশ থেকে রাজেশের গলা শোনা গেল, 'অমিতাভবাবুকে দিন।'

নীলা বলল, 'তোমার টেলিফোন।'

অমিতাভ রিসিভারটা নিয়ে কি একটু ভেবে আবার রেখে দিয়ে বলল, 'বললাম যে বলতে আমি নেই, তুমি কি আমার কথাটা শুনতে পাও নি, না কাজটা হচ্ছে করে করলে?'

নীলা বলল, 'কেন, হচ্ছে করে। যে অন্যাায়ের সঙ্গে আপোস করে না, তার আবার ভয় किसের যে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হবে।'

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠতে নীলাই রিসিভার তুলল, 'হ্যালো?'

রাজেশ বলল, 'লাইনটা কেটে গিলেন?'

নীলা বলল, 'উনি এখানেই আছে, কথা বলুন।' রিসিভারটা অমিতাভর হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অমিতাভ বলল, 'হ্যালো?'

রাজেশ বলল, 'যখন বাড়িতে ঢুকলেন, তখনই জেনে গেলাম আপনি এসে গেছেন—।'

'কিছু কে আপনি?' অমিতাভ চিৎকার করে উঠল।

রাজেশ বলল, 'আমি রাজেশ ভাই কথা বলছি। কি, চিনতে পেরেছেন তো?'

অমিতাভ অস্বাভিক হল, 'আ—আপনি—'

রাজেশ জানাল, 'কি করব বলুন, পুলিশ রাখতে চাইল না। চলে এলাম। আর তখন থেকেই আপনাকে বুজ্জি।'

অমিতাভ চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, আমাকে আপনার কি দরকার?'

রাজেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'না, তেমন কিছু না—আসলে আপনাকে নেচে নোটস্টী দেখাবার বড় ইচ্ছে হল।'

'নোটস্টী?—অমিতাভ ঠিক বুঝতে পারল না।

রাজেশ বুঝিয়ে দিল, 'হ্যাঁ, নোটস্টী। যেখানে আপনি নাচবেন—আমি নাচাব! কি, কিছু বলুন? হুপ করে রইলেন কেন?'

এবারে অমিতাভ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'আ—আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

রাজেশ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'করবেনই তো। কিছু এখনও সময় আসে নি, আর কটা দিন

অপেক্ষা করতে হবে যে। তবে আপনি জেনে রাখুন, আপনি যেখানেই থাকুন আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব সবসময়। আর জানেনই তো, আমার জ্বান কখনও কুট হয় না।' অমিতাভ কিছু বলতে চাইল, কিন্তু লাইন কেটে যাবার শব্দ হল।

কথা শেষ হতেই নীলা ঘরে ঢুক কলে, 'ভত্রলোক কে?'

অমিতাভ বলল, 'রাজেশ। সাংঘাতিক লোক। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না লোকটা ছাড়া পেল কি ভাবে?'

নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সঙ্গে পরিচয় হ'ল কি করে?'

অমিতাভ জানাল, 'ঐ হয়ে—মানে গৌরী—গৌরী আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।'

নীলা বলল, 'তুমি কি জান, গৌরী পুলিশকে স্টেটমেন্ট দিয়েছে সে তোমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আদিনাথ মল্লিকের সম্পত্তি হস্তগত করতে গিয়েছিল। এমন কি প্রয়োজনে তাঁকে—'

অমিতাভ টেঁচিয়ে উঠল, 'মিথো কথা—সম্পূর্ণ মিথো কথা নীলা। তুমি প্লিজ বাবাকে বোঝাও যে আমি এসব করিনি।'

নীলা অবাক চোখে তাকাল, 'আমি? আমি বাবাকে বোঝাব?'

অমিতাভ বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি। আমি জানি বাবা তোমাকে বিশ্বাস করেন, ভালবাসেন, তোমার কথা তিনি বিশ্বাস করবেন।'

নীলা বলল, 'আর সেইজন্যে তাঁকে আমায় মিথো বলতে হবে?'

অমিতাভ আবার বলল, 'বিশ্বাস কর নীলা, আমি মিথো কথা বলছি না। গৌরীই আমাকে—'

নীলা বলল, 'যাক। ঠেঠা করেও অন্ততঃ সত্যি কথা বলতে শুরু কর। গৌরী জেলে— সে কখন বা প্রিয়বন্দার মত বেল পায় নি। পুলিশকে সব কথা খুলে বলেছে। নিজের কৃতকর্মের জন্যে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষী করছে না। আর তুমি—তুমি একটা আগে বলুতা দিলে যে অন্যায়ের সঙ্গে তুমি নাকি আপোষ কর না। এখন আবার বলছে যে গৌরীর বুদ্ধিতে তুমি সব কাজ করেছে। নিজের কাল একসব কথা শুনতে হচ্ছে—অবিশ্বাস লাগছে না?'

অমিতাভ বলল, 'তুমি আমাকে—'

নীলা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আজ আমি সবচেয়ে বেশি করুণা করি কাকে জান? নিজেকে— যে তার বাবা-মার কাছে গিয়ে এসব কথা বলতেও পারবে না, আবার স্বামীর নীচতা সহ্য করতে পারবে না। একজন বিবাহিত মেয়ে কখনও তার স্বামীকে ছোট বা নীচ হিসেবে মানতে চায় না। এটা যে তার কৃত বড় হার। আর—আর সেই হারটাই আমি আজ হেরে গিয়েছি।' কথাগুলো বলতে বলতে নীলার দু'চোখ জলে ভরে এল। দু'হাতে চোখ চেপে ধরে বসে পড়ল।

আদিনাথ ঘরে চুপটি করে বসে আছেন। বেয়ারা এসে বলল, 'বড় সাহেব এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

আদিনাথ চমকে উঠলেন, 'বড় সাহেব?'

বেয়ারা বলল, 'আজ্ঞে।'

আদিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোঁমা কোথায়?'

বেয়ারা বলল, 'ভাঁর ঘরে।'

আদিনাথকে খুবই চিন্তাধিত দেখাল।

বেয়ারা বেরিয়ে যেতেই অমিতাভ বীর পায়ে ঘরে ঢুকল।

আদিনাথকে চুপটি করে বসে থাকতে দেখে ডাকল, 'বাবা!'

আদিনাথ ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি—তুমি এখানে কেন? তোমার তো এখন নরম বিজ্ঞানায় আরামে ঘুমোনার কথা—তাহলে এখানে কেন?'

অমিতাভ এগিয়ে গিয়ে আদিনাথের পা জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমাকে বাঁচান বাবা—'

আদিনাথ পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আঃ, হাত সরানো। আমার শরীরটা অপরিষ্কৃত হয়ে যাবে।'

অমিতাভ বলল, 'আপনি অন্তত শুনুন আমার কথাটা। আমি মন থেকে এসব করতে চাইনি। গৌরী পুলিশকে স্টেটমেন্ট দিয়েছে সে আমার পরামর্শেই নাকি আপনার বিবুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল। সম্পত্তি দখল করতে রাজেশকে দিয়ে আপনাকে আমিই নাকি—হঠাৎ মাথায় কি ভর করল, বাঁচান বাবা, একমাত্র আপনিই পারেন আমাকে বাঁচাতে ...'

আদিনাথ ইশারায় অমিতাভকে থামতে বললেন। তারপর একটু মনে বললেন, 'গৌরী মিথো কথা বলেছে মনে কর?'

অমিতাভ বেশ জোর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ মিথো।'

আদিনাথ বললেন, 'সেদিন থানার অফিসরের সঙ্গে সেই জার্নালিস্ট মেয়েটা এসে যেমন তোমার নামে মিথো কথা বলে গেল, গৌরীর বলটা কি তার চেয়েও বেশি মিথো?'

অমিতাভ মাথা খাঁকিয়ে বলল, 'আঃ বাবা! সেদিন আমার মাথার ঠিক ছিল না।'

আদিনাথ উত্তরে বললেন, 'এখন আছে তো? তা যদি না থাকে তাহলে সেইটা আগে ঠিক করে। কারণ আমার কাছেও তো টেপেরেকর্ডার নেই, তাই তোমার এখনকার বলা কথাও আমি পরে প্রমাণ করতে পারব না। আর তাছাড়া কে কি বলল না বলল তাতে এত বিচলিত হয়ে পড়ার মত মানুষ তো তুমি নও। মুখের কথায় যে কোনো দাম নেই তা তো তুমি জানো, অস্বীকার করো? প্রমাণ না হলে কাজ করার কায়দা তুমি তো শিখে গিয়েছ, তাই না?'

অমিতাভ বলল, 'কিন্তু রাজেশ—'

আদিনাথ বললেন, 'ওর ব্যাপারটা নিয়ে মিসেস চাওলার সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে পার। তার সঙ্গে তো তোমার ভাল আলাপ। আশা করি সে তোমাকে তোমার উপযুক্ত বুদ্ধিই দেবে।'

অমিতাভ চমকে উঠে বলল, 'আপনি আমাকে—'

আদিনাথ চিংকার করে বলে উঠলেন, 'শাট আপ! আর কথা বাড়ালে তোমাকে আমি বাইরের লোকের মত ট্রিট করব!'

আদিনাথের চিংকার কানে হেঁতেই নীলা ছুটে ঘরে ঢুকে বলল, 'বাবা আপনি অসুস্থ, ডাক্তারবাবু উত্তেজিত হতে আপনাকে বারণ করেছেন ...'

আদিনাথ ততক্ষণে সোফায় বসে পড়ে হাঁফাচ্ছেন। নীলা গিয়ে পাশে বসে বুকে হাত বুলািয়ে দিচ্ছিল।

রাতে আদিনাথ শূয়ে আছেন খাটে, নীলা কাছে বসে—এমন সময় অমিতাভ আবার ঘরে ঢুকল।

নীলা আড়চোখে অমিতাভকে দেখে আদিনাথকে বলল, 'বাবা, শরীরের এই অবস্থায় আপনি যদি সবসময় এত উত্তেজিত থাকেন, তাহলে—!' আদিনাথকে চোখ বুজে থাকতে দেখে বলল, 'ও এসেছে!'

আদিনাথ অমিতাভকে দেখে আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, 'শোন অমিত, গৌরীকে আমার ফ্ল্যাট ছাড়তে তিনদিন সময় দিয়েছিলাম, কারণ সে মেয়ে—তোমাকে মাত্র তিনঘণ্টা সময় দিচ্ছি, তার মধ্যে তুমি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। আমি জানব অরুণাভই আমার একমাত্র সন্তান, বাকি দুজন মৃত।'

অমিতাভ আঁচকে উঠল, 'বাবা!'

আদিনাথ বাধা দিয়ে বললেন, 'আঃ! এ সম্বোধনটা আর উচ্চারণ করবে না। এমনকি ভবিষ্যতে আমার সামনেও আসবে না।'

নীলা আর থাকতে না পেরে বলল, 'বাবা, আপনি দয়া করে উত্তেজিত হবেন না।'

'আমি উত্তেজিত হইনি বৌমা। তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। আমার মধ্যে একটা খিঁচি কাঁজ করছিল, সেটা আর নেই। এখন আমি আবার শুরূ করতে পারি—আর সেটাই করছি। ওকে তুমি যেতে বল বৌমা। আমার অনুমতি ছাড়া কোন বাইরের লোক যেমন আসতে পারে না, তেমনই অনুমতি ছাড়া থাকতেও পারে না।—আদিনাথের কঠোর কিছুটা কোমল শোনান। নীলা মাথা নিচু করে বলল, 'সেই বাইরের মানুষটা যদি আপনার আশ্রয় চায়?'

আদিনাথ বললেন, 'বৌমা, ভিক্ষুককেও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হয়!'

অমিতাভ বলল, 'তাহলে আমি এখন কোথায় যাব?'

আদিনাথ গভীর কণ্ঠে বললেন, 'দ্যাটস নট মাই হেডেব! নাউ গেট আউট!'

নীলার গলা ভিলে এলো, 'বাবা! ও আমার কেউ না হতে পারে কিন্তু আপনার তো ছেলে, তাই ওকে আর কটা দিন সময় দিন।' কোনকরমে কারা চেপে নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আদিনাথ মনে মনে বললেন, 'পুওর গার্ল!'

আদিনাথ চূপচাপ বসেছিলেন, পায়ের শব্দে তাকিয়ে বেয়্যারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'কি ব্যাপার?'

বেয়্যারা মাথা নিচু করে বলল, 'একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

আদিনাথ বিরক্ত প্রকাশ করলেন, 'না, না—এখন আমি দেখা করতে পারব না। তুমি বলে দাও, আমার শরীর ভাল নেই, বিস্রাম করছি।'

বেয়্যারা বলল, 'সে কথা আমি প্রথমেই বলেছি। কিন্তু উনি নামটা বলতে বললেন।'

'কি নাম?'

বেয়্যারা বলল, 'চিহ্নলেখা।'

নামটা শুনেই আদিনাথের সমস্ত মুখের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে এসো।'

বেয়্যারার সঙ্গে চিহ্নলেখা ঘরে ঢুকতেই আদিনাথ ইশারায় বেয়্যারাকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, 'ভেবেছিলাম আমি উঠে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব, কিন্তু বিশ্বাস করো শরীরটায় আর তেমন জোর পাই না।'

চিহ্নলেখা ঘরটা খুব ভাল করে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'অসময়ে খবর

না দিয়ে আসলাম বলে বিরক্ত হলে না তো?'

আদিনাথ বললেন, 'আরে না, না। তুমি যে আসবে আমি বিশ্বাস করতাই পারি নি।' চিহ্নলেখা বললেন, 'তা কি এত চিন্তা করছিলে একলাটি ঘরে বসে?'

আদিনাথ সোফাটায় আরাম করে বসে চিহ্নলেখাকেও বসতে বললেন। তারপর বললেন, 'কি জান চিহ্নলেখা, মাঠের এক কোণে যে একটা দুকোথাস মাথা তুলে থাকে সে সূর্যের আলোর জন্যেই সতেজ। আবার সে বেঁচে না থাকলে ঐ আলোটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। ন'জনেরই অস্তিত্ব নির্ভরশীল দু'জনের ওপর। কিন্তু আমার—আমার অস্তিত্বটাই যে আজ মিথ্যে হয়ে গেল! সেজা কথায়, বর্তমানটায় কাটা চিকু পড়ে গেছে, ভবিষ্যৎ লক্ষ্যহীন, আর অতীত? জানতে ছোপধরা।'

চিহ্নলেখা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনটার জন্যে নিজেকে দায়ী বলে মনে হয়?'

আদিনাথ বললেন, 'হয়ত সবটার জন্যেই। আবার হয়ত কোনটার জন্যেই নয়। নীলা বলে, ছেলেমেয়ের ব্যাপারে আমার কোথাও দাঁড়ি টানা উঠিত ছিল। তুমি যা বল তার এককথায় অর্থ, তোমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, ছলনা করে আমি সরে গিয়েছি...'

চিহ্নলেখা বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার কথা খালি?'

আদিনাথের গলায় অফেপের সুর শোনা যায়, 'কেন থাকবে? কেন চিহ্নলেখা? জীবনের সাহায্যে এসে আমারও তো কিছু উপলব্ধি হয়েছে, আর সেটা সব কিছু দেখেশুনেই। তাকে চূপ করিয়ে দিলে, কিছু শব্দকে তুমি বন্ধ করতে পারবে—কিন্তু আমার মনের ভেতর যে অনুভূতিগুলো সবসময় ঘূরপাক খাচ্ছে, তাকে তুমি থামাবে কি করে?'

চিহ্নলেখা বললেন, 'আচ্ছা আমি না এলে কি করতে?'

আদিনাথ বললেন, 'জানি না—জানি না কি করতাম! হয়ত এত কথা বলতাম না, হয়ত নিজের ভেতরেই তাকে যত্নে লালন করতাম, হয়ত গুমরে মরতাম—বিশ্বাস কর, জানি না কি করতাম!'

চিহ্নলেখা বললেন, 'যেমন আমি করছি এতকাল? এখনও করছি?'

দু'জনেই চূপ। চিহ্নলেখা সামান্য পায়চারি করে আবার বললেন, 'আসলে কি জান, না চাইলেও আমরা এমন কিছু পাই, যা আমাদের প্রাণ্য ছিল না, অথচ দুহাত পেতে নিতেই হয়। জীবন অঙ্গলিভরে যা দেবে সেটা উপভূক্ত করে ফেলে দেব—এমন কথা আমাদের কোথায়? আমাদের অস্তিত্বের দাবীদার যে আমাদের জীবন আদিনাথ!'

চিহ্নলেখার কথা শুনে আদিনাথ অঝবক দুঃখিত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, 'এত মনের জোর তুমি কোথায় পেলে চিহ্নলেখা?'

চিহ্নলেখা বললেন, 'সত্যিই কি সেটা শুনতে চাও? তবে জেনে রাখো, সবটাই পেয়েছি তোমার কাছে!'

আদিনাথ লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, 'আমার কাছে? কি বলছ তুমি? আমি তো তোমার সঙ্গে ছলনা করছি, তোমাকে ঠকিয়েছি!'

'তবু তোমারই কাছে শিখেছি। তুমি আমাকে হারাতে চেয়েছ বলেই তো আমি হারাতে লিখেছি। হেরে গিয়েও যে জেতা যায় না তাহলে বৃথতাম কি করে বসে!'

আদিনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'হয়ত তাই। তবে আজ যে আমি নিজেই হেরে বসে আছি।'

চিত্রলেখা বাধা দিয়ে বললেন, 'অথবা হয়ত আজ থেকেই জেতার শুরু।'

আদিনাথ বিহ্বল হয়ে যান চিত্রলেখার কথায়। কবুণ চোখে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ আমার কি হয়েছে বল তো চিত্রলেখা, তোমার সব কথা আমি কেন জানি মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না!'

'কেন জানি না, আমি নিজেই নিজেকে বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, আমি কি সেই চিত্রলেখা যে একতাল কতকগুলো হেঁড়াবাঁড়া ছবিকে জোড়া লাগাবার চেষ্টায় আপন মনে শুধু টিকে থেকেছে? একি সে-ই, না অন্য কেউ?' চিত্রলেখার গলা ভারি হয়ে উঠল, দুটো চোখ জলে ভরে এল।

আদিনাথ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'চিত্রলেখা!'

চিত্রলেখা বললেন, 'উত্তেজিত হলো না, আদিনাথ। তোমার এখন অনেক সমস্যা। প্রফেসর রায় বলছিলেন, তুমি যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী হতে, তোমার পক্ষে সঠিক কাজ হতো সেখানে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা।'

আদিনাথ বললেন, 'প্রফেসর কি বলেছে ঈশ্বর ছাড়া সেই সমর্পণ সম্ভব নয়?'

আর কোন কথা নেই। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

চিত্রলেখা হির করলেন আর এখানে থাকটা উচিত হবে না। তাই বললেন, 'আমি চলি আদিনাথ—'

আদিনাথ বললেন, 'আমি কিন্তু তোমার অপেক্ষায় থাকব।'

চিত্রলেখা বললেন, 'ভাল থেকে।'

এই প্রথম আদিনাথের চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চিত্রলেখা ঘরের কাজে ব্যস্ত। দীর্ঘ কয়েকবছর কলকাতার বাইরে থাকায় ঘরদোর দেখাশোনার কোন উপায় ছিল না। এমনতেই তিনি খুবই ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাই এখন সময় পেলেই ঘর সাজতেই ব্যস্ত থাকেন। এমন সময় নীলা এসে দাঁড়াল। দরজা খোলাই ছিল। তবুও নীলা ঘরে না ঢুকে বাইরে অপেক্ষা করল। হঠাৎ চোখ পড়তেই চিত্রলেখা দূত এগিয়ে এসে বললেন, 'আরে আপনি!'

নীলা নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আমি নীলা।'

চিত্রলেখা বললেন, 'ও, বুঝতে পেরেছি। এস ভেতরে এস। কিছু মনে করো না, আমি কিন্তু তুমি বলে ফেললাম।'

নীলা হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই, তাই তো বলবেন।'

অভ্যুৎসর্গ নীলাকে বসতে বলে বললেন, 'কি খাবে বল?'

'না, না। আপনি একদম ব্যস্ত হবেন না, আপনি বসুন।'

চিত্রলেখা বললেন, 'ঠিক আছে। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো?'

নীলা কিন্তু-কিন্তু করে বলল, 'আমি—মানে আপনার কাছে একটা ব্যাপারে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

চিত্রলেখা অবাক হলেন, 'ক্ষমা চাইতে এসেছে? কেন, কি হয়েছে?'

নীলা মুখ নিচু করে বলল, 'আপনি যখন বাবার ঘরে কথা বলছিলেন তখন বাইরে থেকে

আপনাদের গলা শুনে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি—।'

চিত্রলেখা বললেন, 'আরে তাতে কি হয়েছে?'

নীলা স্বীকার করল, 'আমি আপনারদের সব কথা শুনেছি।'

চিত্রলেখা বললেন, 'তা এতে তো ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। এটা স্বাভাবিক কৌতূহল।'

নীলা বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই। আর সেই কারণেই উদ্বৃত্তা নয়।'

'তুমি আর কিছু বলবে?—চিত্রলেখা তাকিয়ে রইলেন নীলার মুখের দিকে।'

নীলা বলল, 'বাবার বর্তমান অবস্থা তো আপনি জানেন।'

চিত্রলেখা বলল, 'জানি। আজ কেমন আছে? কাল কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।'

নীলা বলল, 'তাই আপনি যদি—।'

চিত্রলেখা বললেন, 'যদি আর না যাই?'

নীলা লজ্জা পেয়ে বলল, 'না না, ঠিক তা বলতে চাইনি। আসলে কালকের কথা শুনে মনে হয়েছে, এখন আপনিই পারেনে ওনার এই ভাঙা-দুমুড়েপড়া অবস্থাটা সামাল দিতে। যেখানে একটা মানুষকে চারদিক থেকে ছায়া দিয়ে আরাম দেয়ার কথা, সেখানে উনি দাঁড়িয়ে আছেন গনগনে দুপুরের রোদে। তাই বলছিলুম—'

চিত্রলেখা বললেন, 'আমি তো ভাই কোনকালেই ওর ছায়াবৃক্ষ ছিলাম না, নীলা!'

নীলা মনে একটু সাহস এনে বলল, 'আমি জানি না কি কারণে আপনারা বিচ্ছিন্ন, তবে কাল বুঝছি, বিচ্ছিন্নতার সে বাঁধনটা কিন্তু আসলে খুব আলগা। আমার ধারণা, আপনাই একমাত্র পারেন সে বাঁধন খুলে দিয়ে সহজ সরল করে তুলতে।'

চিত্রলেখা একটু অস্বস্তি বোধ করলেন, 'তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে আমি অসহজ বোধ করছি। তবে এ যে বলেছি বিচ্ছিন্নতার কথা, তার কারণটা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না নীলা। অভিজ্ঞতার বিচারে তুমি এখনও যে নাবালিকা।'

নীলা স্বীকার করল, 'হয়ত তাই। কিন্তু কে বেশি অভিজ্ঞ বলুন তো? যে অনেকটা পথ একা হেঁটে ক্লাস্ত, নাকি যে চুপচাপ অন্ধকারে শুধু বলেই থেকেছে, অপেক্ষা করেছে?'

চিত্রলেখা তাকালেন নীলার মুখের দিকে, 'এদের দু'জনকেই তুমি চেনো?'

চিত্রলেখার এই প্রশ্নে নীলা একটু সিঁদাগ্রস্ত হলেও খুব স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'হ্যাঁ চিনি, আর চিনি বলেই আপনার কাছে কথাটা এত সহজভাবে বলতে পারলাম। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।'

চিত্রলেখা বললেন, 'ঠিক আছে। তবে তুমি এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ নীলা, যে মানুষটা তেঙে দুমুড়ে পড়ে—সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ তাকে সামাল দিতে পারে না। একটা কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, একটা চারাগাছকেও যদি মাটি থেকে উপড়ে ফেলা যায়, দেখবে নিজেকে বাঁচাতে সে মাটির চারদিকে যে ভাবে পেরেছে শেকড় ছড়িয়েছে—বাঁচার চেষ্টা করছে। হয়ত পারেনি, কিন্তু বাঁচার অগ্রহটা প্রকাশে সে ক্লাস্ত হয় নি।'

নীলা অগ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আপনি হঠাৎ একথাটা বললেন কেন?'

চিত্রলেখা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বললেন, 'ও কোথাও হেরে যায় নি তো? সেই অনেকটা পথ একা একা হেঁটে ক্লাস্ত। কিন্তু চুপচাপ অন্ধকারে শুধুই বসে থাকা। ওরও কোথাও কোথাও রেঁচে ওঠার জাগিদা আছে তো?'

নীলা বলল, 'সেটাও তো আপনিই বুঝতে পারবেন।'  
 চিত্রলেখা বললেন, 'তা তো পারছি। তবে ভয়ও হচ্ছে বড়।'  
 নীলা আর কথা বাড়তে চাইল না। তাই একসময় বলল, 'আমি আজ চলি। আপনি  
 আবার আসছেন নিশ্চয়ই।'  
 চিত্রলেখা মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আসবে।'  
 'অনেকক্ষণের জন্যে?'  
 চিত্রলেখা বলল, 'হ্যাঁ।'  
 'কথা দিলেন কিছু—।'  
 'দিলাম।'  
 আর কোন কথা না বলে নীলা বীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ ৩৫ ॥

চিত্রলেখার সঙ্গে কথা বলার পর নীলা মনের মধ্যে স্বস্তি বোধ করলেও তার দৃষ্টিভঙ্গি কিছুতেই  
 কটল না। মাঝেমাঝেই আদিনাথের করুণ মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যার জন্যে  
 মল্লিক বাড়ির আজ এই অবস্থা সেই অমিতাভকে স্বামী বলে মনে নিতে পারছে না। ইদানীং  
 অমিতাভকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

সেদিন নীলা সেজেগুঞ্জে ব্যাগ নিয়ে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। অমিতাভ শুয়ে শুয়ে  
 একদৃষ্টে সেটা লক্ষ্য করছিল। কারও মুখে কোনও কথা নেই। তারপর একসময় নীলা ব্যাগ  
 নিয়ে বেরোতে যাবে, অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এখনই বেরোচ্ছ? নীলাকে চূপ  
 করে থাকতে দেখে অমিতাভ আবার বলল, 'খুব কি দরকার?'

নীলা না জাকিয়েই বলল, 'কেন বল তো?'  
 অমিতাভ বলল, 'না, মানে জিজ্ঞাসা করছিলাম আর কী! আসলে—আসলে বাবার  
 শরীরটা খারাপ তো, এসময়ে তাঁর কাছে তোমার সবসময় থাকটা খুব দরকার।'

নীলা ঐ কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে ওই কথাগুলো ছাড়াও  
 তোমার আরও কিছু কথা আছে, সেটাও আসল—সেই আসল কথাটাই বরং বলো।'  
 অমিতাভ বলল, 'না না, কোন কথা নেই। আর কি কথা থাকতে পারে!'

নীলা উত্তরে একটা কথাই বলল, 'ভাল।'  
 নীলাকে চলে যেতে দেখে অমিতাভ বলল, 'তুমি তাইলে আমার কথা শুনলে না?'

নীলা স্পষ্ট জবাব দিল, 'না। কারণ উনি তোমার বাবা। তাই অসুস্থ অবস্থায় বোধ হয়  
 তোমারই কাছাকাছি থাকটা দরকার, তাই না?'

অমিতাভ বলল, 'আসলে উনি ঠিক আমাকে—। আমার মনে হয় নীলা, তোমার না  
 বেরুনোই ভাল।'

নীলা বলল, 'তার জন্যে এত দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে!'  
 অমিতাভ বলল, 'হ্যাঁ, তা তো হচ্ছেই। আফটার অল, উনি আমার বাবা—আমাদের  
 কাছ থেকে কম আঘাত তো পেলেন না, তাছাড়া যদি টেলিফোন-টোন আসে, আমি তো  
 ধরতে পারব না। তখন উনি ধরবে—হয়ত ওনারই আবার কে কি বলবে না বলবে, উনি  
 উত্তেজিত হয়ে পড়বেন। সেটা ওনার শরীরের পক্ষে ঠিক হবে না।'

নীলা অঝবক হয়ে গেল কথাটা শুনে, 'তার মানে টেলিফোনটা যাতে আমি ধরতে পারি  
 সেইজন্যে আমাকে থাকতে বলছে?'

অমিতাভ স্বীকার করল, 'বলতে পার সেটাও একটা কারণ।'  
 নীলা চেঁচিয়ে উঠল, 'সেটাই আসল কারণ? কিন্তু তাতে তোমার লাভ কি? আমি যে  
 মিথ্যে মিথ্যে বলতে পারব না—তুমি বাড়ি নেই, সেটা তো তুমি জানো? কি, জানো?'

অমিতাভ বলল, 'এই সামান্য কাজটুকু তুমি আমার জন্যে করতে পার না?'

'না পারব না। কে তুমি? কি তুমি?'

অমিতাভ আর হিঁর থাকতে পারল না। চিৎকার করে উঠল, 'নীলা!'  
 নীলা হাত তুলে অমিতাভকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'চূপ করো। তুমি আর ওই নামে আমাকে  
 ডেকো না। আজ এত ঘটনার পরও তোমার মিথ্যে কথা বলতে ইচ্ছে করছে? এত কাজের  
 পরও ওই বন্ধ মানুষটার নাম করে তুমি আমার মন ভেজাতে চাইছ? কেন, নিজেকে লুকিয়ে  
 রাখার জন্যে? কিন্তু আমি কেন করব বলতে পার? কেন করব সম্পূর্ণ চেনা পরিচিত একটা  
 জঘন্য প্রাণীর জন্য, যাকে মানুষ-পরিচিতিটা দিতেও ইচ্ছে করে না—'

অমিতাভ বলল, 'চূপ করো। বাবা শুনতে পাবেন।'

নীলা বলল, 'উনি সব জানেন। ওনারে আমি সব কথাই বলছি। কিন্তু আজ যে ঘটনাটা  
 সত্যি হতে যাচ্ছে তার কথা কাউকে বলতে পারছি না। তোমাকেও না।' কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে  
 নীলা।

॥ ৩৬ ॥

বিখ্যাত শিল্পপতি আদিনাথ মল্লিক এখন সম্পূর্ণ একা। ছেলেমেয়ে পুত্রবধু সবার কাছ থেকে  
 ছুটি নিয়ে তিনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন। তাঁর এই নিঃসঙ্গতার একমাত্র সঙ্গী আদি  
 অকুর্মি বণ্ডু প্রফেসর রায়। আদিনাথের অল্পরোধমত প্রফেসর রায়েরই একটা বাড়িতে এসে  
 উঠেছেন এখন।

অনেকদিন পর প্রফেসর এসেছেন খবর নিতে। একা চূপচাপ বসে থাকতে দেখে প্রফেসর  
 জিজ্ঞেস করলেন, 'জায়গাটা কেমন লাগছে বলো?'

আদিনাথ বললেন, 'ভালই। বেশ ফাঁকা, নিরিবিলি।'  
 প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তুমি কি এখানে থাকতে পারবে?'

'তুমি দেখে নিও, ঠিক পারব।—বেশ নিরীপ্তভাবে জবাব দিলেন আদিনাথ।  
 প্রফেসর রায়ের মনে কিন্তু সংশয় দেখা দিল, 'কিন্তু যে জীবনধারণে তুমি অভ্যস্ত—মানে  
 তোমার খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা—তার সঙ্গে তো এর কোন মিল নেই। তুমি জান, ঐ কাজের  
 লোক গল্প ছাড়া এখানে কথা বলারও একটা লোক পাবে না।'

আদিনাথ বললেন, 'ওকেও আমার দরকার নেই।'  
 'কি বাজে কথা বলছে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? বাজারহাট করা, যাহোক  
 দুটো চালেডালে সেক্ষ করে দেওয়া, সেসবও তো দরকার। এখন মনে হচ্ছে তোমার পক্ষে  
 সবচেয়ে ভাল ছিল একটা হোটেলের গিয়ে থাকা।'

প্রফেসরের কথা শুনে আদিনাথ মুচকি হেসে বললেন, 'না, না। সত্যিই জায়গাটা ভাল,  
 বেশ নির্জন। তুমি বরং ওকে বলে দিও, কাউকে যেন না বলে যে আমি এখানে আছি।'

প্রফেসর এবার অবাক হল, 'কি ব্যাপার বল তো আদিনাথ? তুমি এখানে কেন এসেছ?' আদিনাথও স্বাভাবিকভাবেই বললেন, 'এমনি, একা থাকব বলে প্রফেসর। আমি চাই আমি যেখানে থাকব কেউ যেন টের না পায়। তুমিও তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে গল্প করো না।'

প্রফেসর কিছু বলার আগেই আদিনাথই বললেন, 'তুমি জেনে রাখো প্রফেসর, এখানে আমি এসেছি একেবারে ব্যক্তিগত স্বার্থে। যেখানে আমি আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করব, আর কেউ থাকবে না। এমন কি একটা আয়নাও যদি না থাকত যেখানে আমি নিজেই দেখতে পাব।'

প্রফেসরের একটা সন্দেহ হল, 'আচ্ছা, তুমি কোনও কিছু থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছ না তো?'

আদিনাথ বিষয়ে তাকান, 'পালিয়ে? তা হঠাৎ তোমার এটা কেন মনে হল যে আমি পালিয়ে বাঁচতে চাইছি?'

প্রফেসর বললেন, 'তুমি যা বললে তা থেকে যে এ প্রশ্নটাই খুব স্বাভাবিকভাবে মনে আসে আদিনাথ।'

আদিনাথ বললেন, 'তাই নাকি? আর আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম, আমি একা থাকতে চাই, সমস্ত বর্ধন ছিন্ন করে নিজের বোঝা নিজেই কাঁধে নিয়ে চলতে চাই—সে কথাগুলো তোমার যথেষ্ট মনে হল না?'

রায় বললেন, 'সত্যিই কথাগুলো আমাকে অবাক করেছে আদিনাথ। বিশেষ করে তোমার বর্তমান ঠিকানা গোপন রাখা বা লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করলে না চাওয়া—ঠিক আছে, তোমার যতদিন মন চায় এখানে থাকতে পার। আর তুমি যখন চাইছ না তখন তোমার এই ঠিকানা আমি কাউকেই জানাব না।'

সঙ্গে সঙ্গে আদিনাথ ধর্মাবাদ জানিয়ে বললেন, 'তবে তুমি একজনকে জানাতে পার। 'কাকে?—প্রফেসর জিজ্ঞেস করলেন।

'চিত্রলেখাকে।'

'শুধু একা তাকে?'

'হ্যাঁ, শুধু তাকে। জানো প্রফেসর, এমনিই এক নির্জন পরিবেশে একদিন আমি তার শব্দ হাতের বর্ধনটা অক্লেপে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। তাই সেই একই পরিবেশে তাকে শেষ একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

প্রফেসর সান্দ্র না দিলেন, 'ঠিক আছে, বলব। তবে আদিনাথ সে বোধহয় এখন আর ঠিক ততটা নির্জন বোধ করে না। শুনছি, এখন তার একজন বন্ধুও আছে।'

আদিনাথের কৌতূহল হল, 'কে সে প্রফেসর?'

প্রফেসর বললেন, 'যেদিন চিত্রলেখাকে নিয়ে আসব সেদিনই তোমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেব।'

আদিনাথ একটু দূরে তাকাতেই হঠাৎ আঁধারে উঠলেন, 'কে? কে ওখানে?—নিজে নিজেই চেষ্টা করলেন উঠে নাড়াতে।

প্রফেসর সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় কে? কাকে দেখে তুমি চমকে উঠলে? আমি তো কাউকে দেখছি না। ঠিক আছে, তুমি ছিব্ব হয়ে বসো, আমি দেখছি।'

প্রফেসর বাইরে আসতেই দেখলেন একটা ট্যাক্সি দ্রুত বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে বললেন, 'না কেউ নেই, একটা ট্যাক্সি চলে গেল শুধু।'

আদিনাথ কিন্তু এত সহজে মেনে নিতে পারলেন না কথাটা। তাঁর চোখে তখনও ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। আস্তে আস্তে বললেন, 'কেউ নেই, না? আমার কিছু মনে হল একজন চেনা লোক। ভীষণ চেনা। প্রফেসর, তুমি তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে এস একবার।'

সেদিন সকালে প্রফেসর রায় একা বসে বই পড়ছিলেন, এমন সময় নীলা এসে দাঁড়াল। নীলাকে দেখেই প্রফেসর বললেন, 'আরে এসো এসো, কি খবর?'

নীলা কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি, রায় কাকা। 'কেন, কি হল আবার?'

'বাবার কোন খবর পাচ্ছি না। কোথায় আছেন, কেমন আছেন, আপনি কি জানেন? মনে কোথায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে? হঠাৎ উনি উধাও হয়ে গেছেন বাড়ি থেকে! প্রফেসর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'তোমার প্রশ্নটা খুবই অস্বস্তিকর লাগছে আমার কাছে, বউমা।'

'কেন রায় কাকা? অস্বস্তির কি হল?—নীলার কণ্ঠ বুজল, 'বাবা আমাকে না জানিয়ে কোথাও চলে গিয়েছেন ঠিকানা না রেখে—'

প্রফেসর রায় বললেন, 'কি জান বউমা, ঠিকানাটা আমি জানি, কিন্তু আদিনাথের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে সে কোথায় আছে এ খবরটা তার অনুমতি ছাড়া আমি কাউকে জানাব না।'

নীলা বলল, 'আপনি জানেন অথচ আমাদেরও বলবেন না? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

প্রফেসর একটু গম্ভীর হলেন, 'আজ পর্যন্ত তার কোন চাওয়া তো হিসেবনিকেশের মধ্যে পড়েনি। তোমাকে আমার কথাটা বলা হয়ত ঠিক হচ্ছে না, তবু না বোঝার মত কোনও কথা আমি বলিনি বোমা।'

নীলা কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে বলল, 'রায় কাকা, আসলে ও একটা পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েছিল—'

প্রফেসর রেগে বললেন, 'পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েছিল, নাকি নিজে স্বার্থ অনুযায়ী একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল অমিতাভ?'

নীলা অস্পষ্টে বলল, 'রায় কাকা!'

প্রফেসর বললেন, 'অমিতাভের অনেক ভাগ্য যে আদিনাথের মত একজন মানুষ তার বাবা। অন্য যে কোনও বাবা হলে—আর তুমি বলছ পরিস্থিতির শিকার—সেইজন্যে যখনই জানতে পারল যে আদিনাথ অনেক টাকার ইনসিওর করাচ্ছে—সেই এজেন্ট—এর বাড়ি গিয়ে, তাকে ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে চেষ্টা করল কেউ হাতাতে। কোন পরিস্থিতি তাকে ওই কাজ করতে বাধ্য করেছিল, বোমা?'

নীলা বলল, 'কিন্তু এসব কথা আপনি—'

প্রফেসর রায় আরও বললেন, 'যে মানুষটা ছোট একটা বিজনেসকে আজ ওইরকম একটা উচ্চতায় নিয়ে গেছে, সেই ব্যবসায়ের ক্ষতি করার জন্য তারই কমপিটিটর—এর সঙ্গে নোরা খেলায় মাতল—সেটা কোন পরিস্থিতি বাধ্য করেছিল? কোন পরিস্থিতির শিকার হয়ে নিজের বোনকে অক্লেপে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিল, এমন কি বাবাকে পর্বত সম্পত্তির লোভে খুন করার মতলব করল?'

প্রফেসর রায়কে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখে নীলা ভয় পেয়ে বলল, 'আপনি শান্ত হোন— শান্ত হোন রায় কাকা।'

প্রফেসর একটু দম নিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম সরি, বৌমা! আসলে চোখের সামনে আজ ক'মাসের মধ্যে তোমাদের ক্যামিলিতে পর পর যা বিপর্যয় ঘটল—তোমাদের বন্ধু হিসেবে তার আঁচটা আমার মনেও কম লাগে নি বৌমা!'

নীলা বলল, 'জানি। সবই জানি রায় কাকা। আমি বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা।'

এবার প্রফেসর রায় নীলার মুখের দিকে চোখ রেখে বললেন, 'আজ তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে বৌমা! কেন, কেন তুমি অমিতাভর জীবনে একজন বন্ধু হতে পারলে না? কেন তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল না যে ও অন্যায় করছে? ও পাগল করছে? নির্দয় নিষ্ঠুর পাগল?'

নীলা মাথা নিচু রেখে জবাব দিল, 'সেটা আমারই অক্ষমতা রায় কাকা। অন্ধকারে বসবাস করাটাকে আমি অভ্যাস বলে মেনে নিয়েছিলাম। বাবাই আমাকে প্রথম শেখান জানলা খুলে আলোর মুখ দেখতে? আর সেটা যে আমি দেখতে পেয়েছি এ খবরটা বাবাকে দিতে পারছি না!'

প্রফেসর রায়ের ডুবুদুটো কুঁচকে উঠল, 'তোমার কথা বড় ধোঁয়াটে লাগছে বৌমা, একটু স্পষ্ট করে বলবে?'

নীলা বলল, 'রায় কাকা, বাবাকে আমার ভীষণ দরকার। তাঁর পরিবারে তাঁর উত্তরসূরী আসছে। তিনি না থাকলে কে তাকে শেখাবে, রায় কাকা, কিভাবে মাথা উঁচু করে এই দুনিয়াদারীতে চলতে হয়?'

কথাটা কানে যেতেই প্রফেসরের চোখমুখ থেকে রাগ অভিমান সবকিছু চলে গেল। আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'বৌমা, বৌমা তুমি মা হতে চলছে? কিন্তু বৌমা, আমি যে আদিনাথকে কথা দিয়েছি তার ঠিকানা আমি বলতে পারব না। তবে আমি তোমায় একটা হদিশ দিতে পারি—তুমি আমার সঙ্গে একুনি যেতে পারবে? কিন্তু তুমি ভেতরে ঢুকতে পারবে না, বাইরে অপেক্ষা করবে।'

নীলা উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আমি রাকি, রায় কাকা।'

॥ ৩৭ ॥

নীলাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে প্রফেসর রায় বাড়ির ভেতরে গেলেন। আদিনাথকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বললেন, 'একি আদিনাথ? এভাবে এখানে বসে আছ? তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

আদিনাথ চোখ তুলে তাকালেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি কি একাই এসেছ? প্রফেসর বললেন, 'তোমার এখানে কাঁড়কে সঙ্গে করে আনার তো উপায় নেই। ফলে একা ছাড়া উপায় কি!'

আদিনাথ বললেন, 'তা না। তুমি যে বলে গেলে, চিত্রলেখাকে আর তার বন্ধুকে আনবে? প্রফেসর বললেন, 'ঠিকই। তবে চিত্রলেখা একটু পরে আসবে। আর তার লক্ষ এসে গেছে, আদিনাথ।'

আদিনাথ অবাক হলেন, 'এসে গেছে? কোথায়?'

প্রফেসর বললেন, 'এই তো, তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে।'

আদিনাথ বিশ্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'প্রফেসর!'

প্রফেসর মাথা নিচু করে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ আদিনাথ। হঠাৎ চিত্রলেখা আমাকে প্রস্তাবটা দেয়। আমি—আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে সে প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। আদিনাথ আমি কি তোমায় আঘাত দিলাম?'

আদিনাথ বললেন, 'না প্রফেসর, এই প্রথম তোমাকে আমি ঈর্ষা করলাম। তবে তুমিও আমার কৃতজ্ঞ করলে। আজ কদিন ধরে যে কথাটা বাবাবাব মনে হচ্ছিল যে আমি তোমার বন্ধুত্বের যোগ্য নই—সেই কথাটাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করলে।'

প্রফেসর বললেন, 'এ তুমি কি বলছ আদিনাথ? তোমার আমার সম্পর্কের মধ্যে যোগ্য বা অযোগ্য এসব কথা আসছে কোথা থেকে—বিশেষ করে এত বছর পর? আজ তো আমি ভাবছিলাম তোমাকে একটা প্রশ্ন করব ...'

আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি প্রফেসর?'

প্রফেসর মনে করিয়ে দিলেন, 'একদিন মর্নিংওয়াকে যাওনি বলে ফেরার পথে আমি তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম। আমাকে তুমি একটা কথা বলেছিলে—“সারাদিনের সময়টার মধ্যে মাত্র একটা ঘণ্টা সময় তুমি আমাকে চেনে। বাকি সময়টা আমি কি করি না করি সেটা জানলে আমাকে তোমার ভাল লাগবে না”—মনে পড়ে?'

আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, এরকম একটা কথা বলেছিলাম বটে।'

প্রফেসর আরও বললেন, 'কিন্তু সেদিন আমি কথাটার মানে জানতে চাইনি, আজ চাইছি আদিনাথ।'

আদিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু সেদিন কেন জানতে চাওনি?'

প্রফেসর বললেন, 'কারণ ভেবেছিলাম সেটা নিশ্চয়ই তোমার ব্যবসার সময়—তোমার ডেভিড-ফ্রেডি-এর হিসেবের মধ্যে আমার যাবার কোন কারণও ছিল না।'

আদিনাথ বললেন, 'তা অবশ্য। বোধহয় তুমি সন্দেহ করেছিলে। কারণ আমার মত চরিত্রের একজন মানুষ সেটা বোধহয় তখন বরদাস্তও করত না। আর তা না করলে তোমাকে আমি হারাভাম।'

প্রফেসর রায় একটু অবাক হলেন, 'তুমি হঠাৎ এত নেগেটিভ কথা বলছ কেন বল তো? এ ধরনের কথা তো তোমার কাছে কখনও শুনিনি।'

আদিনাথ বললেন, 'যে জন্যে আমার এখানে আসা তার দিন শেষ হয়ে এসেছে, প্রফেসর। আমি মৃত্যুর ছায়া দেখতে পাচ্ছি।'

প্রফেসর চমকে উঠলেন, 'আদিনাথ!'

আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ প্রফেসর। নিজের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়াটা করতে গিয়ে আমি কি দেখছি জানো? ফ্রেডিড শূন্য—আর ডেভিড-এর পাতাটা ভাঙি। শুধুই খরচের হিসেব, স্বর্ণের বোঝা। চিত্রলেখাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তুমি আমার হয়ে খানিকটা শোধ করছে—কিন্তু বাকিগুলো? সেসব শোধ করবে কে প্রফেসর?'

প্রফেসর বোঝালেন, 'শোন আদিনাথ, তুমি এরকম ভেঙ্গে পড়ো না। আমি তোমাকে একটা ভাল খবর দিতে এসেছি।'

আদিনাথ মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'হিসেবনিকেশ শেষ হবার পর নতুন আর কি ভাল খবর তুমি দেবে প্রফেসর ? তোমার কিছু দেবারও নেই—আমারও নেবার নেই।'

প্রফেসর আশ্বস্ত করলেন, 'আছে, আছে আদিনাথ, তুমি আগে শোন কথাটা। বৌমা এসেছিল আমার বাড়িতে। সে তোমার বর্তমান ঠিকানা জানতে চায়। সেদিনই বৌমা কথায় কথায় জানাল—'

আদিনাথ কথার মাঝখানেই বললেন, 'জানি প্রফেসর, আমি যদি সামান্য উদযোগী হ'তাম তাহলে বোধহয় স্ত্রীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু আমি হইনি। বরং বিয়ের শিশিটা দেখে নিশ্চিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম মারা যাচ্ছে যাক—আমি বেঁচে যাচ্ছি। আর তাই হাসপাতালে পাঠানো অথবা স্টমাক প্রশাস করা—এসবের ব্যবস্থা না করে আমি বাড়িতে ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করি। যাতে ডাক্তার ডাকা ইত্যাদিতে সময় লাগে। সেই সময়টাতে যাতে বিষ তার কাজ করতে পারে। আর ঘটেও ছিল ঠিক তাই।'

প্রফেসর চমকে উঠলেন, 'কি বলছ তুমি ! এ তো একরকমের মার্ভার !'  
আদিনাথ স্বীকার করলেন, 'ইয়েস, মার্ভার ! আরও শুনবে ? এ রাজেশ—সে আমারই সৃষ্টি। ওর সাহস ছিল দুর্দান্ত। ইউনিভার্স করত। আমার বিজনেস-এর, আমার ব্যক্তিগত জীবনের নানান ব্যাপারে ও আমাকে সাহায্য করেছে। ওর একটা মহৎ গুণ—ও বিদগ্ধ। কিন্তু শেষ বেলাটা ও আমার সঙ্গেই খেলতে গেল। অর্থাৎ সেই রাক্ষসের গল্প—রাক্ষসটা কলসীর ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু আমি বৃণকথার নায়ক নই প্রফেসর, আমি জীবনে অনেক ঠোঁকর ঝাওয়া মানুষ—তাই জানি কিভাবে রাক্ষসটাকে কলসীর ভেতর ঢুকিয়ে দিতে হয়। আর দিয়েছিও তাই। মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে রাজেশকে আমি খুন করেছি প্রফেসর। সব শেষ করে এখানে চলে এসেছি একলা থাকতে।'

প্রফেসর হতভম্ব হয়ে গেলেন, 'এসব—এসব তুমি কি বলছ আদিনাথ ?'  
আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ প্রফেসর, যা বলছি সব সত্যি, সব বাস্তব।'  
প্রফেসর বললেন, 'আমি তো ভাবতেই পারছি না আদিনাথ, এ ধরনের কাজ তুমি করতে পার !' [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

আদিনাথ বললেন, 'হ্যাঁ প্রফেসর—তখন তোমায় বললাম না, আমি তোমার বন্ধুদের যোগ্য নই, তার কারণ ছিল এই সব ঘটনা।'  
প্রফেসর বললেন, 'তার মানে আমি এত বোকা ? মানুষ হিসেবে তোমাকে বিশ্বাস করে ঠকে গেলাম ?'

আদিনাথ বললেন, 'তা কেন ? আমি খুব বেশি চতুর—সেটাই বা ভাবছ না কেন ? যে তোমাকে ঠকিয়েছে অথবা তোমাদের ঠকিয়েছে ? তোমাকে, চিত্রলেখাকে—সবাইকে ?  
ওদের কথাবার্তার মাঝখানে নীলা এল।  
নীলাকে দেখেই আদিনাথ মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। প্রফেসর বললেন, 'আমি চলি, তোমরা কথা বলো।'

নীলা আদিনাথের সামান্য এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি এসেছি বলে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বাবা ?'

আদিনাথ মুখ নিচু করেই বললেন, 'বৌমা, জীবনে যা যা করতে চেয়েছি সবই করেছি। এই ব্যবসার টার্নওভার বছরে কয়েক কোটি টাকা। অমিতাভ, অরুণ, সৌরী—তুমি তোমরা

সবাই এখন উন্নয়মুক্ত। বাকি জীবনটা সহজভাবে এগিয়ে যেতে আর কোনও বাধা থাকবে না। কেবল আমি হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে, নিঃশ্ব করছি নিজেকে।'

নীলা অনুরোধ করল, 'তবু আপনি ফিরে চলুন বাবা। সব কিছু হারিয়ে যা গেলেন সেটা যে আসছে তাকে দিয়ে যাবেন না ?'

আদিনাথ এবার অবাক হয়ে ডাকলেন, 'কে আসছে ?'

নীলা মাথা নিচু করে বলল, 'রায়কাকা আপনাকে কিছু বলেননি ?'  
আদিনাথ মাথা নাড়ালেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, রায় যেন কী বলতে চাইছিল।'

এমন সময়ে প্রফেসর ঢুকলেন, বললেন, 'তুমি তো নিজের কথাই বলে যাচ্ছ, শুনবে কি করে। আদিনাথ, নীলা মা হতে চলেছে। এ খবর আর কেউ জানে না।'

খবরটা শুনে আদিনাথের মুখে আলো ছড়াল। আকাশের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'এবার ক্লাউড হ্যাঙ্গ এ সিলাভার সাইনিং !'

নীলা বলল, 'বাবা, এবার নিজের বাড়িতে ফিরে চলুন।'  
আদিনাথ হতাশ হয়ে গেলেন আচমকা, 'কিন্তু আমার ফেরার পথ যে নিজের হাতেই বন্ধ করে ফেলেছি রাজেশকে সরিয়ে দিয়ে।'

টিক সেইসময় বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামল, গাড়ি থেকে নেমে এলেন কয়েকজন পুলিশ অফিসার, সঙ্গে মঞ্জুল।

সবার অলঙ্ঘ্য চশমার খাপ থেকে একটা পুরিয়া বের করে জিন্ডের তলায় দিয়ে দিতেই আদিনাথ মল্লিকের শরীরটা অসাড়া হয়ে নিচে লুটিয়ে পড়ল। প্রফেসর রায় চিৎকার করে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চাইলেও পারলেন না।

ততক্ষণে ওরা কাছে এসে গেছে। মৃত শরীরটার দিকে আপুল তুলে ইশারা করল মঞ্জুল। আদিনাথ মল্লিকের চোখ স্থির। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ ভাঁজ।

নীলা টলতে লাগল। 'সে এখন কোথায় যাবে ? কার কাছে ?'

